দ্য মায়ান সিক্রেটস্

ক্লাইভ কাস্‌লার
টমাস পেরি

অনুবাদ: জেসি মেরী কুইয়া
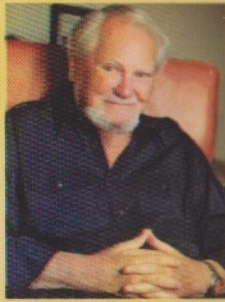
পঞ্চাশটিরও বেশি ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের লেখক কিংবা সহ-লেখক হলেন ক্লাইভ কাস্‌লার। এর মাঝে আছে বিখ্যাত ডার্ক পিট অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ, যেমন ক্রিসেন্ট ডন্, দ্য নুমা ফাইলস, একেবারে সাম্প্রতিক জিরো আওয়ার; দ্য আরেগন ফাইলস, যেমন দ্য জঙ্গল; দ্য আইজ্যাক বেল অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ যেমন লস্ট অ্যাম্পায়ার। নন-ফিকশনের মাঝে আছে দ্য সি হান্টারস ও দ্য সি হান্টারস টু। আসল নুমা-র সত্যিকারের অ্যাডভেঞ্চারগুলোই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে কাসলারের নেতৃত্বে খুঁজে বের করা হয়েছে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক জাহাজগুলোকে। স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে নিয়ে ষাটটির বেশি জাহাজ আবিষ্কার করেছেন কাস্‌লার। এর মাঝে একটি বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কনফেডারেট সাবমেরিন 'হানলী'। বর্তমানে অ্যারিজোনাতে বাস করছেন লেখক ক্লাইভ কাসলার।

বিশটি উপন্যাসের লেখক টমাস পেরি'র কাজের মাঝে আছে এডগার অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী দ্য বুচারস বয় আর বহু প্রশংসিত জেন হোয়াইটফিল্ড সিরিজ। একেবারে সাম্প্রতিক বের হয়েছে পয়জন ফ্লাওয়ার। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া'তে বসবাসরত লেখক সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন WWW. thomasperryauthor.com

ক্লাইভ ক্লাস্‌লার ভুবন সম্পর্কে আরো জানতে ভিজিট করুন WWW. Clivecussler.co.Uk

অনুবাদক

জেসি মেরী কুইয়া পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ থেকে শেষ করেছেন স্নাতকোত্তর। মুলত বই পড়ার আনন্দ থেকেই লেখালেখি করার আগ্রহ। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থসমূহ– দ্য শারলোকিয়ান, দি অটোমান সেঞ্চুরিস্, দৌজ্ ইন পেরাল্, ঈগল ইন দ্য স্কাই, এম্পায়ার অভ্ দ্য মোগল– দ্য সার্পেন্টস্ টুথ। এছাড়াও ভবিষ্যতে মৌলিক রচনা লেখার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

jasy_1984@yahoo.com

বর্তমান বিশ্বে ধনী দেশগুলোর তালিকায় মধ্য-আমেরিকা মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের নাম মেক্সিকো। সেই মেক্সিকোতে সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে অতীতের মূল্যবান সব জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ। যার ফলে ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে আধুনিক মানবসভ্যতার ক্রম বিকাশের ভবিষ্যৎ পট পরিবর্তনের সম্ভাবনার ধারাবাহিকতা।

মধ্য আমেরিকার একটি দেশে এটি এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। যার দাবিদার রহস্য ও গুপ্তধন সন্ধানী দম্পতি স্যাম ও রেমি ফারগো। তাঁদের হাতে এসেছে মুখবন্ধ মৃৎপাত্রে ভরা এক নরকঙ্কাল। তার সাথে পাত্রের ভেতরে সুরক্ষিত আছে মায়া আমলের মূল্যবান এক বই। যা এর আগে আর কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকরা খুঁজে পাননি। মায়া সভ্যতা, তাদের শহর আর পুরো মানবজাতি সম্বন্ধে অসাধারণ সব তথ্য লেখা রয়েছে বইটিতে। রয়েছে অনেক মূল্যবান সিক্রেটের রহস্যঘেরা সন্ধান। সিক্রেটগুলো এতোটাই শক্তিশালী যে, এগুলো পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এক দল গুপ্তধন শিকারী। সেই দলের অভিযানেই সঙ্গী হয়ে চলল ফারগো দম্পতি। তাদে অভিযান শেষ হবার আগেই প্রাচীন বইটাতে লেখা গুপ্ত ধনের সন্ধানে গিয়ে মারা যাবে লোভী বহু গুপ্তধন শিকারী নর-নারী আর এদেরই মাঝে স্যাম ও রেমি ফারগো থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না...।

গা শির শির করা রোমাঞ্চ, অপ্রতিরোধ্য দুর্বার লোভাতুর আকর্ষণ আর উন্মত্ত আকাশকুসুম কল্পনা ও টান টান উত্তেজনায় ভরপুর ঘটনা বহুল দীর্ঘক্ষণ পাঠককে ধরে রাখার মতো বই 'দ্য মায়ান সিক্রেটস'। এটি ক্লাইভ কাসলারের এক অনন্য সৃষ্টি।

'দ্য মায়ান সিক্রেটস' আরো একবার প্রমাণ করে দিল যে, পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান অ্যাডভেঞ্চার লেখক নিজের ক্ষেত্রে আসলেই অদ্বিতীয়।

অভিমত :

- "কাসলারকে আসলে হারানো কঠিন।"

  —দ্য ডেইলি মেইল

- কাসলারই—"দ্য অ্যাডভেঞ্চার কিং"

  —সানডে এক্সপ্রেস

- "আমি যাঁর বই পড়ি তিনি হচ্ছেন—ক্লাইভ কাসলার।"

  —টম ক্লানসি

দ্য মায়ান সিক্রেটস

দ্য মায়ান সিক্রেটস

দ্য মায়ান সিক্রেটস

ক্লাইভ কাসলার

ও

টমাস পেরি

অনুবাদঃ

জেসি মেরী কুইয়া

দ্য মায়ান সিক্রেটস
ক্লাইভ কাসলার ও টমাস পেরি
অনুবাদঃ জেসি মেরী কুইয়া

সংশোধিত প্রথম সংস্করণ
আগস্ট ২০১৬
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১৫

রোদেলা ৩৫০

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
রাকিবুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্যঃ ৩৬০.০০ টাকা মাত্র

THE MAYAN SECRETS By CLIVE CUSSLER
AND THOMAS PERRY Translated by Jasy Mary Quiah
First Published *Ekushe Baimela 2015*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 360.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-91085-6-6 Code: 350

উৎসর্গ

এমি এবং এরিক তারা
দীর্ঘজীবী হোক!
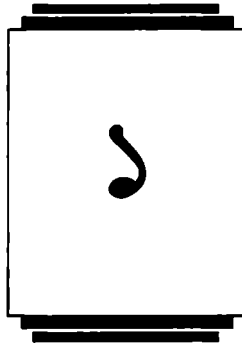
রাবিনাল, গুয়েতেমালা, ১৫৩৭

প্রায় মাঝরাত, রাবিনালের মায়ান মিশনে নিজের পাঠকক্ষে বসে মোমবাতির আলোয় এখানে লেখালেখি করছেন ক্যাথলিক যাজক বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস। ঘুমোতে যাবার আগে প্রতিদিন বিশপ মারোকুইনের কাছে পাঠানোর জন্য রিপোর্টে নিজের অংশ লিখে শেষ করতে হয়। এই কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হলেই সম্ভব গুয়েতেমালায় ডমিনিকান মিশনের হয়ে গির্জার আধিপত্য নিশ্চিত করা। নিজের কালো আলখাল্লা খুলে দরজার কাছে হুঁকের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন যাজক ডি লাস। এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলেন রাতের নিজস্ব শব্দগুলো—পাখিদের মৃদু আওয়াজ, নীরবতার মাঝে ছোট ছোট পোকার গুঞ্জন।

দেয়ালের সাথে লাগানো কাঠের আলমিরার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে বের করে আনলেন বহুমূল্যবান বইটি। কুকুলকান, রাজকীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি এই বইটিসহ আরো দুটি বই এনে দিয়েছেন যাজক বার্তোলোমেকে, যেন তিনি এগুলো পরীক্ষা করে দেখেন। টেবিলের ওপর বইটি মেলে ধরলেন যাজক লাস ক্যাসাস। কয়েক মাস ধরেই পড়ছেন বইটি আর আজ রাতের কাজটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। টেবিলের ওপর পার্চমেন্টের আস্তর বিছিয়ে খুললেন বিস্ময়কর বইটি। বইয়ের এই পাতাটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ছবি দিয়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছয়টি অসাধারণ মানবসদৃশ জীব। যাজক বার্তোলোমের ধারণা, এরা দেবতা। প্রত্যেকেই বসে আছে বাম

দিকে তাকিয়ে। এঁদের নিচে লেখা আছে জটিল সব চিহ্নের ছয়টি লম্বমান সারি। পণ্ডিত কুকুলকানের দাবি, এগুলো মায়ান লেখনী। পরিষ্কার সাদা কাগজে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে লাল, সবুজ, হলুদ আর মাঝে মাঝে নীল রং দিয়ে। ছবির নিচের লেখাগুলো কালো। যাজক লাস ক্যাসাস নিজের কলমকে যতটা সম্ভব ভালভাবে পরিষ্কার করে নিজের পৃষ্ঠাটিকে ছয়টি লম্বা সারিতে বিভক্ত করে ছবির চিহ্নগুলোর প্রতিলিপি করতে শুরু করে দিলেন। কাজটা বেশ শক্ত আর পরিশ্রমেরও বটে; কিন্তু এটিকে নিজের কাজের অংশ হিসেবেই দেখেন যাজক বার্তোলোমে। এটি তার ডমিনিকান আহ্বানেরই একটি অংশ, যেমন তার পোশাকের সাদা অংশ হচ্ছে বিশুদ্ধতার প্রতীক আর এর ওপরে কালো আলখাল্লা প্রকাশ করছে প্রায়শ্চিত্ত বা কৃচ্ছ্রসাধনকে। ছবির এসব চিহ্নের অর্থ অথবা পৌরাণিক দেবতাদের নাম সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার। কিন্তু তিনি জানেন যে গভীর কোনো জ্ঞান লুকায়িত আছে এসব চিত্রের মাঝে আর তাই নতুন করে এর অর্থ জানাও জরুরি গির্জার জন্য।

ল্যাস ক্যাসাসের দ্বারা ভারতীয়-মায়ানদের জন্য এই অসম্ভব ধৈর্যশীল আর নাজুক কাজটি করা ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্তের নামান্তর। বর্তমান নতুন বিশ্বে বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস শান্তির জন্য আসেন নি। এসেছেন যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে তরবারি হাতে নিয়ে। গভর্নর নিকোলাস ডি ওভোন্ডোর সঙ্গে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে, স্পেন থেকে যাত্রা করে হিস্প্যানিঅলাতে এসেছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন *Encomienda* (এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা বা কর্তৃত্ব)। পেয়েছেন অধীকৃত ভূমি আর এখানে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয়-দাসদের ওপরে শাসন অধিকার। এমন কি দেখেছেন ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে, দখলকারী বিজয়ীদের ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা। এক যুগ পেরিয়ে একজন যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হবার পরেও যোগ দিয়েছেন কিউবায় বসবাসকারী ভারতীয়দের দখল অভিযানে। আবারও পেয়েছেন অধীকৃত ভূমি আর ভারতীয় দাসদের, রাজকীয় অনুদান হিসেবে নিজে লুটপাটে অংশ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ। নিজের পূর্বেকার জীবনের কথা মনে পড়লেই লজ্জা আর অনুশোচনায় ভেঙে পড়েন বার্তোলোমে।

অবশেষে নিজেই নিজের পাপস্বীকার করেছেন, যে ভয়ানক জঘন্য পাপে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। তখন থেকেই অনুতপ্ত হয়ে শুরু করেছেন আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টা। ১৫১৪ সালের সেই দিনটির কথা সবসময় স্মরণ থাকবে লাস ক্যাসাসের, যেদিন নিজের পূর্ব সব কাজের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে ভারতীয় দাসদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন গভর্নরের কাছে। এই দিনটির কথা মনে পড়া ঠিক যেন পুরনো ক্ষতচিহ্নে হাত বোলানোর মতো। এরপর আবারো

জাহাজে চেপে স্পেনে ফিরে গেছেন শক্তিশালীদের কাছে ভারতীয়দের বাঁচানোর জন্য আকুতি জানাতে। এসব কিছুই তেইশ বছর আগেকার কথা আর এরপর থেকেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করছেন বার্তোলোমে। নিজের লেখনী আর পরিশ্রমকে উৎসর্গ করেছেন যেসব অন্যায় তিনি করেছেন, সমর্থন জুগিয়েছেন।

শেষ না হওয়া পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা ধরে করলেন এই প্রতিলিপিকরণের কাজ। এরপর পার্চমেন্টের কপিটা রেখে দিলেন ধর্মপুস্তকের একটা বাক্সের ভেতরে নিচে অন্যান্য কপি করা পৃষ্ঠাগুলোর সাথে। ছোট্ট কক্ষটায় যখন সে হাঁটতে আরম্ভ করল, তখন মোমবাতির শিখা ঝিকঝিকি করে কেঁপে কেঁপে জ্বলতে লাগল। টেবিলের ওপর বিছিয়ে নিলেন আরেকটা পরিষ্কার পাতা, অপেক্ষা করলেন মোমবাতির আলো স্থির হবার জন্য। এরপর আবারো হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়লে পরের কাজে হাত দিলেন যাজক লাস ক্যাসাস। দোয়াতের মাঝে কলম চুবিয়ে শুরু করলেন তারিখ দিয়ে : ২৩ জানুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রি.। এরপর কাগজের ওপর ধরা কলমের হাত থেমে গেল।

কিছু পরিচিত শব্দ কানে আসার সাথে সাথেই রেগে উঠলেন বার্তোলোমে। শুনতে পাচ্ছেন এক প্ল্যাটুন সৈন্যের মার্চ করার পদশব্দ, ভেজা মাটিতে আঘাত করছে তাদের পায়ের বুটজুতা, অশ্বারোহীর খুরের গর্জন আর প্রতিটি সৈন্যের দেহবর্মের নিচে ঝুলে থাকা তরবারির হাতলের ঝনঝন।

'না,' বিড়বিড় করে উঠলেন বার্তোলোমে। 'আর না, প্রভু! এখানে নয়।' এটা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, নিয়মের লঙ্ঘন। গভর্নর মালদোনাদো ভঙ্গ করছে তার প্রতিজ্ঞা। যদি ডমিনিকান যাজকগণ স্থানীয়দের শান্ত করে ধর্মান্তরিত করতে পারে তাহলে *encomiendas*-এর দাবি করার জন্য আর কোনো কলোনি আসবে না—আর এর চেয়েও বড় কথা, কোনো সৈন্য থাকবে না। যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চলের ভারতীয়দের জয় করে নিতে পারেনি, এমন সৈন্যরা তো এখন আসার কথা নয় আর তাদের দাসে পরিণত করা হবে একমাত্র যাজকরা সখ্য গড়ে তোলার পরেই।

নিজের কালো আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে নিলেন যাজক লাস ক্যাসাস। দরজা খুলে ফেলে দৌড়ে নিচে নামলেন লম্বা গ্যালারি বেয়ে। ইটের বারান্দায় থপথপ আওয়াজ তুলল চামড়ার স্যান্ডাল। দেখতে পাচ্ছেন স্প্যানিশ অশ্বারোহী সৈন্যদের, তরবারি আর বর্শাসমেত সকলেই যুদ্ধসাজে সজ্জিত, তাদের তোলেডো-লোহার দেহবর্ম আর শিরস্ত্রাণ চকচক করছে গির্জার বাইরে চারকোণা করে তৈরি বনফায়ারের আলোতে।

লাস ক্যাসাস দৌড়ে গেলেন সৈন্যদের কাছে, হাত নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'কী করছ, তোমরা? মিশনের অঙিনায় কোন্ দুঃসাহসে আগুন জ্বালাচ্ছ? এসব দালানের ছাদগুলো খড়ের তৈরি, আর ভিন্ন কিছু নয়!'

সৈন্যরা তাকিয়ে যাজক লাস ক্যাসাসের কথা শুনতে পেল, তাদের মাঝে দুজন কী তিনজন নম্রভাবে মাথা নুইয়ে সম্মানও জানাল। কিন্তু এরা সকলে পেশাদার যোদ্ধা, জানে যে একজন ডমিনিকান মিশনপ্রধানের সাথে তর্ক তাদের ধনী অথবা ক্ষমতাবান কিছুই তৈরি করবে না।

যখন যাজক বার্তোলোমে তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইল, তারা একপাশে সরে গেল অথবা এককদম পিছিয়ে গেল কিন্তু কিছু বলল না পাল্টা উত্তর হিসেবে।

"তোমাদের কমান্ডার কোথায়?" জানতে চাইলেন যাজক ক্যাসাস। "আমি ফাদার বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস।" নিজের রাজকীয় পদবি খুব কমই ব্যবহার করেন বার্তোলোমে। কিন্তু তারপরও তিনি একজন যাজক আর নতুন বিশ্বে পা দেয়া প্রথম যাজক। "আমি তোমাদের কমান্ডারের সাথে দেখা করতে চাই।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা এক জোড়া সৈন্য পথ করে দিল লম্বা কালো দাঁড়িঅলা এক লোককে। যাজক ক্যাসাস খেয়াল করে দেখলেন যে এই লোকটার দেহবর্ম অন্য সৈন্যদের চেয়ে একটু বেশিই জমকালো। ওপরের দিকে স্বর্ণের খোদাই করা কারুকার্য। লাস ক্যাসাস এগিয়ে যেতেই, লোকটা চিৎকার করে বলে উঠল, 'থামো এবং দাঁড়িয়ে পড়ো।' আর তার সৈন্যরা চার সারিতে দাঁড়িয়ে কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে রইল। কমান্ডার ও সৈন্যদের মাঝে পা রাখলেন যাজক লাস ক্যাসাস।

"মাঝরাতে ডমিনিকান মিশনে কী করছে সৈন্যরা? এখানে কী কাজ তোমাদের?"

ক্লান্তভাবে যাজকের দিকে তাকাল কমান্ডার। "আমাদের কাজ আছে ফাদার। আপনার অভিযোগ গভর্নরকে জানাবেন।"

"তিনি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে সৈন্যরা কখনো এখানে আসবে না।"

"এটা সম্ভবত শয়তানের বইটার কথা জানতে পারার আগে।"

"বইয়ের সাথে শয়তানের কোনো সম্পর্ক নেই। বোকা কোথাকার। এখানে থাকার কোনো অধিকার নেই তোমাদের।"

"তারপরও আমরা এখানে। পৌত্তলিকতার বই দেখা গেছে এখানে, খবর পেয়েছেন ফ্রা তোরিবিও ডি বেনেভেন্তে আর তিনিই গভর্নরের কাছে সাহায্য চেয়েছেন।"

"বেনেভেন্তে? আমাদের ওপর কোনো অধিকার নেই তার। সে তো এমনকি একজন ডমিনিকানও নয়। একজন ফ্রান্সিসকান।"

"এসব অভ্যন্তরীণ বিষয় আপনাদের ব্যাপার। আমার কাজ হলো শয়তানের বইগুলোকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করা।"

"এগুলো শয়তানের নয়। এ বইগুলোর মাঝে লেখা আছে এসব লোকের সম্পর্কে জ্ঞান আর তাদের মাঝে থাকা অঙ্গগুলো, তাদের পূর্বপুরুষ, প্রতিবেশী, তাদের দর্শন, ভাষা আর বিশ্বতত্ত্ব। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে বাস করছে তারা, ভবিষ্যতের জন্য তাদের বই উপহার হিসেবেই বিবেচিত হবে। আমাদের এমন সব জিনিস সম্পর্কে জানাবে বইগুলো, যেগুলো অন্য কোনোভাবে খুঁজে পাব না আমরা।"

"আপনাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে, ফাদার। আমি নিজে এগুলোর কয়েকটা দেখেছি। কতগুলো ছবি আর তারা সেবায়িত হিসেবে পূজা করে এরকম সব শয়তানের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নেই।"

"এই লোকগুলো ধর্মান্তরিত হয়েছে। একই সময়ে, এক সাথে আর স্বেচ্ছায়। যেভাবে ফ্রান্সিসকানরা করে সেভাবে নয়। পুরনো মায়ান ঈশ্বররা টিকে আছে শুধু কয়েকটা চিহ্নের মাঝে। অল্প সময়ে অনেক উন্নতি করেছি এখানে আমরা। সমস্ত কাজের ওপর পানি ঢেলে নষ্ট করে দিও না আমাদের বর্বর প্রমাণিত করে।"

"আমাদেরকে? বর্বর?"

"বর্বর। তুমি এটা জানো—যারা শিল্পকলা ধ্বংস করে, বই পুড়িয়ে ফেলে, যাদের জানে না এমন লোকদের হত্যা করে আর তাদের সন্তানদের দাসে পরিণত করে।"

নিজের লোকদের দিকে ফিরে তাকাল কমান্ডার। "আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও উনাকে।"

তিনজন সৈন্য এসে ফাদার লাস ক্যাসাসকে ধরে যতটা ভদ্রভাবে সম্ভব ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল গির্জার চত্বর থেকে। তাদের মাঝে একজন আবার বলে উঠল, "প্লিজ, ফাদার আমি অনুনয় করছি আপনার কাছে। কমান্ডারের কাছ থেকে দূরে থাকুন। তাকে নির্দেশ করা হয়েছে আর অমান্য করার পরিবর্তে মৃত্যুবরণকেই বেছে নেবেন তিনি।" এরপর ফাদারের কাছ থেকে সরে ফিরে আবার চত্বরে ফিরে গেল সৈন্যগণ।

বিশাল আগুনের কুণ্ডুলী তৈরিতে ব্যস্ত সৈন্যদের দিকে শেষ একবার তাকালেন ফাদার লাস ক্যাসাস। সৈন্যরা সামনে পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে কাঠের তৈরি যা-ই পাচ্ছে ভেঙে ছুড়ে দিচ্ছে আকাশের দিকে উঠতে থাকা

শিখার দিকে। মায়ান বইগুলোতে চিত্রিত যেকোনো দেবতার চেয়েও বেশি অশুভ মনে হচ্ছে এ আগুনকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিশনের দালানের পেছন দিকে অন্ধকারে মিশে গিয়ে হাঁটতে লাগলেন ফাদার। পরিষ্কার। জমিটুকুর কিনারে এসে জঙ্গলের পথে নেমে গেলেন। পথটার চারপাশের গাছ এত ঘন যে মনে হচ্ছে কোনো গুহার মাঝে দিয়ে হাঁটছেন। নিচের দিকে নেমে যাওয়া পথটা চলে গেছে নদীর দিকে।

নদীর কাছে পৌঁছে ফাদার লাস ক্যাসাস দেখতে পেলেন গ্রামে নিজের কুঁড়েঘর থেকে বের হয়ে এসেছে বহু ইন্ডিয়ান-মায়ান আর আগুনও জ্বালানো হয়েছে। অদ্ভুত সৈন্যদের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে গ্রামের মাঝখানে এসে জড়ো হয়েছে পরবর্তী পন্থা নিয়ে আলোচনা করতে। ফাদার তাদের সাথে কীচি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন, যেটি এ-মায়ান জেলার ভাষা।

"আমি, ব্রাদার বার্তোলোমে", চিৎকার করে বলে উঠলেন যাজক। "মিশনে সৈন্যরা এসেছে।"

নিজের কুঁড়েঘরের দরজায় বসে থাকা কুকুলকানকে দেখতে পেলেন ফাদার। কোবানদের একজন গুরুত্বপূর্ণ গোত্রপ্রধান ছিল কুকুলকান, মিশনে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আর তাই এখন অন্যেরা নেতৃত্বের জন্য তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কুকুলকান কথা বলে উঠল এবারে। "তাদের দেখেছি আমরা। কী চায় তারা? স্বর্ণ? দাস?"

"বইয়ের জন্য এসেছে তারা। বইগুলো তারা বুঝতে পারছে না। আর কেউ একজন তাদের জানিয়েছে যে মায়ান-বইগুলো জাদু আর অশুভ শয়তান বিষয় সম্পর্কে। তোমাদের কাছে থাকা যেকোনো বই খুঁজে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে এসেছে তারা।"

বিস্ময় আর আতঙ্ক দেখা গেল সকলের মাঝে। চারপাশে শুরু হয়ে গেল বিড়বিড় শব্দ। ভিড়ের মানুষগুলোর কাছে পুরোপুরি অবিশ্বাস্য ঠেকল খবরটা। যেন গাছ কাটতে এসেছে কেউ, নদী নিকাশ করা অথবা সূর্যটাকে মুছে ফেলতে। তাদের কাছে এহেন আচরণ মনে হচ্ছে এমন এক অত্যাচার যা থেকে কিছুই লাভ করতে পারবে না সৈন্যরা।

"কী করব আমরা?" জানতে চাইল কুকুলকান। "যুদ্ধ?"

"আমরা যা করতে পারি তা হলো বইগুলোকে রক্ষা করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণগুলোকে বাছাই করে তুলে এখান থেকে নিয়ে যাও সেগুলোকে।"

নিজের ছেলের দিকে তাকাল কুকুলকান। তিপাউ প্রায় ত্রিশ বছর বয়সি একজন সম্মানিত যোদ্ধা। দ্রুত ফিসফাস করে আলোচনা করে নিল

পিতা-পুত্র, মাথা নাড়ল তিপাউ। এরপর ফাদার লাস ক্যাসাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলে উঠল কুকুলকান। "এ ব্যাপারে কোনো সন্দহ নেই। মিশনে আপনাকে দেখাবার জন্য যেটা নিয়ে গিয়েছিলাম সেটাই। অন্যগুলোর চেয়ে এটাই বেশি মূল্যবান।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের পথটাতে চলতে শুরু করে দিলেন ফাদার লাস ক্যাসাস। হঠাৎ করে কাঁধের কাছে চলে এলো তিপাউ। "তারা খুঁজে পাবার আগেই পথ ধরতে হবে আমাদের।" বলে উঠল তিপাউ। "জোরে আসার চেষ্টা করুন।" এরপরই দৌড়াতে লাগল সে।

এত জোরে দৌড়ে যাচ্ছে তিপাউ যেন অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে সে আর সামনে তার ছায়া দেখে আরো জোরে দৌড়াতে পারছে ফাদার লাস ক্যাসাস। সমতল ভূমিতে পৌঁছাতেই দেখা গেল প্রধান সড়ক ধরে ইন্ডিয়ান-মায়ান বসতির দিকে এগিয়ে আসছে স্যৈনদের একটা সারি।

এখন সৈন্যদের দেখার কোনো প্রয়োজন নেই যাজক লাস ক্যাসাসের। হিসপ্যানিঅলাতে তাইনো উৎখাতের সময় অংশ নিয়েছিলেন তিনি চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে কী করতে চলেছে সৈন্যরা। সৈন্যদের প্রথম দলটা ঝড়ের বেগে ঢুকে গেল একটা কুঁড়েঘরে। এক মিনিট পরে তাদের একজন বাইরে বের হয়ে এলো হাতে একটা মায়ান বই নিয়ে। শুনতে পেলেন চোলান ভাষায় কথা বলে উঠল একজন, "আমি কোপান শহর থেকে রক্ষা করেছিলাম এটি!" সেকেলে হাত বন্দুকের গুলিতে কেঁপে উঠল ভূমি, ডানা ঝাঁপটে কিচিরমিচির করতে করতে লম্বা একটা গাছ থেকে উড়ে গেল কতগুলো পাখি। নিজের কুঁড়েঘরের সামনে পড়ে রইল লোকটার মৃতদেহ।

মিশনের পেছনে হালকা আলোর অংশ পৌঁছে যেতেই তিপাউ-এর পরিবারের কথা ভাবতে লাগলেন ফাদার বারতোলেমে। কুকুলকান একজন উঁচু স্তরের যাজক আর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিল। রাজপরিবারের অংশ তারা। রোগের কবলে পড়ে সর্বশেষ শাসক মৃত্যুবরণ করলে তার ওপর বর্তায় শাসনভার। সে আর তিপাউ গৃহত্যাগ করার সময় বাদ দিয়েছে নিজেদের পালকঅলা বড়সড় মুকুট। তারপরও তিপাউ পরে আছে গাঢ় সবুজ পান্নার কানের দুল, ব্রেসলেট আর পুঁতির নেকলেস, একমাত্র মায়ান অভিজাতেরাই যেটি পরার অনুমতি পায়।

দালানগুলোর পেছন দিয়ে দৌড়ে ডমিনিকান কোয়ার্টারের দিকে ছুটলেন তারা দুজন। দেখতে পেলেন মিশনের স্থানীয় সংগ্রহশালা খুঁজে ফিরে আসছে সৈন্যরা। হাত ভর্তি করে বই।

অনুষ্ঠানাদির অংশ আর খোদাইকৃত বস্তু নিয়ে ছুড়ে মারছে আগুনের দিকে।

মায়ান-বইগুলো বেশ লম্বা, বন্য ফিগ গাছের ভেতর দিককার ছাল দিয়ে তৈরি হয় ভাঁজা করা পাতাগুলো। লেখার জন্য অংশটুকুতে লাগানো হয় ঘন সাদা চুন আর রং করা হয় স্থানীয় রঞ্জক দিয়ে। খুঁজে পাওয়া বইগুলো আগুনের মাঝে ছুড়ে ফেলতে লাগল সৈন্যরা। সবচেয়ে পুরনোগুলোই বেশি শুকনো আর তাই সাথে সাথে আগুন পেয়ে জ্বলে উঠল—একটি মাত্র আগুন শিখা—আর তারপরই চিরকালের মতো হারিয়ে গেল শত শত বছর ধরে সযত্নে আগলে রাখা পঞ্চাশ অথবা শ খানেক পাতা। যাজক লাস ক্যাসাস জানেন যে অনেক কিছুই থাকতে পারে এসব বইয়ে। পণ্ডিত কুকুলকান জানিয়েছিল যে, কিছু ছিল হাজার বছরেরও আগেকার গাণিতিক সূত্র, জ্যোতির্বিদ্যার পর্যবেক্ষণ, হারিয়ে যাওয়া শহরের অবস্থান, ভুলে যাওয়া ভাষা, রাজাদের কাহিনি। সেকেন্ডের মাঝে বহু কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করে লেখা তথ্যসমূহ আর হাতে আঁকা চিত্র স্ফুলিঙ্গ আর ধোঁয়া হয়ে উঠে গেল রাতের আকাশে।

অতি দ্রুত আর দক্ষতার সাথে অন্ধকারে এগোচ্ছে তিপাউ। শুধু ভেতরে ঢোকার মতো করে একটুখানি ফাঁক করে খুলে ফেলল গির্জার বিশাল কাঠের দরজা। কালো ডমিনিকান আলখাল্লা পরে থাকায় বাড়তি সুবিধা পেলেন যাজক লাস ক্যাসাস, আকারবিহীন পোশাকটা ছায়ার চেয়েও গাঢ় রঙের। কয়েক মুহূর্ত পরেই গির্জার ভেতরে তিপাউকে ধরে ফেললেন ফাদার লাস ক্যাসাস।

পথ দেখিয়ে তিপাউকে নিয়ে চললেন গির্জার স্তম্ভগুলোর মাঝ দিয়ে বেদির দিকে, তারপর এর ডান দিকে। এখানে একটা দরজা দিয়ে তোষাখানায় পৌঁছানো যায়। উঁচু জানালা গলে আসা চাঁদের মৃদু আলোতে এগিয়ে গেলেন কাঠের তাকের দিকে। এখানে সংরক্ষিত আছে পুরোহিতদের বাকি পোশাক। গুয়েতেমালা জঙ্গলের আর্দ্রতা থেকে বাঁচানোর জন্যই এই সুরক্ষা ব্যবস্থা। কক্ষের অপর পার্শ্বের ছোট দরজাটা দিয়ে তিপাউকে পথ দেখালেন ফাদার।

এরপর গির্জা থেকে বের হয়ে লম্বা, ছাদঅলা, গ্যালারি পার হয়ে এগোলেন ডমিনিকান কোয়ার্টারের দিকে। খালি পায়ে হাঁটতে লাগলেন ইটের রাস্তা ধরে, তাই স্যান্ডেলের কোনো শব্দ হবার ভয়ও রইল না। গ্যালারির শেষ মাথায় দুজন প্রবেশ করলেন ফাদার লাস ক্যাসাসের পাঠকক্ষে। সাধারণ টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল তিপাউ, দেখা যাচ্ছে বইটা। সাবধানে তুলে নিয়ে এমনভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকাল বইটার দিকে, মনে হলো যেন জীবিত কোনো মানুষের সাথে দেখা হয়েছে তার, যে কি-না হারিয়ে যাবে ভেবে ভয় পাচ্ছিল।

কক্ষের চারপাশে তাকাল তিপাউ। স্থানীয় একটা পাত্র আছে যাজক লাস ক্যাসাসের সংগ্রহে, যেটির গায়ে মায়ান রাজার প্রাত্যহিক কর্মবিশিষ্ট কারুকাজ করা চিত্র। ফাদার লাস ক্যাসাস যে পাশটাকে বাইরের দিকে রেখেছেন সেখানটায় দেখা যাচ্ছে রাজার দৈনিক আচমন বা স্নানের দৃশ্য, কিন্তু অন্য পাশটাতে দেখা যাচ্ছে জিভ ফুটো করে রক্ত উৎসর্গের চিত্র। যাজকদের বিশুদ্ধ পানি রাখা হয় এ পাত্রে আর পাত্রটি বেঁধে রাখা হয়েছে আংটার সাথে, যেটি ধরে ইন্ডিয়ান-মায়ান নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা বহন করে।

পাত্রে থাকা পানি ফাদার লাস ক্যাসাসের ওয়াশ বেসিনে ঢেলে ফেলে দিল তিপাউ। এরপর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে শুকনো করে মুছে ফেলল। তারপর মূল্যবান বইটাকে রেখে দিল ভেতরে।

দেয়ালের কাছে তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন ফাদার লাস ক্যাসাস। নিজের কাজ করা অসংখ্য লেখা এখানে রেখেছেন তিনি। আরো দুটো মায়ান বই হাতে তুলে নিয়ে তিপাউ-এর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। "যতগুলো সম্ভব রক্ষা করতে হবে আমাদের।"

"এগুলো এখানে আটবে না। প্রথমটি এগুলোর মতো একশটির চেয়েও বেশি মূল্যবান।" বলে উঠল তিপাউ।

"বাকিগুলো তাহলে চিরতরে হারিয়ে যাবে।"

"আমি বইটাকে এত দূরে নিয়ে যাব যে সৈন্যরা কখনোই খুঁজে পাবে না।" আবারো বলে উঠল তিপাউ।

"তারা যেন তোমাকে ধরতে না পারে। তাদের ধারণা শয়তানের বার্তা বহন করছ তুমি।"

"আমি এটা জানি, ফাদার।" জানাল তিপাউ। "আমাকে আশীর্বাদ দিন।" হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

তিপাউ-এর মাথার ওপর হাত রাখলেন ফাদার লাস ক্যাসাস, লাটিন ভাষায় বলে উঠলেন, "প্রভু! এই ব্যক্তির সঠিকতাই যেন যথেষ্ট হয়। নিজের জন্য কিছুই চায় না সে, শুধু তার দেশের প্রজ্ঞা সংরক্ষণ করতে চায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আমিন।" ঘুরে দাঁড়িয়ে আবারো তাকের দিকে গিয়ে তিনটা স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ফিরে এলেন ফাদার। তিপাউ-এর হাতে তুলে দিলেন।

"আমার কাছে এই-ই আছে। ভ্রমণের সময় যা দরকার সে কাজে ব্যবহার করো।"

"ধন্যবাদ, ফাদার।" দরজার দিকে এগিয়ে গেল তিপাউ।

"দাঁড়াও। এখনই বাইরে যেও না। তাদের কথা শুনতে পাচ্ছি আমি।" দরজার কাছে গিয়ে বাইরে পা দিলেন ফাদার লাস ক্যাসাস। আগুনে পোড়ার

তীব্র গন্ধের সাথে নদীর দিকে গ্রামের কাছ থেকে আসা চিৎকার শুনতে পেলেন ফাদার। দরজায় পিঠ দিয়ে যখন দাঁড়িয়ে আছে তারা তিনজন ডমিনিকান, যাজককে ধাক্কা দিয়ে গির্জার ভেতরে প্রবেশ করল এক প্ল্যাটুন সৈন্য। যাজকরা চেষ্টা করেছিল তাদের বাধা দিতে। গ্যালারির নিচের স্টোররুমে খোঁজার জন্য ঢুকে পড়ল চারজন সৈন্য।

পেছনে এসে নব ঘুরিয়ে নিজের পাঠ-কক্ষের দরজা খুলে ধরলেন ফাদার লাস ক্যাসাস। এক ঝলক দেখলেন কেবল, হুঁশ করে বেরিয়ে গেল তিপাউ। পিঠে পানির পাত্র, কোমরের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা আর কপালের ওপরে পড়েছে পাত্রের বেশিরভাগ ভার। দৌড়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গাছপালার ভেতরে হারিয়ে গেল তিপাউ। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখা গেল তাকে আর তারপরই সুনসান হয়ে গেল চারিপাশ।

গুয়াদালোপ দ্বীপ, মেক্সিকো : বর্তমান

হাজার হাজার রুপালি মাছ সাঁতার কেটে যাচ্ছে স্যাম আর রেমি ফারগোর পাশ দিয়ে; উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে একসাথে এমনভাবে এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছে, যেন একটি মস্তিষ্ক নিয়ে চালিত হচ্ছে প্রত্যেকটি। পরিষ্কার আর উষ্ণ পানিতে নিজেদের খাঁচার লোহার গরাদ ছাড়িয়েও বহুদূর দেখতে পাচ্ছে স্যাম আর রেমি।

শেষ প্রান্তে তীক্ষ্ণ, ছোট বড়শি লাগানো তিন ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের তীর ধরে আছে স্যাম। শনাক্তকরণের জন্য ট্যাগ লাগাতে ব্যবহার করার যন্ত্র এটি। আর এই অভিযানে আসার পর গত কয়েক সপ্তাহে এটি ব্যবহার করতে অভ্যস্তই হয়ে উঠেছে সে। রেমির দিকে একবার তাকিয়ে আবারো দূরে কিছু একটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল স্যাম।

দুজনেই দেখতে পেল, দৃষ্টিসীমার একেবারে শেষ মাথায় কালো একটা বিন্দু ধীরে ধীরে আকৃতি পাচ্ছে। ঠিক যেন পানির ভেতরে ছোট ছোট কণা একত্রে মিলে গড়ে তুলছে দৃঢ় একটি অবয়ব। একটা হাঙ্গর। কিন্তু স্যাম আর রেমি যেমনটা ভেবেছিল ঠিক সেভাবেই তাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল দানবীয় মাছটা। স্টিলের খাঁচার ভেতর বাইরে মাছেদের বিদ্যালয় দেখেই সম্ভবত খানিকটা কোণাকুণি করে এগোতে লাগল হাঙ্গর। কিন্তু স্যাম আর রেমিকে যে দেখতে পেয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

ফারগো দম্পতি অভিজ্ঞ ড্রাইভার। আর ডুবুরি হিসেবে এটা ভালোভাবেই জানা আছে যে, পৃথিবীর কোনো সমুদ্রেই হাঙ্গরের নজর এড়িয়ে যাবার কোনো

উপায় নেই। বছরের পর বছর ধরে অনেক হাঙ্গর দেখেছে দুজন। বিশেষ করে নীল রঙা ছোট হাঙ্গরগুলো; সান দিয়েগোতে তাদের বাড়ির কাছাকাছি সৈকতে দেখেছে ভেজা শরীরের আগন্তুক ডুবুরিদের কাছ থেকে এসে তদন্ত করে শিকার হিসেবে বাতিল করে আবার সাঁতার কেটে ফিরে যায় হাঙ্গরগুলো। তবে এখনকার হাঙ্গরটাকে দেখে মনে পড়ে গেল অন্যান্য সম্ভাবনা—দুঃস্বপ্নের মতো শিকার, সবসময় সামনের দিকে সাঁতার কাটে যেন ফুলকো দিয়ে সবসময় পানি আসা-যাওয়া করতে পারে। দৃষ্টি, ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি মিলে তৈরি নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে সারা শরীরে। ফলে পানির মাছে ছোট্ট একটু আলোড়নও অনুভব করতে পারে সাথে সাথে। এছাড়া ভিকটিমের পেশি নড়াচড়া থেকে তৈরি সেকেন্ডের ইলেকট্রিক ডিসচার্জও বুঝতে সক্ষম এই প্রাণী।

হাঙ্গরের লম্বা লেজ থেকে সৃষ্টি অলস ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে চারিপাশে। ফারগোদের দিকেই এগিয়ে আসছে এখন। পরিষ্কার পানিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মাছটার দেহকাঠামো। দূর থেকে মনে হচ্ছিল বড়সড়। কিন্তু যতই তাদের কাছে এগিয়ে আসছে স্যাম উপলব্ধি করতে পারল পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতা। কাছাকাছি হচ্ছে আর বিশাল হাঙ্গরটা অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। ঠিক এটাকেই খুঁজতে এখানে এসেছে স্যাম আর রেমি—বিশাল সাদা হাঙ্গর যেটি বিশ ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা।

দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া ছোট মাছের ঝাঁকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে হাঙ্গরটি। আবারো এক হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে; কিন্তু সেদিকে কোনো নজর দিল না হাঙ্গরটা। আরেকবার লেজের ঝাপটা ছড়িয়ে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। সমান্তরাল নাকের উদগত অংশটা মনে হচ্ছে প্রায় চার ফুট চওড়া, হাঙ্গরটা পানির মধ্যে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে আবার ফিরে গেল। স্টিলের খাঁচার, যেখানে স্যাম আর রেমি ঝুলছে, পাশে দিয়ে চলে গেল হাঙ্গরের শরীর, এতটা কাছ দিয়ে যে দুজনেই স্পর্শ করল হাঙ্গরটাকে। মোটা দেহের ঊর্ধ্বাংশের পাখনা ওপরের দিকে ঠিক একজন মানুষের সমান উঁচু।

তবে চলে গেল না হাঙ্গর। আবারো তাদের পাশে এসে ঘুরে গেল। নিজের খাঁচার মাঝে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে স্যাম আর রেমি। এমনকি দ্বীপের কাছে বহুবার ডুব দেয়ার পরেও এই দীর্ঘ মিনিটগুলোতে মনোযোগ দিয়ে লোহার গরাদগুলো দেখতে লাগল স্যাম, ঠিকভাবে ওয়েল্ডিং করা হয়েছিল তো? ক্রেনের সাহায্যে পানিতে নামানোর সময় মনে হচ্ছিল যথেষ্ট মজবুত। কিন্তু এখন মনে হলো ছোট ছোট ফাঁকগুলো তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে—হয়তো এর ওপর ভরসা করা যাবে না। ওয়েল্ডার সম্ভবত কল্পনাও

করতে পারবে যে না কতটা বিশালকার আর শক্তিশালী একটা প্রাণী এর পাশ দিয়ে যাওয়া আসা করছে।

গুয়াদালোপ দ্বীপে এই প্রাণী খুঁজে বেড়ায় হস্তি সিল আর টুনা মাছ, যদিও স্যাম আর রেমি কোনোটার সাথেই খাপ খায় না। যদিও ভেজা, কালো স্যুটে এখন তাদের দেখাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার সি-লায়নের মতো। হয়তো এ কারণেই মুখরোচক মনে হচ্ছে বিশাল এই সাদা হাঙ্গরের কাছে। এরপর যেমন হঠাৎ করে এটা এসেছিল তেমনি তীব্রভাবে লেজের কয়েকটা বাড়ি মেরে সরে গেল খাঁচার কাছ থেকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য গভীর হতাশায় ছেয়ে গেল স্যামের মন। আকার আর হিংস্রতা সত্ত্বেও বিশাল সাদা হাঙ্গরেরা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য রকমের সাবধানীও হয়। দৈত্যটার রেকর্ড রাখার একমাত্র সুযোগটাও কী হারিয়ে ফেলেছে স্যাম?

এরপর সতর্ক বার্তা ছাড়াই আবারো লেজের চার-পাঁচটা ঝাপটা মেরে এগিয়ে আসতে লাগল হাঙ্গর। স্টিলের খাঁচার চওড়া প্রান্ত এবার লক্ষ্য, বিশাল মুখ হাঁ করতেই দেখা গেল ত্রিকোণাকার দাঁতের সারি। খাঁচার অপর দিকের গরাদ চেপে ধরল স্যাম আর রেমি, সামনের অংশ দেহের ভার দিয়ে নড়াতে লাগল হাঙ্গর। খাঁচার চারপাশে চোয়াল ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইলেও, অবশ্য সক্ষম হলো না।

খাঁচাটাকে সামনের দিকে ধাক্কা দিচ্ছে হাঙ্গর। সুযোগ খুঁজে পেল স্যাম। পৃষ্ঠদেশের লম্বা পাখনার নিচে চামড়ায় অ্যালুমিনিয়ামের তীর ছুড়ে মারল। সাথে সাথেই আবার টেনে খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। মনে হলো হাঙ্গরটা দেখেওনি বা কিছু অনুভবও করেনি। বিঁধে গেল বড়শি। উজ্জ্বল হলুদ রঙের হাঙ্গরের চিহ্ন, ছয় ডিজিটের সংখ্যাটা পাখনার নিচে প্রায় ক্ষুদ্রই দেখাতে লাগল বিশাল মাছটার দেহে।

খাঁচার নিচে সাঁতরে চলে গেল হাঙ্গর। অপেক্ষা করছে স্যাম আর রেমি। মনে ক্ষীণ আশা, হয়তো এখনই আবার তীব্র বেগে ফিরে আসবে হাঙ্গরটা। খাঁচাটাকে বাঁকিয়ে ভেঙেচুরে তাদের ছুড়ে মারবে, বড় দাঁতঅলা মুখগহ্বরে। কিন্তু নিজের কাজে ব্যস্ত হাঙ্গর মশাই। দূর থেকে দূরে সরে গিয়ে অবশেষে চলেই গেল। স্যাম উঁচু হয়ে সিগন্যাল দেয়ায় দড়িতে তিনবার টান দিল। এরপর আরো তিনবার। ওপরের পৃথিবীতে কোথাও কেঁপে উঠল একটা মোটর, ঝাঁকুনি খেয়ে আস্তে আস্তে উঠে যেতে শুরু করল খাঁচা।

পানি থেকে উঠে এলো স্যাম আর রেমি। উজ্জ্বল রোদে পুরোপুরি বাতাসে ভাসছে; এরপর নেমে এলো ইয়টের ডেকে। নিজের মাস্ক আর মাউথপিস খুলে

স্যামের উদ্দেশে বলে উঠল রেমি, "তো তোমার কী ধারণা—দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার মতো যথেষ্ট উপাদেয় ছিলাম না আমরা?"

"চিন্তা করো না।" উত্তরে বলল স্যাম। "তোমাকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। নিজেকে অখাদ্য দেখানোর জন্য রীতিমতো অনুশীলন করে এর জন্য প্রস্তুত হয়েছি আমি।"

"ওরে হিরো কোথাকার।"

নিজের ভেজা স্যুটের হুড নামিয়ে হাসল স্যাম। "অবিশ্বাস্য আর অসাধারণ ছিল পুরো ব্যাপারটা।"

"ধন্যবাদ! দুঃস্বপ্নের মতো বিষয়গুলোকে আর কখনো এড়িয়ে যাব না আমি।" খাঁচা থেকে বের হয়ে স্যামের গালে কিস করে ভেজা কাপড় বদলাতে নিজেদের কেবিনের দিকে হেঁটে গেল দুজন।

কয়েক মিনিট পরে, চার্টার করা আটাত্তর ফুট লম্বা মারলো এক্সপ্লোরারের সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম আর রেমি। আধুনিক আর অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আরামদায়ক এই ইয়ট চব্বিশ নট গতিতে ছুটতে পারে। কিন্তু যে দুই সপ্তাহ ধরে তারা সমুদ্রে ভাসছে, একবারও ক্যাপ্টেন জোয়ান স্যান্ডোভাল প্রয়োজন বোধ করেননি জোড়া ক্যাটারপিলার সি-৩০ ডিজেল ইঞ্জিন খুলে দেয়ার জন্য। কোনো তাড়া নেই তাদের। সমুদ্র জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিশাল সাদা হাঙ্গরের সম্ভাব্য আবাসস্থল, মাঝে মাঝে শুধু মেক্সিকোর বন্দরে ঢুঁ মারতে হয় ফুয়েল আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য। স্যাম আর রেমির প্রয়োজনের চেয়েও বেশ বড় এই ইয়ট। এটাচড বাথরুমসহ তিনটা বড় বড় বেডরুম ছাড়াও তিনজন ক্রু থাকার মতো পৃথক কোয়ার্টার আছে কয়েকটা। ক্যাপ্টেন স্যান্ডোভাল, মেট মিগেল কোলেরা, রাঁধুনি জর্জ মোরালেস সবাই এসেছে আকাপুলকো থেকে, যেটিকে বলা হয় চার্টার বোটদের গৃহ। আইলা গুয়াদালোপে নিয়ে যাবার জন্য ইয়টটাকে ভাড়া করেছে স্যাম আর রেমি। বাজা ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল থেকে প্রায় ১৬০ মাইল দূরে। বিশাল সব হাঙ্গরের আনাগোনার জন্য সুখ্যাতি আছে জায়গাটার।

বিশাল সাদা হাঙ্গরের গতিবিধি আর অভ্যাস সম্পর্কে জানার জন্য সান্তা বারবারাতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিচালিত মেরিন বায়োলজি স্টাডিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছে স্যাম আর রেমি। বছরের পর বছর ধরে চলছে চিহ্ন স্থাপনের কাজ; কিন্তু এ কাজে সফলতার হার বেশ নগণ্য। কেননা চিহ্নসমেত বেশিরভাগ হাঙ্গরকেই আর কখনো দেখা যায়নি। আলাদা করে প্রতিটি সাদা হাঙ্গরের রেকর্ড রাখা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বহু দূর থেকে দূরান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সক্ষম, বিপজ্জনক আর ধরতে কঠিন এই সাদা হাঙ্গরেরা। কিন্তু গুয়াদালোপ দ্বীপ এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিতে প্রস্তুত।

একমাত্র এই স্থানেই বিশালকার, পরিণত সাদা হাঙ্গরগুলোকে দেখা গেছে বছরের পর বছর ধরে। আর যদি কোনো অভিযানের সদস্যরা খাঁচার মধ্যে থেকে পানিতে নামতে আগ্রহী হয় তাহলে না ধরেও চিহ্ন স্থাপনের কাজটা করা সম্ভব। নিজের স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে ট্যাগ সংখ্যা আর আজকের হাঙ্গর সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাল স্যাম।

খোলা সাগরে সহজেই বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইয়ট। বাতাসে লম্বা তামাটে চুল শুকিয়ে নিচ্ছে রেমি। তার দিকে ঝুঁকে এলো স্যাম।

"এখনো মজা লাগছে?"

"অবশ্যই।" জানিয়ে দিল রেমি। "একসাথে সবসময় আনন্দই করি আমরা।"

"তুমি তো এটা ভাবছিলে না। কিছু একটা বিরক্ত করছে তোমাকে।"

"সত্যি কথা বলতে বাসার কথা ভাবছি আমি।" জানাল রেমি।

"সরি।" বলে উঠল স্যাম। আমি ভেবেছিলাম "যেকোনো রিসার্চ প্রজেক্টে জড়িয়ে পড়লে সময় কেটে যাবে দ্রুত। মেরামত আর ঠিকঠাক করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলে তুমি, আমি দেখেছি।"

কয়েক মাস আগে, পঞ্চম শতকে ইউরোপজুড়ে মাটির নিচে সমাধি গুহায় হানদের লুকিয়ে রাখা সম্পদ পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে ফারগো দম্পতি। তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পদ অন্বেষণকারীরা হয় ভেবেছে ফারগো দম্পতি নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছে কয়েকটা মূল্যবান আর্টিফ্যাক্ট অথবা শুধু প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে যে কেন তাদের হারিয়ে ছিল ফারগোরা। লা জোল্লাতে গোল্ডফিশ পয়েন্টে ফারগোদের চার তলা বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে লোকগুলো। খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে পুরো বাড়ি। তারপর থেকেই, পুনরায় বাড়ি তৈরির ও মেরামতের তদারকি করছে ফারগো দ্বয়।

"ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।" আবারো বলে উঠলো রেমি। "কন্ট্রাক্টরগুলো আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে। প্রথমে, তাদের সাথে তোমাকে মন পছন্দ নকশার জন্য শো-রুমে যেতে হবে। তারপর আবারো সভায় বসে শুনতে হবে যে এ ধরনের মডেল তৈরি ছেড়ে দিয়েছে তারা। ফলাফল, তোমাকে অন্য কোনো নকশা বেছে নিতে হবে। তারপর—"

"আমি জানি।" হাত ছুড়ে জবাব দিল স্যাম।

"মেরামতের কাজ জঘন্য লাগে, কিন্তু কুকুরটাকে মিস করছি আমি।"

"সুলতান ভালো আছে। সেলমা তাকে পুরো দলের রাজার মতোই রেখেছে।" থেমে গেল স্যাম।

"এক মাস আগে যখন আমরা এ ভ্রমণ শুরু করেছিলাম, তারা আশা করেছিল দশটা হাঙ্গরের গায়ে ট্যাগ বসাতে পারব। মাত্রই মোলাকাত হওয়া

মিঞা ভাই ছিল পনেরো নাম্বার। আমার মনে হয় সময় হয়েছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে যাবার।"

খানিকটা দূরে সরে গিয়ে স্যামের চোখের দিকে তাকাল রেমি। "আমাকে ভুল বুঝো না। আমি সমুদ্র ভালোবাসি আর তোমাকেও ভালোবাসি। আর এরকম অসাধারণ একটা ইয়টে করে কেই বা চাইবে না ঘুরে বেড়াতে, একটা সুন্দর জায়গা ছেড়ে অন্যটায় যেতে?"

"কিন্তু?"

"কিন্তু, অনেক দিন ধরেই আমরা বাইরে।"

"হয়তো তুমি ঠিকই বলছ। যা করার কথা ছিল তার চেয়েও বেশি করেছি আমরা। তাই সম্ভবত সময় এসেছে বাসায় ফিরে কাজ শেষ করে নতুন প্রজেক্টে হাত দেয়ার।"

মাথা নাড়ল রেমি। "আমি ঠিক এই মিনিটের কথাই বলতে চাইনি। আমরা ইতোমধ্যে বাজার দিকে চলেছি আর সান ইগনাসিও লেগুনের কাছে ডাঙার দেখা পাব। আমার সবসময় দেখার ইচ্ছে ধূসর তিমিরা সঙ্গী আর বাছুরের জন্য কোথায় যায়!"

"হয়তো; তারপর সোজা আকাপুলকো গিয়ে প্লেন ধরতে পারব আমরা।"

"হয়তো" উত্তরে জানাল রেমি। এ বিষয়ে তখন কথা বলা যাবে।"

আরো একদিন পর সান ইগানসিও লেগুনে নোঙর করল ইয়ট। পানিতে নামানো প্লাস্টিকের সামুদ্রিক ভেলা। রেমি আর স্যাম যার যার ভেলায় নেমে এলে জর্জ মোরলেস নামিয়ে দিল দ্বি-ফলা দাঁড়। লেগুনের মাঝে দাঁড় বেয়ে চলল দুজন, খুব বেশি সময় লাগল না, তাদের সামনে দেখা দিল ধূসর তিমি। নাকের জোড়া ফুটো দিয়ে পানি আর ধোঁয়া ছিটিয়ে, লেজের বাড়ি মেরে বুদ্‌বুদের রেখা রেখে গেল পানির ওপরে। নিচের দিকে, গড়িয়ে ডাইভ দিল স্যাম আর রেমি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ থ বনে গেল দুজনই—সিটি বাসের মতো আকারের একটা প্রাণী তাদের সামনে দেখা দিয়েই আবার ডুবে গেল, রেখে গেল লেগুনে তাদের ছোট্ট কমলা রঙের একাকী প্লাস্টিকের ভেলা দুটোকে।

দিনের বাকি সময়টুকু আর পরের দিনটাতে ভেলায় ভেসে কাটিয়ে দিল ফারগোরা। যতবারই দেখা হলো কোনো ধূসর তিমির সাথে, কাছে এগিয়ে এলে কৌতূহলীও হয়ে উঠল। প্রতিটা তিমির মাথা আর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল স্যাম আর রেমি, তারপর তাকিয়ে দেখল এগুলোর চলে যাওয়া।

সন্ধ্যাবেলায় ইয়টের পেছনের ডেকে ক্রুদের সাথে টেবিলে বসে ফারগো দম্পতি। সবাই মিলে উপভোগ করে তাজা ধরে আনা মাছ অথবা সান

ইগনাসিওর ছোট্ট শহরের কোনো রেস্তোরাঁ থেকে আনা সুস্বাদু মেক্সিকান ডিনার। অন্ধকার হয়ে যাবার পরেও বহুক্ষণ জেগে থাকে। কথা বলে সমুদ্র আর এর প্রাণীদের নিয়ে, গল্প করে তাদের জীবন আর বন্ধু, তাদের পরিবার নিয়ে। রাতের আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে উজ্জ্বল তারকারাজিতে। ঘুমের জন্য নিজেদের কেবিনে যাবার পরেও স্যাম আর রেমির কানে বাজতে থাকে অন্ধকারে ভেসে বেড়ানো তিমিদের শব্দ।

এরপর, উপকূল ধরে দক্ষিণে এগোতে লাগল মারলো এক্সপ্লোরার। গন্তব্য আকাপুলকো, পৌঁছানোর পরে দুজন মিলে কথা বলল সেলমা উন্তিব্যাশ এর সাথে, তাদের প্রধান রিসার্চার। সেলমা আর তার অধীনে কাজ করা তরুণ দম্পতি পিট জেফেকট আর ওয়েন্ডি করডেনকে এক মাসের ছুটি দিয়েছে স্যাম আর রেমি। কিন্তু সেলমা নিজের ইচ্ছেতেই রয়ে গেছে লা জোল্লাতে আর তাদের অনুপস্থিতিতে নির্মাণকাজ তদারকি করছে।

উত্তর দিল সেলমা, "হাই রেমি। সুলতান ভালো আছে।"

"আমরা দুজনও।" বলে উঠল স্যাম। "ভালো লাগল শুনে" আর কাজের কী অবস্থা?"

"মনে রাখবে চার্টারের ক্যাথেড্রাল তৈরিতে; কয়েক শ বছর লেগে গিয়েছিল।"

"আশা করছি মজা করছ তুমি।" বলে উঠল রেমি।

"ঠিক তাই। এমন একটাও কাঠের টুকরা নেই যেখানে বুলেট একটাও গর্ত বানায়নি। নিচের দুটো ফ্লোরের কাজ প্রায় শেষ। আর সবকিছু কাজও করছে। তৃতীয় ফ্লোরে খানিক রঙের কাজ এখনো বাকি। কিন্তু চতুর্থ ফ্লোরে তোমাদের স্যুইটের বহুকাজ এখনো বাকি। অন্তত সপ্তাহ দুয়েক তো লাগবেই। বুঝতেই পারছ এর মানে কী।"

"আমার জুতাগুলো রাখার মতো অবশেষে যথেষ্ট জায়গা থাকবে তো?" শুধোল রেমি।

"হ্যাঁ।" বলে উঠল স্যাম। "আর দুই সপ্তাহ মানে কন্ট্রাক্টরের ভাষায় চার সপ্তাহ।"

"নিরাশাবাদীর হয়ে কাজ করতে ভালোই লাগে। সবকিছু ঠিকঠাক চললেই অবাক হও তুমি। যাই হোক কোথায় তোমরা?"

"উত্তর দিল স্যাম, হাঙ্গরের গায়ে চিহ্ন লাগিয়ে বেড়াচ্ছি। এখন আকাপুলকো তে আছি।"

"সবকিছু ঠিকঠাক আছে?"

"অসাধারণ।" এবার উত্তর দিল রেমি। "তাজা মাছ, মুরগি, তারার নিচে নৃত্য ইত্যাদি ইত্যাদি। হাঙ্গরকে তাড়া করার চেয়েও বেশি মজা। কিন্তু বাসায় ফেরার কথা ভাবছি শীঘ্রই।"

"শুধু আমাকে জানিয়ে দিও। জেট আর ক্রুরা তৈরি থাকবে তোমাদের ঘরে নিয়ে আসার জন্য। অরেঞ্জ কাউন্টি এয়ারপোর্টে তোমাদের তুলে নেব আমি।"

"ধন্যবাদ" সেলমা। জানাল রেমি। "তোমাকে জানাব। এখন সময় হয়েছে আরো কিছু মজা করার। ডিনার রিজার্ভেশন দশ মিনিটের মধ্যে। ফোন করো প্রয়োজন হলে।"

"অবশ্যই। গুডবাই।"

হোটেলের দুটো টাওয়ারের একটাতে আছে তারা দুজন। আর রাতে ঠিক বিছানায় যাবার পরপরই মনে হলো একটু যেন কেঁপে উঠল সবকিছু।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাঁপতে লাগল বিল্ডিং; কিন্তু হালকা খটখট শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। রেমি পাশ ফিরে স্যামকে ধরল। ফিসফাস করে বলে উঠল "ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য পুনরায় তৈরি এমন সব বিল্ডিংয়ে নিয়ে আসো আমাকে আর তোমাকে ভালোবাসার এটা আরেকটা কারণ।"

"নারীরা সাধারণত তাদের স্বপ্নের পুরুষের লিস্টে এমন কিছু রাখে না, যাই হোক তারপরও দ্রুত প্রশংসা নিচ্ছি আমি।"

পরের দিন হোটেল থেকে চেক-আউট করে ইয়টে ফিরে গেল দুজন। কিন্তু ডকে পৌঁছানোর সাথে সাথেই টের পেল পরিবর্তন হয়েছে কিছু একটা। ওপরে ব্রিজের ভেতরে এত জোরে স্প্যানিশ ভাষায় রেডিও স্টেশন শুনছে ক্যাপ্টেন জুয়ান যে, ট্যাক্সি থেকে নামার সাথে সাথে প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল তারা। রেইলে দাঁড়িয়ে তাদের দেখেছে জর্জ, বড় বড় চোখ করে চেহারায় এঁটে রেখেছে দুশ্চিন্তার মুখোশ। ইয়টে পা দেয়ার সাথে সাথেই স্যামের কানে এলো *"সিসমো টেম্বলর"* আর *"ভলকান"* শব্দগুলো।

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করে উঠল সে। "আরেকটা ভূমিকম্প।"

"মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিট আগে হয়েছে। জুয়ান হয়তো আরো বেশি জানালেন।"

স্যাম, রেমি আর জর্জ তিনজন মিলে ব্রিজে উঠে এলো এবং তাদের সাথে যোগ দিল ক্যাপ্টেন জুয়াল। তাদের দেখে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, চিয়াপাসে তাপাচুলা উপকূলে আঘাত হেনেছে। এটি গুয়েতেমালা সীমান্তের ঠিক কাছেই।

"অবস্থা কী বেশি খারাপ?" জানতে চাইল রেমি।

"হুম!" বেশি খারাপ। জানালেন ক্যাপ্টেন।

"রেডিওতে বলছে ৮.৩, ৮.৫। তারপর থেকে তাকানা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। শহরের উত্তরের আগ্নেয়গিরি সচল। বহুদূর পর্যন্ত ভূমিধসের কারণে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষজন আহত হয়েছে, কয়েকজন মারাও গেছে।

কিন্তু সংখ্যাটা কত কেউ জানে না।" মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। "ইস! আমরা যদি কিছু করতে পারতাম।"

স্যাম রেমির দিকে তাকাতেই মাথা নাড়ল সে। "আমাদের একটা ফোন করতে হবে। ইয়েটকে যাত্রা শুরুর জন্য প্রস্তুত করে ফেলুন। এখানে আসার পর থেকে যা কিছু করতে পারেননি, এখন করে ফেলুন।"

নিজের স্যাটেলাইট ফোন তুলে নিয়ে সামনের ডে-কে চলে এলো স্যাম। ডায়াল করল। "সেলমা?"

"হাই স্যাম।" উত্তরে বলল সেলমা। "এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসছ?"

"না, সমস্যা হয়েছে। এখান থেকে খানিক দূরের উপকূল তাপাচুলাতে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। এখানে অগ্নিগিরির লাভা উদগীরণ হচ্ছে। তাদের সাহায্য প্রয়োজন আর শহরের রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে—হয়তো পুরো অঞ্চলেই। জানি না তাপাচুলাতে কী ধরনের বিমানবন্দর আছে; কিন্তু আমি চাই তুমি ডাক্তার ইভানসকে ফোন করো। তাকে জানাও যেন সেখানকার হাসপাতাল যাই হোক না কেন স্ট্যান্ডার্ড ডিজাস্টার মেডিকেল প্যাকেজ যেন পাঠানো হয়—বড়সড় একটা ভূমিকম্পের পর তাদের যা যা দরকার হয়। জানিয়ে দাও যে এটা আমাদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। এক লক্ষ ডলারের ব্যাংক ক্রেডিট পাঠিয়ে দাও। পারবে না?"

"হ্যাঁ, যদি উনাকে নাও পাই আমি আমার নিজস্ব ডাক্তারকে কাজে লাগাব। বিমানবন্দর ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু খুঁজে দেখব এখানে উড়ে যাওয়া যাবে নাকি ওপর থেকে ফেলতে হবে।"

"মালামাল তোলা হয়ে গেলেই যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণে রওনা হব আমরা।"

"ঠিক আছে, যোগাযোগ রাখব আমি।" ফোন কেটে দিল সেলমা।

ত্রস্ত পায়ে ক্যাপ্টেন জুয়ানের সাথে কথা বলার জন্য ব্রিজে ফিরে এলো স্যাম।

"মনে হচ্ছে মাছের গায়ে চিহ্ন লাগানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়েছে হাতে।"

"কী বলতে চান আপনি?"

"তাপাচুলার রাস্তাঘাট বন্ধ, তাই না?"

"রেডিওতে তো তাই বলল, আরো বলেছে পরিষ্কার করতে হয়তো মাসের পর মাস লেগে যাবে।"

"এখানে আসার পর থেকে ইয়টে ইতোমধ্যে যথেষ্ট খাবার আর পানি নিয়েছেন তাই না? ফুয়েল ট্যাংকও ভরা? আমি চাই যতটা সম্ভব ইয়টটাকে ভরে সেখানে পৌঁছাতে। হয়তো এক বা দুই দিনের মাঝেই পৌঁছে যাব।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন। "হয়তো আরেকটু কম সময়ই লাগবে। কিন্তু ইয়টের মালিক কোম্পানি এ ধরনের কাজের জন্য অর্থ বা রসদ; কিছুই দেবে না। কুলোতে পারবে না এ ব্যয়ভার।"

"আমরা পারব।" বলে উঠল রেমি। "আর আমরা তো এখানে আছিই। চলুন গিয়ে রসদ কিনে নিয়ে আসি।"

স্যাম, রেমি, ক্যাপ্টেন জুয়ান, জর্জ আর মিগেল কাজে লেগে গেল। বড় একটা ভ্যান ভাড়া করল স্যাম। সকলেই একসাথে আকাপুলকো গিয়ে কিনে আনল পানির বোতল, ক্যান ফুড, কম্বল, স্লিপিং ব্যাগ, প্রফেশনাল লেবেল ফার্স্ট এইড বক্স, আর প্রাথমিক কিছু ওষুধ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি। ইয়টে জিনিসগুলো রেখেই আবার চলে গেল আরো কেনাকাটা করতে। এবার নিয়ে এলো গ্যাসোলিনের ক্যান, পনেরোটি সহায়ক জেনারেটর, ফ্ল্যাশলাইট আর ব্যাটারি, রেডিও, তাঁবু, সব সাইজের পোশাক। থাকার কোয়ার্টার, হোল্ড, এমনকি ব্রিজ ভরে উঠল রসদে। পরে তাই ডেকের ওপর রাখা হলো পানির কনটেইনার, গ্যাসোলিন, খাবার আর এগুলোকে রেইলের সাথে বেঁধে দেয়া হলো যেন উন্মত্ত সাগরে ভেসে বা গড়িয়ে না পড়ে যায়।

লোডিং শেষ হতেই জর্জ আর মিগেলকে দায়িত্ব দিল রেমি যেন আকাপুলকোর হাসপাতালগুলোতে ফোন করে জেনে নেয়া হয় তাপাচুলাতে প্রয়োজন হতে পারে এমন কোনো প্রেসক্রিপশন বা মেডিকেল সাপ্লাই দিতে পারবে কি-না। হাসপাতালগুলো প্রেসক্রিপশন, পেইন কিলার, অ্যান্টিবায়োটিক, ভাঙা হাড়ের জন্য পাতলা তক্তা আর বাঁধার কাপড়ের প্যাকেজ পাঠিয়ে দিল। একটা হাসপাতালের তিনজন ইমার্জেন্সি রুমের ডাক্তার আগ্রহ প্রকাশ করলেন ফারগোদের চার্টার করা ইয়টে করে তাপচুলা যাবার ব্যাপারে।

মাঝদুপুরে যাত্রার জন্য যন্ত্রপাতি আর নিজেদের ওষুধের বহর নিয়ে এসে পৌঁছালেন ডাক্তার তিনজন। এদের মাঝে দুজন ডাক্তার গার্জা আর ডাক্তার তালামান্টেস ইমার্জেন্সি রুমে কাজ করা কম বয়সী মহিলা ডাক্তার। আর ডাক্তার মার্টিনেজ ষাট বছর বয়সী পুরুষ সার্জন। নিজেদের বাক্স গুছিয়ে তৎক্ষণাৎ স্যাম, রেমি আর ক্রুদের সাথে হাত লাগালেন ভ্যান থেকে সবশেষ রসদগুলো ডেকে তোলার কাজে, এরপর ডেকে। তারপর ডেকের নিচে খালি দুটি কেবিনে জায়গা নিলেন।

বিকেল চারটায় অর্ডার দিল স্যাম। আর বন্দর ছেড়ে যাত্রা শুরু করল ইয়ট পাঁচশ দশ কি.মি. পথ পাড়ি দেয়ার জন্য। ইঞ্জিনগুলোকে পূর্ণ গতিতে সচল করে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেভাবেই রেখে দিলেন ক্যাপ্টেন। গভীর পানি কেটে সোজা একটি কোর্স ধরে বিপর্যস্ত এলাকার উদ্দেশে ছুটতে লাগল ইয়ট।

তিনজন ক্রু, স্যাম আর রেমি প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে নজর রাখল হালের দিকে। ঘুম অথবা ইয়টের কাজে সাহায্য করার সময়টুকু ছাড়া সবাই ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে কাজ করে মেডিকেল সরঞ্জামগুলো পৃথক পৃথক বাক্সে আলাদা করে রাখে; যেন সহজেই পৌঁছে দেয়া যায় ছোট ক্লিনিক, ইমার্জেন্সি রুম কিংবা ডাক্তারদের কাছে।

পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা দূর থেকে তীর দেখা যেতেই বোঝা গেল বিপর্যস্ত এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। জনবসতি থেকে মাত্র এক মাইল দূরে হলেও কোনো আলোর দেখা পাওয়া গেল না। হালের কাছে গিয়ে চার্ট পরীক্ষা করে দেখল স্যাম। "কোথায় এসেছি আমরা?"

"সেলিনা ক্রুজ।" বলে উঠল মিগেল। "বেশ ভালো সাইজের একটা শহর কিন্তু কোনো আলো বা বাতি তো দেখছি না।"

"আরেকটু কাছে যাওয়া যায় না? যেন ভালো দেখা যায়।"

"ফাঁকা আছে কিন্তু একই সাথে বালির চড়াইও আছে। ভারী বোঝা বহন করছি আমরা, তাই সাবধান থাকতে হবে।"

"ঠিক আছে।" জানাল স্যাম। "যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব যাবার পর নোঙর করা হোক। লাইফবোট দিয়ে তীরে সার্চপার্টি পাঠাব, তারপর আবার ফিরে আসবে তারা।"

"ঠিক আছে।" সাহস করে তীরের দিকে আরেকটু এগিয়ে নোঙর করল মিগেল। কয়েক মিনিটের মাঝে স্যাম, রেমি আর জর্জ বোট ঠিক করতে না করতেই ডেকে উঠে এলেন ডা. তালামান্টেস। তাকিয়ে দেখতে লাগলেন বোটে জেনারেটর তুলছে স্যাম আর জর্জ। এরপর কয়েক টিন গ্যাসোলিনও ওঠানো হলো এটা চালানোর জন্য। ডা. বলে উঠলেন, 'আমার আর আমার ব্যাগের জন্যও একটু জায়গা রাখবেন, বাকিটুকু খাবার আর পানির জন্য।"

"আমাদের হয়তো কয়েকবার যাওয়া-আসা করতে হবে। কিন্তু শুরু করার জন্য মন্দ না।" বলে উঠল স্যাম।

স্টার্ন থেকে নামানো হলো বোট। রেমি, স্যাম, মিগেল আর ড. তালামান্টেস চড়ে বসল। আউটবোট মোটর চালু করে কোণাকুণিভাবে চলা শুরু করল মিগেল। সার্ফ লাইনে পৌঁছানোর পর, মোটর বন্ধ করে দেয়ায় পানিতে প্রপেলার ঘোরা বন্ধ হয়ে গেল। ঢেউয়ের ধাক্কায় শেষবারের মতো এগিয়ে বালিতে এসে বিঁধে গেল বোট।

স্যাম আর রেমি লাফ দিয়ে নেমে নৌকাটাকে বালু তীর আর কয়েক ফুট পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলো। এরপর নামল মিগেল আর তালামান্টেস। তারপর সকলে মিলে টেনে আরেকটু ওপরে নিয়ে এলো বোট। বালুর মাঝে নোঙর গেঁথে দিল মিগেল, যেন সমুদ্রের ঢেউ এসে পৌঁছালেও ভেসে না যায় বোট।

এরপর নৌকা থেকে নামাতে লাগল সবকিছু। দ্রুত স্থানীয় মানুষেরা দৌড়ে এসেও হাত লাগাল তাদের সাথে। মিগেল আর ডা. তালামান্টেস তাদের সাথে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে লাগল। স্যামের জন্য অনুবাদ করে দিল রেমি।

"খানিক বা ছোটোখাট আঘাতে আহত হওয়া কয়েকজন আছে এ লোকগুলোর সাথে।" বলে উঠলেন ডাক্তার। "এখান থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটা বিদ্যালয়ে আছে তারা। আমি গিয়ে তাদের একবার দেখেই আবার ফিরে আসছি।" স্থানীয় দুজন নারীর সাথে ফ্ল্যাশলাইটার আর নিজের মেডিকেল বাক্স নিয়ে চলে গেলেন ডা. তালামান্টেস।

অন্যরা পানির বোতলের কেসগুলো নামিয়ে শেষ করতেই মিগেল একজন পুরুষের সাথে কয়েক মিনিট কথা বলে জানল, "এই লোকটা স্থানীয় মেডিকেল ক্লিনিকে কাজ করছে। অবাক হয়ে জানতে চাইছে, জেনারেটর দিয়ে আমরা কী করব।"

"শুরু করার জন্য বেশ ভালো জায়গাই পাওয়া গেল।" বলে উঠল স্যাম। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল কেউ একজন সামনের রাস্তা থেকে বাচ্চাদের একটা লাল ওয়াগন নিয়ে এসেছে। ওয়াগানে জেনারেটর তুলে নিয়ে যাওয়া হলো তিন ব্লক দূরে শহরের মাঝখানের ক্লিনিকে। স্যাম কানেকশন ঠিক করে দিতেই কয়েক মিনিটের মাঝে চালু হয়ে গেল জেনারেটর। ক্লিনিকে আলো জ্বলে উঠল। প্রথমে হালকা তারপর আরেকটু তীব্র হলো, বাইরে থেকেও শোনা গেল জেনারেটরের শব্দ।

ক্লিনিক খুলে দিতেই রোগীরা আসতে শুরু করল। পৌঁছে গেলেন ডা. তালামান্টেসও। বলে উঠলেন, "বিদ্যালয়ে এরই মাঝে কয়েকজনকে দেখে এসেছি আমি। ভাগ্য ভালো যে সবাই সামান্য আহত হয়েছে। সেখানেই শুনতে পেয়েছি সবকিছু নিয়ে এখানে এসেছেন আপনারা।"

"কেউ জানে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি কী হচ্ছে?"

"তাপাচুলা বলতে গেলে তছনছ হয়ে গেছে। কয়েকটা নৌকা তৈরি করা হয়েছে। আহতদের সাথে নিয়ে রসদের খোঁজে রওনা হয়ে গেছে নৌকাগুলো। যদি এখানকার জন্য কোনো সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে পারে, সেই আশায়।"

"তাহলে আমাদের উচিত তীরে আরো কিছু রসদ নিয়ে আসা। এরপর তাপাচুলার দিকে যাব। আপনি কী এখানে থাকতে চান, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আরেকবার মালামাল নিয়ে আসি?"

"ভালোই হয়, তাহলে।" উত্তরে জানালেন ডাক্তার। "আপনারা কাজ করতে করতে আমি আরো কয়েকজন রোগী দেখতে পারব।"

"মিগেল, তুমি ডা. তালামান্টেসের সাথে থাকো।" বলে উঠল স্যাম। "জর্জ আর ক্যাপ্টেন আমাদের সাহায্য করতে পারবে নৌকায় মাল তোলার জন্য।"

শশব্যস্ত হয়ে বালুতীরে নোঙর করে রাখা লাইফবোটের কাছে চলে গেল স্যাম আর রেমি। স্যাম নোঙর তুলতে তুলতে কাছে এসে দাঁড়াল রেমি।

"দুজনের জন্য চাঁদের আলোয় নৌভ্রমণে যাবে, নাকি দেখিয়ে দেবে যে তুমি কতটা ভালো মাঝি?"

"দুটোই একটু একটু করে। এছাড়া আরো একটা জিনিস দেখেছি, যত কম মানুষ হবে ততই বেশি করে রসদ নিয়ে আসতে পারব।" মুচকি হাসল স্যাম।

পানিতে ধাক্কা দিয়ে নৌকাকে নামিয়ে দিল দুজন। বোর মাথায় বসে স্যামের দিকে তাকাল রেমি। ঢেউয়ের মাঝে নৌকাটাকে ঘুরিয়ে ধাক্কা দিয়ে মাঝখানের আসনে উঠে বসল স্যাম দাঁড় বাইবার জন্য। প্রথম ঢেউয়ের ওপর দাঁড় বেয়ে উঠে গেল, তারপর দ্বিতীয়তে আরো একটা জোর ধাক্কা দিয়ে দাঁড় বাইতে লাগল, একটু পরে, দাঁড় তুলে মোটর চালু করে দিল। ছুরির মতো তীব্র বেগে পরের ঢেউয়ের মাঝে ঢুকে গিয়ে ওপরে উঠে গেল বোট। এরপর একের পর এক ঢেউ কেটে তীরের কাছ থেকে সরে গেল আস্তে আস্তে।

গভীর পানিতে নোঙর করে থাকা ইয়টকে দেখতে পেল স্যাম; কিন্তু কিছু পরিবর্তনও নজরে এলো। আরেকটা বোটের ছায়া দেখা যাচ্ছে, ছোট একটা কেবিন ক্রুজার তাদের ইয়টের খুব কাছে আর পাশ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ব্রিজে গুনে দেখল তিনজন লোক আর পেছনে ডেকে আর দুজন। লাইফবোট কাছে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল সিঁড়িতে অচেনা কেউ একজন ডেকের নিচে কেবিনগুলোতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আউটবোর্ড মোটর বন্ধ করে দিল স্যাম। নিঃশব্দ হয়ে যেতেই রেমি জানতে চাইল, "কী হয়েছে?" "ইয়েটের দিকে তাকাও। মেহমান এসেছে আমাদের কাছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হচ্ছি যে লোকগুলো বন্ধু না শত্রু। চুপচাপ এগিয়ে যেতে চাই। নজরে রাখো, ততক্ষণে আমি দাঁড় বাই।" বলে উঠল স্যাম।

আবারো মাঝখানের আসনে ফিরে গেল স্যাম আর বোর মাথায় বসে তাকিয়ে রইল রেমি। এখনো ইয়ট আর এর নতুন সঙ্গীর কাছ থেকে কয়েকশ ফুট দূরে আছে তারা। দেড়শ ফুট দূরে থাকতেই ইয়টটাকে চক্কর মেরে এলো স্যাম। পেছনে এসে স্টারবোর্ড স্টানের পাশ ঘেঁষে চলে এলো ছোট ক্রুজারের পাশে। ফিসফিস করে বলে উঠল, "আমার মনে হয় নিরাপদ কি-না নিশ্চিত হবার পরেই আমাদের দেখা দেয়া উচিত।"

চুপচাপ নিজেদের আসনে বসে কান পেতে রইল স্যাম আর রেমি। স্প্যানিশ ভাষায় প্রচুর চিৎকার শোনা যাচ্ছে। রেমির কাছেও অস্পষ্ট লাগল

শব্দগুলো, কিন্তু গলার স্বরের ক্রোধ বুঝতে পারল দুজনই। ইয়টের পেছনের সিঁড়ি দিয়ে খানিক উঠে তাকিয়ে দেখতে চাইল স্যাম। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার নেমে এলো।

"ব্রিজে জুয়ানের সাথে তিনজন লোক। মেঝেতে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে জর্জকে। একটা লোক একটু আগেই ঘুসি মেরেছে জুয়ানকে। আমার ধারণা তারা চাইছে ইয়টটাকে চালু করতে।" বলল স্যাম।

"কী করতে চাও তুমি?"

"দেখো তো লাইফবোর্টের সেফটি বক্সে কী পাওয়া যায়। আমি ইয়টের পেছনের ডেকের ইমার্জেন্সি লকার দেখে আসি।" আবারো মই বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল স্যাম। বোর মাথায় বক্স খুলল রেমি।

ফিসফিস করে জানাল, "দেখো, একটা পিস্তল।" তুলে ধরল। একটা ধাতুর তৈরি ফ্লেয়ার গান, প্লাস্টিকের নয়। ফ্লেয়ায়ের প্লাস্টিক প্যাকেট খুলে বন্দুক দুই ভাগ করে একটা ফ্লেয়ার ঢুকিয়ে অন্যগুলো নিজের জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল রেমি।

ফিসফিস করে উঠল স্যামও, "ভালোই করেছ। দেখা যাক ওপরে কী পাই আমি।"

নিঃশব্দে পেছনের ডেকে উঠে গেল সে। ব্রিজের যাওয়ার সিঁড়ির নিচে ছায়াঘেরা জায়গাটাতে চলে গেল। স্টিলের লকার খুলে কয়েকটা লাইফ প্রিজারভার একপাশে সরিয়ে রেখে খুঁজে পেল দ্বিতীয় পিস্তল। লোড করে নিতেই ফার্স্ট এইড কিটের পাশে দেখতে পেল লম্বা ফোল্ডিং নাইফ। পকেটে ভরে নিল দ্রুত।

কনুইয়ের কাছে এসে সিঁড়ির দিকে দেখাল রেমি।

"যাব?"

মাথা নাড়ল স্যাম। দুজনই পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। ব্রিজের সমান্তরাল হয়ে ঠিক নিচে ডান পাশে হামাগুড়ি দিয়ে রইল রেমি আর স্যাম বাম পাশে। ব্রিজের ছাদে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের লাইটের ছায়ার দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগল কথাবার্তা। কেউ একজন ক্যাপ্টেন জুয়ানকে আঘাত করতেই মেঝেতে বাঁধা জর্জের পাশে পড়ে গেল ক্যাপ্টেন।

স্যাম উঠে দাঁড়িয়ে ব্রিজে ঢুকে গেল। যে লোকটাকে নেতা টাইপের মনে হলো তার দিকেই তাক করল পিস্তল, এই লোকটাই একটু আগে আঘাত করেছিল জুয়ানকে। ঠাণ্ডা স্বরে আদেশ দিল স্যাম, "পিস্তল ফেলে দাও।"

"এটা তো একটা ফ্লেয়ার পিস্তল।" উপহাস করে উঠল লোকটা। "এটাও তাই।" অন্য দুজনের পেছনে থেকে বলে উঠল রেমি। এদের একজন আবার চেষ্টা করল, ঘুরে রেমির দিকে পিস্তল ধরতে।

যেদিকে ঘুরতে চাইছিল সেদিকেই লোকটাকে ধাক্কা দিল স্যাম, ফলে দরজা দিয়ে গিয়ে ডেকের ওপর পড়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা। রেমির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার মাথায় ফ্লেয়ার গান ছুড়ল স্যাম আর রেমি। গুলি করল স্যামের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লিডারের মাথায়।

সালফিউরাসের দম বন্ধ করা ধোঁয়ায় মেঝে ভরে গেল কেবিন। কিন্তু এরই ফাঁকে দেখা গেল ফ্লেয়ার থেকে অন্ধের মতো ম্যাজেন্টা রঙের শিখা ছড়িয়ে আগুন ধরে যাচ্ছে একজনের কাপড়ে, পুড়ে যাচ্ছে চামড়া। স্যাম যাকে গুলি ছুড়েছিল নিজের পিস্তল ফেলে দিল সে লোকটা তার দুই হাত দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে করতে তাড়াহুড়ো করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ডেকে পড়ে যেতেই আবারো উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডের ওপর দিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ল। লিডার লোকটা চেষ্টা করল যেন না পড়ে নেমে যেতে পারে সিঁড়ি বেয়ে, কিন্তু লোকটার পেছনে ছোট একটা লাথি কষল স্যাম, ফলে উড়ে গিয়ে পেছনের ডেকে পড়ল সে। অচেতন বন্ধুর পাশে ল্যান্ড করে উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডের ওপর দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিলে সেও।

ইমার্জেন্সি বক্স থেকে পাওয়া ফোল্ডিং নাইফ রেমির হাতে তুলে দিল স্যাম। "জর্জের বাঁধন কেটে দাও।" এরপর দুই হাতে সিঁড়ির রেলিং ধরে ব্রিজ থেকে নেমে এলো ডেকের ওপর।

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ব্রিজের প্রবেশমুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে যাওয়া লোকটার ফেলে আসা পিস্তল তুলে নিচ্ছে রেমি। ডেকের ওপর অবচেতন হয়ে শুয়ে থাকা লোকটার পিস্তল তুলে নিল স্যাম। এরপর এসে দাঁড়াল কেবিনের দিকে চলে যাওয়া সিঁড়ির কাছে। চিৎকার করে আদেশ দিল, "নিচে থেকে উঠে এসো, জলদি।" কথা বলতে বলতে খুলে ফেলল নিজের জুতা। সিঁড়ির পেছনে হ্যাচের ওপরের দিকে গেল খালি পায়ে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো একটা লোক, স্যামকে দেখতে পায়নি। এক হাতে পিস্তল আর অন্য হাতে রেমির কম্পিউটার।

"পিস্তল ফেলে দাও আর কম্পিউটারকে সাবধানে নামিয়ে রাখো মেঝের ওপর।" বলে উঠল স্যাম।

"তোমার কথামতো কেন কাজ করব আমি?" পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল লোকটা।

"কেননা তোমার মাথার পেছনে তোমারই বন্ধুর পিস্তল তাক করে রেখেছি আমি।"

এতক্ষণে লোকটা বুঝতে পারল যে পেছন থেকে আসছে শব্দ। আস্তে করে হাত তুলল ডেকের ওপরে পিস্তল আর কম্পিউটার নামিয়ে রাখার জন্য। এরপরই মাথা ঘুরিয়ে নিজের এক সঙ্গীকে পড়ে থাকতে দেখল।

"তোমার অন্য বন্ধুরা সাঁতার কাটতে গেছে। এ বোটে কী করছ তোমরা?"

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। "জানতাম যে ভূমিকম্পের জন্য রসদ আর জিনিসপত্র নিয়ে আসবে যেকোনো নৌকা। এছাড়া কেউ কেনই বা আসবে?"

"যাদের এখন খাবার আর চিকিৎসার জিনিসগুলো দরকার তাদের কাছ থেকে এগুলো নিয়ে যেতে চাও?"

"আমাদেরও দরকার।" উত্তরে জানাল লোকটা।

"কেন?"

"বিক্রি করে অর্থ পাওয়ার জন্য। ভূমিকম্পের পর এগুলোর জন্য প্রচুর অর্থ দেবে লোকজন। উপকূলের আরেকটু ভেতরে যারা থাকে তারা তো আরো বেশি দেবে। খাবার আর পানির সংকট ক্রমেই বাড়ছে। রাস্তাঘাট বন্ধ। বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে গেছে তাই ফ্রিজের জিনিসও পচে যাচ্ছে।"

"যাই হোক, আমাদের কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছ না তোমরা।" জানিয়ে দিল স্যাম।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। বলে উঠল, "হয়তো তুমিই সঠিক, অথবা আমিই ঠিক বলছি।" রেইলে হেলান দিয়ে হাত ভাঁজ করে ফেলল সে।

কেবিন থেকে আসা সিঁড়িতে নতুন হুটোপুটির আওয়াজ পাওয়া গেল। এবার দেখা দিলেন ডা. মার্টিনেজ। মাথার ওপর তোলা দুই হাত। এরপরে এলেন ডা. গার্জা, একইভাবে রাখা হাত। অতঃপর এলো একজন মেক্সিকান তরুণ। মূল্যবান হেয়ারকাট, পেশিবহুল সুদৃঢ় শরীর, দামি জিন্স, আর একজোড়া কাউবয় বুট পরিহিত তরুণকে নৌকার মাঝে বিসদৃশ্যই দেখাচ্ছে। এক হাত ডা. গার্জার কাঁধে আর আরেক হাত দিয়ে ডাক্তারের মাথার পেছনে ধরে আছে পিস্তল।

"যদি তুমি তোমার অস্ত্র নামিয়ে রাখো, তাহলে আমি তাকে গুলি করব না।" বলে উঠল মেক্সিকান তরুণ।

"সাবধান", পাল্টা জবাব দিল স্যাম। "তোমার কথা শুনেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে আমার স্ত্রী।"

ব্রিজের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তরুণের মাথা বরাবর পিস্তল তাক করেছে রেমি।

অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে রেমির দিকে তাকাল রেইলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দস্যু। তারপর বলে উঠল, "তার অস্ত্র কেড়ে নাও।"

ডেকের ওপর শুয়ে থাকা লোকটা উঠে দাঁড়িয়েই দৌড় লাগাল স্যামের দিকে। তৎক্ষণাৎ মানুষটার পায়ের কাছে এক রাউন্ড গুলি ছুড়ল স্যাম। ডেকের

ওপর পড়ে গিয়ে একপাশ থেকে আরেক পাশে গড়াতে গড়াতে পা ধরে গোঙাতে লাগল লোকটা।

দামি জিন্স পরা তরুণ যেই না ডা. গার্জার মাথা থেকে পিস্তল সরিয়ে স্যামের দিকে তাক করল, মাথার ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল রেমি, 'ফেলে দেয়ার জন্য শেষ সুযোগ দিলাম তোমাকে।"

"ও পিস্তলে চ্যাম্পিয়ন। বুঝতে পেরেছ? যদি চায় তাহলে তোমার চোখের মণির ভেতরে বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারবে।" বলে উঠল স্যাম।

চোখ তুলে রেমির দিকে তাকাল তরুণ। দেখতে পেল শক্ত দু' হাতে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে রেমি। এক মুহূর্ত কী যেন ভেবে আস্তে করে নিজের পাশে ডেকের ওপর নামিয়ে রাখল পিস্তল। ডা. গার্জা তাড়াতাড়ি করে উঠে এলেন ডেকের ওপর।

"এখন এসে বন্ধুদের সাথে দাঁড়াও।" আদেশ দিল রেমি। ডেকের ওপর উঠে দুই সঙ্গীর সাথে যোগ দিল তরুণ।

"তো ঠিক আছে।" বলে উঠল স্যাম। "এখন সবাই গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দাও।" রেইলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা বলতে চাইল, "কিন্তু—জীবিত অথবা মৃত, সবাইকেই এখন ভিজতে হবে?" জানিয়ে দিল স্যাম।

সঙ্গীদের উদ্দেশে অনুবাদ করে শোনাল লোকটা। সুস্থ দুজন আহত সঙ্গীকে রেইলের ওপর দিয়ে নামতে সাহায্য করে নিজেরাও ঝাঁপ দিল পানিতে।

শেষ জনের পানি ছিটানোর শব্দ পাওয়ার পর ইয়টের স্টানে গিয়ে এক ক্যান গ্যাসোলিন নিয়ে এলো স্যাম, হেঁটে গেল পাশে বেঁধে রাখা ছোট্ট ক্রুজারের দিকে। তারপর এটির ডেকে ঢেলে দিল সবটুকু গ্যাসোলিন। দড়ি কেটে দিল ক্রুজারের, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল নোঙর করে রাখা ইয়টের কাছ থেকে। পাঁচজন দস্যু এখনো সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। ইয়ট থেকে ত্রিশ ফুট দূরে চলে যেতেই পিস্তল তুলে নিয়ে ক্রুজারের ডেকে ফ্লেয়ার ছুড়ল স্যাম। তাকিয়ে দেখল জীবন্ত হয়ে উঠল উজ্জ্বল কমলা রঙের শিখা। ইয়টে দাঁড়িয়ে থাকা বাকিরা হাততালি দিয়ে উঠল সাথে সাথে।

ব্রিজের সিঁড়ির নিচে গিয়ে চিৎকার করে জানতে চাইল স্যাম, 'জুয়ান!'

"ইয়েস, স্যাম?"

"আপনি আর জর্জ কাজ করার মতো সুস্থ অনুভব করছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে নোঙর তুলে ইঞ্জিন চালু করুন। ওকে, নিয়ে চলুন আমাদের। মিগেল আর ডা. তালামান্টেসকে তুলে নিয়ে চলুন এখান থেকে চলে যাই।"
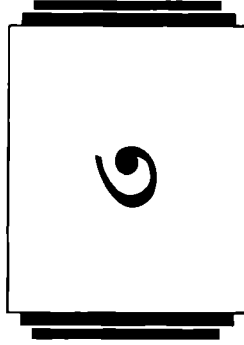
সেলিনা ক্রুজ, মেক্সিকো

কয়েক মিনিট পরেই ডেকে উঠে এলেন ডা. তালামান্টেস আর মিগেল। সমুদ্রের মাঝে ইয়টে আগুন লেগে যাবার খবর শোনার সাথে সাথেই দুজন দৌড়ে এসেছে বিচে। এরপর যখন দেখতে পেল এটি ডেকের দিকে এগোচ্ছে নিজেরাও এসে পড়ল এখানে। পরবর্তী কয়েক মিনিটের মাঝে উপকূল ধরে আবারো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগোতে লাগল ইয়ট।

আরো তিনবার অন্ধকারাচ্ছন্ন উপকূলীয় শহরগুলোতে নেমে কেসভর্তি করে বিশুদ্ধ পানি আর টিনজাত খাবার, ফ্ল্যাশলাইট, জেনারেটর আর গ্যাসোলিন বিলি করল তারা। প্রতিবার প্রথমবারেই নৌকায় করে তীরে যেত তিন ডাক্তার। সাথে অবশ্যই থাকত তাদের স্টান্ডার্ড মেডিকেল বক্স।

প্রতিবার থামার কয়েক ঘন্টা পরে সকল ইমার্জেন্সি রোগী দেখে শেষ করতেন ডাক্তাররা। এরপর ঘোষণা দিতেন যে, বিলি করা মেডিকেল সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে এরপর ছোটখাটো আঘাত স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে।

সবাইকে বিচে ডেকে নিত স্যাম আর লাইফবোটে ফিরিয়ে নিয়ে যেত মিগেল। তীর থেকে যাওয়া শেষ দুজন সবসময় হতো স্যাম আর রেমি। তারা ইয়টে উঠে যেতেই ক্রুরা নোঙর তুলে নিলে পর ইয়ট আবার উপকূল ধরে যাত্রা শুরু করল তাপাচুলার উদ্দেশে।

চতুর্থ দিন ভোরবেলা, তখনো নিজেদের কেবিনে ঘুমিয়ে আছে স্যাম আর রেমি, এমন সময় দরজায় নক করল মিগেল। উঠে দরজা খুলে দিল স্যাম।

"কী হয়েছে?"

"তাপাচুলা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জুয়ান ভাবছে তুমি ব্রিজে গেলে ভালোই হয়।"

দ্রুত পোশাক পরে ডেকে উঠে এলো স্যাম আর রেমি। ব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই বুঝতে পারল জুয়ান কেন তাদের ঘুম থেকে তুলতে চেয়েছে। উইন্ডশিল্ডের ভেতর দিয়ে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তাকানা। মেক্সিকোর দ্বিতীয় উঁচু পর্বত। উপকূলের পেছনে মাইলখানেক ভেতরে গাঢ় নীল রঙের পিরামিড একাকী দাঁড়িয়ে আছে আকাশের বুকে হেলান দিয়ে। এই সকাল বেলাতেই। ভেতর থেকে উদগীরিত বিবর্ণ ধোঁয়ার লাইন উড়ে যাচ্ছে পূর্ব দিকে।

"কার্যত এটি এখনো সক্রিয়। কিন্তু ১৯৫০-এর পর থেকে তেমন বড় কোনো অগ্ন্যুৎপাত হয়নি।" জানাল জুয়ান।

"রেডিওতে কী জানিয়েছে যে এটা কোনো কিছু ঘটাতে চলেছে?" জানতে চাইল রেমি।

"মানুষজনকে বলেছে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে?"

"মনে হয় তারা এখনো জানেই না যে কী ঘটছে। তাদের ধারণা হয়তো ভূমিকম্পের কাঁপনে কিছু আলগা হয়ে গেছে অথবা ফাটলগুলো খুলে গেছে। রাস্তাঘাট বন্ধ, তাই আমার মনে হয় না যে, বিজ্ঞানীরা মাপজোঁকের জন্য পৌঁছাতে পেরেছে এখানে।"

"শহর থেকে কত দূরে আগ্নেয়গিরিটা?" এবারে জানতে চাইল স্যাম।

"যতটা দেখাচ্ছে তার চেয়েও বেশি দূরে।" জানাল জুয়ান। "পর্বতটা চার হাজার মিটার উঁচু। তাই কাছে দেখায়। কিন্তু আগ্নেয়গিরি ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে আমাদের। বিশ মিনিটের মাঝে তাপাচুলায় পৌঁছে যাব আমরা।"

রেমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে ডেকের নিচে কেবিনের দরজায় গিয়ে নক করল। "আমরা তাপাচুলায় পৌঁছে গেছি প্রায়।" ডেকে তুলল সবাইকে।

কয়েক মিনিট পরেই ডেকের ওপর একসাথে বসে সাধারণ কফি, ডিম আর ফল দিয়ে নাশতা সেরে নিল ক্রু, ডাক্তাররা আর ক্যাপ্টেনসহ ফারগো দম্পতি। দূরে আগ্নেয়গিরি থেকে আকাশের বুকে উদগীরিত ধোঁয়া থেকে চোখ সরিয়ে নেয়া কষ্টসাধ্য হলো সকলের জন্য। শহরের কাছাকাছি হতেই চোখে পড়তে শুরু করল ধ্বংস ও-ভূমিকম্পের ফলে আধাআধি ভেঙেপড়া দালান, একসময় যেখানে দেয়াল ছিল এখন সেখানে পড়ে আছে ইটের পাহাড়, টেলিফোনের পোলগুলোর লম্বা সারি পড়ে আছে, পার্ক করা গাড়ি আর রাস্তার

ওপর পড়ে আছে ইলেকট্রিক্যাল তার। ইয়টের ডেক থেকে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আগুন জ্বলতেও দেখা গেল। সম্ভবত প্রাকৃতিক গ্যাসলাইনও ফেটে গেছে। একের পর এক গিয়ে তীরে নামার প্রস্তুতি নিতে লাগল সকলে।

উপকূল পর্যন্ত আসতে আসতেই এতগুলো আক্রান্ত শহর দেখা হয়ে গেল যে, নিজেদের কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে পারল সহজে আর নিখুঁতভাবে। তিনজন ডাক্তার নিজেদের পরিপূর্ণ মেডিকেল ব্যাগ ছাড়াও প্রত্যেকে আরো বড় বড় দুটি করে ব্যাকপ্যাক প্রস্তুত করে নিলেন শেষ শহরে প্রয়োজন পড়েছিল এমন সব জিনিস দিয়ে। আগুন দেখা গেছে। তাই পোড়া ক্ষতের ওষুধ আর পেইনকিলারও নিয়ে নিলেন ডাক্তাররা। দালানকোঠা ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখার পর সাথে নেয়া হলো হাড় ভাঙা জোড়া দেয়ার তক্তা, ক্ষত সেলাই করা দরকারি জিনিস—আর সবচেয়ে বেশি হঠাৎ করে প্রয়োজন পড়ে যদি–অঙ্গ ছেদন করার জিনিসসমেত ব্যাগ। স্যাম, রেমি প্রথমে জেনারেটর আর গ্যাসোলিনের ক্যান লোড করে সারি বেঁধে রেখে দিল খাবার আর পানির কেস। অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে তীরে নামলেই অনেকেই আগ্রহী হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে আবার—যাদের প্রয়োজন তারাও আসবে। তাই কেসভর্তি করে ফ্লাশলাইট, ফার্স্ট এইড বক্স, ভেঙেপড়া দালানের নিচে থেকে খনন করে মানুষকে উদ্ধার করে তোলার জন্য যন্ত্র আর অস্থায়ী আবাস নির্মাণের যন্ত্রপাতিও নেয়া হলো।

সাতটার দিকে, তখনো বাঁধা ছাদায় ব্যস্ত ইয়টের সকলে, দেখা গেল তীরে ইতোমধ্যে লোক জমতে শুরু করেছে তাদের সাথে দেখা করার জন্য। পানিতে নামানোর আগেই ভারী বস্তুগুলো তুলে দেয়া হলো লাইফবোটে। এরপর এক সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। একজনের হাত থেকে আরেকজন এমন করে বাকি বাক্সগুলোও মই বেয়ে নামানো হলো নৌকায়। কাজ শেষ করার পর জিনিসপত্রে টইটম্বুর নৌকার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সাবধানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ল সবাই। তীরে যাবার জন্য যাত্রী হলেন তিনজন ডাক্তার, স্যাম রেমি আর মিগেল; যার কাজ হলো মোটর চালিয়ে নৌকা নিরাপদে আনা-নেয়া করা। ঢেউয়ের সাথে চতুরতার সাথে এগিয়ে ঠিকঠাকভাবে নৌকা চালাতে লাগল মিগেল, যেন গড়িয়ে না যায় কিছু। ঠিক তীরের কাছাকাছি যেতেই মোটর বন্ধ করে প্রপেলার বাঁচাতে একপাশ উঁচু করে ধরল নৌকা। লাইফবোটের তলা সামনের দিকে উঠে যেতেই স্যাম আর রেমি লাফ দিয়ে নেমে নৌকাকে টেনে নিয়ে গেল তীরে।

তাদের নিয়ে আসা রসদ দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল স্থানীয় লোকজন। হাসপাতালে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী লোকেরা এসে জড়ো হলো ডাক্তারদের পাশে, হাতে তুলে নিল মেডিকেল সাপ্লাইয়ের ব্যাগ।

বাকি রসদ বালির ওপর নামিয়ে রাখল স্যাম, রেমি আর মিগেল। এরপর ধাক্কা দিয়ে আবারো লাইফবোটটাকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া হলো যেন দ্বিতীয় জেনারেট, খাবার আর পানি আনার জন্য ফিরে যেতে পারে মিগেল।

প্রথম জেনারেটর চালু করার জন্য ডাক্তারদের সাথে গেল স্যাম আর রেমি। এরপর হাসপাতাল চালু হবার পরে আবারো সমুদ্রতীরে এলো মিগেলের আনা দ্বিতীয় জেনারেটরের জন্য, নিয়ে যাওয়া হলো এখনো শহরের ওপারে অক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেডিকেল ক্লিনিকে।

সারা দিন আর রাতেরও বেশিরভাগ সময় চলল কাজ। শহরের বিভিন্ন অংশে নিজেদের জিনিসপত্র বিলাতে গিয়ে বহু কাহিনি শোনা হয়ে গেল তাদের। উপকূল ধরে শহরের রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য বেলচা, ট্রাক্টর আর ট্রাক নিয়ে কাজে লেগে পড়েছে লোকজন। যাদের বাড়ি-ঘর এখনো যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে তারাও আশ্রয়হীনদের নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের গৃহে।

পরবর্তী পাঁচ দিন ধরে বজায় রইল এই বিশাল ভূমিকম্পের আফটার শক। প্রথম দিকেরগুলো ছিল খুব তীব্র আর বেশি সময়ব্যাপী। কিন্তু যত দিন গেল ধীরে ধীরে মৃদু আর অনিয়মিত হয়ে পড়ল।

ষষ্ঠ দিনে সন্ধ্যাবেলা ইয়টের পেছনের ডেকে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন জুয়ান। লাইফবোটে করে আবারো একত্র হলো স্যাম, রেমি আর অন্যরা। গম্ভীর হয়ে আছে ক্যাপ্টেনের চেহারা।

স্যামের দিকে চেয়ে ভ্রু নাচাল রেমি। "মনে হচ্ছে অবস্থা বেশি সুবিধার না। খবর আছে।"

রেমি, স্যাম তিনজন ডাক্তার, জর্জ আর মিগেল একসাথে জড়ো হতেই অস্বস্তি নিয়ে নড়ে উঠে গলা খাকারি দিলেন ক্যাপ্টেন।

"আজ দুপুরবেলায় চার্টার কেম্পানি থেকে রেডিও মেসেজ এসেছে আমার কাছে। কিছু জিনিস সম্পর্কে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তারা; কিন্তু এখন চাইছে যেন ইয়ট আকাপুলকোতে ফিরিয়ে নেয়া হয়।"

"কেন?" জানতে চাইল রেমি। "আমরা এটি ভাড়া নিতে এখনো রাজি আর এছাড়া ইয়েটের তো কোনো ক্ষতিও করিনি আমরা। তাই না?"

"ব্যাপারটা তা না।" উত্তরে জানালেন ক্যাপ্টেন। "তারা খানিকটা শঙ্কিত যে এমন মূল্যবান আর জমকালো ইয়টে করে রসদ পরিবহন করছি আমরা; কিন্তু আবার এও জানে যে, এর প্রয়োজন আছে আর যেকোনো সমস্যার সমাধানও করতে পারব আমরা। কিন্তু তাদেরও শিডিউল মেনে চলতে হয়। চার দিনের মাঝে আকাপুলকো পৌঁছে যাবে আরেকটা দল। তারাও আশা করছে যে ইয়ট প্রস্তুত থাকবে তাদের জন্য। এগুলো পূর্ব

হতেই চুক্তি করা।" কাঁধ ঝাঁকিয়ে শূন্য হাত নেড়ে নিজের অসহায়ত্ব দেখিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

"আর কতটা সময় আছে আমাদের হাতে?" জিজ্ঞেস করল স্যাম।

"তারা চায় আমরা যেন আজ রাতেই রওনা হয়ে যাই। তাহলে এক দিন সময় পাওয়া যাবে ডেক পরিষ্কার করে পলিশ করার জন্য। ইঞ্জিন সার্ভিস করে নতুন মাল তোলার জন্য। আমি দুঃখিত আসলে।"

"ঠিক আছে।" জানাল স্যাম। "এখানকার জন্য নিয়ে আসা সবকিছু নামানো হয়ে গেছে আগেই। তাই এখন আর ইয়টের কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি কী বলো রেমি? ইয়টে চেপে আকাপুলকো গিয়ে বাড়ির পথ ধরতে চাও?

"এখন না।" উত্তরে জানাল রেমি। "আমার মনে হয় আমাদের আরো কয়েকটা দিন থাকা উচিত। শুনেছি যে আগ্নেয়গিরির পাশে পড়ে আছে এমন সব লোকেদের এখনো মেডিকেল কেয়ার আর রসদের প্রয়োজন।"

"তুমি নিশ্চিত?" প্রশ্ন করে উঠলেন জুয়ান। "এটা ছেলেখেলা নয়। আমাকে ভুল বুঝো না। দেখেছি হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম আমি, তখনো কতটা সক্রিয় ছিলে তোমরা দুজন। তোমাদের জানার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।"

"আমরাও তাই।" বলে উঠল জর্জ। "আমাদের জন্যও ব্যাপারটা যথেষ্ট আনন্দের।" জানাল স্যাম। "কিন্তু পর্বতের ওপর থাকা লোকগুলোকেও সাহায্য করতে চাই। এখনকার মতো, সবাই নিচে গিয়ে নিজেদের জিনিস গুছিয়ে নেব, যেন তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারো তোমরা।"

এবারে কথা বলে উঠল ডা. মার্টিনেজ, "আমার মনে হয় সম্ভব হলে ইয়টে চেপে ফিরে যেতে চাই আমি। যতটা পেরেছি হাসপাতাল থেকে ছিলাম এখানে।"

অন্যদের দিকে তাকাল স্যাম। "ডা. গার্জা?"

উত্তর দিলেন ডাক্তার। "ডা. তালামান্টেস আর আমি আরো কয়েক দিনের জন্য থাকব। আর আরেকটা ব্যাপার, আমাকে মারিয়া নামেই ডাকতে পারো। বেশকিছু সময় একসাথে কাটিয়ে ফেলেছি আমরা, মনে হচ্ছে তোমাদের বহুবছর ধরেই চিনি।

"আর আমাকে ক্রিস্টিনা নামে ডেকো।" বলে উঠলেন ডা. তালামান্টেস।

পিঠে ব্যাকপ্যাক নিয়ে অল্প সময়ের মাঝেই জাহাজের পেছনের ডেকে আবারো জড়ো হলো পুরো দলটা। জর্জ আর মিগেল সবাইকে সাহায্য করল লাইফবোটে নামতে। এরপর নিয়ে গেল বিচে। সবাই বালুতীরে নেমে যাওয়ার পর স্যাম আর রেমি গভীর পানিতে ধাক্কা দিয়ে ভাসিয়ে দিল লাইফবোট।

"তোমাদের খুব মিস করব আমরা।" বলে উঠল মিগেল।

"ভালোই।" উত্তরে জানাল রেমি। "বন্ধুদের উচিত একে অন্যকে মিস করা। কিন্তু আবারো যখন দেখা হবে একে অপরকে বলার জন্য হাজারো অভিযানের গল্প জমা হয়ে যাবে আমাদের।"

লাইফবোট ইয়টে উঠে যাবার পর নিজেদের ব্যাকপ্যাক তুলে নিল স্যাম। এরপর রেমিসহ হাঁটতে লাগল বিচ পার হয়ে ওপরের রাস্তা ধরে শহরের বিদ্যালয়টার দিকে; এটিই এখন তাদের অস্থায়ী আবাসস্থল। আপন মনে বলে উঠল, "আমরা এখন বাস্তুহারা হয়ে গেলাম, তাই না?"

"অত্যন্ত গরম একটা বালুতটে ভালোবাসার মানুষটার সাথে বাস্তুহারা?" হেসে উঠল রেমি। "ভালোই তো।"

"রানওয়ের ফাটল সারাতে বেলচা দিয়ে পাথর আর আলকাতরা ঘাটা রমণীর মুখে বড় বেশি রোমান্টিক শোনাল কথাটা। "আশা করছি এসব অভিযানে ততটাই আনন্দ খুঁজে পাবে যেমনটা মিগেলকে জানালে।"

বুড়ো আঙুলের ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে স্যামকে কিস করল রেমি। "সব ঠিক হয়ে আছে। আর ভালো কিছু করার খানিক চেষ্টা করব আমরা। যদি এখানে না থেকে বাসায় থাকতাম, ইলেকট্রিশিয়ান আর কাঠমিস্ত্রির পেছনে লেগে থাকতাম হয়তো, তাহলে বাসার কাজ আর শেষই হতো না কখনো।"

"ঠিকই বলেছ।" জানাল স্যাম। "চলো যাই, বিদ্যালয়ে ঘুমানোর মতো আমাদের জন্য রুম আছে কি-না। সেলমাকে ফোন করে জানিয়ে দেব, তাহলে আর চিন্তা করবে না সে। আর আগামীকাল সবার সাথে ঘুরে কথা বলতে হবে, কীভাবে পর্বতের ওপর যাবার জন্য একটা রিলিফ পার্টির বন্দোবস্ত করা যায়।"
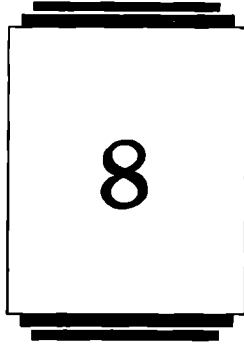
তাকানা আগ্নেয়গিরি, মেক্সিকো

পরের দিন দুপুরবেলা। একটা ট্রাকের পেছনে আরো ডজনখানেক স্বেচ্ছাসেবীর সাথে গনগনে সূর্যের নিচে বসে আছে স্যাম আর রেমি। অসম্ভব খারাপ রাস্তা ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে তাকানা আগ্নেয়গিরির দিকে। পাশেই বসে আছে ইয়টে তাদের সহযাত্রী ডা. ক্রিস্টিনা তালামান্টেস আর ডা. মারিয়া গার্জা। অন্য পাশে যারা বসে আছে, গত কয়েক সপ্তাহে এদের সাথে ভালোই সখ্য গড়ে উঠেছে তাদের। আছে বিশেষ কোঠায় বয়সের দুই ভাই রাউল আর পল মেনডোজা, যারা বড় হয়ে উঠছে আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি শহরতলিতে। আরো আছে লম্বা, চুপচাপ স্বভাবের জোসে। তাপাচুলাতে থাকা জোসের ল অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভূমিকম্পে। ঘন গোঁফে ঢেকে আছে জোসে সানচেজের মুখমণ্ডল, তাই চট করে বোঝা মুশকিল যে লোকটা হাসছে না কাঁদছে।

শহর থেকে বের হয়ে মাইলের পর মাইল কৃষিজমি ছাড়িয়ে আরো ভেতর দিকে যেতে যেতে রেমি তাকিয়ে রইল বহুদূরের ত্রিকোণাকার নীল তাকানার দিকে। ব্যাপারটা খেয়াল করল ক্রিস্টিনা, "আর তো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। হয়তো নিস্তেজ হয়ে গেছে আরো একশ বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের জন্য।"

"অথবা এমনও হতে পারে যে, শক্তি বাঁচিয়ে রেখেছে আগুন আর ছাইয়ের জন্য, যেন লাভা দিয়ে কবর দিতে পারে আমাদের", বলে উঠল জোসে। মায়া ভাষায় "তাকানা" মানে হলো "আগুনের গৃহ"।

"আশা এইটুকুই যে, হয়তো এখনকার মতো আমাদের ওপর নিজের নামের সদ্ব্যবহার করবে না এটি।" বলে উঠল স্যাম।

আরো এক ঘণ্টা চলা শেষে ট্রাক এসে পৌঁছাল ইউনিয়ন জুয়ারেজ নামের ছোট্ট শহরে। প্রধান রাস্তার ছোট ছোট দুটো ইটের দালানের খানিকটা করে অংশ ভেঙে পড়েছে। আরো দুটোর ছাদের টালি খসে পড়েছে। মাঝখানের চত্বরে গিয়ে নেমে গেল ড্রাইভার আর স্প্যানিশভাষী স্বেচ্ছাসেবকরা কথা বলতে লাগল চত্বরে ঘুরে বেড়ানো মানুষের সাথে। স্যাম আর রেমি আঠার মতো সেঁটে রইল ক্রিস্টিনার সাথে, অনুবাদ করছে ডাক্তার। ভারতীয় চেহারার এক দম্পতির সাথে খানিকটা কথা বলে ফারগোদের জানাল ক্রিস্টিনা, "প্রায় সাত কি.মি. পর বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তা।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করল স্যাম। "এরপর আমাদের হাঁটতে হবে।" উত্তরে বলে উঠল ক্রিস্টিনা। "এই রমণীর মতে, পায়ে চলা রাস্তা আছে যার আবার ছোট ছোট অনেক শাখাপথও আছে। এগুলো ধরে এগোলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে পর্বতের গ্রামগুলোতে।"

এবার জানতে চাইল রেমি, "ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলেছে?"

"সাবধান করে দিয়েছে যে, সেখানে নাকি বেশ ঠাণ্ডা। ওপরে তেরো হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় যেতে হবে।"

"এর জন্য প্রস্তুত আছি আমরা।" বলে উঠল রেমি। "বস্তুত, কিছু কথা তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই। ইয়ট থেকে কিছু কাঠামো আর মেষের লোমের লাইনিং নিয়ে এসেছি। কারণ মাঝে মাঝে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে প্রশান্ত মহাসাগর, বিশেষ করে রাতের বেলা যখন বাতাস বইতে থাকে।"

"ধন্যবাদ।" খুশি হলো ক্রিস্টিনা। "আমি আর মারিয়াও কিছু গরম কাপড় নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম হয়তো বাইরে ঘুমাতে হবে। কিন্তু তোমাকে সবকিছুসহ দুই-তিন দিনের মধ্যে নিয়ে যেতে পারব হয়তো।"

"আর কিছু কী বলেছে সেই নারী?"

"ভূমিকম্পের ফলে হিমবাহের সৃষ্টি হয়েছে। আর গ্রামের পানি সরবরাহের জায়গাটাও দূষিত হয়ে গেছে। আহত আছে কয়েকজন, আমি আর মারিয়া যাদের সুস্থ করে তুলতে পারব আর সম্ভবত কিছু ক্ষেত্রে করা সম্ভব হবে না। সেসব জনগণকে সরিয়ে নিতে হবে।"

এবার বলে উঠল স্যাম, "প্রতিটা গ্রামের কাছাকাছি হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার মতো জায়গা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।"

"ধন্যবাদ।" আবারো বলে উঠল ক্রিস্টিনা। "এখন গির্জায় গিয়ে মারিয়ার সাথে যোগ দেব। দেখা যাক পর্বত থেকে আশ্রয়ের খোঁজে নেমে

আসা লোকগুলোর কাছ থেকে নতুন কিছু জানা যায় কি-না। আসবে তোমরা?"

সবাই মিলে গির্জায় প্রবেশ করতেই পর্বতের গ্রামগুলো থেকে আসা পাঁচটি পরিবারের সাথে কথা বলল মারিয়া আর ক্রিস্টিনা। তারা যখন পিতা-মাতার সাথে কথা বলছে, বাচ্চাগুলো এসে রেমির কোলে চড়ে বসল। লম্বা তামাটে রঙের চুলের প্রতি আগ্রহী হয়ে রেমির মাতৃভাষা ইংরেজিতে ছোট ছোট গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল ছেলেমেয়েদের দল। প্রোটিন বার, বাদাম আর চকলেট দিয়ে মেহমানদারি করল রেমি।

কিছুক্ষণ পর গির্জার সামনে এলো ট্রাকের ড্রাইভার। শেষ পথটুকু সামনে চলার জন্য সবাই আবার উঠে বসল ট্রাকের পিঠে। পথের শেষ মাথায় পায়ে হাঁটা রাস্তার নির্দেশনাস্বরূপ পাথর পড়ে থাকতে দেখা গেল। প্রতিজন স্বেচ্ছাসেবক ট্রাক থেকে নেমে পিঠে তুলে নিল রসদবোঝাই ভারী ব্যাকপ্যাক। একে অন্যকে সাহায্য করল কাঁধে-বুকে ট্র্যাপে বেঁধে নিতে। তারপর হাঁটা ধরল।

খাড়া পর্বতের গা বেয়ে উঠতে গিয়ে গতি হয়ে পড়ল ধীর আর পরিশ্রমসাধ্য। গাছপালা কেটে চলাচলের ব্যবস্থা করা হলেও পর্বতের ওপরে এমন কিছু করা হয়নি বিধায় কণ্টাকাকীর্ণ হয়ে উঠল রাস্তা। চারপাশে ফলের গাছ, এমন একটা সমান্তরাল জায়গা পরিষ্কার করে তাঁবু খাটানো হলো। ফলগুলো দেখতে ছোট ছোট অ্যাভোকাজোর মতো, মেনজোডা ভ্রাতৃদ্বয় ডাকছে ক্রিওল্লো বলে। ভোর পর্যন্ত ঘুমাল সকলে। সূর্যিমামা উদয় হয়ে ঘুম ভাঙাল। আরো উঁচুতে পৌঁছানোর পর নিচু জমির গাছগুলো বদলে গিয়ে দেখা গেল পাইনের সারি।

তিন দিন ধরে একইভাবে পথ চলল সকলে। প্রতিদিন সকালে তাঁবু নামিয়ে পরবর্তী গ্রাম না আসা পর্যন্ত হাঁটা। তারপর গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে বের করা যে কী ধরনের সাহায্য তাদের প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রামে রোগী দেখল ক্রিস্টিনা আর মারিয়া, আহত ও অসুস্থদের সেবা করল। সাহায্য করল রেমি। ওষুধ আর রসদের তালিকা তৈরি করে রাখল, ক্ষত মুছে ব্যান্ডেজ করে দিল, প্রেসক্রাইব করা ডোজও দিয়ে দিল। এই ফাঁকে অন্য রোগীর কাছে গেল ডাক্তাররা। স্যাম কাজ করল স্বেচ্ছাসেবক আর স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে। সকলে মিলে পুনরায় বাড়ি তৈরি, ভাঙা, পাইপ আর ওয়্যারিং বদলে দেয়া, জেনারেটর ঠিক করে বিদ্যুৎ প্রতিস্থাপনের কাজ করা হলো।

পর্বতে ওঠার পর পঞ্চম দিন শেষে আড়াই হাজার মিটার উচ্চতার কাছাকাছি গ্রামের ধারে তাঁবুতে শুয়ে স্যাম বলে উঠল, "আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন আনন্দিত আমি।"

"আমিও।" বলে উঠল রেমি। "আমার জীবনের সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক মুহূর্ত এখন কাটাচ্ছি আমি।"

"তোমার স্বাদের তারিফ করতেই হয়।"

"আর তোমার আত্মাভিমান। এখন ঘুমোতে যাচ্ছি, আমি।"

পরের দিন সকাল বেলা শেষ গ্রামের দিকে পথ দেখিয়ে চলল স্যাম আর রেমি। মেয়রের কথামতো পাশের ছোট একটা ট্রেইল ধরে এগোতে লাগল দুজন। আর শীঘ্রই দেখা গেল সবাইকে ছাড়িয়ে চলে গেছে তারা। অপেক্ষা করল অন্যরা যেন তাদের দেখতে পায় তারপর আবারো শুরু হলো পথচলা। কিন্তু বেশি দেরি হবার আগেই আবারো সবার কাছ থেকে এগিয়ে গেল ফারগো দম্পতি।

রাতের বেলা হিমবাহ এসে আঘাত করেছে এমন একটা ঢালু জায়গায় পৌঁছে গেল স্যাম আর রেমি। নোংরা আর পাথর পড়ে ট্রেইলের একটা অংশ এমনভাবে ঢাকা পড়েছে যে, দেখে মনে হচ্ছে ব্যাসল্ট (আগ্নেয়গিরি থেকে উদগীরিত কৃষ্ণশিলা)। সাবধানে এর ওপরে ঘুরে বেড়াতে লাগল দুজন। বড় বড় বোল্ডারগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় আরো সতর্ক রইল। এরপরই থেমে গেল দুজন।

পথের ওপর পড়ে থাকা বিশাল একটা পাথরের চাই দেখে অবশ্য প্রাকৃতিক বলে মনে হলো না। নিখুঁত আয়তকার পাথরের মাথায় গোলাকার কোনো বস্তু। কোনো কথা না বলে দুজনই কাছে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল বাঁকানো নাক আর লম্বা মাথাঅলা মায়ান অভিজাত এক পুরুষের খোদাই করা প্রতিচ্ছবি। লোকটার মাথায় বিশাল পালকঅলা শিরভূষণ। জটিল সব চিহ্নের সারি দেখে দুজনই বুঝতে পারল, এগুলো মায়ান শব্দ। চোখ তুলে ওপরে পর্বতের দিকে তাকাতেই সবুজ গাছপাতার গায়ে বিশাল ক্ষত বা দোমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থা দেখা গেল। এপথ দিয়েই গড়িয়ে পড়েছে হিমবাহ।

অদম্য এক আকর্ষণ দুজনকেই টেনে নিল ওপরের দিকে। খাড়া পাহাড় বেয়ে এমন একটা জায়গায় এলো যেখানটা একেবারে নিখুঁত একটা তাকের মতোই সমান। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া। জায়গাটার চারপাশে গাছ দিয়ে ঘেরাও করা, কিন্তু দেখা গেল না কাউকে। দেখা গেল তাকের একটা অংশই ভেঙে হিমবাহের সাথে গড়িয়ে পড়েছে নিচে।

নিজের ছুরি দিয়ে কয়েক ইঞ্চি গর্ত করে ফেলল স্যাম। দুজনই শুনতে পেল পাথরের গায়ে ছুরির ফলার ঘষা খাওয়ার শব্দ।

চারপাশে তাকাল রেমি। "একটা উঠান? অথবা একটা প্রবেশদ্বার?"

একবার চোখ তুলে তাকাল খাড়া পর্বতের দিকে। এখানে একটাই মাত্র জায়গা যেটার ওপরে নতুন করে ময়লার আস্তর পড়েছে। পর্বতের মাথা থেকেই পড়েছে এগুলো।

"দেখে মনে হচ্ছে বড় ব্লক পড়ে যাওয়ায় পিছলে পড়ে গেছে এটা।" বলে উঠল স্যাম। আবারো ছুরি দিয়ে গুঁতিয়ে দেখে নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে ভাঁজ করা বেলচা বের করল। পাথুরে দেয়াল থেকে চেঁছে তুলে ফেলতে লাগল আবর্জনা।

"সাবধান।" সতর্ক করে দিল রেমি। "বাকি পর্বতটাকেও নামিয়ে আনতে চাই না।" কিন্তু নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে কাঠ কাটার হালকা কুড়াল বের করে যোগ দিল স্যামের সাথে। আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যেতেই সামনে দেখা গেল কালো আগ্নেয় পাথরের দেয়াল। কয়েকবার নিজের বেলচা দিয়ে এর গায়ে আঘাত করল স্যাম। ভঙ্গুর আর ছিদ্রময় ঝামা পাথরের মতো টুকরা টুকরা উঠে আসতে লাগল। রেমির কুড়ালের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "আমাকে দেবে?" "সানন্দে।" স্যামের হাতে কুড়াল তুলে দিল রেমি।

আগ্নেয় পাথরের গায়ে আঘাত করতে লাগল স্যাম। "মাঝে মাঝে কিছু জায়গা দেখে মনে হচ্ছে লাভা প্রবাহ এসে পর্দার মতো তৈরি হয়ে গেছে।"

"প্রবেশদ্বারের ওপর?"

"এভাবে বলার সাহস করছি না। জানি না এটা কী আদৌ কোনো প্রবেশদ্বার, নাকি অন্য কিছু। কিন্তু দেখতে তো তাই মনে হচ্ছে।" বড়সড় একটা টুকরা ভেতর দিকে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত শক্ত হাতে আঘাত করে গেল স্যাম। তৈরি হয়ে গেল একটা গর্ত।

"তোমার দরকার ছিল জোরে জোরে আঘাত করা।" বলে উঠল রেমি। "কী ভেবেছিলে? সমাধি?" "এই পথ ধরে? আমি অনুমান করছি কোনো একটা পবিত্র জায়গা হয়তো, হতে পারে আগ্নেয়গিরির দায়িত্বে থাকা কোনো দেবতার তীর্থভূমি।"

গর্তের মুখটাকে আরো বড় করে ফেলল। ব্যাকপ্যাক থেকে ফ্লাশলাইট বের করে আলো ফেলল ভেতরে, এরপর পা দিল গর্তে। "এসো।" রেমির উদ্দেশে বলে উঠল। 'প্রাচীন একটা দালান পেয়ে গেছি আমরা।"

ভেতরে পাথর কেটে তৈরি করা কক্ষ, তারপর সাফা প্লাস্টার করা হয়েছিল নিশ্চয়। সমস্ত দেয়ালজুড়ে মায়ান নারী, পুরুষ আর দেবতাদের কোনো রকম একটা শোভাযাত্রার রঙিন চিত্র আঁকা রয়েছে। কয়েকজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে নিজেদের কেটে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করছে অথবা জিহ্বাতে কাঁটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রতিটি দেয়ালে প্রধানত যে ছবিটা চোখে পড়ছে তা হলো ঝুলন্ত মণিসমেত খুলি।

কিন্তু এসব কোনো দৃশ্যের ওপরই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে না স্যাম আর রেমি। কক্ষের আরো ভেতর দিকে হেঁটে চলেছে দুজন। একটা মাত্র দৃশ্যই আকৃষ্ট করেছে তাদের। হোয়াইটওয়াশ করা পাথরের মেঝেতে পড়ে আছে একজন পুরুষের শুকিয়ে যাওয়া মৃতদেহ, কালো, কঠিন। পরনে লতাপাতা দিয়ে বোনা স্যান্ডাল। কানের ফুটোয় বড় সবুজ পান্নার দুল। গলায় পান্না আর মুক্তার মালা আর খোদাই করা পান্নার লকেট। ফ্লাশলাইটের আলো ফেলে পুরো দেহটাকে ওপর নিচ করে করে দেখল স্যাম আর রেমি। মানুষটার মৃতদেহের পাশে পড়ে আছে চওড়া মুখঅলা ঢাকনা দেয়া একটা পাত্র।

ফ্লাশলাইটের ঘাড়ে চাপ দিয়ে আলো বাড়াতে চাইল রেমি। "আরো কাছে যাবার আগে কয়েকটা ছবি তুলতে চাই আমি।" "অথবা আরেকটা আফটারশক এসে ছাদ ধসে পড়ার আগে।"

স্যামের হাতে নিজের ফ্লাশলাইট তুলে দিল রেমি। এরপর ফোনের সাহায্যে ছবি তুলে নিল। মৃতদেহটাকে চক্রাকারে ঘুরে প্রতিটি কোণ থেকেই ছবি তুলল। চার দেয়াল, ছাদ, মেঝে, মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা পাত্রের ছবিও তুলে নিল। "মমি হয়ে গেছে লোকটা। দেখতে খানিকটা ইনকা পর্বতের সমাধি আর চিলি উপকূলের মোড়ে আর চিমুর মতো।"

"ঠিক তাই। কিন্তু এটা কোনো সমাধি নয়।" মন্তব্য করল স্যাম, "না।" একমত হলো রেমি। "মনে হচ্ছে অস্থায়িভাবে হলেও এখানে আশ্রয় নিয়েছিল আর তারপর মারা গেছে। ভেতরে দানাঅলা কাঠ হয়ে যাওয়া কিছু জিনিস আছে। হয়তো ফল পচে এমনটা হয়েছে।'

"লোকটার বেল্টে একটা ছুরি। আর কাঠ খোদাইয়ের সময় এদিক-ওদিক উড়ে যাওয়া টুকরা।"

পাত্রের ছবি তুলছে রেমি। মায়ান ছবি আঁকা পাত্রটাতে সম্ভবত একজন লোকের চিত্রই দেখা যাচ্ছে—খাবার গ্রহণ করছে, শিল্প তৈরি, যুদ্ধ, ভয়ংকর দর্শন এক দেবতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে দেখতে খানিকটা বিড়াল খানিকটা মাছের মতো।

"ভেতরে কী আছে সেটা ভেবে অবাক হচ্ছি আমি।" বলে উঠল স্যাম।

"যাই হোক না কেন সম্ভবত এখনো ভেতরেই আছে। মনে হচ্ছে কোনো একটা সিলের মতো করে ঢাকনা আটকে গেছে—যেমন আঠা। খোলার চেষ্টা না করাই উচিত তাহলে নয়তো কোনো ক্ষতি করে ফেলব আমরা। সামনে থেকে সরে যাও। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবার আগেই সেলমার কাছে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিতে চাই আমি।"

"গুড আইডিয়া।" গর্তের ভেতর দিয়ে লাভা পর্দার কাছে ফিরে এলো স্যাম। নিজের ফোন ব্যবহার করে প্রবেশদ্বারের ছবি নিল আর ওপর আর

নিচের পর্বতের ছবি। নিচের হাঁটা পথ আর পাথরের ব্লকের ছবি তুলতে গিয়ে বাকি স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। "হেই!" চিৎকার করে উঠল সে। "এইখানে! ওপরে!"

থেমে গেল মানুষের সারি। তাকাল ওপরের দিকে। হাত নাড়তে লাগল স্যাম যেন তাদের দু'শ ফুট ওপরে স্যামকে দেখতে পায় তারা। খানিক দ্বিধা করলেও পরে সকলে আবার উঠে যেতে শুরু করল স্যামের দিকে।

স্যাম অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে এমন সময় প্রবেশদ্বারের কাছে এসে রেমি জানতে চাইল, "কী করছ তুমি?"

নিচে অন্যদের দেখাল স্যাম। "আমি তাদের ডেকেছি ওপরে এসে দেখে যাওয়ার জন্য।"

"আমার মনে হয় নিজেদের মাঝে লুকিয়ে রাখতে পারব না এটিকে।" "এক দিনের জন্যও নয়। নিচের রাস্তার প্রবেশদ্বারে ভাঙা অংশ পড়ে থাকার পরে তো নয়ই। তাদের সাহায্য দরকার হবে আমাদের। যেন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়ার আগে পর্যন্ত নিরাপদ রাখা যায় এ স্থান।"

"ঠিক বলেছ। বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এ আবিষ্কার। আর কোনো মায়ান মমির কথা জানা নেই আমার।"

কয়েক মিনিটের মাঝেই ক্রিস্টিনা, মারিয়া, মেনডোজা ভ্রাতৃদ্বয় আর জোসে সানচেজ এসে পৌঁছে গেল। নিজের চারপাশে তাকাল ক্রিস্টিনা। "কোন জায়গা এটা?" "আমরা নিশ্চিত নই।" বলে উঠল রেমি। "মায়ান ধ্বংসাবশেষ। আর দেখে মনে হচ্ছে লাভা প্রবাহের নিচে চাপা পড়েছিল। আমাদের ধারণা, কোনো একটা পবিত্র জায়গা—তীর্থভূমি হতে পারে। সম্ভবত পর্বতের উদ্দেশে উৎসর্গ করা। মায়ানদের অনেক দেবতাই আকাশে অথবা ভূমির মাঝে বাস করতেন। আমার মনে হয় আগ্নেয়গিরিতেও হতে পারে। বাকাব নামক একজনের কথা মনে পড়ছে, যিনি কিনা উভয় কাজই করতেন।"

প্রবেশপথে তাকাল মারিয়া। "কোনো অনিষ্ট না করে ভেতরে যেতে পারি আমরা?"

"আমরা ভেতরেই ছিলাম।" জানাল স্যাম। "কোনো কিছু না স্পর্শ করলেই সবকিছু ঠিক থাকবে। সেখানে একজন মানুষের দেহাবশেষ পড়ে আছে। মমি হয়ে গেছে—ইচ্ছেকৃতভাবে নয়, অবস্থার ফেরে পড়ে। উচ্চতা আর শুষ্ক বাতাস সম্ভবত তাকে এভাবেই সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছে, যেমনটা হয় পেরু আর চিলিতে। এছাড়া লাভা প্রবাহ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে প্রবেশমুখ আর সম্ভবত এটিই গড়ে দিয়েছে এক বিশাল পার্থক্য।"

নিজেদের ফ্লাশলাইট তুলে নিয়ে একেকবারে মাত্র একজন করে ভেতরে গেল স্বেচ্ছাসেবকরা। যখনই একজন বাইরে বের হয়ে এলো অন্যজন ভেতরে

গেল। যখন প্রত্যেকেই ভেতরে ছিল, সমান্তরাল প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল চারপাশে।

"তাকে নিয়ে কী করব আমরা?" জানতে চাইল পল মেনডোজা। জোসে সানচেজ উত্তর দিল, "আমরা সংবাদটা প্রচার করে দিই। তখন মানুষ টাকার বিনিময়ে এখানে আসবে।"

"না।" বলে উঠল মারিয়া। "আমাদের উচিত কর্তৃপক্ষকে ডেকে নিয়ে আসা। পুরাতত্ত্ববিদগণ—এখন বসে বেশি কিছু করতে পারবে না।" এবার বলে উঠল ক্রিস্টিনা।

"রাস্তাঘাট বন্ধ আর যদি এগুলো চালু হয়েও যায়, প্রথমে হাসপাতালে যাবার জন্য অপেক্ষারত মানুষগুলোকে না সরিয়ে একটা মৃতদেহ সরানোর কাজ করাটা খারাপ দেখায়।"

"সে তো শুধু একটা মৃতদেহ নয়।" বলে উঠল সানচেজ। "এটা একটা জাতীয় সম্পদ।"

"সে গতকাল মারা যাক কী—৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মারা যাক, মৃতদেহই।" বলে উঠল মারিয়া। "অপারেশনের প্রয়োজন পড়া একটা রোগীর মতো বিপদের মুখে নেই সে। সংরক্ষণের দিকটা নিশ্চিত করাটুকুই কেবল করতে পারি আমরা এখন।"

একটা হাত তুলল স্যাম, "প্লিজ, সবাই শোনো। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতো না—যদি না আমার আর রেমির এ জাতীয় কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকত। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পুরাতাত্ত্বিক খননকাজে অংশ নিয়েছি আমরা। এখনো জানি না লোকটা কখন এলো এখানে। কিন্তু লোকটার কাছে শুধু একটা ছুরি আছে, লোহা বা স্টিলের তৈরি কিছু নেই। মনে হচ্ছে এ জায়গাটা ক্ল্যাসিক মায়ান পিরিয়ডের, যার অর্থ ৩০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কার। সবাই দেখতে পাচ্ছ যে লোকটা পান্নার গয়না পরে আছে, তার মানে সমাজের উঁচু পদে আসীন ছিল। হয়তো একজন যাজক বা অভিজাত ছিল। বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু জানতে পারবেন এর কাছ থেকে। এতটা ভালো অবস্থায় কোনো মায়ান দেহাবশেষ পাওয়া গেছে বলে জানা নেই আমাদের।"

"তোমার কী ধারণা, আমাদের কী করা উচিত?" জিজ্ঞেস করল পল মেনডোজা।

"সাধারণভাবে বলতে পারি, প্রবেশপথ আটকে দিয়ে পুরাতত্ত্ববিদগণকে ডেকে নিয়ে আসা।" উত্তর দিল রেমি। "কিন্তু একটা বিপর্যস্ত এলাকার মাঝামাঝি আছি আমরা। তাই তার আসতে সময় লাগবে। আর পথের মাঝে পড়ে থাকা খোদাই করা পাথরের কারণে এই স্থানের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।"

স্যাম বলে উঠল এবারে, "আমার ধারণা, রাতের মতো পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত আমাদের। এরপর শেষ গ্রামে দেখা হওয়া মেয়রকে বুঝিয়ে বলতে পারি যে, এই স্থানের গুরুত্ব কতটা, তাহলে প্রতিবেশীদের সাহায্য জোগাড় করা যাবে। পুরাতাত্ত্বিক স্থানগুলো থেকে মেক্সিকোর অন্যান্য জায়গা আর মধ্য আমেরিকা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিল। লোকজন আসবে আর একে নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। কিন্তু যদি এখনই বাইরের কাউকে বলে দিই, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করার আগেই বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তাহলে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে জায়গাটা। লুটপাটকারী আর গুপ্তধন শিকারিরা এসে পড়বে, চারপাশের সবকিছু খুঁড়ে ফেলে তছনছ করে ফেলবে। সত্যিকারের পণ্ডিতরা আসার আগেই।"

"তুমি সবকিছু নিয়ে একটু বেশি নিশ্চিত, তাই না?" বলে উঠল সানচেজ। বোঝা গেল রেগে গেছে সে।

"এটুকু আমি জানিই।" উত্তর দিল স্যাম। "এরকমটা ঘটতে দেখেছি আমরা আগেও। চিহ্নিত করার আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে অমূল্য শিল্প নিদর্শন, দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে, মানব দেহাবশেষ একপাশে ছুড়ে ফেলে পচনের পথ তৈরি করা হয়েছে।"

"আর যদি এমনটা হয়ও, কী এসে-যায় তাতে? এটা আমাদের, তোমাদের নয়। প্রাচীন আমলের যা-ই হোক না কেন, এর মালিক মেক্সিকোর জনগণ। আইন আর বুদ্ধিবিবেক অনুযায়ী এটি আমাদের অধিকার। এই লোকেরা আমাদেরই পূর্বপুরুষ।"

"তুমি একদম সত্যি বলেছ।" তাড়াতাড়ি বলে উঠল স্যাম। "আমরা যা পেয়েছি তা এক'শ তেরো কোটিবারের বেশি প্রতিটি মেক্সিকান নাগরিকের। আমরা শুধু চাই সেসব নাগরিকরা যেন তাদের প্রাপ্য অংশ পায়। আর এর অর্থ একে মেক্সিক্যান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া।"

ক্রিস্টিনা সাথে যোগ করল, "গাধার মতো কথা বলো না জোসে। এটা মেক্সিকান ইতিহাসের একটা অংশ। আমরা এটিকে অবশ্যই সংরক্ষণ করব।"

"স্যাম ফারগোর সাথে তোমার সখ্য একটু বেশিই, তাই না? ইয়টের ভ্রমণ নিশ্চয় বেশ আনন্দদায়ক ছিল।"

"স্যাম জানাল, ডাক্তাররা আমাদের সাথে এসেছে, কেননা তারা রাস্তা বন্ধ হয়ে আটকেপড়া আহত লোকদের চিকিৎসা করতে চেয়েছে। প্লিজ, এর ওপর অন্য কোনো গন্ধ খুঁজে তাদের অপমানিত করো না।"

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে দ্রুত স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বলে উঠল মারিয়া।

শোকে স্তব্ধ হয়ে খানিকটা লজ্জিত মনে হলো জোসে সানচেজকে। "আমি দুঃখিত যে আমি এই কথা বলেছি। প্লিজ, আমার ক্ষমা ভিক্ষা গ্রহণ

করো সকলে। আমিও অন্য সকলের সাথে যাব আর এখানে থাকা সবকিছু সংরক্ষণে নিজের দায়িত্ব পালন করব।"

"ধন্যবাদ, জোসে।" জানাল রেমি। "এখন আমাদের যা করতে হবে তা হলো, রাতের জন্য তাঁবু বানানো। এই স্থানটা থেকে খানিকটা দূরে, যেন কেউ দেখতে পেয়ে কৌতূহলী না হয়ে ওঠে।"

"আমি একটা জায়গা খুঁজে বের করব।" বলে উঠল জোসে। একাকী হেঁটে গিয়ে পুরো উপত্যকা খুঁজে দেখল সে। মিনিটখানেক পরে পর্বতের বাঁকের পাশে উধাও হয়ে গেল।

মেনডোজা ভ্রাতৃদ্বয় তাকে খুঁজে না পেয়ে চাইল পেছন থেকে অনুসরণ করতে। আর স্থান নির্বাচনে মতামত দিতে।

"আমি তাকে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে দিতে চাই।" বলে উঠল স্যাম। "বুঝতে পারলে নিজে থেকেই ফিরে আসবে।"

"ঠিক আছে।" একমত হলো রাউল। ডাক্তারদের দিকে তাকাল স্যাম। "ক্রিস্টিনা আর মারিয়া, আমার মনে হয় আমি আর রেমি লাভা প্রবাহ এসে আটকে যাওয়া তীর্থভূমির প্রবেশপথ খুলে ফেলে একটা সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছি। সেখানের মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটা হয়তো বাতাসবিহীন পরিবেশের কারণে সংরক্ষিত হয়ে আছে। আর এখন এর পবির্তন করে ফেলেছি আমরা। বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। কিছু বলার আছে তোমাদের?"

"ফ্রিজ করতে পারলে বেশি ভালো হতো, যেটা এখন পারব না আমরা।" উত্তর দিল ক্রিস্টিনা।

মারিয়া জানাল, "আমার ধারণা, তুমি ঠিকই বলেছ। এত ওপরে পর্বতের আবহাওয়ার কারণেই—সংরক্ষিত হয়ে আছে মৃতদেহ। দশ হাজার ফুটের ওপরে শুষ্ক, ঠাণ্ডা দিন আর রাত একেবারে আদর্শ। তাই এখনকার মতো সম্ভবত সে ভালোই থাকবে। সমুদ্রের সমান্তরাল বনের মাঝে নিচে নামিয়ে নেয়াটাই বরং ঝুঁকির হয়ে যাবে।"

স্যাম উত্তরে বলল, "হয়তো ঠাণ্ডা আর এয়ারটাইট একটা কন্টেইনারের ব্যবস্থা করতে পারলে নিচে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।"

"এটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো প্রত্যাশা", জানাল মারিয়া। "কাছাকাছি বরফ কোথায় আছে?" জানতে চাইলে ক্রিস্টিনা।

"মাথার ওপরে।" জানাল স্যাম। "বারো হাজার ফুটের ওপরে সম্ভবত বরফের রাজ্য গতকাল দেখেছি আমি। আমি হয়তো পারব উঠে গিয়ে ছোট একটা টুকরা নিয়ে আসতে।

"বডিব্যাগ". বলে উঠল ক্রিস্টিনা।

"বডিব্যাগ?"

মারিয়া জানাল, "যখন মেডিকেল টিম কোনো বিপর্যস্ত এলাকায় যায়, তখন হয়তো রোগের প্রকোপ না ছড়ানোর জন্য কিছু নমুনা ব্যাগে ভরে বহন করতে হয়। তাই কয়েকটা ব্যাগ বহন করি আমরা। একসাথে তিন থেকে চারটা ব্যবহার করে দেহের তাপমাত্রা সমান রাখা সম্ভব। এগুলো বাতাস নিরোধক আর শক্তিশালী। এরকম একটার মাঝে ঢুকিয়ে বরফ দিয়ে মুড়ে আবার একটা বা দুটো ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, তাহলে তাজা থাকবে দেহটা।"

"আমিও যাব তোমার সাথে।" স্যামের কানের কাছে বলে উঠল রেমি।

মাথা নাড়ল সে। "দুজনের জীবন ঝুঁকির মাঝে ফেলা কোনো ভালো পন্থা নয়।"

"বরফের রাজ্যে একাকী উঠে যাওয়াও কোনো কাজের কথা নয়।"

"ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।"

উত্তর দিল স্যাম। "মূল্যবান একটা নমুনা রক্ষা পাবে তাহলে।"

"তুমি নিজেও বহু মূল্যবান একটা নমুনা আর দুজন মিলে গেলে বেশি বরফ নিয়ে আসা যাবে।" বলে উঠল রেমি। "তর্ক করতে চাও?"

"নিজের মতো করে চলার জন্য কখনো তোমার সাথে তর্ক করেছি বলে মনে হয়েছে তোমার?"

"না।" মিথ্যা বলল রেমি। "ঠিক আছে তাহলে" বলে উঠল স্যাম। "আমরা দুজনই যাব।" এবারে রেমি জানাল, "অন্তত আমরাও সেই সুন্দর বডিব্যাগেসগুলো পাব, যদি খারাপ কিছু ঘটে।"

নিজেদের প্যাক থেকে প্রায় সবকিছু ফেলে দিল স্যাম আর রেমি। নিল শুধু প্রত্যেকে একটি করে বডিব্যাগ, রেমির কুড়াল, স্যামের বেলচা, পানি, জ্যাকেট আর কাপড়। এরপর ওপরে উঠতে লাগল।

তখনো দুপুর, এমন সময় যাত্রা শুরু করল দুজন। পথটা বেশ খাড়া। ক্লাইম্বিং গিয়ার না নিয়েই অসমান পবর্তের গায়ে পা রেখে রেখে বেশ খানিকদূর পর্যন্ত উঠে গেল দুজন। একটু পরে গাছের মাথা ছড়িয়ে শূন্য একটুখানি জমি পাওয়া গেল, হয়তো বাতাসের ঝাপটায় সৃষ্টি হয়েছে এ ঢালু জায়গা। ক্লান্ত আর দম বন্ধ বোধ করল রেমি আর স্যাম।

"এটা চেষ্টা করার আগে যে দশ হাজার ফুট উঁচুতে কয়েক দিন কাটিয়েছি তাতে খুশিই হয়েছি আমি।" বলে উঠল রেমি।

"আমিও। আশা এটুকুই যে এ কষ্ট হয়তো বৃথা যাবে না। ওপরে উঠে অন্ধকার নামার আগেই ফিরে আসতে চাই।"

"এই হারে এগোতে থাকলে পেরে যাব। সমস্যা নেই।"

হেসে উঠে দুজনই আরো দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করল। একটু পরেই অবশ্য চুপচাপ হয়ে গেল। কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে গেলেই মনে হলো দম বন্ধ ভাব কমে আসবে। মাঝে মাঝে শুধু স্যাম ঘুরে তাকিয়ে জানতে চাইত, "তুমি ঠিক আছো?" উত্তরে রেমি জানাত, "এই তো।"

বিকেলেরও পরে পর্বতের তুষারাবৃত অংশে পৌঁছে সামনের দিকে তাকানোর জন্য থামল দুজন।

একেবারে মাথায় বড় একটা আগ্নেয় পাথরের চাই আর কিনারের দিকে ছোট ছোট তিনটা খণ্ড। এরই মাঝে মাঝে সাদা স্তূপ। সেদিকে তাকিয়ে স্যাম বলে উঠল, "দেখেছ? পাথরগুলো থেকে দূরেই কেবল বরফ জমেছে।"

"পাথরগুলো নিশ্চয় বেশ গরম।" বলে উঠল রেমি।

"চলো দেখা যাক কিছু বরফ তুলে তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়া যায় কি-না।"

পাথরখণ্ডগুলোর মাঝখানের কর্কশ জায়গা দিয়ে হেঁটে বরফের কাছে পৌঁছালো দুজন। এরপর তুষারের নিচে গর্ত খুঁড়তেই শক্ত বরফ পাওয়া গেল। স্যামের বেলচা আর রেমির কুড়াল ব্যবহার করে ভেঙে নেয়া হলো খণ্ডগুলো। যতটা বহন করতে পারবে ততটুকু পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে নিল বরফ। বডিব্যাগের ভেতর রেখে জ্যাকেট আর কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল ব্যাগ। ব্যাকপ্যাকের ভেতর রেখে আবারো ফিরে চলল সঙ্গীদের কাছে।

দ্রুত পায়ে নামতে গিয়ে গভীর গর্জনের আওয়াজ শোনা গেল। একই সাথে পায়ের নিচের পাথুরের ভূমিও কাঁপতে শুরু করল। বুঝতে পারল ভারসাম্য ধরে রাখা সম্ভব না। হাঁটু ভাঁজ করে বসে কাঁধে ব্যাকপ্যাকের স্ট্যাপ খুলে ভূমিকম্পের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল স্বামী-স্ত্রী। এক মিনিট ধরে চলল এরকম, তারপর আরো এক মিনিট।

"ভয় পাচ্ছ?" জিজ্ঞেস করল রেমি।

"হুম, ভয় লাগছে", বলে উঠল স্যাম। "কোনো ধারণাই নেই যে এটা কি কোনো আফটার শক, নাকি মাথার ওপরের পর্বত ভেঙে পড়ে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।"

"তোমার মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা হচ্ছে শুধু।" জানাল রেমি।

তর্জন-গর্জন থেমে যেতেই শোনা গেল নতুন এক ধরনের শব্দ। হি-স—হি-সি, যেন কেউ হুইসেল বাজাচ্ছে। একটু পরেই বাড়তে বাড়তে এত বেড়ে গেল শব্দটা যে মনে পড়ে গেল এয়ার প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ। উৎসের খোঁজে চারপাশে তাকাতেই তুষারের রাজ্যে দেখা গেল ধোঁয়ার মেঘের কুণ্ডলী। সাদা রঙের বাষ্পটা বেশ জোরের সাথে তাদের নিচে পর্বতের কোথাও থেকে বের হচ্ছে।

আবারো ব্যাকপ্যাক কাঁধে তুলে নিয়ে বরফের ভারের ভারসাম্য ঠিক করে পথ চলতে লাগল দুজন। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে আগ্নেয়পাথর শক্ত আর পরিষ্কার হয়ে গেছে এমন জায়গা হালকা চালে দৌড়ে পার হতে লাগল দুজন।

ওপরে ওঠার জন্য যে ট্রেইল ব্যবহার করেছিল তার কাছে আসতেই— ডুবে যেতে লাগল সূর্য। ইতোমধ্যে দিগন্তের কাছ থেকে সরে এর রশ্মি চলে যেতে লাগল। মেক্সিকো থেকে পশ্চিম আর পূর্ব দিকে গুয়েতেমালা বনের বিশাল ছায়া পড়তে শুরু করল। একটুও দেরি না করে নিচে নামতে লাগল স্যাম আর রেমি। মনে পড়ল এমন সব জায়গা একের পর এক পাড় হয়ে যেতে লাগল। এবার অবশ্য খেয়াল রাখতে হলো, যেন ঠিকঠাক জায়গায় পড়ে পা, নতুবা হারিয়ে যেতে হবে চিরতরে।

এখন দেখা যাচ্ছে শব্দের উৎস আর ধোঁয়ার মেঘ। পাথুরে পর্বতের পাশের একটা অংশের ফাটল থেকে খুব জোরে বের হয়ে আসছে পানি আর গরম বাতাসের পালকের মতো রেখা। ধোঁয়া থেকে দূরে সরে গেল দুজন; কিন্তু খুব বেশি দূরে গেল না, যেন আবার পথ না হারিয়ে যায়। এর কাছ থেকে নিচে নেমে যাবার পর স্বস্তির শ্বাস ফেলল দুজন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর জমে যাওয়া ঝরনার মতো পাথর খণ্ডের কাছে পৌঁছানোর পর আবারো কাঁপতে শুরু করল মাটি।

"থেমে যাওয়াটাই উচিত হবে।" বলে উঠল স্যাম। বসে পড়ে স্যামের কাঁধে মাথা রাখল রেমি। নিজেদের জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইল, আর কাঁপতে লাগল পুরো পর্বত। এবারে মনে হলো যেন তীব্র হয়ে গেছে কাঁপনের গতি। তাদের বাম পাশ দিয়ে কয়েক ডজন পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল, অন্য পাথরের গায়ে আঘাত করে শূন্যে উঠে গেল একসাথে, তারপর আবার ভয়ংকর শব্দ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

একটু পরেই অবশ্য আবার থেমে গেল শব্দ। নীরবতা নেমে এলে পর হাঁটতে শুরু করল দুজন। এখন অবশ্য ধীর হয়ে গেছে চলার গতি। পথিমধ্যে পাথরের টুকরা এসে ভরে গেছে রাস্তা। পা রাখার পুরনো জায়গাগুলো ঢেকে যাওয়ায় নতুন জায়গা খুঁজে নিতে হচ্ছে। অন্ধকার নেমে এলে ফ্লাশলাইট জ্বালাতে হলো প্রতিবার পা ফেলার আগে। আরো একবার ফিরে এলো কম্পন, কিন্তু এবারে তারা পড়ে গেল খোলা আর অরক্ষিত একটা জায়গায়। যেকোনো সময় উড়ন্ত পাথরের টুকরা এসে পড়তে পারে গায়ের ওপর। আর তাই নিচে নামা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইল না।

রাত একটা বাজার পরে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে এসে পৌঁছাল স্যাম আর রেমি। প্রধান ট্রেইল ধরে ধ্বংসাবশেষের স্থানেও পৌঁছে গেল। ছোট

উপত্যকাটার দিকে এগোতেই মোবাইল ফোনের আলোর আভা দেখা গেল। "কারো কাছে নিশ্চয়ই স্যাটেলাইট ফোন আছে।" বলে উঠল রেমি।

"আমার ধারণা জোসের কাছে।" বলে উঠল স্যাম। জোরে চিৎকার করে উঠল রেমি, "হ্যালো, নিচে শোনা যাচ্ছে। আমরা এসে পড়েছি।"

ফোনের আভা মুছে গেল সাথে সাথেই। আরেকটা মানবদেহ এগিয়ে এলো আঙিনা ধরে। "এই দিকে!" জোসের গলা চিনতে পারল দুজনই। ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে স্যাম আর রেমিকে পথ দেখাল। "তোমরা নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে গেছ? চলো, তোমাদের তাঁবুতে নিয়ে যাই।"

"প্রথমে, আমাদের বন্ধুকে বরফে জড়াতে হবে।" জানাল স্যাম।

স্যাম, রেমি আর জোসে ঢুকে গেল মন্দিরের ভেতরে। পরিষ্কার একটা বডিব্যাগ নিয়ে সাবধানে মৃতদেহটাকে ঢুকিয়ে ফেলল এর ভেতর। জিপার টেনে বন্ধ করে দিল মুখ।

"বেশ হালকাই লাগল।" বলে উঠল জোসে।

"বেশিরভাগই তো কঙ্কাল এখন।" জানাল রেমি। "আমাদের জীবিত দেহের ওজনের মাত্র পনেরো শতাংশ থাকে হাড়, আর বেশিরভাগটাই পানি।" ব্যাগের চারপাশে বরফ দিয়ে আরেকটা ব্যাগ দিয়ে ঢেকে তারপর তৃতীয় ব্যাগে ভরা হলো সবকিছু।

বাইরে শোনা গেল পদশব্দ। রাউল মেনডোজা বলে উঠল, "পাহারার দায়িত্ব এখন আমার।" এরপর মাথা গলিয়ে দিল প্রবেশমুখে, "ওহ, ফারগো। তোমাদের দেখে বেশ ভালো লাগছে, পর্বত যখন কাঁপতে লাগল, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আমরা।"

"আমরা ভালো আছি।" বলে উঠল রেমি। "একটু ঘুমালে আরো তরতাজা হয়ে যাব।"

জোসের দেখানো পথ ধরে প্রাচীন একটা রাস্তা বেয়ে আরেকটা সমান্তরাল জায়গায় উঠে এলো স্যাম আর রেমি। সব তাঁবু এখানেই খাটানো হয়েছে। মাথার ওপর আলো ধরল স্যাম, "আমাদের ওপরে কী আছে?"

"কোনো বারান্দা বা বড় পাথর নেই। আজকের কম্পনের সময়েও কিছু নেমে আসেনি।"

"ধন্যবাদ জোসে। আর মমির সাথে কাজ করার জন্যও ধন্যবাদ।"

"শুভ রাত্রি।" চলে গেল জোসে। নিজেদের তাঁবুতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল ফারগো দম্পতি। ঘুমিয়ে পড়ল ভোরের আশায়, একটু পরেই উদিত হলো সূর্য।
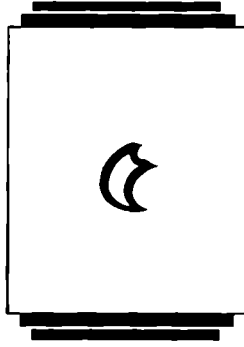
তাকানা আগ্নেয়গিরি

রেমির স্যাটেলাইট ফোনের গুনগুন আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল স্যামের। উঠেই বুঝতে পারল যে ইতোমধ্যে মাথার ওপর পৌঁছে গেছে সূর্য। ছোট্ট তাঁবুর মেঝে হাতড়ে ফোন খুঁজে নিয়ে কানে দিল স্যাম। "হ্যালো।"

"স্যাম?" সেলমা উন্ডর‍্যাশ-এর গলা শোনা গেল। "তোমরা দুজন কোথায়?"

"প্রায় দশ হাজার ফুট ওপরে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি তাকানাতে। আজকেই নেমে যাব। কেন? কিছু হয়েছে?"

"তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি বিচারের ভার।" বলে উঠল সেলমা। "আজ সকালে মেক্সিকো শহরের একটা পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়া আর্টিকেল পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।"

"ঠিক আছে। দেখার পরে ফোন দেব তোমাকে।"

কল কেটে দিয়ে অনলাইনে গিয়ে ই-মেইল খুলতেই অ্যাটাচমেন্ট পেল স্যাম। আর্টিকেলের ওপর ক্লিক করতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ান মন্দিরের রঙিন ছবি, মৃতদেহ আর চিত্রিত পাত্র।

"ওহ্ ঈশ্বর!" অস্ফুটে বলে উঠল স্যাম।

চোখ মেলে উঠে বসল রেমি। "কী হয়েছে?"

রেমির দিকে ফোনের স্ক্রিন ঘুরিয়ে দিতেই হা হয়ে গেল সেও। "কীভাবে হলো এমন?"

আর্টিকেলের ওপর আঙুল চালিয়ে একের পর এক ছবি দেখতে লাগল স্যাম। শেষ পার্বত্য গ্রামে তোলা পুরো দলের গ্রুপ ছবি আছে একটা। রেমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "মনে আছে এটা কখন তোলা হয়েছিল?"

"নিশ্চয়! আমরা সকলে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিলাম..." আর তারপর থেমে গেল রেমি। "জোসে তার ফোন দিয়েছিল মেয়রের ভাইয়ের হাতে।"

"আর তারপর আবার জোসের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিল মেয়রের ভাই। তো আমরা তাহলে জানি কোথা থেকে এলো ছবিটা?"

"তার মানে জোসে ছবিসহ আর্টিকেল দিয়েছে এক প্রতিবেদকের কাছে। দেখি আমার চেয়েও ভালো অনুবাদ করে এমন কাউকে পাওয়া যায় কি-না।" স্যামের হাত থেকে ফোন নিয়ে তাঁবুর বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল রেমি।

একটু পরে স্যাম গিয়ে দেখল ক্রিস্টিনার পাশে বসে আছে রেমি। ক্রিস্টিনা অনুবাদ করছে। "আবিষ্কার করছেন স্যাম আর রেমি ফারগো, তাকানার ওপরে প্রত্যন্ত গ্রামে ত্রাণ সরবরাহ নিয়ে আসা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য...।" থেমে গেল ক্রিস্টিনা।

'তোমাদের পুরো দাবিদার বানালেও অন্য কাউকেও বাদ দেয়নি। ছবিতে প্রত্যেকের পূর্ণ নাম দেয়া আছে আর বর্ণনাও একেবারে সঠিক।'

"তার সততার জন্য শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।" বলে উঠল রেমি। "আমরা শুধু ভেবেছিলাম, বাকি পৃথিবী জানার আগে খানিকটা সময় পাওয়া যাবে।"

"যাই হোক, তা পাওয়া গেল না।" বলে উঠল স্যাম। "এখন ঠিক করতে হবে যে করণীয় কী।" তাঁবুর চারপাশে তাকাল স্যাম।

"জোসে কোথায়?"

উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাল রেমি। "গত রাতে আমরা যখন চলে এসেছিলাম। মন্দিরের পাহারায় ছিল সে।"

দৌড় লাগাল স্যাম। সংকীর্ণ পথটুকু দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে গিয়ে থামল মন্দিরে ঢোকার প্রবেশমুখে। দেখা হলো রাউল মেনেডোজার সাথে। 'সুপ্রভাত স্যাম।" বলে উঠল রাউল, "বুয়েনস ডিয়াস।"

"বুয়েনস ডিয়াস", জানাল স্যাম। প্রবেশপথে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে দেখল ভেতরের সবকিছু জায়গামতোই আছে। বডিব্যাগের মাঝে মৃতদেহ, পাত্রটাও সরানো হয়নি আর কাঠের পানপাত্রগুলোও স্পর্শ করা হয়নি। রাউলের কাছে ফিরে গেল সে।

"আজ সকালে জোসেকে যেতে দেখেছ তুমি?"

"না।" জানাল মেনডোজা। "গত রাতে তোমাদের সাথে দেখার পর থেকে আর নয়।"

"আমার মনে হয় কয়েক মিনিটের জন্য মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।" বলে উঠল স্যাম। "কথা বলতে হবে একসাথে।"

"ঠিক আছে।"

তাঁবুর কাছে ফিরে গেল দুজন। অন্যরা মাত্রই তাদের তাঁবু খুলে ফেলে গিয়ারসহ ব্যাকপ্যাকের মাঝে ভরে জ্বালাতে লাগল আগুন। স্যাম আর রাউল এসে পৌঁছানোর পর রেমি জানাল, "জোসে নিজেকে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। তাঁবু আর গিয়ারগুলোও নেই।"

"আমাদের কথা বলতে হবে।" "আমরাও এ ব্যাপারেই কথা বলছিলাম।" বলে উঠল রেমি।

"সবাই একমত হয়েছে যে, মন্দিরে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে তেমন কিছু করার নেই আমাদের। খোদাই করা পাথরের পিলারটাকে মাটির নিচে রাখতে পারি, কিন্তু নড়াতে পারব না। একমাত্র যেটা করতে পারি তা হলো মন্দিরের ভেতরকার ছবিগুলো যত বেশি সম্ভব তুলে নিয়ে যাওয়া আর আমাদের বন্ধু আর তার জিনিসগুলোও সাথে নিয়ে যাওয়া।"

"গ্রামবাসীদের কাছেও বুঝিয়ে বলতে হবে যে এখানে কী পেয়েছে তারা।"

সকালবেলা গ্রামের মেয়র আর তার দুজন কাছের বন্ধুকে মন্দিরে নিয়ে এসে মেক্সিকো শহরের সংবাদপত্রের আর্টিকেলটা দেখাল অভিযাত্রীরা। স্যাম তাদের এটা বলেও সতর্ক করে দিল যে, লোকজন আসতে শুরু করতে পারে। সরকার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষদের স্বাগত জানানো হলেও খানিক সময়ের জন্য দূরে রাখতে হবে অন্যদের।

ব্যাখ্যা শেষ করার পরে মেয়র যখন জানাল যে তিনি বুঝতে পেরেছেন, মন্দির ছেড়ে চলে এলো স্বেচ্ছাসেবকরা। বুকের কাছে আংটার মতো করে বানিয়ে প্রাথমিকভাবে মাটির পাত্রটা ঝুলিয়ে নিল স্যাম আর কোনোমতে তৈরি করা স্ট্রেচারে করে মৃতদেহটা বহন করল মেনডোজা ভ্রাতৃদ্বয়। তাদের মাঝখানে শুধু রইল দড়ির দুই মাথা। জীবাণুনাশক বাতাস নিরোধক প্লাস্টিকের ব্যাগে কাঠের পানপাত্র আর এগুলোর মাঝে পাওয়া সবজি আর ফলের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে নিলেন ডাক্তাররা।

কয়েক ঘণ্টা পর পরই বরফ গলা পানি ফেলে দিল স্যাম থেমে থেমে। খেয়াল রাখল বডিব্যাগ যেন অক্ষত থাকে। পুরো দুই দিন লেগে গেল লম্বা ট্রেইল ধরে হেঁটে ইউনিয়ন জুয়ারেজ নামক গ্রামটাতে পৌঁছাতে। কিন্তু রেমির ফোন ব্যবহার করে আগে থেকেই তাপাচুলাতে তাদের নিয়ে যাবার জন্য ট্রাকের বন্দোবস্ত করে রাখল মারিয়া।

ঝাঁকি খেতে খেতে তাপাচুলাতে ফিরে আসার সময় কোলের ওপর রেখে পাত্রটাকে বাঁচাল স্যাম। নিজেদের হাঁটুর ওপরে স্ট্রেচার থেকে মমিকে সাবধানে বহন করল মেনডোজ ভ্রাতৃদ্বয়। ট্রাকের গায়ে লাগলই না স্ট্রেচার। শহরে যেতে যেতে অন্যদের সাথে কথা বলে নিল স্যাম।

"আমার মনে হয় লোকজনের আলোচনা না থামা পর্যন্ত আমাদের বন্ধুর অবস্থান গোপন রাখতে হবে। মারিয়া, ক্রিস্টিনা আমি ভাবছি তোমাদের কাছে একটু সুবিধা চাইলে কেমন হয়?"

আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর ট্রাককে তাপাচুলার হাসপাতালে যেতে বলল স্যাম। ভেতরে একাই ঢুকল ডা. তালামান্টেস আর ডা. গার্জা। একটু পরেই চাকা লাগানো স্ট্রেচার নিয়ে ফিরে এলো দুজন। তারপর মমি নিয়ে গেল মর্গের রেফ্রিজারেটরে রেখে দেয়ার জন্য। আবারো যখন ফিরে এলো জানা গেল বহু খবর। যখন তারা আগ্নেয়গিরির ওপর ত্রাণ বিতরণ করে বেড়াচ্ছিল এই ফাঁকে শহরের অনেক উন্নতি ঘটে গেছে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল হয়েছে, পূর্ব আর পশ্চিমের রাস্তা পুনরায় চালু হয়ে গেছে আর বিমানবন্দরেও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওঠানামা করছে।

চারজন মিলে ক্যাবে উঠে সদ্য পরিষ্কার আর আংশিক মেরামত করা রাস্তা ধরে ছুটে চলল এয়ারপোর্টের দিকে। স্যাম যখন ড্রাইভারকে ভাড়া মেটাচ্ছে, ক্রিস্টিনা তালামান্টেস বলে উঠল, "স্যাম, রেমি, তোমাদের দুজনকেই মিস করব আমরা।" ফারগো দম্পতিকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানাল। একই কাজ করল মারিয়া গার্জা। "কিন্তু আকাপুলকো উড়ে যাওয়াটাই ভালো হবে যেন নিজেদের কাজে যোগ দিতে পারি।"

"তোমাদের আমরাও মিস করব।" বলে উঠল রেমি। "কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফাউন্ডেশনের কেউ না কেউ যোগাযোগ করবে।"

অবাক হয়ে গেল ক্রিস্টিনা।

"কেন?"

"এটা তো নিশ্চয় শেষ বিপর্যয় নয়।" জানাল স্যাম। "কিন্তু হয়তো আমাদের ফাউন্ডেশন পরবর্তীটা আসার আগে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করতে পারবে। আমরা চাই তুমি এবং মারিয়া আমাদের পরামর্শ দেবে যে কোথায় আর কোন খাতে কত অর্থ খরচ করতে হবে।"

মারিয়া, সাধারণত একটু লাজুক স্বভাবের হলেও স্যামকে ধরে গালে কিস করল। তারপর ছেড়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল টার্মিনালের দিকে। হেসে ফেলল ক্রিস্টিনা। বলে উঠল, "তুমি যেমনটা বললে তেমন হলে যারপরনাই

আনন্দিত হব আমরা।" ঘুরে দাঁড়িয়ে হালকা পায়ে দৌড় লাগাল মারিয়াকে ধরতে।

এয়ারপোর্ট বারে এসে বসল স্যাম আর রেমি। স্যাম বলে উঠল, "তুমি জানো আমার কী নিতে ইচ্ছে করছে? একেবারে বরফ ঠাণ্ডা কিছু একটা পান করতে। বহুদিন হয়ে গেল।" দুই বোতল বিয়ার অর্ডার দিয়ে সেলমাকে ফোন করল।

"হ্যালো, তোমরা দুজন, কোথায়?" জানতে চাইল সেলমা।

"হাই, সেলমা। আমরা তাপাচুলায় ফিরে এসেছি, এয়ারপোর্টে আর সময় হয়েছে অন্য কোথাও যাবার। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কোথাও একটা রিসোর্ট খুঁজে দেবে, যেটা ভূমিকম্পের কবলে পড়েনি?"

"আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। ফোন হাতের কাছেই রেখ।"

বিয়ার শেষ করার আগেই আবার বেজে উঠল স্যামের স্যাটেলাইট ফোন। "সেলমা?"

"প্রায় একইরকম। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মাঝে তোমাদের হুয়াটুলকো নিয়ে যাবার জন্য একটা অ্যারোমেক্সিকো ফ্লাইটের টিকিট অপেক্ষা করছে। কাছাকাছি কিন্তু একেবারেই কোনো ক্ষতি হয়নি। হোটেলের নাম লাস ব্রাইসাস। সমুদ্রতীরে খুবই ভালো একটা হোটেল আর তোমাদের রুমের সাথে সমুদ্রের দিকে মুখ করা বারান্দাও আছে। তোমাদের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে দিয়েছি আমি, এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে নিও।"

"ধন্যবান, সেলমা।"

হুয়াটুলকো গিয়ে সাইন করে গাড়ি নিল স্যাম আর রেমি। এরপর ড্রাইভ করে গেল লাস ব্রাইসাস হোটেলে। পুলে গিয়ে ভেজা গায়ে শুয়ে রইল লম্বা ডেক চেয়ারে, হাতে মার্গারিটা। প্রায় এক ঘণ্টা পরে স্যামের দিকে ফিরল রেমি, সানগ্লাস খুলে ফেলে বলে উঠল, "যদি তুমি আজ রাত সাতটায় আমাকে একটা অসাধারণ ডিনারে নিমন্ত্রণ কর তাহলে চেষ্টা করব আমার ব্যস্ত শিডিউল থেকে খানিকটা সময় বের করতে।"

হোটেলের দোকান থেকে নতুন পোশাক কিনে ঠিক সাতটায় রেস্তোরাঁতে ঢুকল দুজন। আমন্ডরেড সসে মাখানো পাখির মাংস অর্ডার দিল স্যাম। রেমি নিল সামুদ্রিক খাবার, স্ন্যাপার, কড আর শ্রিম্প দিয়ে তৈরি পোজল। এর সাথে আর্জেন্টাইন মালবেক আর চিলিয়ান সভিনন ব্লাঙ্ক। আরো মেক্সিকান কেক আর পলভোরনস দি কল, স্থানীয়ভাবে তৈরি দারুচিনির কুকিজা, ডেজার্টের জন্য।

ডিনারের পর বিচে হেঁটে বেড়াল দুজন। এরপর বারে গিয়ে চুমুক দিল ক্যাবো ইউনোলোল্যান্ড একস্ট্রা আনিজো তাকিলাতে; সেটার নিচে হালকা করে ভ্যানিলার গন্ধ মেশানো।

"ধন্যবাদ স্যাম। আমার ভালো লাগে তোমাকে বলতে যে, মনে রাখবে আমি একটা মেয়ে। তোমার সেনাবাহিনীর পুরনো দোস্ত নই।"

"মাথায় একটা চাপড় না খেলে ভুল হতোই।" সুগন্ধযুক্ত, শক্তিশালী, তাকিলাতে চুমুক দিল স্যাম। "দুজনের জন্যই ভালো হলো এই পরিবর্তনটা। তাঁবুতে থাকা আর সুয়ারেজের পাইপ ঘেঁটে দিন পার করা কয়েক দিনের জন্য ঠিক আছে কেবল।"

তাকিলা শেষ করে উঠে দাঁড়াল দুজন। রেমি গিয়ে স্যামের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে স্যামের কাঁধে হাত রেখে নিচু হয়ে কিস করল স্বামীর মাথায়। সেকেন্ডখানেকের জন্য নিজের তামাটে চুল ছড়িয়ে দিল স্যামের দু'পাশে সিল্কের পর্দার মতো করে। এরপরই আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "যাবে না?"

হাতে হাত রেখে হেঁটে গিয়ে প্রবেশমুখের এলিভেটরে উঠে গেল দুজন। রুমের দরজা খুলল স্যাম কিন্তু হঠাৎ করেই হাত দিয়ে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল রেমিকে। লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে পুরো রুম। বিছানার ওপর উপুর করে ফেলে রাখা হয়েছে তার আর রেমির সবকিছু। ক্লোজেটের দরজা খোলা। তাকের ওপর থেকে নামিয়ে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে বালিশ আর কম্বল। বলে উঠল স্যাম, "ভাগ্য ভালো যে রুমের লকার ব্যবহার করিনি আমরা। ব্যাগ থেকে গায়েব হয়েছে কিছু?"

নিজের কিছু কাপড়চোপড় একপাশে সরিয়ে ব্যাগের ভেতর চেইনঅলা একটা জায়গা খুঁজে দেখল রেমি। এরপর ফিরে এসে রুমের চারপাশে তাকাল।

"কিছু না নৌবিহারে কোনো শৌখিন গয়না আনি না আমি। মূল্যবান গিয়ার বলতে স্যাটেলাইট ফোন আর ডাউভ ওয়াচ। আমাদের সাথেই আছে এগুলো।"

"আমারও কিছু খোয়া যায়নি।"

"প্লিজ বলো যে পার্কিং অ্যাটেনড্যান্টের দেয়া রিসিট এখনো আছে তোমার কাছে?" জানতে চাইল রেমি। "গাড়ির ট্যাংকে রাখা আছে পাত্রটা।"

"এই যে রশিদ।" হাতের ওপর রশিদ মেলে ধরল স্যাম।

"চলো চেক করে দেখি।"

এলিভেটরে চেপে পার্কিং গ্যারাজে নেমে এলো দুজন। ভাড়া করা গাড়িটা খুঁজে নিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে ফেলল। পাত্র, রেমির কম্পিউটার জ্যাকেটে মোড়ানো অবস্থাতেই আছে। আর মায়ান লোকটার ব্যবহৃত শস্যদানাসহ কাঠের পানপাত্রও জায়গামতোই আছে।

"সবকিছু ঠিক আছে।" জানাল রেমি।

"যেই হোক না কেন গাড়িটা খেয়াল করেনি বা আমাদের সাথে গাড়িটার সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারেনি অথবা এ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি।"

"তোমার কী মনে হয়? কী হচ্ছে এসব?"

"আমার মনে হয় না এটা কোনো সাধারণ হোটেলরুম ডাকাতি। সংবাদপত্রের আর্টিকেল বা ইন্টারনেটে দেখে কেউ হয়তো আমাদের চিনতে পেরেছে আর ভেবেছে যে, মন্দির থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ে এসেছি আমরা।"

"পাত্রটা?" জানতে চাইল রেমি।

"হয়তো এটা মূল্যবান আর আমাদের কাছে এটাই আছে একমাত্র, কিন্তু যেই হোক না কেন, তারা তো এটা জানে না।"

"তাহলে যা করতে হবে সেটা হলো, এখান থেকে চলে যাওয়া।" বলে উঠল রেমি। "আর খেয়াল রাখতে হবে, যেন কেউ অনুসরণ করতে না পারে।"

এবার স্যাম জানাল "এখনই এ হোটেল ছেড়ে অন্য হোটেলে চলে যাব আমরা।"

"কোথায়?"

"দেশের আরেক প্রান্তে।"

"শুনে তো ভালোই দূর মনে হচ্ছে।"

"এখানেই থাকো। আমি ওপরে গিয়ে এক্সপ্রেস চেক আউট করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ব্যাগ নিয়ে নামছি।"

"তুমি এসব করতে করতে আমি সেলমাকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা কোথায় যাচ্ছি।" এই বলে আবার জানতে চাইল রেমি, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"কানকুন।" শশব্যস্ত পায়ে হোটেলে ঢুকে গেল স্যাম।

আধাঘণ্টার মাঝে ভাড়া গাড়িতে করে রাস্তায় নেমে এলো দুজন। শুরু হলো হুয়াটুলকো থেকে কানকুন পর্যন্ত নয়শ মাইলের ড্রাইভ। বেশ রাত হয়ে গেছে তাই—ট্রাফিকও তেমন নেই। শক্ত হাতে ড্রাইভ করতে করতে নজর রাখল স্যাম যে কেউ অনুসরণ করছে না। দুই ঘণ্টা পরে রেমি বসল ড্রাইভিং সিটে, টানা চারটা পর্যন্ত গাড়ি চালাল দুজন মিলে। ট্রাক্সটলা গিটিরেজের বন্ধ গ্যাস স্টেশনে থেমে দেখল আটটা বাজে, এটি না খোলা পর্যন্ত ঘুমাল। এরপর ট্যাংক ভরে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে গাল্ফ কোস্টের সেন্ট্রোতে। কানকুন পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত বিরতি দিয়ে দিয়ে দুজন সমানে গাড়ি চালাল। এরপর ক্রডিন প্যারাডাইস ক্লাবে চেক ইন করে গোসল সেরে ঘুমাল সকাল পর্যন্ত।

ঘুম থেকে উঠে গাড়ি চালিয়ে গেল এলসেন্ট্রতে, শহরের মধ্যিখানে, কেনাকাটার জন্য। ছোট ছোট অনেক দোকান পাওয়া গেল, যেগুলো তৈরিই হয়েছে আমেরিকান ট্যুরিস্টদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সেরকম জিনিস দিয়ে। অসংখ্য স্যুভেনির কিনে আনল দুজন মিলে, সবটাই কমদামি মায়া

সভ্যতার বিভিন্ন স্মারকপাত্র—বোল, দেয়ালে ঝোলানোর জিনিস, ম্যাটস, আর মায়ান চিত্রকলা আর লেখাসমেত কাপড়। সবকিছুর ওপরেই মায়ান রাজা, যাজক আর দেবতাদের ছবি আঁকা। কিন্তু যেনতেন আর জমকালোভাবে আঁকা হয়েছে ছবিগুলো। হবি শপে গিয়ে রুপালি, সোনালি রং আর ব্রাশসমেত অ্যাক্রিলিক পেইন্টের সেটও কিনে নিল।

হোটেল রুমে বসে মন্দির থেকে আনা সত্যিকারের মায়ান পাত্রটাকে নিয়ে বসল স্যাম। নকশার ওপরে রং করে ছবিগুলোকে একেবারে সস্তাদরের বানিয়ে ফেলল, যেন ঠিক তাদের কিনে আনা কম দামি স্যুভেনিগুলোর মতোই দেখায়। মায়ান রাজার পরিহিত গয়না রাঙিয়ে দিল উজ্জ্বল সোনালি রঙে আর শিল্ড আর যুদ্ধের অংশ হাইলাইট করে দিল রুপালি রং দিয়ে।

রং শুকিয়ে যাবার পরে হোটেলের তথ্য বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানতে চাইল যে, তাদের সৈন্য স্যুভেনিরগুলো দেশে পাঠানোর জন্য মেইলিং কোম্পানি কোথায় পাওয়া যাবে। উত্তরে শুনতে পেল হোটেলই তাদের এ সেবা দিতে প্রস্তুত। স্যাম আর রেমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল যে, হোটেলের পাঠানো লোকটা বড় একটা প্যাকিং বাক্স এনে পাত্রটা রেখে তার চারপাশে ভরে দিল কিনে আনা ম্যাট, দেয়ালে ঝোলানোর পর্দা, কাপড় দিয়ে আর বাকি জায়গাটুকুও ভরে দেয়া হলো স্টাইরোফোম দিয়ে, তারপর বন্ধ করে দেয়া হলো বাক্সটি। এরপর লোকটার সহায়তা নিয়ে কাস্টমস, ডিক্লারেশন ফিলআপ করল স্যাম আর রেমি। যাতে লেখা রইল যে, এটা 'মেক্সিকো থেকে স্যুভেনির' আর একশ ডলারের মূল্যও চুকিয়ে দিল।

লা জোল্লাতে বাসা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য শিপিং খরচ ছাড়াও লোকটাকে বহু টাকা টিপস দিয়ে বিচে চলে এলো স্যাম আর রেমি। ইচ্ছে শহরে গরম একটা সকালবেলা কাটাবার পর অগভীর পানিতে দাপাদাপি করা।

রাতে নিজেদের রুম থেকে সেলমাকে ফোন করল দুজন।

"হাই, কী খবর তোমাদের? এবার কী হলো? বন্যা নাকি?"

"এখনো না।" জানাল, স্যাম। "তোমাকে শুধু এটুকু জানাতে চাই যে, ইডকাতান থেকে কিছু স্যুভেনির পাঠিয়েছি লা জোল্লার বাসার জন্য।"

"ঠিক আছে। আমি খেয়াল রাখব। বড়সড় বাক্স নাকি?"

"হ্যাঁ।" এভাবে কথা বলে উঠল রেমি। "কয়েকটা মাটির পাত্র আছে, সেগুলো যাতে না ভেঙে যায় খেয়াল রেখ।"

হালকা একটু বিরতি দিল সেলমা। ফারগো দম্পতি বুঝতে পারল যে সেলমাও বুঝতে পেরেছে প্যাকেটটার মূল্য। "আর কোনো চিন্তা করো না এটা নিয়ে। বাসায় ফিরছ নাকি?"

"যত তাড়াতাড়ি ফ্লাইট পাই।" বলে উঠল স্যাম।

"সান ডিয়েগোতে এলে কোথায় ঘুমাবে ভেবে দেখেছ? বাসার চার তলা এখনো সংস্কারাধীন, বেডরুম জাতীয় কিছু এখনো ফুটে ওঠেনি।"

"গতকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলাম। সক্রিয় একটা আগ্নেয়গিরির পাশে।" বলে উঠল রেমি। "ঠিক চালিয়ে নেব, সমস্যা নেই।"

"তোমরা ভ্যালেনিয়া হোটেলে থাকতে পারবে। আমি একটা স্যুইট বা ভিলা রিজার্ভ করে রাখব। তাহলে প্রতিদিন লন বা বিচ পার হয়ে বাসায় হেঁটে আসতে পারবে।"

"শুনতে তো ভালোই লাগছে।" জানাল রেমি। "যদি ভিলা ভাড়া নিই, সুলতানকে আমাদের সাথে থাকতে দেবে?"

"আমি দেখব, যেন তারা অ্যারেঞ্জ করতে পারে। এমনকি তাদের দেখিয়েও আনব যে সুলতান কতটা অনুকরণীয় একটা প্রাণী।" উত্তর দিল সেলমা।

"সম্ভবত এটা ভালো আইডিয়া হবে না।" এবারে কথা বলল স্যাম। "একশ বিশ পাউন্ডের একটা কুকুর যখন তুমি বসতে বললে বসবে, এখানে তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

"তার গুনগান গেয়ে একটা ড্যামেজ ডিপোসিটও করে দেব আমি।"

"খেয়াল রেখ যেন কোনো কামড়ের ঘটনা ঘটলে এ অর্থ দিয়ে সমাধান করা যায়।"

"স্যাম!" ধমকে উঠল রেমি। "প্লেনে ওঠার আগে ফোন করব আবার।"

রেমির কম্পিউটার ব্যবহার করে বাসায় ফেরার টিকিট কেটে নিল স্যাম। এরপর মায়া সভ্যতার ওপর বিশেষজ্ঞ আমেরিকান পুরাতাত্ত্বিক প্রফেসরদের নাম খুঁজে দেখল। আশ্চর্য হয়ে দেখল, সান ডিয়েগোতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতেই আছেন প্রফেসর ডেভিড কেইন। ড. কেইনকে ই-মেইল করে তাকান না। আগ্নেয়গিরিতে তার আর রেমির আবিষ্কারের কাহিনি জানিয়ে সাথে মেক্সিকান নিউজ আর্টিকেল অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিল কেইনের কাছে। জানতে চাইল বাসায় ফেরার পর তাদের সাথে দেখা করা সম্ভব কি-না। পাঠানোর পূর্বে রেমিকে দেখিয়ে নিল ই-মেইলটা।

দেখেশুনে রেমি বলল, "আমি বলব সেন্ড বাটনে ক্লিক করো।"

"তোমার মনে হয় না যে আমাদের সম্পর্কে কিছু লেখা দরকার? হতে পারে অন্যান্য দেশে আমরা যেসব খোঁড়াখুঁড়িতে অংশ নিয়েছিলাম, তাদের একটা লিস্ট দিয়ে দেয়া?"

"এটা কাউকে করতে হবে না। এটা যখন পড়বেন, তখনি কম্পিউটারের সামনে থাকবেন তিনি। গুগলে গেলেই আমাদের সম্পর্কে যা জানার জেনে যাবেন।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

এক ঘণ্টার মধ্যে এসে গেল প্রফেসর কেইনের উত্তর। জানিয়েছেন যে, তাদের সাথে দেখা করতে পারলে খুশিই হবেন আর আগ্রহ নিয়ে তাদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার সম্পর্কে শুনতে অপেক্ষা করছেন। স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করল রেমি, "দেখেছ? আমাদের 'সাম্প্রতিক আবিষ্কার' তার মানে আমাদের সম্পর্কে গুগল থেকে তথ্য নিয়েছেন।"

সন্ধ্যাবেলা, স্যাম আর রেমি হোটেল থেকে চেক আউট করে ভাড়া করা ট্যাক্সি নিয়ে চলল শহরের দক্ষিণে বিমানবন্দরের দিকে। ট্রাঙ্কে দুজনের ব্যাকপ্যাক রেখে দিল ড্রাইভার। কিন্তু ক্যাবে উঠতে যেতেই খানিকটা দ্বিধা দেখা দিল রেমির মাঝে।

"কী?" জানতে চাইল স্যাম "কিছু হয়েছে?"

মাথা নাড়ল রেমি। "বাইরে প্রধান প্রবেশমুখের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা আসতেই দৌড়ে পালিয়েছে।"

"কোন দিকে?"

"আমি জানি না, মনে হয় রাস্তার দিকে।"

"হতে পারে হয়তো অন্য কারো পার্কিং অ্যাটেনডেন্ট। গাড়ি আনতে গেছে?"

"তাই হবে আসলে।" বলে উঠল রেমি। "আমার মনে হয় একটু ছটফট লাগছে আজ। যা সব অভিজ্ঞতা হলো এ কয়দিনে..."

পেছনের সিটে, তারা উঠে বসতেই ইংরেজিতে জানতে চাইল, "কোন এয়ারলাইন?"

"অ্যারোমেক্সিকো।"

লম্বা ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে ফেডারেল হাইওয়ের দিকে চলল ক্যাব। বিমানবন্দর প্রায় দশ মাইল দূরে আর গাড়িগুলোও ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই সময়ও ভালো কাটল। মেক্সিকো উপসাগরের দিকে তাকিয়ে পাড়ি দিল পথটুকু।

সামনে ডানদিকে বিমানবন্দর চোখে পড়তেই দ্রুতগতিতে কালো একটা গাড়ি চলে এলো তাদের পেছনে। পাশে চলে এসে কালো স্যুট পরিহিত কঠিন চেহারার এক লোক ইশারা করে গাড়ি থামাতে বলল।

"পোলিসিয়া" বলে বিড়বিড় করে উঠল ড্রাইভার। থামানোর জন্য ভালো একটা জায়গা খুঁজতে লাগল। রিয়ার উইন্ডো দিয়ে স্যাম তাকিয়ে দেখল তাদের ক্যাব থেমে যেতেই কালো গাড়িটা পেছনে এসে বাম্পার থেকে কয়েক

ফুট দূরে থেমে গেল। বেরিয়ে এলো দুজন লোক। ক্যাবের জানালার কাছে হেঁটে এসে হাত বাড়িয়ে দিল একজন। ড্রাইভার নিজের লাইসেন্স তুলে দিল লোকটার হাতে। ফিরিয়ে দিয়ে পেছনের সিটে বসে থাকা ফারগোদের দিকে তাকাল লোকটা।

দ্বিতীয়জন তাদের ক্যাবের পেছনে ডানদিকে, বেল্টের হোলস্টারে বন্দুকের ওপর এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করে রেমি বলে উঠল, "পেছনের লোকটাকেই আমি একটু আগে দৌড়ে যেতে দেখেছি।"

ড্রাইভারের পাশে দাঁড়ানো লোকটা বলে উঠল, "আব্রা এলো মালেটেরো।"

ট্রাঙ্ক খোলার জন্য বোতামে চাপ দিল ড্রাইভার। গাড়ির পেছনে দাঁড়ানো লোকটা তাদের ব্যাকপ্যাকের চেইন খুলে ফেলল।

"কী খুঁজছ তোমরা?" জানতে চাইল স্যাম।

ড্রাইভারের পাশে দাঁড়ানো লোকটা তার দিকে তাকালেও কিছু বলল না।

দরজাটা এক ইঞ্চি খুলল স্যাম বাইরে বের হবার জন্য। কিন্তু কোমর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা আটকে নিজের বন্দুক স্যামের দিকে তাক করল লোকটা।

নিজের সিটে কোলের ওপর দুই হাত রাখল স্যাম। জানালা থেকে সরে গেল লোকটা।

ক্যাব ড্রাইভার আস্তে করে বলে উঠল, "প্লিজ, সিনোর। এরা পুলিশের লোক নয়। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।"

কালো গাড়ির ট্রাঙ্কে ব্যাকপ্যাক দুটো ভরে নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল লোক দুজন। স্যাম এবার জানতে চাইল, "কারা ওরা?"

"আমি জানি না।" বলে উঠল ড্রাইভার। "বেশিরভাগ সময় এসব লোকের সাথে কিছু বলা যায় না। সবাই জানে যে তারা এখানে—নাকোট্রাফিক্যানটেস, এ জায়গাটাকে শিপমেন্ট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে, কারো খোঁজে শহরে আসে জিতাস। কোনো না কোনোভাবে তোমাদের খুঁজে নিয়েছে। হয়তো তোমরাই আমাকে বলতে পারবে কেন।"

ভ্রূ কুঁচকে একে অন্যের দিকে তাকাল স্যাম আর রেমি। "শুধু এয়ারপোর্টে নিয়ে যাও আমাদের।" বলে উঠল স্যাম। "প্লেন ধরতে হবে।"

টার্মিনালের সামনে গোলাকার ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে ড্রাইভারকে অনেক টাকা বখশিশ দিয়ে স্যাম বলে উঠল, "নাও, এটা তোমার প্রাপ্য।"

ভেতরে ঢুকতেই রেমি বলে উঠল, "তারা কীসের খোঁজে এসেছে নিশ্চয় তুমি জানো?"

"আমি জানি", উত্তর দিল স্যাম।

"আবারো যদি জোসে সানচেজের সাথে দেখা হয় তাহলে ফ্রি পাবলিসিটি করে দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাব। আমাদের বিখ্যাত বানিয়ে দিয়েছে সে। বেহুদা আর্টিকেলটার জন্য অন্য কেউ এসে খুন করে ফেলার আগে চলো গেইটের মধ্যে ঢুকে পড়ি।"

ডালাস ফোর্টে কিছুক্ষণ থামাসহ আট ঘণ্টার দেশে ফেরার ভ্রমণটা মন্দ হলো না। অন্ধকার নামার পরে সান ডিয়েগোর ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় নিচে শহরের আলোর দিকে তাকাল দুজন। স্যামের হাত চেপে উঠল রেমি। "অনেক মিস করেছি এ জায়গা। কুকুরটাকে মিস করেছি। দেখতে চাই আমাদের ঘর নিয়ে কী করেছে তারা।"

"ছুটির মাঝে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেলেই ভালো হয়।" বলে উঠল স্যাম।

পেছনে হেলান দিয়ে বসে স্বামীর দিকে তাকাল রেমি। "তুমি ইতোমধ্যে আবার কোথাও যাবার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছ, তাই না?"

"ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি।" জানাল স্যাম। "কোথাও যাবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই।"

আবারো স্যামের গায়ে হেলান দিল রেমি। "আমার মনে হয় এখন আমাদের তাই করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই মানে আমরা কালই আবার কোথাও ছুটছি না।"

"ঠিক তাই।" জানাল স্যাম। "যেমন আজকে আমাদের কোনো লাগেজও নেই।"
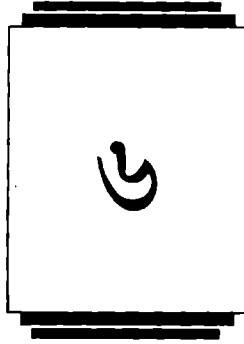
লা জোল্লা

মেক্সিকো থেকে ফিরে আসার পর প্রথম দিকে জার্মান শেফার্ড কুকুর সুলতানকে নিয়ে ভ্যালেন্সিয়া হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোর পেরিয়ে গোল্ডফিশ পয়েন্টে নিজেদের বাড়ি দেখতে হেঁটে চলেছে স্যাম আর রেমি। নতুনভাবে তৈরি বাড়িটা দেখার কথা ভেবে দুজনই উচ্ছ্বসিত। খালি চোখে দেখে একটুও বোঝা গেল না যে কয়েক মাস আগে ত্রিশজনের বেশি সশস্ত্র একটি দল এসে অটোমেটিক অস্ত্র দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে পুরো বাড়ি। দেয়াল ফুটো করা হাজারো বুলেটের গর্ত, কাঠের টুকরা, ডজনখানেক ভাঙা জানালা পিকআপ ট্রাক দিয়ে উপড়ে ফেলা সদর দরজা, সব উধাও হয়েছে প্রতিটি জিনিস।

শুধু কিছু কিছু জায়গা দেখলে তীক্ষ্ণ কোনো পর্যবেক্ষকের চোখে ধরা পড়বে, যে যুদ্ধ একটা ঠিকই হয়েছিল। সত্যিকারের নকশায় থাকা একশ বছরে একবার আসা প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঝড় এড়াবার স্টিলের শাটার সরিয়ে ফেলে সে জায়গায় লাগানো হয়েছে মোটা এক সেট স্টিলের প্লেট, যেটা বাতাসে চাপ দেয়া মাত্রই মাধ্যাকর্ষণের চাপে নেমে এসে আটকে যাবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাঝে সংযুক্ত করা হয়েছে পুরো বাড়ির ওপর চক্কর দেয়ার মতো ক্যামেরা। মাটির ধারে লাগানো লম্বা পাইনের মাথায়ও ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ফ্লোরে হেঁটে বেড়াবার সময় ট্যুর গাইডের মতো কথা বলতে লাগল সেলমা। 'প্লিজ, খেয়াল করে দেখ যে প্রতিটি জানালায় লাগানো হয়েছে ডাবল

পেনেড সেফটি গ্লাস। আমি নিশ্চিত যে স্লেজহ্যামার এলেও কেউ ভাঙতে পারবে না এগুলো।"

সোজা বুককেসের দিকে হেঁটে গেল সেলমা। নির্দিষ্ট একটা বই তুলে নিতেই দরজার মতো খুলে গেল কেস। স্যাম আর রেমি তাকে অনুসরণ করে ভেতরের প্যাসেজে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। "দেখছ?" বলে উঠল সে। "বুককেস খোলার সাথে সাথে আলো জ্বলে উঠেছে। বাকি সবকিছু তোমাদের নকশামতোই হয়েছে।" সিঁড়ির দিকে পথ দেখিয়ে স্টিলের একটা দরজার কাছে নিয়ে এলো স্যাম আর রেমিকে। যেখানে কম্বিনেশন লক দেয়া আছে। সেলমা কোড চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। কংক্রিটের চেম্বারে ঢুকল সকলে। "আমরা এখন সামনের লনের নিচে।" সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল সেলমা। "খেয়াল করলে দেখবে যে আলো আর বাতাস চলাচল অটোমেটিক্যালি হচ্ছে। দুই'শ ফুট কংক্রিটের কালভার্ট, সাত ফুট গোলাকার আয়তনের শ্যুটিং গ্যালারি তৈরি করেছে নির্মাতারা।"

"ফায়ারিং রেঞ্জ, শুনতে পেলেই পছন্দ করব আমরা।" বলে উঠল রেমি।

"ঠিক তাই। জানাল স্যাম। যদি আমরা একে শ্যুটিং গ্যালারি নাম দিই তাহলে মানুষজনকে কিউপি পুতুল আর টেডি বিয়ার জেতার সুযোগ দিতে হবে।"

"তোমাদের যেমন ইচ্ছে।" বলে উঠল সেলমা। "পেছনে তাকালে দেখতে পাবে দুটো একস্ট্রা বড় বন্দুকের তাক রেখেছি আমি। যেন বন্দুক আর গুলি স্টোর করতে পারো। আর এখানে বিশ্রাম নেয়ার বেঞ্চের পাশে অস্ত্র পরিষ্কার আর ঠিক করার একটা বেঞ্চ।"

"মনে হচ্ছে এই প্রজেক্টে বেশ মজা পেয়েছ তুমি। কখনো তো বন্দুক নিয়ে এত মাথাব্যথা দেখিনি।" বলে উঠল রেমি।

"মি. বাকো, মি. পলিয়াকফ আর মি. লি ক্লার্ক আর তাদের দোস্তদের বদৌলতে অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি এমন আগ্রহ জেগেছে, যা আগে কখনো বোধ করিনি।"

"ঠিক আছে। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, সবকিছুর দেখাশোনা করেছ।" জানাল রেমি। "অন্য প্রান্তে কী আছে?" রেঞ্জের শেষ মাথায় দেখাল রেমি।

"পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণের স্টিলের একটা শিট সেট, যেন বালির মাঝে গেঁথে যায় সব। ফলে গুলির লাফালাফি হবে না।"

স্যাম জানতে চাইল, "বের হবার জন্য অন্য কোনো পথ আছে?"

"হ্যাঁ। স্টিলের পাতগুলোর পেছনে দ্বিতীয় সিঁড়ি আছে, যেখান দিয়ে রাস্তার কাছের পাইনের ধারে চলে যাওয়া যাবে।"

"গ্রেট।" বলে উঠল স্যাম। "চলো ওপরে যাই, দেখে আসি নতুন করে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ওয়্যারিং কেমন হয়েছে।"

"আমার ধারণা তুমি খুশিই হবে।" বলে উঠল সেলমা। মাসের পর মাস এটা নিয়ে কাজ করে মাত্র গত সপ্তাহেই শেষ করেছে। একটা ইমার্জেন্সি জেনারেটরের পরিবর্তে এখন চারটা লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন ফাংশনের জন্য পৃথক পৃথক সার্কিট। এই ঘরকে এখন এক সেকেন্ডও বিদ্যুৎ ছাড়া রাখা যাবে না।

সংকীর্ণ করিডর পেরিয়ে বুককেসের দরজার মধ্য দিয়ে অফিসে ফিরে এলো তিনজন। সেলমা জানাল, "এটাই মজার হয়েছে তো। আগে ছিল না এখানে।"

সেলমার ইশারার দিকে তাকাল স্যাম আর রেমি। বড়সড় একটা হার্ডবোর্ডের বাক্স। "মেক্সিকো থেকে আসা আমাদের স্যুভেনির বাক্স!" বলে উঠল রেমি।

রুমের ওপাশে একটা কম্পিউটারে কাজ করছে ওয়েন্ডি কর্ডেন। বলে উঠল, "কয়েক মিনিট আগেই এসেছে। আমি সাইন করে নিয়েছি।"

"ধন্যবাদ", জানাল স্যাম। একটা ওয়ার্কটেবিলের ওপর তুলে নিল বাক্সটা। আস্তে করে নেড়ে দেখল। "কোনো কিছু ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।"

"এমন কথা বলোও না।" বলে উঠল সেলমা। "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এভাবে পাঠিয়েছ—এমনভাবে বাসায় পাঠিয়েছ, মনে হচ্ছে যে...কোনো থালা-বাটি।"

"সেখানে তোমার থাকা উচিত ছিল, তাহলে বুঝতে আমাদের অবস্থা। লোকজন এটা চুরির জন্য রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করেছিল।"

ডেস্ক ড্রয়ার থেকে বক্স কাটার নিয়ে এসে স্যামের হাতে দিল সেলমা। "আমরা দেখতে পারব?"

বক্স খুলে ফেলল স্যাম। কিছু প্যাকিং পিনাটস আর স্যুটস, দেয়ালে ঝোলানোর আসবাব সরিয়ে ফেলল।

একটা খুলে ফেলল সেলমা, তারপর আরো দুটো। দেখে বলে উঠল, "এগুলো সত্যিই সুন্দর। রাজাকে দেখাচ্ছে এলভিসের মতো—কে যেন মাথায় আসছে না, রাজা।" ছোট্ট একটা পাত্র খুলে ফেলল। "আর এটা দেখ, এত—উজ্জ্বল রঙে যোদ্ধা লোকটাকে তো তেমন সুরতের মনে হচ্ছে না।"

হেসে ফেলল রেমি। "আমার ধারণা সত্যিকারের পাত্রের ওপর রং করার ব্যাপারে এগুলো উৎসাহ জুগিয়েছে স্যামকে।"

ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সত্যিকারের মায়ান পাত্রটাকে বের করে আনল স্যাম। টেবিলের ওপর সোজা করে রাখল। চিৎকার করে উঠল সেলমা, "উফ, কী ভয়ংকর, সোনালি আর রুপালি রং? এটা তো বর্বরতা।"

"এটাই কাজে দিয়েছে।" বলে, উঠল স্যাম। "কোন জায়গায় যেন একবার পড়েছিলাম, মহান মিসরীয় শিল্পের অনেক কিছুই ইউরোপে এসেছে, সস্তাদরের স্যুভেনির ছদ্মবেশ নিয়ে। এই কৌশল এখনো তাহলে কাজে লাগে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ডেভিড কেইনের অফিসে ফোন করল স্যাম নিজের সেলফোন ব্যবহার করে। "ড. কেইন?" জিজ্ঞাসা করে উঠল। "যে ডেলিভারির জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম, তা এসে গেছে। আপনি কী একবার দেখতে চান?"

"বর্তে যাব এই সুযোগ পেলে।" কেইন জানালেন। "কখন আসতে পারব আমি?"

"এখন থেকে যখন ইচ্ছা। সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে আছি আমরা।" ঠিকানা জানিয়ে দিল স্যাম।

"এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি আমি।"

ফোন কেটে দিয়ে অন্যদের দিকে তাকাল স্যাম। "এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আসবেন তিনি। একটা কাজ করি। এই রং এখনই মুছে ফেলি। নয়তো সেলমার মতোই ভিরমি খাবেন তিনি।"

ঘণ্টাখানেক পরে এসে পড়লেন অতিথি। মধ্য চল্লিশের ড. কেইন যথেষ্ট ফিট এখনো। রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রং, জিন্স আর কালো পোলো শার্টের ওপরে গ্রীষ্মকালীন স্পোর্টস কোট পরে আছেন। দরজা দিয়ে বিশাল অফিসে পা রাখতেই রুমের ও পাশে টেবিলের ওপর দেখতে পেলেন পাত্রটা। আর সেখানেই আটকে গেলেন। কিছুতেই যেন নজর সরাতে পারছেন না। থেমে স্যামের হাত ধরে ঝাঁকি দিলেন। "আপনি নিশ্চয় স্যাম? আমি ডেভিড কেইন।"

রেমি এগিয়ে এলো। "আমি রেমি। এই দিকে আসুন। বেশ বুঝতে পারছি যে, পাত্র দেখার জন্য অধীর হয়ে আছেন আপনি।"

খোলা হাউস ও মেঝের ওপর দিয়ে রেমিকে অনুসরণ করে এলেন ড. কেইন। কিন্তু পাত্র থেকে ছয় ফুট দূরে থাকতেই থেমে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন প্রতিটি কোণ থেকে।

"আমি আর্টিকেলটা পড়েছি আর আপনাদের পাঠানো ছবিগুলোও দেখেছি। কিন্তু এত কাছ থেকে এটাকে দেখা সত্যি অভাবনীয়।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "আমার ব্যাপারটা সবসময়ই উত্তেজনার মনে হয়। পেইন্টিংস, মাটির

পাত্র সবসময়ই চিত্রশিল্পীর ব্যক্তিত্বের আভা বহন করে। মোটাসোটা ছোট্ট একটা কুকুরের মতো পানির পাত্র দেখলে মনে হয় যেন ঠিক সেই সময়ে কুমোর লোকটার কাছেই চলে গেছি।"

"বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।" বলে উঠল রেমি। "আমারও ভাবতে ভালো লাগে এক হাজার বছর আগে কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার কাজের মধ্য দিয়ে।"

এবার টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন ড. কেইন, কাছ থেকে ভালো করে দেখলেন পাত্রটাকে। "কিন্তু এটা বেশ আলাদা। কোনো সন্দেহ নেই যে ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের অংশ। কোপান রাজার প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র।" সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফারগো দম্পতির দিকে তাকালেন কেইন। "আপনারা নিশ্চয় জানেন, এ জাতীয় আবিষ্কারের কথা মেক্সিকো সরকারকে জানানো প্রয়োজন, তাই না?"

"অবশ্যই।" উত্তর দিল স্যাম।

"আমরা একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে গিয়েছিলাম আর তাই এমনটা করার আর কোনো নিরাপদ বা যৌক্তিক উপায় ছিল না অথবা কোনো কর্তৃপক্ষেরও সময় ছিল না। এটা সম্পর্কে জানার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার পরেই এটা ফিরিয়ে দেব। এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা নেই।"

"শুনে স্বস্তি পেলাম যে আপনারা নিয়মগুলো জানেন।"

রেমি এবারে জানতে চাইল, "আপনি নিশ্চিত যে এটা রাজা কোপানের সময়কার? তাপাচুলার উত্তরে তাকানাতে পেয়েছি এটা আমরা। কোপান থেকে অন্তত চারশ মাইল দূরে।"

কাঁধ ঝাঁকালেন কেইন।

"মাঝে মাঝে স্থানীয় আমেরিকানরা হেঁটেই দেখা যায় পাড়ি দেয় বহুদূর পথ। এভাবে ব্যবসাও হয়।"

"কত পুরাতন হতে পারে এটি?"

গলা বাড়িয়ে পাত্রটা দেখে বলে উঠলেন ড. কেইন, "দাঁড়ান। এই তো বোঝা যাচ্ছে। রাজা হচ্ছেন ইয়াক্স পাসাজ চান ইয়োপাত, কোপানের ষোলোতম শাসক। এখানে এটাই লেখা আছে।" সিলমোহরের মতো গোলাকার নকশা করা লম্বা কিছু সারি দেখালেন তিনি।

স্যাম জিজ্ঞেস করে উঠল, "আপনি এগুলো পড়তে পারেন?"

"হ্যাঁ। প্রতিটি সারিতে এক থেকে পাঁচটি ভাগ আছে। আর প্রতিটি ভাগ একটি শব্দ অথবা বাগধারা অথবা বাক্যের মাঝে কোনো একটা অবস্থান বোঝাচ্ছে। আপনাকে ওপরের বাম পাশ থেকে ডান পাশে পড়তে হবে। কিন্তু

শুধু প্রথম দুই সারি। এরপর একটা লাইন নিচে নেমে বাম পাশের লাইন পড়ে তারপর ডান পাশ। এভাবে চলতে থাকবে। আমাদের জানা মতে, আটশত একষট্টিটি অংশ আছে।"

"প্রায় বিশটার বেশি মায়া ভাষা আছে।" বলে উঠল রেমি, "এই লেখার কাঠামো কী সবকটির জন্যই প্রযোজ্য?"

"না।" উত্তরে জানালেন প্রফেসর। "আমরা যেটা পেয়েছি সেটা লেখা হয়েছে চোলান, জেলতালান আর ইয়াকুটেক ব্যবহার করে।"

পাত্রটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্যাম। "তাহলে এটি কোপান থেকে এসেছে? আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, কেমন করে এটা হন্ডুরাস থেকে গুয়েতেমালা পাড়ি দিয়ে মেক্সিকো সীমান্তে চলে গেল।"

"আর কখন?" এবারে বলে উঠল রেমি।

"ঠিক এটাই আমিও ভাবছিলাম।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "এর সাথে পাওয়া গেছে এরকম যেকোনো অর্গানিক জিনিস আর মৃত মানুষটার কার্বন থেকে পরীক্ষা করে একটা তারিখ বের করা যাবে।"

"আমি ডা. তালামান্টেস আর ডা. গার্জাকে ফোন করব, যদি মৃত মানুষটাকে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারেন তারা।" বলে উঠল রেমি। "তাপাচুলাতে একটা হাসপাতালের মর্গে আছে মৃতদেহ। ভূমিকম্পের পর সে এলাকার মেডিকেল কমিউনিটির সাথে ভালো একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুবাদেই এ কাজে সমর্থ হয়েছে তারা।"

"তারাও কী পুরাতাত্ত্বিক?" জিজ্ঞেস করলেন ড. কেইন।

"না। কেবল মেডিকেল ডাক্তার।" উত্তর দিল স্যাম।

"তাহলে আপনারা কী কিছু মনে করবেন, যদি এ কাজে আমি আমার কয়েকজন মেক্সিকান সহকর্মীকে সম্পৃক্ত করি? তারা সকলেই প্রথম শ্রেণির বিজ্ঞানী আর বেশ শ্রদ্ধাভাজনও বটে।"

"আমরা অসম্ভব খুশি হব তাহলে।" জানাল রেমি।

"তাহলে আজ সন্ধ্যাতেই তাদের ফোন করে জানিয়ে দেব আমি। মৃতদেহের অবস্থান গোপন করে আপনারা ঠিক কাজটিই করেছেন। নয়তো প্রথম বিজ্ঞাপনের সুবাদেই সকলে হামলে পড়ত মমি দেখতে। কিন্তু এ ব্যাপারেও নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আরো অনেকেই অপেক্ষা করছে আর শুনছে।"

"কয়েকজন পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, বিকৃতমস্তিষ্ক আর প্রতারক, সবসময়কার মতোই।"

স্যাম বলে উঠল, "খবরটা ছড়িয়েছে আমাদের সাথেই থাকা আরেকজন স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে। তার নিজের মতানুসারে, এত বড় আবিষ্কার লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। এই আবিষ্কার নাকি মানুষের জন্য, তাই মানুষকেও জানাতে

হবে। আমরা ভেবেছিলাম যে তাকে অপেক্ষা করার কথা বলব, কিন্তু আমাদের ছাড়াই জনসমক্ষে চলে এসেছে সে। এরপরে, ট্যুরিস্ট আর স্যুভেনির শিকারির দল সবকিছু ধ্বংস করে ফেলার আগেই বিজ্ঞানীদের দেখানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা।"

"ভালোই হয়েছে যে আপনারা এমনটা করেছেন। এখানে এমন কিছু আছে, যার সাহায্যে কার্বন তারিখ নির্ণয় করতে পারব আমরা?"

রেমি জানাল, "অনেকটা তেমনই। কাঠের মাঝে ফুটো করে ফাঁকা অংশটুকু ফেলে দিয়ে এক জোড়া পাত্র বানিয়েছিল লোকটা। এগুলোর একটার মাঝে কয়েকটা শস্যদানা পাওয়া গেছে।"

"অসাধারণ।" বলে উঠলেন প্রফেসর, "বেঁচে আছে এরকম যেকোনো কিছু মারা যাবার পর থেকে ১৪ মিনিটের মাঝে কার্বন হারাতে থাকে।"

"আমি নিয়ে আসছি।" কক্ষের আরেক প্রান্তে চলে গেল রেমি। দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়েই আবার ফিরে এলো দুটো প্লাস্টিকের ব্যাগে কাঠের পানপাত্র, দানা আর খোসা নিয়ে।

আবারো পাত্রের দিকে মনোযোগ দিলেন ড. কেইন। "এই পাত্রের একটা ঢাকনা দেখা যাচ্ছে। সিল দেখতে স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, অনেকটা যেন মৌমাছির মোমের মতো। আপনারা খুলেছিলেন?"

"না।" উত্তর দিল স্যাম। "মন্দিরের প্রবেশপথ বা যা-ই হোক না কেন, দালানটা, এটার মুখ থেকে লাভা পরিষ্কার করার সাথে সাথে বুঝতে পেরেছি যে লোকটা আর তার জিনিসগুলো এখন বাতাসের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যাবার ঝুঁকি আছে। তাই তখন থেকেই সময় গুনে কাজ করেছি। পাত্রটাকে ক্ষতি করবে এরকম কিছু করতে চাইনি। সাথে নিয়ে বেশকিছু সময় ঘুরেছি। তাই জানি যে ভেতরে জিনিস তরল নয় অথবা পাথর কিংবা ধাতুর তৈরিও নয়। কিন্তু এটিকে শূন্যও বলা যাবে না। তবে নাড়াচাড়া করলেই কিছু একটা এপাশ-ওপাশ করতে থাকে।"

"এখন এটা খোলার চেষ্টা করা উচিত হবে কী?" জানতে চাইলেন ড. কেইন।

"এই কাজ করার জন্য ভালো একটা জায়গা আছে আমাদের।" বলে উঠল রেমি, "বাড়িটাকে পুনরায় তৈরি করতে গিয়ে নির্মাতাকে দিয়ে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষ তৈরি করানো হয়েছে—কম তাপমাত্রা, কম আর্দ্রতা, কোনো সূর্যের আলো নেই—ঠিক যেন একটা লাইব্রেরি রেয়ার বুক রুম।"

"অসাধারণ।" জানালেন ড. কেইন। "আসুন আমার সাথে।" এইমাত্র ঘরে ঢোকার জন্য যে দরজা ব্যবহার করেছে সেদিকে পথ দেখিয়ে, খুলে ফেলে

আলো জ্বালালো রেমি, রুমটাতে আছে লম্বা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, গ্লাস, কেবিনেটের দেয়াল, যদিও এ মুহূর্তে ওর সব খালি। রুমের এক কোণাতে লম্বা লাল রঙের চাকাঅলা যন্ত্রপাতির তাক, অটো-মেকানিকের দোকানে যেমন দেখা যায়।

প্রফেসর কেইন পাত্রটাকে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। চাকা ঠেলে তাকটাকে কাছে নিয়ে এসে ওপরের ড্রয়ার খুলে ফেলল স্যাম। "ছোট, নাজুক কোনো কিছুর ওপর কাজ করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র রাখা আছে এখানে।" ব্রাশ, চিমটা, এক্স-অক্টো ছুরি, দাঁত ওঠানোর যন্ত্র, ম্যাগেনিফায়ার, কড়া আলোর ফ্লাশলাইট, করাত, জীবাণুনাশক জল ধোঁয়া সার্জিক্যাল গ্লাভস-এর একটা বক্সও আছে।"

গ্লাভস পরে নিলেন ড. কেইন। চিমটা দিয়ে সিল পরীক্ষা করে খানিকটা তুলেও ফেললেন। ম্যাগনিফায়ার গ্লাস দিয়ে এর নিচটা দেখলেন। "কোনো একটা গাছের কষ থেকে তৈরি আঠা মনে হচ্ছে।" এক্স-অক্টো ছুরির সুইচ জ্বালিয়ে ঢাকনার চারপাশের স্বচ্ছ অংশটুকু কেটে ফেললেন।

"ভেতরে যা আছে তা নিশ্চয়ই খাবার নয়? আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে যেহেতু।" বলে উঠল রেমি।

"অনুমান করার সাধ্য হচ্ছে না আমার।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোতে প্রয়াই দেখা যায় সবচেয়ে আশার ভূমিতে মাটি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।" ঢাকনা ধরে মোচড় দিলেন প্রফেসর।

"মজা তো, ঢাকনাটা ঘোরাতে পেরেছি; কিন্তু তোলা যাচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে তাপ দিয়ে পাত্রটাকে আবার ঠাণ্ডা করা হয়েছে। ফলে খানিকটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যার কারণে শক্ত হয়ে এটে বসে গেছে সিল।"

"বেশ চালাকি করা হয়েছে।" জানাল রেমি। "তাহলে হয়তো খাবার।"

"এখন আমি সত্যিই অবাক হয়ে ভাবছি যে, না ভেঙে কীভাবে খোলা যায় এটি।"

স্যাম জানাল, "আবারো খানিকটা তাপ দিতে পারলে ভেতরে বাতাস ঢুকতে পারবে। অথবা খানিকটা উঁচু জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে বাতাসের চাপ কম।"

"ক্ষতি না করে কীভাবে উত্তপ্ত করা যায়?"

"সমানভাবে করতে পারলে ভাঙবে না পাত্রটা।" আবারো বলে উঠল স্যাম।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।" জানালেন ড. কেইন।

"ঘরের আরেকটা সংস্কার কাজ, চুল্লি তৈরি করা হয়েছে।" তথ্য দেয়ার মতো করে জানাল রেমি।

সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠে এলো তারা। চুল্লির ভেতরে ঢুকে গেল স্যাম। কাঠের বেঞ্চে রেখে দিল পাত্রটাকে। এরপর তাপ বাড়িয়ে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিল। দশ মিনিট শেষে আবারো চুল্লিতে প্রবেশ করিয়ে পাত্রটাকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে এলো বাইরে। পাত্রটাকে ধরে রাখল স্যাম আর ঢাকনা খোলার চেষ্টা করলেন ড. কেইন। উঠে এলো আর চাপও সমান হয়ে গেল। স্যাম ঢাকনাকে আবার লাগিয়ে সকলে মিলে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত কক্ষটাতে চলে এলো।

"মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে অবশেষে।" ঘোষণা করল রেমি। "যদি এমন হয় যে অর্গানিক কিছু পেলাম, যেটা হয়তো কোনো খাবার ছিল, মন খারাপ করবেন না।" জানালেন ড. কেইন। "মাঝে মাঝে সবচেয়ে জরুরি তথ্যও প্রথম দেখাতে তেমন কিছুই মনে হয় না।"

টেবিলের ওপর পাত্রটাকে রেখে দিল স্যাম। প্রোফেসর কেইনের হাতে এখনো সার্জিক্যাল গ্লাভস, বড় করে একটা শ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন কাছে। শুকিয়ে যাওয়া আগাছার মতো কিছু জিনিস বের করে আনলেন। "প্যাকিং করার জন্য?"

ছোট্ট একটা ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিয়ে পাত্রের ভেতরে তাকালেন, "ওহ..." উঠে দাঁড়িয়ে পাত্রটার ভেতরে তাকালেন প্রফেসর। "এটাও কী সম্ভব?"

"কী হয়েছে?"

"দেখে মনে হচ্ছে একটা বই।" জানালেন ড. কেইন। "একটা মায়ান বই।" "বের করে আনতে পারবেন?"

দুই হাত ঢুকিয়ে পাত্রের ভেতর থেকে মোটাসোটা বাদামি আয়তক্ষেত্র বইটি বের করে সাবধানে টেবিলে রাখলেন ড. কেইন। গ্লাভসের ইনডেক্স ফিংগার দিয়ে বাইরের অংশ ইঞ্চিখানেক তুলে দেখলেন। অবিশ্বাসে প্রায় ফিসফিস করে উঠলেন প্রফেসর। "একেবারে অক্ষত। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।" এক মুহূর্তের জন্য যেন জমে গেলেন ড. কেইন। ডুবে গেলেন গভীর ভাবনায়। এরপর আবারো বাস্তবে ফিরে এলেন। আঙুল তুলে নিলেন। মনে হলো তখন, খেয়াল করলেন যে, রুমে ফারগো দম্পতিও আছে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রফেসরের চেহারা। "এটা মায়ান বই। একটা হস্ত লিখিত পঙ্ক্তি। দেখে মনে হচ্ছে কোনো ক্ষতিই হয়নি। সময় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কেননা আমরা জানি না যে এটা কতটা ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছেছে আর জানারও কোনো উপায় নেই যে, একটা পৃষ্ঠা কতবার স্পর্শ করা হয়েছে বা উল্টনো যাবে।"

"আমি যতটুকু জানি, এগুলো বেশ দুষ্পাপ্য।" বলে উঠল রেমি। "পশ্চিমা সভ্যতাগুলোতে পাওয়া সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য আর সম্ভবত সবচেয়ে মূল্যাবন।"

জানালেন ড. কেইন। "আমেরিকাতে মায়ানরা ছিল একমাত্র জনবসতি, যারা জটিল এক ধরনের লিখন পদ্ধতির চালু করেছিল আর এটা ভালোও ছিল। যা মুখে বলত, সে সবকিছুই লিখতে পারত। এভাবে চাইলে উপন্যাস, পৌরাণিক কবিতা, ইতিহাসও লেখা যেত। হয়তো লিখেও ছিল। এক সময় তো হাজার হাজার ছিল এসব হাতে লেখা পঙ্‌ক্তি। অথচ আজ মাত্র টিকে আছে চারটি, তাও আবার ইউরোপের জাদুঘরে—ড্রেসডেন পঙ্‌ক্তি, মাদ্রিদ পঙ্‌ক্তি, দ্য প্যারিস। এছাড়া আছে গ্রোলিয়ার পঙ্‌ক্তি, কিন্তু অন্যগুলোর তুলনায় এত নিচু মানের যে, বিশেষজ্ঞের ধারণা এটা জাল। কিন্তু প্রথম তিনটি মায়া সভ্যতার জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ—গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, ক্যালেন্ডার। আমাদেরটা হয়তো পঞ্চম।"

"আপনি যে বললেন আগে হাজার হাজার ছিল।" জানতে চাইল রেমি।

"একশ হাজার, এই ছিল হিসাব।" জানালেন প্রফেসর, "কিন্তু দুটো সমস্যাও ছিল। বন্য এক ধরনের ফিগ গাছ নামে ফিকাস গ্লাব্রাটা, এর বাকল থেকে কাপড়ে পেইন্ট করা হতো পঙ্‌ক্তিগুলো। কাপড়টাকে মোড়ানো যেত পৃষ্ঠার মতো আর পৃষ্ঠাগুলো সাদা এক ধরনের মিশ্রণ দিয়ে রাঙানো হতো, যেমন চুনকাম করা হয়। এভাবে মায়ান পৃষ্ঠাগুলো লেখার জন্য তৈরি হয়ে যেত। প্যাপিরাসের চেয়ে ভালো ছিল এগুলো, ঠিক কাগজেরই মতো।"

"তাহলে সমস্যা কোথায়?"

"একটা হচ্ছে আবহাওয়া। বেশিরভাগ মায়ান দেশেই ছিল আর্দ্র বা স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল। বইগুলো শুকিয়ে গেলেই পচে যেত। কয়েকটা পঙ্‌ক্তি আবার সমাধিতে চলে গেছে। কিছু কোপান, কিছু বেলিজে আলতুল হাতের কিছু আবার আক্সাকতুন গুয়াটান। ফিগ-বাকলের কাপড় পচে গিয়ে পড়ে থাকে পেইন্ট করা চুনকামের ছোট ছোট অংশ। সেগুলো আবার এতই ছোট আর নাজুক যে, একসাথে করা অসম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল জাহাজের মাধ্যমে।"

"স্প্যানিশ অভিযান।" বলে উঠল স্যাম।

"বিশেষ করে যাজকেরা। স্থানীয় ধর্মের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো কিছু ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর ছিল তারা। তাদের কাছে মায়ান দেবতাদের মনে হতো শয়তানের মতো। খুঁজে পেতে সব বই নষ্ট করা হয়েছে আর প্রতিটি গোপন জায়গা খুঁজে দেখেছে, তাই টেকেনি কোনো বই। ১৫০০ শতকে মায়ান অভিযানের শুরু থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত চলেছে এসব। যখন শেষ শহরটাকেও পদানত করা হলো। এ কারণেই টিকে আছে মাত্র চারটি।"

"আর এখন পাঁচটি।" জানাল রেমি।

"খুব উল্লেখযোগ্য একটা আবিষ্কার হলো এটা।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "এমন কোনো জায়গা আছে আপনাদের, যেখানে এটি নিরাপদে রাখা যাবে?"

"আছে।" উত্তর দিল স্যাম।

"নিরাপদ স্থানে শক্ত করে তালা দিয়ে রেখে দেব।"

"গুড। তারিখ নির্ণয়ের কাজ শুরু করতে চাই আমি। এরপর আগামীকাল ফিরে আসব পঙ্‌ক্তি পরীক্ষা করার জন্য। সম্ভব হবে তো?"

"আমি বলব এটা অবশ্যই হবে।" জানাল স্যাম। "আপনি যতটা আমারও ঠিক ততটাই কৌতূহলী আর আপনি ছাড়া নিবারণের আর কোনো পথ নেই।"
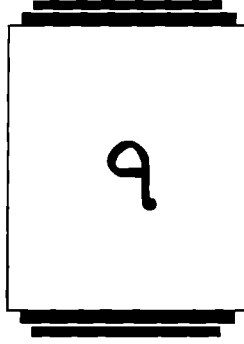
লা জোল্লা

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা প্রফেসরের জন্য অপেক্ষা করছে স্যাম আর রেমি। এসে পৌঁছালেন কেইন। স্যাম আর রেমি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত কক্ষটাতে। সার্জিক্যাল গ্লাভস পরে নিয়ে একটা গ্লাস কেবিনেট খুলে পঙ্ক্তি বের করে এনে টেবিলের ওপর রাখল রেমি। কাভারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে রইলেন ড. কেইন। এরপর বলে উঠলেন, "আমরা শুরু করার পূর্বে জানাতে চাই যে, কাঠের বোলের মাঝে থাকা দানা আর খোসা থেকে এমনকি কাঠ থেকেও কার্বন তারিখ বের করা হয়ে গেছে। প্রতিটি স্যাম্পলে ৯৪:২৯ শতাংশ কার্বন ১৪ পাওয়া গেছে। কাঠ আর চারাগুলো প্রায় একই সময়ে মারা গেছে। যা প্রায় ৪৭৬ বছর আগে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে।"

"এটা তো ক্ল্যাসিক মায়ান পিরিয়ডের শেষ সময়টা, তাই না?" জানতে চাইল রেমি।

"এটা সভ্যতাটা ধ্বংস হবার একেবারে শেষের দিকে। বেশিরভাগ বড় ক্ল্যাসিক শহরগুলোই প্রায় ১০০০ বছরের দিকে শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেগুলো বাকি ছিল, স্প্যানিশরা এসে সেগুলোকেও ধ্বংস করেছিল। এসব শুরু হয়েছিল ১৫২৪-এর দিকে, যখন পেদ্রো ডি আলভারডো স্থানীয় মিত্র লাক্স্কালা আর চোলুলাদের সহায়তায় বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে মায়াদের ওপরে। কিন্তু কয়েকটা মায়া রাজ্য ছিল, যেগুলোকে অধিকার করে নিতে দীর্ঘ

সময় লেগে গিয়েছিল। একেবারে সর্বশেষটির পতন হয় ১৬৯৭ সালে, প্রায় দেড়শ বছর পরে।”

এবারে রেমি বলে উঠল, “তার মানে আমরা উচ্চপদস্থ একজনকে খুঁজে পেয়েছি, যিনি কিনা হন্ডুরাসের কাছে কোপান থেকে পাত্র নিয়ে তার মাঝে একটি বই রেখে হেঁটে পথ পাড়ি দিয়েছিল। প্রায় চারশ মাইল বা তার চেয়েও বেশি পথ ভ্রমণ করে উঠে যায় মেক্সিকোর তাকানা আগ্নেয়গিরির ওপরে আর এটাকে রেখে দেয় মন্দিরে।”

“আমি বলব যে, নিশ্চিত এরকমটাই কিছু ঘটেছিল। কেন এটা করতে গেল সে, তা শুধু আমরা অনুমান করতে পারি।”

“কোনো ধারণা আছে আপনার?” জানতে চাইল স্যাম।

“আমার ধারণা, স্প্যানিয়ার্ডদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মূল্যবান কোনো বই নিয়ে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল লোকটা। সাইট থেকে আনা আপনাদের ছবি দেখে এটা নিশ্চিত যে ছোট্ট পাথরের গুহাটা মন্দির বলে আপনাদের ধারণা পুরোপুরি সঠিক। ভেতরে আছে সিজিন-এর ছবি। মৃত্যু আর ভূমিকম্পের দেবতা, যে কিনা ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে সক্ষম। নৃত্যরত কাঠামো আর সামনে পেছনে ঘোরাতে সক্ষম চোখের মণি আছে এ দেবতার।”

“তারপর কী?”

“মনে রাখবেন এগুলো শুধু আমার ধারণা। কোথাও কোথাও আগ্নেয়গিরির লাভা এসে পড়তে পড়তে ভরে গেছে মন্দিরটা। এটাও সম্ভব যে, লোকটা হয়তো নিজেই বইটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে মন্দিরে রেখে দিয়েছে। জানত যে লাভা দ্বারা বন্ধ হওয়া সম্ভব। বিশ্বাস করেছিল যে, ঈশ্বর তাকে বইটা নিরাপদে লুকিয়ে রাখার জন্য নিখুঁত একটা জায়গার সন্ধান দিয়েছে।”

“আপনার সত্যিই তাই মনে হচ্ছে?”

কাঁধ ঝাঁকালেন প্রোফেসর কেইন। “মৃত্যুপরবর্তী আরেকটা জীবনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত মায়ানরা। তাদের বিশ্বাস ছিল সে জীবনেই পুরস্কৃত বা শাস্তিপ্রাপ্যও হবে। তারা আরো বিশ্বাস করত যে কৃতকর্মের কারণেই ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতশাস্ত্রে রেখে যাওয়া তাদের জ্ঞানসমূহের বেশির ভাগেরই উদ্দেশ্য হলো জানানো যে, কেমন করে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঘোরা বন্ধ করা যায় আর ভারসাম্যহীন মেশিন হিসেবে এটিকে ধ্বংস করে ফেলা যায়। ১৫৩৭ সালের দিকে এলোকগুলোর পৃথিবী আগামী একশ বছরের জন্য টুকরো হয়ে যাবার চিহ্ন দেখা দেয়। ৭৫০ থেকে ৯০০ সাল পর্যন্ত একের পর এক যুদ্ধ হয়েছে, রোগবালাই দেখা গেছে। এরপরই এলো স্প্যানিয়ার্ডরা।

১৫২৪ সালে তাদের আগমন মনে হলো হররমুভিতে দেখা কোনো এলিয়েনের আগমনের মতো। এমন অস্ত্র নিয়ে এলো যেটা দিয়ে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না। তৈরি করতেও পারে না। মায়া সভ্যতার যা কিছু বাকি ছিল তা ধ্বংস করতে আর হত্যা অথবা মায়ান জনগণকে দাসে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয় তারা। একের পর এক অভিশাপের পর এটাই ছিল সবশেষ অভিশাপ। একজন মায়ান—আর এই ব্যক্তি ছিলেন রাজকীয়-সম্প্রদায়ের—দেখতে পেয়েছিলেন এ সত্য। এ লোকগুলোর ক্যালেন্ডার ৫,১২৫ বছরব্যাপী চক্রে বিভক্ত ছিল। নিশ্চয় বিশ্বাস করেছিল, যে বইখানা সে বাঁচাতে চাইছে তাতে পৃথিবীটাকে অক্ষত রাখার কিংবা ভবিষ্যতে পুনরায় গড়ে তোলার তথ্য ভাণ্ডার আছে।"

"আমার ধারণা, এ কারণেই সে বইটাকে বাঁচাতে নিজেকে আত্মাহুতি দিতেও দ্বিধা করেনি।"

ড. কেইন আবারো বলতে লাগলেন, "কল্পনা করে দেখুন তো, শক্তিশালী মানব সদৃশ কোনো প্রাণী স্পেসশিপ করে এখানে এসে পৌছাল। যাদেরকেই পেল হত্যা করল কিংবা দাস বানাল। তারপর সব কম্পিউটার, সব বই খুঁজে নিয়ে একত্র করে পুড়িয়ে ফেলল। উপস (চিত্রকলা) শিল্পের ইতিহাস, পেইন্টিং সব গেল। পুড়ে গেল ক্যালকুলাস, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি। সব ধর্মের বই পুড়ে ফেলল তারা—সব বাইবেল, কোরআন, তালমুড সবকিছু। দর্শনের কথা ভুলে গেছে? না, এসব কিছুও আগুনে গেল। যা লেখা হয়েছে সব কবিতা, সব গল্প। ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা; রোমান আর গ্রিক ইতিহাস, চায়নিজ, মিসরীয়। সব ছাই।"

"কতটা ভয়ংকর আর মন খারাপ করা একটা ব্যাপার।" বলে উঠল রেমি। "ফিরে আসার কোনো ম্যাপ ছাড়াই আবারো পাথরের যুগে ফিরে যাব আমরা।"

"এর মাধ্যমে পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে আরো বেশি করে কৌতূহলী হয়ে উঠছি আমি।" জানাল স্যাম। "আগুন থেকে কী বাঁচাতে পেরেছে আমাদের বন্ধু? কী আছে বইটাতে?"

"আবারো কাঁধ ঝাঁকালেন প্রোফেসর কেইন।" "গত দু'দিন ধরে এটা নিয়েই জেগে আছি আমি।"

দরজায় এ সময় আওয়াজ হতেই স্যাম বলে উঠল, "কাম ইন।"

ভেতরে এলো সেলমা। "দেরি করে ফেললাম?"

"না", উত্তর দিল রেমি। "প্রফেসর ডেভিড কেইন, এ হচ্ছে সেলমা উন্ডর‍্যাশ, যিনি দয়া করে আমাদের প্রধান গবেষকের দায়িত্ব পালন করছেন। যে বিষয়ই হোক না কেন, সেলমা যদি উত্তরটা না জানে তাহলেও এটা জানবে যে উত্তরটা কোথায় খুঁজতে হবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে সেলমার সাথে করমর্দন করলেন প্রোফেসর কেইন। "উন্তর্যাশ। তেমন শোনা যায় না এ নাম। আপনি কী এস.আই উন্তর্যাশ-এর সাথে সম্পর্কিত, যে কিনা ইনকা কুইপু ক্যাটলগ তৈরিতে সহায়তা করেছে?"

"আমিই এস.আই উন্তর্যাশ।" উত্তরে জানাল সেলমা। "কিন্তু কুইপু প্রজেক্ট তো বহুদিন আগেকার কথা।"

"তারপর থেকে তো তাদের গুপ্ত অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে আর তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "বিভিন্ন জিনিসের ট্র্যাক রাখার জন্য ইনকাদের ব্যবহৃত বন্ধনীগুলো এখনো দুর্বোধ্য আমাদের কাছে।"

"আমি সবসময় আশা করি যে, কোনো একদিন কেউ একজন পুরনো স্প্যানিশ কোনো দলিল খুঁজে পাবে, যেখানে একজন ইনকা সংবাদদাতার রেকর্ড থাকবে যে, কেমন করে কুইপুর বিভিন্ন ধরন, রং আর দৈর্ঘ্যের বর্ণনা করতে হয়।"

"আমরাও তাই আশা করি।" বলে উঠলেন প্রোফেসর কেইন। "স্প্যানিশরা হাজার হাজার কুইপু পুড়িয়ে ফেলেছে। মাত্র'শ কয়েক টিকে আছে। কিন্তু তারপরও আপনাকে ধন্যবাদ। অন্তত যা টিকে আছে তা-ই জানতে পারলাম।"

টেবিলের ওপর রাখা পঙ্ক্তির দিকে তাকাল সেলমা। "তো, আমরা এ পেলাম।"

"হ্যাঁ। সবাই প্রস্তুত।"

মাথা নাড়ল বাকি সবাই। গ্লাভস পরে নিয়ে সাবধানে প্রথম পাতা উল্টালেন প্রোফেসর কেইন; চোখ ধাঁধানো পেইন্টিং দেখার জন্য। হাতে ঝুড়ি নিয়ে ছোট ছোট মায়ান পৃষ্ঠা জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সাথে আছে পালকঅলা যুদ্ধের মুকুট পরিহিত যোদ্ধা, পরনে ফোলা ফোলা দেহবর্ম, গোলাকার ঢাল আর কাঠের লাঠি বহন করছে, কিনারে নিরেট টুকরা। দেখে মনে হচ্ছে জঙ্গলে এমন গাছপালার মাঝ দিয়ে চলেছে। একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে পর্বতের মতো কিছু পার হয়ে যাচ্ছে, এরপর পৌঁছে গেল নদী-উপত্যকায়। পৃষ্ঠার ওপরের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে চিহ্নের সারি।

"অবিশ্বাস্য।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "পৃষ্ঠাটা মনে হচ্ছে একটা মানচিত্র, দিকনির্দেশিকা। লেখা আছে যে, কোপান থেকে মোতাগুয়া নদী উপত্যকার দিকে গেছে, যেটা গুয়েতেমালাতে। দেখেছেন এই চিহ্নগুলো? এটা ইয়াক্স চিচ, 'পান্নার' মায়ান অর্থ।"

"ঝুড়ি হাতে লোকগুলো কী পান্না খুঁজতে যাচ্ছে?"

"অনেকটা সেরকমই মনে হচ্ছে এটা নিয়ে ব্যবসার জন্য।" জানালেন ড. কেইন। "হ্যাঁ, এটা ব্যবসাই। তারা জঙ্গলের মূল্যবান পণ্য নিয়ে যাচ্ছে—পাখির পালক, চিতা বাঘের চামড়া, কোকা-পান্নার সাথে ব্যবসা করার জন্য।"

সেলমা জানাল, "আমেরিকাতে পান্না ছিল সবচেয়ে মূল্যবান। জানা উৎসগুলো হচ্ছে বার্মা, রাশিয়া আর মোতাগুয়া উপত্যকা, এটা দেখে মনে হচ্ছে কোথায় আছে তা মনে হচ্ছে কোথায় আছে তা জানাবে।"

ড. কেইন বলে উঠলেন, "স্প্যানিশরা আসার পরে মায়ানরা সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দেয় আর কখনোই স্প্যানিশদের জানায়নি যে পান্না কোথা থেকে আসে। স্প্যানিশরা শুধু স্বর্ণ আর রুপা চেয়েছিল, তাই অবস্থানটাও ভুলে যাওয়া হয়। বহুদিন ধরে রহস্য হয়ে ছিল এ ব্যাপারটা। তারপর ১৯৫২ সালে মোতাগুয়া উপত্যকার ওপর দিয়ে বয়ে যায় হারিকেন। আর পাহাড়ের পাশ দিয়ে পড়ে যায় গাড়ির সাইজের পান্নার টুকরা।"

স্যাম বলে উঠল, "তার মানে আমরা যেটার দিকে তাকিয়ে আছি তা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গোপন ছিল?"

"ঠিক তাই।" জানালেন ড. কেইন। "মায়ানদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য।"

"আর এটা হলো গিয়ে সবে মাত্র প্রথম পৃষ্ঠা।" বলে উঠল রেমি।

সাবধানে পৃষ্ঠা উল্টে চললেন প্রোফেসর কেইন আর বিস্ময়ে থ বনে গেল সকলে। দেবতা আর বীরদের ছবি আঁকা। সৃষ্টির পৌরাণিক গল্পে বিভোর অথবা সময়ের শেষ নিয়ে। তিকাল আর কালাকমুলদের মাঝে যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্য বিবরণী। যেখানে তিকালকে সমর্থন দিয়েছিল কোপান। প্রতিটি সারির খানিক করে অর্থ পড়লেন ড. কেইন। যেন বিষয়টা কী তা বোঝা যায়।

ত্রিশতম পৃষ্ঠা শেষে একটা আংশিক ছবি দেখার জন্য পৃষ্ঠা উল্টালেন ড. কেইন। একটা অ্যার্কাডিয়নের মতোই ভাঁজ করে রাখা বইটা। দুটো পৃষ্ঠা খোলার পর সমান করে রেখে আরো দুটো পৃষ্ঠা খুলতে হয় একত্রে চারটি মিলে একটি পৃষ্ঠা তৈরির জন্য। জঙ্গল, লেক আর পর্বতের ছবিতে ভরা পৃষ্ঠাগুলো। আর পুরো দৃশ্যজুড়েই ছোট ছোট মায়ান দালান দেখা যাচ্ছে।

স্যাম বলে উঠল, "দেখে তা মনে হচ্ছে যেন একটা মানচিত্র", পানির ওপরে ভেসে থাকা একটা আকৃতির দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে। "এটা দেখতে ইয়াকুটান পেনিনসুল্যার মতো।"

পৃষ্ঠার মাঝে কয়েকটা দালান দেখা যাচ্ছে অন্যগুলোর চেয়ে বড়। "কী হতে পারে এগুলো?" "চিহ্নের মাধ্যমে লেখা আছে যে এগুলো চিচেন ইট্জা।" উত্তর দিলেন ড. কেইন। "এটা জামা উপকূলের ওপরে। তুলাম-এর প্রাচীন নাম। এর নিচে আলতুন হা, তা মানে এই অংশ বেলিজ। এখানে গুয়েতেমালাতে তিকাল। আর ওপাশে পালেনকু, মেক্সিকোতে।"

"এই সমস্ত জায়গা আপনি চেনেন?" জিজ্ঞেস করে উঠল রেমি। "এদের কয়েকটা বোনামপাক, লাপাক, কোপান। কিন্তু আরো অনেক নাম আছে এখানে। এগুলো কখনো আমি দেখিনি আগে। একেবারে সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী মায়ান শহর আর মানচিত্রের মাত্র ষাট শতাংশ জানা গেছে—একশরও বেশির মাঝে। কিন্তু এগুলো—কী? অন্তত তিনশ দালান দেখা যাচ্ছে শহরের মাঝে? কখনো শুনিইনি এমন সবও দেখতে পাচ্ছি আমি। আর অসংখ্য ছোট ছোট সাইট দেখে মনে হচ্ছে ছোট শহর ছিল হয়তো। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হওয়া সাইটগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখব আমি।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রোফেসর কেইন বলে উঠলেন, "ওহ! বিশ্বাসই হচ্ছে না যে পাঁচ ঘণ্টা ধরে এসব করছি আমরা। আমাকে অফিসে যেতে হবে কিছু জিনিস আনতে আর তারপর বাসায় গিয়ে সাইটগুলো দেখে ঠিক করতে হবে যে কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আজ যেখানে শেষ করেছি, আগামীকাল সেখান থেকেই শুরু করতে পারব না আমরা?"

"অবশ্যই।" উত্তর দিল রেমি। "আমি দুপুরের দিকে চলে আসব। আগামীকাল সকালেই সেমিনারে সব ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আমার।"

"দেখা হবে তাহলে তখন", বিদায় জানাল স্যাম। রেমি, স্যাম, সুলতান দরজা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে প্রফেসরকে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখল।
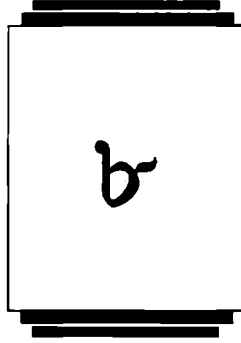
লা জোল্লা

পরের দিন সকাল দশটা। এক তলাতে একসাথে বসে আছে স্যাম আর রেমি। কম্পিউটারে টেপাটেপি করে জেনে নিতে চাইছে মায়ান সভ্যতার বিভিন্ন দিক। পড়ে দেখা একটা জিনিস ভাবতে গিয়ে পর্দা ছেড়ে রেমির দিকে তাকাল স্যাম। পান্না সবুজ লিলেন আর সিল্কের ড্রেস পরে আছে রেমি। একে একে চোখ চলে গেল রেমির চোখ, চুল আর পায়ে চামড়ার মানোলো ব্লাহনিক, স্যান্ডেল জোড়ার ওপর। তার পায়ের কাছে শুয়ে আছে সুলতান, দেখাচ্ছে বেশ তৃপ্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই নিচু স্বরে গর্জন করে উঠল বড়সড় কুকুরটা, উঠে দাঁড়িয়ে, ঘরের মাঝে দিয়ে হেঁটে বড় জোড়া সদর দরজার কাছে গিয়ে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। রেমি উঠে দাঁড়িয়ে সুলতানের পিছু নিল। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে।

"স্যাম", ডেকে উঠল রেমি, "অতিথি এসেছে আমাদের কাছে।" "ওহ্?" জিজ্ঞেস করল স্যাম। "প্রোফেসর ডেভ কেইন কী তাড়াতাড়ি চলে এলো নাকি?"

"কালো লিমোতে চড়ে এসেছে কয়েকজন।" স্যাম উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে যাবে, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল।

দরজার কাছে গেল রেমি। "হ্যালো, কী সাহায্য করতে পারি?"

তিনজন কালো পোশাকের পুরুষ সঙ্গীসহ দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। বেশ আকর্ষণীয় মহিলা, নীল গভীর চোখ আর সোনালি চুল নিখুঁতভাবে পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছে। দামি-নীলরঙা স্যুট পরে আছে আগন্তুক নারী। এক পা

এগিয়ে এসে রেমির সাথে করমর্দন করে বলে উঠল, 'আমি সারাহ্ অ্যালারসবি, মিসেস ফারগো। রেমি, তাই না?" ব্রিটিশ উচ্চারণ শুনে নিঃসন্দেহে বেশ উঁচু শ্রেণির মনে হলো।

"ওয়েল, হ্যাঁ", ইতস্তত করছে রেমি, "কোনো কিছু—?"

সারাহ্ অ্যালারসবি বলে উঠলেন, "প্লিজ, আমাকে সারাহ্ নামে ডাকবেন। আর এই ভদ্রমহোদয়গণ আমার অ্যাটর্নি রোনাল্ড ফিফ্—কার্লোস এসকোবেডো, জেমি সালজার। ভেতরে আসতে পারি আমরা? "পেছনে সরে এলো রেমি আর তার পাশ দিয়ে একে একে ভেতরে ঢোকার সময় করমর্দন করল প্রতিজন অ্যাটর্নির সঙ্গে।

ঠিক ভেতরেই অপেক্ষা করছিল স্যাম। "আর আমি স্যাম ফারগো।" বলে উঠল স্যাম।

"জিজ্ঞেস করতে পারি যে কেন এখানে আসা হয়েছে?"

"চিন্তা করবেন না। আশা করি এরকম অযাচিতভাবে চলে আসাতে কিছু মনে করবেন না আপনি। কিন্তু এটা এতটাই জরুরি যে, এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। আমি গুয়েতেমালা শহরে বাস করি, কিন্তু অন্য আরেকটা প্রয়োজনে গত রাতে লস্ অ্যাঞ্জেলেসে এসেই খবরটা পেয়েছি আর ততক্ষণে ফোন করার জন্য বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল—বিজনেস আওয়ার শেষ হয়ে গেছে।"

"আমরা বিজনেসে নেই আপাতত।" উত্তর দিল স্যাম। "কতটা ভাগ্যবান আপনারা। আমি একজন শখের প্রত্নতাত্ত্বিক আর সংগ্রাহক। বিশেষ করে মধ্য আমেরিকার ওপর। কিন্তু তারপরও দায়িত্বের পাহাড় চেপে বসেছে আমার ওপর।"

"কোন খবরটা শুনতে পেয়েছেন আপনি?" জানতে চাইল রেমি।

"মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরি তাকানাতে আপনারা যা খুঁজে পেয়েছেন, কোপানের একটা মূল্যবান জারসহ..." খানিক বিরতি দিল সারাহ্। "আর একটা মায়ান পঙ্ক্তি।"

"মজা তো।" বলে উঠল স্যাম, চাইল নিজের বিস্মিত ভাব গোপন করতে। 'কোথায় শুনেছেন, এটা আপনি?"

মোলায়েমভাবে হাসল সারাহ্। "আমার কনফিডেনশিয়াল সোর্স সম্পর্কে সবাইকে বলে বেড়ালে সেগুলো তো আর তেমন থাকবে না। আমাকে ঘৃণাও করবে তারা।"

"আর তাদের সোর্সও তাদের ঘৃণা করবে।" বলে উঠল স্যাম। "এভাবেই চলতে থাকবে।" উত্তর দিল সারাহ্। "পুরো ইকোসিস্টেমটা এভাবেই নিরাপদে রাখতে হয় আমাদের।"

রেমি বুঝতে পারল যে অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত ধীরে ধীরে তেতো হয়ে যাচ্ছে আর এই নারীর গলার স্বর, গন্ধ অথবা উপস্থিতি কিছু একটা বিরক্ত করছে সুলতানকে। কুকুরটার মাথায় চাপড় দিয়ে শান্ত করতে চাইল রেমি আর সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "প্লিজ, ভেতরে এসে বসুন।"

রেমিকে অনুসরণ করে এক তলায় বড়সড় খোলা সিটিং এরিয়ায় আসতে আসতে ঘড়ির দিকে তাকাল সারাহ্। জানালার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের দৃশ্য দেখা যায় এমন এক অংশে বিশাল কফি টেবিলের চারপাশে রাখা চামড়ার কাউচের কাছে অতিথিদের নিয়ে গেল স্যাম।

"ড্রিংক?"

"আমার মনে হয় সকলের জন্য চা হলেই ভালো হয়।" উত্তর দিল সারাহ্। তিনজন ল'ইয়ারকে তেমন একটা আগ্রহী মনে হলো না। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল যে নিজের যা সঠিক বলে মনে হয় তাই অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত সে। স্যাম বুঝতে পারল যে মহিলা রেমিকে রুম থেকে বের করে দিয়ে ব্যবসায়িক কথা বলতে চায়।

এক মিনিটের জন্য বাইরে গেল রেমি। ফিরে এসে জানাল, "প্রস্তুত হয়ে গেছে সেলমা। ভেতরে নিয়ে আসবে।" সুলতানও এলো তার পিছু পিছু। বসতেই সুলতানও তার পায়ের কাছে স্ফিংস-এর মতো ভঙ্গি করে বসে রইল, মাথা উঁচু হয়ে আছে, কানগুলো খাড়া আর পলক পড়ছে না কালো-হলুদ চোখ জোড়াতে। রেমি এটা দেখে গলার কাছে আদর করে দিল। কিন্তু যেভাবেই ছিল সেভাবেই রইল সুলতান, যেকোনো মুহূর্তে উঠে কাজ করতে প্রস্তুত। স্যামের চোখের দিকে তাকাল রেমি।

হালকাভাবে মাথা নাড়ল স্যাম। সে আর রেমি দুজনই জানে যে অতিথিদের পাহারা দিচ্ছে সুলতান।

"ও সুলতান। দয়া করে এমন কিছু করবেন না যাতে ও আপনাদের ওপর বিরক্ত হয়। এমনিতে বেশ বাধ্য সুলতান।" বিরতি দিল স্যাম। "আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি মিস অ্যালারসবি?"

"আমি এসেছি, কারণ আশা করছি যে আগ্নেয়গিরিতে যা পেয়েছেন তা আমাকে দেখতে দিতে আপত্তি করবেন না আপনারা।" হাসল সারাহ্। "আমি পঙ্‌ক্তির কথাই বলছি।"

"আমরা তো কোনো পঙ্‌ক্তির কথা বলিনি।" বলে উঠল রেমি।

নিজের এক অ্যাটর্নির দিকে তাকাল সারাহ্। স্যাম আর রেমি দুজনই টের পেল এমন এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া, যা বেশিরভাগ লোক কল্পনা করতেই বিস্মিত হবে। "আমি খোলাসাভাবেই বলতে চাই।" বলে উঠল সারাহ্।

"অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে আপনাদের কাছে কী আছে। কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটা সত্যিকারের হাতে আঁকা এবং লেখা পঙ্‌ক্তি।" আবারো হেসে রেমির দিকে তাকাল সারাহ্।

তাকিয়ে রইল রেমি, কিছু বলল না। একই কাজ করল সুলতান।

বলে চলল সারাহ্। "আপনারা যখন বাসায় বসে আছেন ড. কেইন দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদদের কাছে ফোন করেছেন—ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ, জীববিজ্ঞানী। যা দেখিয়েছেন তাদের জানিয়েছেন। আরো জানিয়েছেন বাকি অংশে কী থাকতে পারে তা নিয়ে তার ধারণা। তিনি এতটাই বিশ্বাসযোগ্য যে, জাল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা সত্যিকারের পঞ্চম পঙ্‌ক্তি।"

রেমি জিজ্ঞেস করে উঠল। "কেন এ লোকগুলো ড. কেইন-এর সাথে তাদের আলোচনা আপনাকে জানিয়েছে?"

"আমার কোনো সন্দেহ নেই যে একমাত্র আমাকেই জানানো হয়েছে। আমি অন্যদের চেয়ে শুধু একটু আগে থাকি, এই যা।" বলে উঠল সারাহ্।

"আমি আর আমার পরিবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ বড় অঙ্কের গ্রান্ট আর ডোনেশন দিয়ে থাকি। কখনো কখনো এটাও জানিয়েছি যে, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আমি আগ্রহী, যদি তারা কখনো সেগুলো খুঁজে পায়। আর অবশ্যই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, যেই পাক না কেন, সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় আর জাদুঘরেই থাকবে। তাই কারো কারো কাছে এটা সত্যিই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।"

"ড. কেইন কী জানেন যে তার আলোচনা আপনার সাথে সহভাগিতা করেছেন তার সহকর্মীরা?" জানতে চাইল রেমি।

হেসে ফেলল সারাহ্। "এটা তো আমার জানা নেই। আমার ধারণা, তার নিশ্চয়ই গবেষণা করার জন্য নিজস্ব কিছু সূত্র আছে আর সেইটুকু জানান, যতটুকু তিনি জানতে চান।" বিদ্রূপের মতো শোনাল তার হাসি। নীল চোখ জোড়া শীতল হয়ে গেল রেমির সাথে কথা বলার সময়।

স্যাম বুঝতে পারছে যে মিস অ্যালারসবির ধারণা ছিল যে সে এসে নিজের সৌন্দর্য দিয়ে বিমোহিত করে দেবে তাকে আর ইঁদুরের মতো কোথাও গিয়ে লুকাবে তার স্ত্রী। আর তাই কক্ষের মাঝে দ্বিতীয় সুন্দরী নারীর উপস্থিতি আর দুজন প্রশ্নকারীর সামনে সহজ হতে পারছে না। আর তাই নিজের ইগোকে খানিক বাঁচানোর জন্য সারাহ্ বলে উঠল, "আমি নিজেকে বাহবা দিতে চাইছি না যে নন-অ্যাকাডেমিক হিসেবে একমাত্র আমিই জানি এ সত্য। আর তাই সাথে সাথেই এসেছি। আর এ কারণে বহু পথ পাড়ি দিয়েছি। এটাও কী সন্তুষ্টিজনক কারণ নয়? আর কিছুই তো গোপন নেই। আমি এমন একজন,

যে কিনা সত্যিই এই দুর্লভ সম্পদকে সংরক্ষণ করতে চাই। এ কাজে মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থও ব্যয় করেছি।"

স্যাম তাকাল রেমির দিকে। হালকাভাবে মাথা নাড়ল সে। "ঠিক আছে।" উত্তর দিল স্যাম।

"কিন্তু এ কাজে বেশ সাবধান হতে হবে। শুধু প্রথম পৃষ্ঠাটাই খোলা হয়েছে। দুটোকে একসাথে জড়িয়ে ফেলার ঝুঁকি আর ক্ষতি করা ছাড়া অন্যগুলোও হয়তো খোলা যাবে না। তাই কয়েকটা পৃষ্ঠাই দেখা যাবে শুধু।"

"ঠিক আছে।" জানাল সারাহ্। "কোথায় এটি?" এতটা নগ্ন আগ্রহ নিয়ে বিশাল কক্ষটাতে চোখ বোলাল সারাহ্ যে, অস্বস্তিতে পড়ে গেল স্যাম।

"পাত্র আর পঙ্ক্তিটা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত একটি কক্ষে রাখা হয়েছে।" বলে উঠল রেমি। "এটার ঠিক নিচেই।" সে আর সুলতান মিলে দরজার কাছে গেল। এরপর খুলে বলে উঠল, "আমার ভয় হচ্ছে যে একবারে হয়তো মাত্র দুজনের জায়গাই হবে। তাই পালা করে যেতে হবে।"

সারাহ্, অ্যালারসবি তড়িঘড়ি বলে উঠল, "চিন্তা করবেন না। তারা এই কারণে এখানে আসেনি। এটা দেখার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই।" ভেতরে পা রাখল সারাহ্, পেছনে গেল স্যাম। রেমি প্রবেশ করতেই দরজা আটকে দিল। গ্লাভস পরে নিয়ে কেবিনেটের কাছে গিয়ে পাত্রটা নিয়ে এলো।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিস অ্যালারসবির। "অবিশ্বাস্য। এটা তো কোপানের ক্ল্যাসিক স্টাইল।" একটা পুরস্কার পাবার সাথে সাথেই আরেকটার জন্য বায়না ধরা বখে যাওয়া বাচ্চাদের মতো কাচের দরজার পেছনে তাকের দিকে তাকাল সারাহ্। "আর পঙ্ক্তি?"

একে অন্যের দিকে তাকাল স্যাম আর রেমি, দুজনেরই দৃষ্টিতে একই প্রশ্ন : এই কাজ করার সত্যিই কী দরকার আছে? কেবিনেটের সারির কাছে গিয়ে একটি তালা খুলে পঙ্ক্তি নামিয়ে আনল স্যাম। টেবিলের কাছে নিয়ে গেল। সাথে সাথে সারাহ্ অ্যালারসবির এমনভাবে সেদিকে ঘুরে গেল যেন চুম্বকের টানে আকর্ষিত হলো। স্যাম নিচে নামিয়ে রাখতেই কাছে ঝুঁকে পড়ল সারাহ্— খুব কাছে।

"প্লিজ সাবধান, স্পর্শ করবেন না।" বলে উঠল রেমি। তাকে আগ্রাহ্য করেই সারাহ্ বলে উঠল, "খুলুন।"

এক মুহূর্ত সময় নিয়ে কব্জি পর্যন্ত গ্লাভস টেনে নিল স্যাম।

"খুলুন এটাকে।" আবারো বলে উঠল সারাহ্।

মোতাগুয়া উপত্যকার পান্না খনির পৃষ্ঠাটা খুলে ফেলল স্যাম।

"কী এটা?" জিজ্ঞেস করে উঠল সারাহ্। "পান্না?"

"আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত যে জঙ্গলের শহর থেকে মোতাগুয়া উপত্যকাতে এক দল যাচ্ছে এটি নিয়ে ব্যবসা করার জন্য।"

পরের পৃষ্ঠা মেলে ধরতেই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল সারাহ্। "আমার মনে হয় এটি পোপল ভাহ্-এর অংশ। পৌরাণিক কাহিনি তৈরি আর এ জাতীয় সবকিছু। এখানে পালকঅলা তিনটা সাপ। এখানে আকাশের তিনজন দেবতা।"

এই অংশের শেষে এসে থেমে গেল স্যাম, বই বন্ধ করে গ্লাস কেবিনেটে জায়গামতো তুলে রেখে আটকে দিল কেবিনেট। খানিক সময় নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করল সারাহ্ অ্যালারসবি। পঙ্‌ক্তির দুনিয়া থেকে বের হয়ে আসতে কষ্ট হলো যেন।

সবাই মিলে ফিরে এলো সিটিং রুমের কাউচে। সেলমা ল'ইয়ারদের চা আর ছোট্ট পেস্ট্রি দিল। বাকিরা এসে পড়ার পরে তাদের খাবার দিল। রেমিকে অনুসরণ করে কাউচের কাছে গিয়ে বসল সুলতান, নজর রাখল চার অতিথির ওপর।

"তো, উত্তেজনাকর ছিল ব্যাপারটা।" বলে উঠল সারাহ্, "এসব কিছু সম্পর্কে আমি অনেক শুনেছি। যদি এর বাকি অংশটুকু শূন্যও হয় তারপরও এটা বিস্ময়কর।" চায়ে চুমুক দিল সারাহ্। "আর বেশি এগোনোর পূর্বে প্রাথমিকভাবে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই। পাঁচ মিলিয়ন ডলার কী ঠিক হবে?"

'আমরা তো কিছু বিক্রি করছি না।' উত্তর দিল রেমি।

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সারাহ্ অ্যালারসবি। স্যাম বেশ বুঝতে পারল যে এই নারী তার দ্বিতীয় সেরা অস্ত্রটিও ব্যবহার করে ফল লাভে ব্যর্থ হলো। তার কমনীয় মুখশ্রী কাউকেই প্রভাবিত করতে পারেনি। একেবারে দুষ্প্রাপ্য সব মুহূর্তে যখন এটি কাজ করে না, পারিবারিক অর্থ সবসময় সমীহ আদায় করে নেয় নিশ্চয়ই। অথচ কোনো মন্তব্য ছাড়াই অর্থের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল রেমি।

"কেন নয়?"

"প্রথমেই বলব এটা আমাদের নয়। মেক্সিকোর।"

"আপনি নিশ্চয়ই সিরিয়াস নন, তাই না? ইতোমধ্যে পুরো পথ পাড়ি দিয়ে এখানে স্মাগল করে নিয়ে এসেছেন। এখন আপনার বাসায়। আপনার অধিকারে। যদি না-ই চান, তাহলে সমস্যা, বন্দি হবার আর কারাগারে যাওয়ার ঝুঁকি কেন নিয়েছেন?"

এবারে স্যাম জানাল, "ইমার্জেন্সির কারণে। যা খুঁজে পেয়েছি তা সংরক্ষণের জন্যই এমনটা করেছি আমরা। আমরা যা করেছি তা হলো চোর এসে নিয়ে

যাওয়া বা ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরি ধ্বংস করে ফেলার আগেই সাইট থেকে সরে যেতে পারে এমন জিনিস নিয়ে এসেছি। এছাড়া স্থানীয় লোকদেরও যুক্ত করেছি মন্দিরের নিরাপত্তার কাজে। বিশেষজ্ঞদের এটি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ দেয়ার পরে সংরক্ষণের জন্য পুনরায় মেক্সিকোর কাছে দিয়ে দেয়া হবে।"

এমনভাবে স্যামের দিকে ঝুঁকে এলো সারাহ্, যেন থুথু ফেলবে। "সাত মিলিয়ন?"

"আমি কী কথা বলতে পারি?" কথা বলে উঠল ফিফ। ব্রিটিশ অ্যাটর্নি। "মূলত কেউ জানে না যে আপনাদের কাছে হাতে লেখা পঙ্ক্তি আছে। তাই যা করতে হবে তা হলো, একটি বিক্রির চুক্তিপত্র, গোপন রাখার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা। এরপর পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় আপনাদের পছন্দমতো ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে পৌঁছে যাবে অর্থ।"

"আমরা কিছু বিক্রি করছি না।" জানাল রেমি।

"সাবধান।" বলে উঠল সারাহ্। "যখন আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব, তার মানে হবে আমরা একমত হইনি। যেমনটা বলতে চাইছেন যে মেক্সিকো থেকে চোরাকারবারি করার মতো করে নিয়ে আসেননি, তার মানে ধরে নেব যে সত্যিকারের বাধা হলো আরো বেশি মূল্য।"

মেক্সিকান ল'ইয়ার এসকোবডা বলে উঠল, "আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, এগোনোর জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেক্সিকান সরকার ভালোই আগ্রহ দেখাবে। আপনারা যতটুকু পারবেন তার চেয়ে ভালোভাবে এর মোকাবিলা করতে পারব আমরা। মেক্সিকান সংবাদপত্রে আপনাদের কথা প্রকাশিত হয়েছে। আর যদি পঙ্ক্তি থেকে থাকে আপনাদের কাছে তার মানে মন্দির থেকে চুরি করেছেন এটি। যদি মিস অ্যালারসবি এটা পেয়ে যান, এটার উৎস হিসেবে যেকোনো স্থানের নাম বলতে পারবেন তিনি—সম্ভবত গুয়েতেমালাতে তার প্লান্ট থেকে। আর গুয়েতেমালার সীমান্তেই তো তাকানার অবস্থান। কয়েক গজ এদিক-ওদিক হলেও পঙ্ক্তির স্থান বদল আইনত থাকবেই।"

এবার পালা সালাজারের। "যদি আপনারা ভয় পেয়ে থাকেন যে হাতের লেখা পঙ্ক্তি এমন এক জায়গায় তালাবন্ধ করে রাখা হবে যেখানে বিজ্ঞানীরা এটি পড়ার সুযোগ পাবেন না, তাহলে ভুল করছেন। পঙ্ক্তি জাদুঘরে রাখা হবে আর সারা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতো করেই তারা এটি পড়ারও সুযোগ পাবেন। মিস অ্যালারসবি শুধু আইনগতভাবে এর মালিক হবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, একই সাথে সরকারি জিজ্ঞাসাবাদ থেকেও বেঁচে যাবেন আপনারা।"

"আমি সত্যিই দুঃখিত", বলে উঠল স্যাম। "কিন্তু যেটি আমাদের নয়। সেটি তো আমরা বিক্রি করতে পারি না। পঙ্ক্তি মেক্সিকান সরকারকে দিয়ে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস, এখানে এমন সব তথ্য আছে, যা চোরাকারবারি, মৃৎশিল্প শিকারিদের হাতে পড়লে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস হয়ে যাবে গুরুত্বপূর্ণ সাইটগুলো। আমরা শুধু আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছি না। সব ধরনের প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করব।"

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সারাহ্ বলে উঠল, "আমাদের তাহলে উঠতে হবে।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে উঠল, "আমি আপনাদের এত বিশাল অঙ্কের একটা প্রস্তাব দিয়েছি যেন নিলামে কোনো মেক্সিকান প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে নেয়ার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে না হয়। কিন্তু যদি অপেক্ষা করাটা প্রয়োজন হয়, আমি তাই করব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্তি কাজ করে আর আমলারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে যে, পুরনো একটা বইয়ের চেয়ে গোটা নতুন একটা লাইব্রেরিই বেশি ভালো। চায়ের জন্য ধন্যবাদ।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে মুহূর্তখানেকের মাঝে দরজার বাইরে চলে গেল সারাহ্। অ্যাটর্নিদেরই বরং তাড়াহুড়া করে বের হয়ে সাইড ওয়াক ধরে যেতে হলো গাড়ির দরজা খুলে ধরার জন্য।

রেমি জানাল, "আমার কেমন যেন মনে হয়েছে এই মহিলাকে।"

"আমারও।" উত্তর দিল স্যাম।

জানালা দিয়ে লিমোজিনের দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠল সুলতান।

হেঁটে আবার আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রিত রুমে ফিরে এলো স্যাম আর রেমি। সার্জিক্যাল গ্লাভস পরে নিয়ে পাত্র আর পঙ্ক্তি নিয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। বুককেসের মাঝ দিয়ে গোপন দরজা ধরে ঢুকে গেল। এরপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নতুন ফায়ারিং রেঞ্জে। বন্দুকের কেবিনেট খুলে পাত্রসহ পঙ্ক্তিটাকে একটা তাকে রেখে, তালা আটকে দিল স্যাম। লকের ডায়াল ঘুরিয়ে কাজ শেষ করল।

আবারো ওপরতলায় উঠে এসে সেলমার কাছে রেমি জানতে চাইল, "নতুন সিকিউরিটি সিস্টেম ঠিকভাবে কাজ করছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"গুড। কিন্তু আজ রাতে এখানে ঘুমাতে হবে না। সব সিস্টেম চালু করে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে যেও। আজ রাতে হয়তো নরক ভেঙে পড়বে।"

এগারোটা বাজার পনেরো মিনিট বাকি থাকতে গাড়ি চালিয়ে সান ডিয়েগোতে ইউনিভার্সিটি আর ক্যালিফোর্নিয়াতে এলো স্যাম আর রেমি। নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে কাছেই পার্কিং লটে গাড়ি রেখে হেঁটে চলে গেল বিভাগে।

ডেভিড কেইনের অফিসের কাছাকাছি যেতেই দেখা গেল দরজা খোলা আরেকজন ছাত্র বের হয়ে যাচ্ছে, চোখ পেপারের দিকে আর বেশ বিমর্ষ ভাব। ছাত্রটাকে ড. কেইন বলে উঠলেন, "গ্রন্থপঞ্জি আর নোটসগুলো ঠিকঠাক করে দিও জমা দেয়ার সময়ে।" এরপর ফারগো দম্পতিকে দেখে প্রফেসর চিৎকার করে উঠলেন, "স্যাম! রেমি! কী অবস্থা?" তাদের নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দিলেন। এরপর চেয়ারের ওপর থেকে বইয়ের স্তূপ নামিয়ে তাদের জন্য খালি করে দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি আরো ভাবছি তোমাদের বাসায় গিয়েই দেখা করে আসব।"

"এক ঘণ্টা আগে সারাহ্, অ্যালারসবি নামক এক নারী এসেছিল আমাদের বাসায়।"

"ওহ্, একদম ঠিক হয়নি ব্যাপারটা।"

"আপনি তাকে চেনেন?" জানতে চাইল রেমি।

"বেশ খ্যাতি শুনেছি।"

স্যাম জানাল, "আপনি কথা বলেছেন এরকম অন্তত একজন সহকর্মী তার কাছে সবকিছু বলে দিয়েছে। পঙক্তির জন্য আমাদের সাত মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবও দিয়েছে। জানে যে কী আছে এতে।"

"ওহ্, না", অস্ফুটে বলে উঠলেন প্রফেসর। "যাদের বিশ্বাস করতে পারি এরকম লোকদের সাথেই শুধু কথা বলেছি আমি। কখনো মাথায় আসেনি যে কেউ এরকম প্রস্তাব দিতে পারে।"

"কী জানেন তার সম্পর্কে?" আবারও জিজ্ঞেস করল রেমি।

"যতটা চাইনি তার চেয়েও বেশি। সে হচ্ছে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার সেসব লোককের একজন যারা তাদের বিশাল বাড়িগুলো গত শত বছর ভরে ফেলেছে চুরি করে আনা শিল্পদ্রব্যে। উনিশ শতকে অনুন্নত দেশগুলো ভ্রমণ করে যা ইচ্ছে তা নিয়ে আসতেই অভ্যস্ত ছিল তারা। বিংশ শতকে এসে গ্যালারিগুলোকে প্রচুর অর্থ দিচ্ছে সমাধি চোরদের নিয়ে আসা দ্রব্যাদির জন্য। কয়েকটা কিনে ফেলে মার্কেট তৈরি করেছে বাকিগুলোর জন্য। অথচ এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা বা আগ্রহই নেই যে জিনিসগুলো সত্যিই কী, কোথা থেকে এসেছে বা কীভাবেই বা এসেছে। আজকের দিন ঘটনা এমন দাঁড়িয়েছে যে, যদি আমি টিকে থাকা সবচেয়ে পবিত্র জিনিসটি খুঁজে পেতে চাই, তাহলে আমাকে গর্তও খুঁড়তে হবে না কিংবা জাদুঘরেও খুঁজতে হবে না। গত একশ বছর বা আরো বেশি সময় ধরে বিত্তবান, ইউরোপ আর আমেরিকার এমন সব বাড়িগুলোতে ঢুঁ মারলেই চলবে।"

"অ্যালারসবিরাও কী তাই?" জানতে চাইল রেমি।

"সবচেয়ে নিকৃষ্টদের একজন।" উত্তরে জানালেন প্রোফেসর কেইন। ব্রিটিশরা ভারতে পা রাখার পর থেকেই তাদের এ অবস্থা। ত্রিশ বছর আগ পর্যন্ত বোঝা যায়নি ব্যাপারটা। এমনকি এখন পর্যন্ত যদি কোনো কিছু এর মাতৃভূমি ছেড়ে আসে ১৯৭০ সালে জাতিসংঘ স্বাক্ষরিত চুক্তির আগে তাহলে এটিকে নিয়ে যা খুশি করতে পারবেন আপনি। রেখে দিন, বেচে ফেলুন, চাই কি বার্ড বাথ হিসেবে বাগানে রেখে দিন। এই শুভংকরের ফাঁকিটা রয়ে গেছে, কারণ অ্যালারসবিদের মতো ধনীরা তাদের সরকারের ওপর প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাতে পারে।"

"সারাহ্ ধরেই নিয়েছিল যে মেক্সিকো থেকে আমরা পঙ্ক্তি নিয়ে এসেছি অর্থের জন্য।" জানাল রেমি।

মাথা নাড়লেন ড. কেইন। "ব্যাপারটা বিব্রতকর। শুনেছি যে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড-গুলো নাকি গ্রিক দ্বীপপুঞ্জ আর ফরাসি রিভিয়েরাতে তার বদ আচরণ নিয়ে বহু কালি খরচ করেছে। কিন্তু গুয়েতেমালাতে যা করেছে তা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম আর সিরিয়াস।"

"কেন?"

"১৯৬০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলেছিল গুয়েতেমালাতে। দুই'শ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এ যুদ্ধে। বহু পুরাতন স্প্যানিশ জমিদার পরিবার বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে ইউরোপে চলে এসেছে। মূলত বিদেশিরাই কিনে নিয়েছে বিশাল সেসব জমি। এদেরই একজন হলো সারাহ্ অ্যালারসবির পিতা। এসতানশিয়া গুয়েররো নামে বিশাল বড় একটা জায়গা কিনে নিয়েছে এর শেষ উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে, যে কিনা এখন প্যারিসে থাকে আর মোনোকোতে জুয়া খেলে। সারাহ্র বয়স একুশ হবার পরে মেয়ের নামে প্রচুর সম্পত্তি লিখে দেয় তার পিতা—বহু ইউরোপীয় রাজধানীতে অট্টালিকা, ব্যবসা আর এসতানশিয়া গুয়েররো।"

"বিত্তবান পরিবারগুলোর জন্য এটা নিয়মিত ব্যাপার।" বলে উঠল রেমি।

"যাই হোক, হঠাৎ করেই ইংল্যান্ডের বিদ্যালয় থেকে বের হওয়া একুশ বছর বয়সি তরুণী হয়ে গেল গুয়েতেমালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণদের একজন। কেউ কেউ ধারণা করেছিল যে, সারাহ্ হয়ে উঠবে প্রগতিশীল শক্তি, যে কিনা গরিব মায়ান, কৃষকদের পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু ঘটল ঠিক তার উল্টো। গুয়েতেমালায় নিজের আবাস দেখতে গিয়ে জায়গাটাকে এতটাই পছন্দ করে ফেলল যে, সেখানেই গেড়ে বসল। মনে হলো যেন গুয়েতেমালা যেমন, তেমনভাবেই এ জায়গাকে পছন্দ করেছে সে। হয়ে উঠল কতিপয় লোক দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রের অংশ, সেসব বিদেশি, যাদের হাতেই আছে প্রায় আশি শতাংশ ভূমি আর

অন্যসব কিছুর ওপর এর চেয়ে বেশি শতাংশ মালিকানা। পুরনো স্প্যানিশ জমিদারদের মতোই আচরণ করতে লাগল কৃষকদের সাথে।"

"এটা তো নৈরাশ্যজনক।"

"সকলের অবস্থা তাই হলো, কেবল কৃষকেরা বাদে, তারা বিস্মিত হলো না মোটেই : নতুন বসকে মেনে নাও—যেমন ছিল পুরনো বস। মায়ান শিল্পদ্রব্যের জন্য এই মহিলার আগ্রাসী টাইপের ক্ষুধা আছে; অথচ তার জমিতে কাজ করা জলজ্যান্ত মায়ান লোকদের জন্য আর তার ব্যবসায়ে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য কার্যত কোনো দয়ামায়া নেই।"

"তো" বলে উঠল স্যাম। "এটা তো নিশ্চিত হয়েই গেল যে তার কাছে কিছু বিক্রি করছি না আমরা। আপনার কী মনে হয়, এখন আমাদের কোথায় যাওয়া উচিত?"

"আমার সহকর্মীদের ব্যাপারেও কিছু করতে হবে। জানতে হবে কে সৎ আর কে নয়। এদের প্রত্যেককে পঙ্‌ক্তির বাকি অংশে কী আছে সেটা নিয়ে মিথ্যা খবর বলব আমি। তারপর দেখা যাবে সে সারাহ্ অ্যালারসবি কোনটার ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া করে।"

"আমার ভয় হচ্ছে, এতকিছু করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে।" বলে উঠল রেমি। আমরা যখন তার সোর্স জানতে চেয়েছিলাম, "উত্তর দেয়নি। নিশ্চিত সে ভাবছে আমরা বের করার চেষ্টা করব।"

"তাহলে আমাদের যা করতে হবে তা হলো, একসাথে দুটো পথে এগোনো।" ঘোষণা করলেন ড. কেইন। "কোন দুটো পথ?" জানতে চাইল স্যাম।

"পঙ্‌ক্তির পরীক্ষা, প্রতিলিপি তৈরি আর অনুবাদ করা। কী লেখা আছে আমাদের জানতে হবে।"

"এতে কোনো দ্বিমত নেই।" বলে উঠল রেমি।

"অনুসন্ধানের অন্য পথটা একটু কৌশলী। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে, পঙ্‌ক্তিটা কী একটা উপন্যাস, নাকি সে সময়কার পৃথিবী যেমন ছিল তার বর্ণনা? এর জন্য একমাত্র যা করার আছে তা হলো মধ্য আমেরিকায় গিয়ে এর সত্যতা আর সুস্পষ্টতা যাচাই করা।"

"আপনি বলতে চাইছেন এখানে লেখা আছে এরকম একটা জায়গা ভ্রমণ করা?" জিজ্ঞেস করে উঠল স্যাম।

"আমি আসলে সেটাই বলতে চাইছি।" উত্তর দিলেন প্রফেসর। "শুধু পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ আছে এরকম একটা জায়গায় বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু স্প্রিং কোয়ার্টারের মাত্র দুই সপ্তাহ হয়েছে। আরও

বাকি আছে নয় সপ্তাহ। এখন ক্লাস ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। আর একসাথে এতবড় অভিযানের আয়োজন করাটাও সময়সাপেক্ষ। আর সারাহ্ অ্যালারসবি এসে জোটাতে সময় আরো কমে গেল। আমরা যত দেরি করব সে তত জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। তার ক্ষমতা আছে আমাদের যেকোনো অভিযানের পেছনে লোক লাগিয়ে দেয়ার। এরপর বন্দি করে বাধ্য করবে পঙ্ক্তি বিক্রি করতে নয়তো এমন ব্যবস্থা করবে যে, আর এটাকে নিয়ে কাজ করতে পারব না।”

“আমরাই যাব অভিযানে।” বলে উঠল রেমি। “আমি আর স্যাম।”

“কী?” চমকে গেল স্যাম। “আমি ভেবেছিলাম যে কয়েকদিনের জন্য তুমি হয়তো কোথাও যেতে চাইবে না আর।”

“ওনার কথা শুনলে তো, স্যাম। মাত্রই—দুটো কাজ আছে করার মতো। আমরা কেউই জানি না কীভাবে মায়ান লেখার আটশ একষট্টি চিহ্ন/অংশ পড়তে হয়। আর ভাষাটাও জানি না। কী নাম যেন?”

“চোলান।” উত্তর দিলেন ড. কেইন।

“ঠিক তাই। চোলান। চোলান হলে কেমন হয়?” বলে উঠল রেমি।

“আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথা।” এবারে বলে উঠল স্যাম। “ডেভ, যদি এমন কোনো জায়গা খুঁজে পান, যা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে—পঙ্ক্তিতেই একমাত্র এর উল্লেখ আছে, কখনো কেউ আগে আবিষ্কার করেনি আর ছোট যে বড় কোনো দল দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে না, আমি সেখানে যাব, চট করে দেখেই আবার ফিরে আসব।”
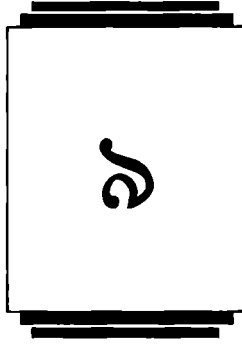
লা জোল্লা

পরের দিন সকাল বেলা, তাড়াতাড়ি গোল্ডফিশ পয়েন্টে নিজেদের বাসায় চলে এলো স্যাম, রেমি আর সুলতান। চারতলায় কাজ করার জন্য ইলেকট্রিশিয়ান আর কাঠমিস্ত্রিরাও তখনো এসে পৌঁছায়নি। সদর দরজা খুলে সেলমা এগিয়ে এলো। কোমরে হাত রেখে জানাল। "পুলিশ এই মাত্র গেছে।"

রেমি জানতে চাইল, "তার মানে অতিথি এসেছিল গত রাতে?"

"হ্যাঁ। চোরের দল সদর দরজা খোলার বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এক চুলও নড়াতে পারেনি, হ্যাচ ঘোরানের চেষ্টা আর ধাক্কা দেয়ার ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেমে এসেছে একতলা আর দোতলার স্টিলের সাটার। এরই মাঝে পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছে বাইরের সার্ভিলেন্স ক্যামেরা আর মোশন সেন্সর। স্কি মাস্ক আর কালো পোশাক পরিহিত দুজনের ইমেজ কেবল ধরা পড়েছে ক্যামেরাতে।" জানাল সেলমা।

"তুমি তাদের শ্রেষ্ঠ কাজ দেখবে বলে আশা করেছিলে?" জানতে চাইল রেমি।

"না।" উত্তর দিল স্যাম। "কিন্তু আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে, তারা আগেই কেন ভাবেনি সহজ হবে না এই জায়গা।"

"ওহ?" অবাক হলো সেলমাও, "তার মানে তারা এখানে আগেও এসেছিল।"

কাঁধ ঝাঁকালো স্যাম। "আমাকে যদি অনুমান করতে বলো, আমার ধারণা গতকাল তাদেরই চা খাইয়েছিলে তুমি। তার মানে এই না যে সারাহ্

অ্যালারসবিই ফিরে এসেছিল শাবল নিয়ে। বলতে চাইছি যে, সে হয়তো আমাদের ভুল বুঝেছেভেবেছে, যদি কেউ এইভাবে ভয় দেখায় তাহলে মূল্যবান শিল্পদ্রব্যের চারপাশে থাকা বিপজ্জনক ভেবে আমরা হয়তো তার প্রস্তাব লুফে নেব।"

"আরেকটা জিনিস।" তড়িঘড়ি করে বলে উঠল সেলমা। "বাসার ফোনে রাতে মেসেজ রেখেছেন প্রোফেসর ডেভ কেইন। আজ সকালে দেখা করতে চান তোমাদের ছোট্ট ট্রিপ নিয়ে কথা বলার জন্য।"

দুই ঘণ্টা পরে, প্রোফেসর ডেভিড কেইনকে সাথে নিয়ে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত রুমটাতে এলো সকলে। টেবিলের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে সকলে, পঙ্‌ক্তিতে থাকা একটা মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে দেখছে কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে ওঠা ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের সাথে। জঙ্গলের মাঝে একটা স্থানে ছোট তীর দিয়ে সংকেত রেখেছেন ড. কেইন। "এই সাইটটা আমাদের প্রয়োজনের সাথে হুবহু মিলে গেছে। এ পর্যন্ত জানা কোনো মায়ান সাইটের মাঝে এটা নিয়ে কিছু করা হয়নি। আবার দেখে বড় কোনো শহরও মনে হচ্ছে না। গুয়েতেমালার উচ্চভূমিতে হওয়ার দরুন লোকবসতি কম আর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাও রয়েছে।"

"আপনার কী মনে হয়, এটা কী?" জানতে চাইল রেমি।

"পঙ্‌ক্তির লেখা অনুযায়ী এটা পবিত্র একটা পুল। আমার বিশ্বাস, পানির কারণে নিচের চুনাপাথরের ভূমিতে তৈরি হওয়া গর্ত।"

"কোনো সিঙ্কহোলের মতো?"

"ঠিক তাই। মায়ানদের কাছে পানি খুব মূল্যবান পণ্য ছিল, আর ক্ল্যাসিক পিরিয়ডের শেষ দিকে তা আরো বেড়ে যায়। আপনারা হয়তো ভাবছেন, জঙ্গলে পানি প্রচুর ছিল। কিন্তু তা নয়। আর মাইলের পর মাইল গাছ যখন কৃষিকাজের জন্য মায়ানরা কেটে ফেলল, তখন আবহাওয়া আরো গরম হয়ে উত্তপ্ত আর শুষ্ক হয়ে উঠল। শেষের দিকে, অনেক শহরই এ ধরনের বেসিনের ওপর নির্ভর করত পানির জন্য। মানুষের তৈরি গুহার পৃষ্ঠদেশে জল রাখার চৌবাচ্চা খনন আর প্লাস্টার করার প্রমাণ পেয়েছি আমরা এল মিরাডোরে। যেটা কুয়োরই অনুকরণ, এতে আবার কৃত্রিম ঝরনার মতো বানিয়ে পানি ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"

স্যাম জানতে চাইল, "আপনি কী চান আমরা একটা পানির পুল খুঁজে বের করি?"

"কুয়োগুলো এর চেয়েও বেশি কিছু। এর মাধ্যমে নিচের পৃথিবীতেও যাওয়া যায়। অন্যান্য জায়গার মাঝে এগুলোর নিচেই বাস করত চাক। বৃষ্টি

আর আবহাওয়ার দেবতা। আপনাকে বুঝতে হবে, এই লোকগুলো বিশ্বাস করত যে, তারা যা করছে এর মাধ্যমেই সঠিকভাবে কাজ করছে বিশ্ব। যদি আপনি বৃষ্টি চান তাহলে উৎসর্গের জিনিস ছুড়ে মারবেন এসব কুয়োতে, তাহলেই—সন্তুষ্ট হবেন দেবতা।"

"আর এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা?"

"এই মানচিত্রে নতুন কিছু শহরও আছে। হয় তারা কল্পনাপ্রসূত অথবা হারিয়ে গেছে। আমরা জানি না কী ঘটেছে। কিন্তু মাসখানেকের প্রস্তুতি ছাড়া কোনো খননকাজে যাওয়া অথবা কোনো শহরের মানচিত্র তৈরি সম্ভব নয়। আর যদি তা করেনও তাহলে সমঝোতা করতে হবে স্থানটার সাথে, একই সাথে লুটপাটকারীদের জন্যও মেলে ধরা হবে। একটা কুয়ো হয়তো লুকিয়ে রাখা যাবে বা এর ওপরে অন্য কিছু তৈরি করা যাবে; কিন্তু বেশি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ ব্যতীত কাজ করার জন্য এর চেয়ে আদর্শ আর কিছু নেই। তো এই হলো এটিকে পছন্দ করার পেছনের কারণসমূহ।"

রেমি বলে উঠল, "আমার মনে হচ্ছে কেনই বা হবে না, তার পেছনেও কারণ আছে।"

"ঠিক তাই।" উত্তর দিলেন প্রফেসর কেইন।

"বিদেশি এক জমিদারের বিশাল জমি আছে এর পাশেই। নাম এসতানশিয়া গুয়েররো।"

"সারাহ্ অ্যালারসবি?" অবাক হয়ে জানতে চাইল রেমি।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিলেন ড. কেইন। "দুর্ভাগ্যক্রমে কাকতালীয় হয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিন্তু গুয়েতেমালার যেখানেই যান না কেন এরকম কোনো না কোনো বড় এস্টেটেই পড়বে সেটা। শত শত বর্গ কি.মি. অধিকার করে রেখেছে তারা। তবে বেশিরভাগই খালি।"

"হয়তো ততটা খারাপও হয়নি ব্যাপারটা।" বলে উঠল স্যাম। "পঙ্‌ক্তি হাতানোর চিন্তায় অধীর হয়ে আছে এই নারী। তাই হয়তো আমাদের সাথে ঝামেলা করার জন্য নিজ ভূমিতে নাও থাকতে পারে।"

"আমার মনে হয় না সে তত বেশি সেদিকে যায়। কেননা গুয়েতেমালা শহরে ব্যবসা, সামাজিক আর রাজনৈতিক কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়।"

"শুনে তো ভালোই লাগছে।" জানাল স্যাম। "আমরা চলে গেলেও আপনি পঙ্‌ক্তি নিয়ে কাজ করতে থাকবেন, নিয়মিত যোগাযোগও করব। সেলমা আর তার সহকারীদ্বয় পিট আর ওয়েন্ডিকে যখনই কোনো সাহায্যের জন্য ডাকবেন, পেয়ে যাবেন। সেলমাকে তো আপনি এরই মাঝে দেখেছেন।

পিট আর ওয়েন্ডি বয়সে তরুণ হলেও ইতিহাস আর প্রত্নতাত্ত্বিকে ভালো অভিজ্ঞতা আছে।"

টেবিলের ওপর রাখা পঙ্‌ক্তির দিকে তাকালেন ড. ডেভিড কেইন। "চোরের ব্যাপারে আমাকে বলেছে সেলমা।"

"যদিও এ নামটা এর সাথে ঠিক যায় না।"

"আমি ভাবছিলাম আপনারা দেশে না থাকলে এটা এখানে রাখাটা নিরাপদ হবে কিনা।"

"আর ভালো কোনো পরিকল্পনা আছে আপনার কাছে?" জানতে চাইল রেমি।

"যদি আপনারা আমাকে অনুমতি দেন তাহলে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাখার সম্ভাবনা বিচার করে দেখা যায়।" "সাধারণভাবে বলতে গেলে আমাদের বাসায় রাখলেও তেমন কোনো ক্ষতি হবে না।" উত্তর দিল রেমি। "কিন্তু ওপরের তলায় এখনো কাজ চলছে। সারা দিন কাজের লোকেরা যাওয়া-আসা করছে। আর এখন তো সারাহ্ অ্যালারসবি আর তার সিঁধেল চোরেরাও জানে যে পঙ্‌ক্তি কোথায় আছে..." থেমে গেল রেমি। "বিশ্ববিদ্যালয় কী এর চেয়ে নিরাপদ হবে?"

"পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে আছে মূল্যবান সব জিনিস—সুপার কম্পিউটার, বিখ্যাত চিত্রকলা, সব ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।" উত্তরে জানালেন ড. কেইন। "এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো কিছু জিনিস আছে, যেটা আপনাদের নেই—পুলিশ বাহিনী।"

"মনে হচ্ছে এটাই ভালো হবে।" বলে উঠল স্যাম। "ক্যাম্পাসে রাখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক ভেবে দেখুন। যদি এটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে হয়, আমরা তাই করব। নচেত কোনো ব্যাংকে একটা জয়েন্ট সেইফ ডিপোজিট বক্সও ভাড়া নেয়া যায়। আপনি সেখানে কাজও করতে পারবেন।"

'গুড।' জানালেন ড. কেইন। 'আমি আমার ডিনের সাথে কথা বলে আপনাদের জানাব। গুয়েতেমালার জন্য কখন রওনা হতে পারবেন?'

"আগামীকাল।" উত্তর দিল স্যাম। "আমরা সেখানে যাব, জায়গা শনাক্ত করে চলে আসব।"

"তাই যদি করতে পারেন তাহলে এই গ্রীষ্মেই মানচিত্র অনুযায়ী বড় কোনো শহর খুঁজে বের করার জন্য দল গঠন করতে পারব। এছাড়া কাউকেই পাওয়া যাবে না।"

"এই প্রাথমিক মিশন শেষ করে আসি, তারপরেই এটা নিয়ে ভাবব আমরা।" বলে উঠল রেমি।

বাকি দিনটুকু গুয়েতেমালা যাবার প্রস্তুতি নিতেই কাটাল স্যাম আর রেমি। ব্যাগ গোছাল, তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকা যথাযথ স্কুবা গিয়ার আর ওয়েট স্যুট নিল আর পরিকল্পনা তৈরি করল ভ্রমণের প্রতিটি পর্যায়ের। গোছগাছের মাঝ পর্যায়ে এলো সেলমা, "তোমাদের কথামতো লাইসেন্স নিয়ে এসেছি আমি।"

"কোন লাইসেন্স?" জানতে চাইল রেমি।

"লুকিয়ে বারুদ নিয়ে যাওয়া, গুয়েতেমালাতে। এগুলো কপি, আসলগুলো গুয়েতেমালা শহরে তোমাদের হোটেলে অপেক্ষা করছে। যাই হোক, এটা শুধু লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। খোলামেলাভাবে অস্ত্র বহনে এখন অসম্মতি দেয়া হয়। আমার ধারণা, গৃহযুদ্ধের পর থেকেই ব্যাপারটা বন্ধ হয়েছে।"

"ধন্যবাদ সেলমা।" জানাল রেমি।

"এরই মাঝে তোমাদের স্যাটেলাইটফোনে গুয়েতেমালার আলটা ভেরাপেজ প্রদেশের মানচিত্র দিয়ে দিয়েছি। সাইটের কো-অর্ডিনেট তোমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে। কারণ এটা আমি প্রোগ্রাম করতে চাই না। এর মাঝে আরো আছে গুয়েতেমালা শহরে ইউ.এস কনস্যুলেট। আর অ্যাম্বাসির নাম্বার, সাথে লোকাল পুলিশেরও। সাম্প্রতিক সময়ে এই অঞ্চলে অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আর বন্দি করে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য আমেরিকানদের ভালোই মনে করা হচ্ছে।"

"সাবধানে থাকব আমরা।" কথা দিল রেমি।

"প্লিজ, তাই করো। ভুলে যেও না শুনে, কিন্তু তোমাদের দুজনকে দেখে ধনী মনে হয়। দেখে ভালো লাগল যে মেক্সিকো ত্রাণকার্য চালাবার সময়কার পোশাক ব্যাগে ভরে নিয়েছো। নিজেদের যন্ত্রপাতিগুলো ঢেকেঢুকে রেখ।"

"মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।" হাসল স্যাম।

"আরেকটা কথা।" এখনো শেষ করেনি সেলমা। "প্রোফেসর ডেভ কেইন জানিয়েছেন যে, পঙ্ক্তি নিয়ে কাজ করার জন্য তাকে চমৎকার একটা জায়গা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। লাইব্রেরির আর্কাইভাল ডিপার্টমেন্টে সত্যিকারের নিরাপদ তাক আছে আর এর পাশেই খালি রুমও আছে, সেখানে তিনি কাজ করতে পারবেন। প্রতিদিন কাজ শেষ করে সেফের মাঝে তালাবদ্ধ করে রেখে দিতে পারবেন পঙ্ক্তি।"

"খুব ভালো হবে, তাহলে।" জানাল স্যাম।

এবারে রেমি বলে উঠল, "এখন আমাদের পালা। তুমিও সাবধানে থাকবে।"

"ঠিক তাই।" সুর মেলাল স্যাম। "যদি তোমাদের কাউকে অনুসরণ করে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে না, সোজা থানায় চলে যাবে।"

"চিন্তা করো না।" বলে উঠল সেলমা। "ভালোভাবে ঘুরে এসো। সবসময় ফোন করবে আর জলদিই ফিরবে। প্রমিজ করছি, সুলতানের মনে হবে যে সে ছুটি কাটাচ্ছে।"

বারো ঘণ্টার মাঝে গুয়েতেমালা শহরগামী একটা ফ্লাইটে চড়ে বসল স্যাম আর রেমি।
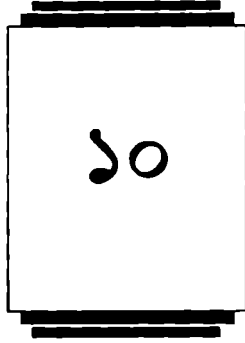
গুয়েতেমালা শহর

শহরে নেমে গুয়েতেমালা বিমানবন্দরের কাস্টমসে প্রবেশ করল স্যাম আর রেমি। এয়ারলাইন টার্মিনাল থেকে বের হতেই বেজে উঠল রেমির স্যাটেলাইট ফোন। কানে দিয়ে বলে উঠল, "হাই, সেলমা, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের প্লেন ট্যাক করছিলে।"

"অবশ্যই। বেশ মজার কিছু জিনিস খুঁজে পেয়েছি। ভাবলাম তোমাদের জানানো প্রয়োজন।"

"কী হয়েছে?"

"মনে হচ্ছে হাতে লেখা পঙ্‌ক্তির মলাটের মাঝে পিণ্ড মতো কিছু একটা আছে?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিল রেমি। "প্রায় আয়তকার। আমি ভেবেছিলাম তালি দেয়া হয়েছে।"

"এটা একটা পার্চমেন্টের কপি। ভাঁজ করে বাইরের দিকে রেখে ফিগ গাছের বাকল দিয়ে তৈরি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। দুই ঘণ্টা আগে এটা খুলেছি আমি আর ড. ডেভিড কেইন। স্প্যানিশ ভাষায় কালো কালি দিয়ে লেখা। বলা হয়েছে, "আমার স্বদেশীদের প্রতি, আশীর্বাদ।" এই বই আর মায়ানদের অন্যান্য বইগুলোর বিষয় তাদের ইতিহাস আর প্রাকৃতিক পৃথিবী নিয়ে পর্যবেক্ষণ শয়তানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর তাই মায়ান লোকদের সম্পর্কে জানতে হলে এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।"

"কে লিখেছে?" জানতে চাইল রেমি।

"এ ব্যাপারটাই বিস্ময়কর। এটায় সাইন করা আছে, ফ্রা বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস, প্রায়র অব রাবিনাল, আলটা ভেরাপেজ।"

'লাস ক্যাসাস? দ্য লাস ক্যাসাস?" আশ্চর্য হয়ে গেল রেমিও।

"হ্যাঁ—যে মানুষটা পোপকে আশস্ত করেছিলেন যে, ইন্ডিয়ানরাও আত্মা সমেত মানুষ আর তাদেরও অধিকার আছে। সে প্রত্যক্ষভাবে মানবাধিকারের চিন্তাটা আবিষ্কার করেছিল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন প্রোফেসর ডেভ কেইন।"

"কোনো তারিখ আছে কাগজটাতে?"

"হ্যাঁ। জানুয়ারি ২৩, ১৫৩৭। এখনো হয়তো পঙ্ক্তিটা সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারিনি আমরা। কিন্তু যে বছরে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল তা দ্বিতীয়বারের মতো নিশ্চিত হওয়া গেল। আমাদের ধারণা, যাজক লাস ক্যাসাস নিজেও চাইছিলেন বইটাকে নিরাপদে রাখতে, হয়তো সে সময়ই, যে মানুষটাকে তোমরা খুঁজে পেয়েছ আগ্নেয়গিরির মন্দিরে সে-ই বইটা নিয়ে গেছে।"

"ফ্যান্টাস্টিক।" বলে উঠল রেমি। "এর কপি তৈরি করতে ভুলো না।"

"ঠিক আছে। এটা জানানোর জন্যই ফোন দিয়েছিলাম। আর আরেকটা কথা, সিনোর ডি লা জোল্লা নামে হোটেলের লটে গাড়ি রাখা হয়েছে তোমাদের জন্য। অনলাইনে কিনেছি, তাই সভ্য জগৎ ছাড়ার আগে দেখে নিও।"

"হুম, ঠিক আছে তাই করব। পরে কথা হবে আবার।" বলে উঠল স্যাম।

হোটেলের স্যুইটে চেক ইন করে স্যাম আর রেমি তাদের জন্য রেখে দেয়া ডকুমেন্টস আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে নিল। এরপর বিল্ডিংয়ের পেছনে পার্কিং লটে যেতেই খুঁজে পেল গাড়ি। দশ বছর বয়সি জিপ, চেরোকি, গায়ে আঁচড় দেখে বোঝা গেল যে সত্যিকারের রং ছিল লাল কিন্তু পরে এর ওপরে রঙের ব্রাশ দিয়ে মেটে জলপাই রং করা হয়েছে। ইঞ্জিন চালু করে ব্লকের চারপাশে ঘুরল কয়েক মিনিট। জানালা বন্ধ ছিল। যেন কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে ধরা পড়ে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার স্যামের কানে। এরপর হুড খুলে বেল্ট, হোস, ব্যাটারি আর ফ্লুইড লেবেল চেক করে দেখল স্যাম। হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির নিচে ঢুকে গিয়ে সবকিছু চেক করে দেখে নিয়ে আবারো উঠে দাঁড়াল। "তেমন একটা সুবিধার নয়, আবার খারাপও নয়।" গাড়ির পেছনের সিট আর পেছনের মেঝেতে জায়গা হয়ে গেল সব যন্ত্রপাতির আর ব্যাগের। একটা স্টেশনে থেমে গিয়ে ট্যাংক ভর্তি করে নিয়ে দুটো পাঁচ গ্যালনঅলা ধাতুর ক্যান কিনে সে দুটোকেও ভর্তি করে ফেলল।

সেই সন্ধ্যাতেই কোবানে যাওয়ার জন্য ১৪ রাত্রির একটা রুট মানচিত্রে চিহ্ন দিয়ে রাখল দুজন, এর অবস্থান ভেরাপেজ প্রদেশের উত্তর মধ্যিখানে। এরপর রিড ক্যান্ডেলারিয়া প্রদেশের জাক্‌জুল্‌ অঞ্চলে।

খুব সকালবেলাতেই, নিজেদের গিয়ার, ডাইভ ইকুপমেন্ট আর পরিষ্কার কাপড় আর অন্যান্য রসদের ছোট ব্যাগসহ বড়সড় ব্যাকপ্যাক গাড়িতে তুলে নিল স্যাম আর রেমি। এছাড়াও প্রত্যেকে বহন করছে জোড়া স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন এমএন্ডপি নাইন মিলিমিটার পিস্তল একটা ব্যাকপ্যাকের পকেটে, ছয়টা লোড করা, সাত রাউন্ড, সিঙ্গেল ট্রাক ম্যাগাজিন আর অন্যটা ঢোলা শার্টের নিচে কোমরের বেল্টের সাথে আটকে রাখা হয়েছে।

পুরনো গাড়িটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলার সময় সবসময়ই মনে হচ্ছিল কাজটা বেশ পরিশ্রমসাধ্য। এক হাজার থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে নয় হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে আলটা ভেরাপেজ। একেক সময়ে তো ওপরের দিকে ওঠার সময় গাড়ি এমনভাবে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করতে লাগল, যেন এক্সেলের সাথে প্যাঁচিয়ে গেছে কোনো দড়ি। অন্য সময়ে স্যাম কন্ট্রোল নিয়ে যুদ্ধ করছে আর গাড়ি পিছলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই রাস্তার পাশের ছোট শহরগুলোতে থেমে বাথরুম আর হালকা নাশতার প্রয়োজনও সারা হলো। রেমি, যার স্প্যানিশ জ্ঞান এ সুযোগে ঝালাই হয়ে যাচ্ছে, এই ফাঁকে জেনে নিল সামনের রাস্তাও এরকম। একটা স্টপেজে থেমে স্যাম জানতে চাইল, "আমাদের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে কী ভাবছ তুমি?"

রেমি উত্তরে জানাল, "ভালো লাগছে যে, মাত্র কদিন আগেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করে আগ্নেয়গিরিতে উঠে শহরের পর শহর বেড়িয়েছি হেঁটে হেঁটে।"

"কেন?"

"কারণ এখন আমার শরীর জানে যে যতই কঠিন হোক না কেন, ভ্রমণটার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে হবে আমাদের। কেননা শেষ হবার পরে সবকিছু আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।"

কোবানে পৌঁছে হোটেলে রাত কাটিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল দুজন। এরপর ভোরবেলা তাড়াতাড়ি উঠে জ্যাক্‌জুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিল। যাদের দেখা হলো সকলকে মনে হলো মায়ান কৃষক আর হিসপ্যানিক ভ্রমণার্থীদের সংমিশ্রণ। দুজনই জানে, বড় শহর ছেড়ে আরো দূরে যাওয়া মাত্রই এমন সব লোকের দেখা পাবে, যারা ইংরেজি তো দূরে থাক, স্প্যানিশও বলে না। আবারো চেরোকিতে চড়ে বসার পর বুঝতে পারল সামনের মাইলগুলোতে রাস্তা আরো সংকীর্ণ আর কঠিন হয়ে গেছে।

আরো এক ঘণ্টা পর মানচিত্র আর ঘড়ির দিকে তাকাল রেমি। "একটু পরেই জ্যাক্‌জুলে পৌঁছে যাব আমরা।"

পাঁচ মিনিট পরে গ্রামের পথ দিয়ে এগোতে লাগল গাড়ি। প্রায় শ'খানেক গজ লম্বা মাত্র।

গ্রামের কিনারে এসে গাড়ি থেকে নেমে নুড়ি পাথর বিছানো পথে দাঁড়াল স্যাম আর রেমি। তাকাল একে অন্যের দিকে। অসম্ভব চুপচাপ চারপাশ। বহুদূরে ডেকে উঠল একটা কুকুর আর যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল জাদুকরী মুহূর্তটুকু। বিভিন্ন দালান থেকে বের হয়ে এলো লোকজন, তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। গাড়ির আগমনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সকলে। আবার একজন একজন করে আগ্রহ হারিয়ে ফিরে এলো নিজেদের ঘরে।

নুড়ি পাথর বিছানো পথ হয়ে গেল গরুর গাড়ি চলার পথের মতো।

"আশা করি যে জিপের ওপর উঠতে পারবে। অন্তত একটা ট্রেইল তো আছে, তারপরও ঝাঁকি খেতে খেতে এগোতে হবে।" মন্তব্য করল স্যাম।

"আর আমি আশা করছি যেন ঠিক পথেই এগোতে পারি আমরা। জঙ্গলের ভেতর গিয়ে অন্ধকারে ঘুরে মরতে চাই না।" উত্তর দিল রেমি। "আমি ভেবেছিলাম যে এগুলো এমনিই নিয়ে এসেছি, কোনো কাজে লাগবে না।" আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে আবার স্যামের দিকে তাকাল। বলে উঠল, "সূর্যের আলো নিভে যাবার এখনো বেশ কিছু সময় বাকি। অন্তত ছয় ঘণ্টা।"

নিজ নিজ ক্যান্টিন থেকে পানি খেয়ে নিয়ে, বের করে এমন জায়গায় রেখে দিল, যেন চাইলেই পাওয়া যায়। এরপর ট্রেইল ধরে উঠে যাওয়া শুরু করল।

একবার নিজের স্যাটেলাইট ফোনের জিপিএস চেক করে নিল স্যাম। নিশ্চিত হবার জন্য যে, তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছে। আঁকাবাঁকা আর কুণ্ডলী পাকানো ট্রেইল ধরে এগোনোর জন্য শক্ত পদক্ষেপ প্রয়োজন, যেমনটা লেগেছিল আলটা ভেরাপেজে। অন্ধকার আসার আগেই থেমে গিয়ে নিজেদের ছোট্ট তাঁবু খাটিয়ে নিল দুজন। মেঝে আর জিপারের জায়গায় নেট লাগানো আছে, যেন পোকামাকড় থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। ছোট্ট একটু আগুন জ্বালিয়ে খানিকটা শুকনো খাবার তৈরি করে নিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল স্যাম আর রেমি।

সকালে উঠে পানি খোঁজ করতেই আধা গর্ত করা কাঠের গুঁড়িতে পেয়ে গেল কয়েক গ্যালন। দুটো প্লাস্টিকের কন্টেইনারে পানি ভরে নিয়ে মিলিটারি গ্রেড পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট মিশিয়ে রেখে দিল জিপে।

পরবর্তী পাঁচ দিন একই রুটিন মেনেই চলল দুজন। প্রতিদিন জিপিএস চেক করে নিল, যেন পথ হারাতে না হয়। জনবসতি থেকে দূরে চলে

আসতেই, মাথার ওপরে, চারপাশের গাছে কিচিরমিচির করতে দেখা গেল বানরের দল। সকাল-সন্ধ্যায় মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আর ঘন জঙ্গলে দেখা যায় না এমন নাম না জানা হাজারো ছোট ছোট পাখি ডেকে চলল একে অপরের নাম। তৃতীয় দিন, চূড়া থেকে নেমে ট্রেইল চলে গেল চারপাশে ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা উপত্যকার দিকে। শেষ হলো গিয়ে খোলা একটা জায়গায়। মনে হলো মানুষের তৈরি সমান্তরাল কোনো জায়গা।

জায়গায় জায়গায় জন্মে আছে বড় বড় গাছ। ঝরা পাতা নিচে তৈরি করে মোটা মাটির মতো স্তর তারপর পচে গিয়ে নোংরা হয়ে গেছে। এর চাপে মারা গেছে ছোট ছোট গাছ, কেউ কেউ আবার প্রতিবেশী উঁচু গাছের ছায়ায় পড়ে আছে। আর বহু প্রজন্ম ধরেই এরকম জীবন মৃত্যুর খেলা চলে আসছে। কিন্তু যে জায়গায় ঘটে গেছে এত কিছু, তা এখনো পুরোপুরি সমান্তরাল। ডান পাশে আর বাম দিকে উঠে যাওয়া ছোট পাহাড়ের দিকে তাকাল স্যাম আর রেমি। নেমে এলো জিপ থেকে।

নিজের কম্পাস স্থির করে ধরতেই, আয়না তুলে ধরে ডান পাশের পাহাড়ের পাদদেশে রাখল। "একেবারে নিপুণভাবে সোজা।" বলে উঠল স্যাম।

এক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে আরেক পাহাড় পর্যন্ত সমান্তরাল জায়গাটায় হেঁটে গেল সে। "পঞ্চাশ কদম হয়েছে।" জানাল স্যাম। "আরেকটু দূরে গিয়ে দেখা যাক। আমি আমার ব্যাকপ্যাক আর ভাঁজ করা শাবল নিয়ে নিচ্ছি।"

দুই'শ গজ হেঁটে গেল স্যাম আর রেমি। এরপর আবারো কম্পাস সেট করে পরের পাহাড়টার কাছে গেল। আবারো সমান্তরাল জায়গাটায় হেঁটে বেরিয়ে এলো স্যাম।

"আমার মনে হয় এবারেও পঞ্চাশ।" বলে উঠল রেমি।

"অবশ্যই।"

"তোমার কী মনে হয়, কী ছিল পাহাড়গুলো?"

"আমি যা পড়েছি, তাতে এগুলো যেকোনো কিছুই হতে পারে। আগেকার জায়গায় হয়তো নতুন দালান ওঠানো হয়েছিল।"

"কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেবে?" জিজ্ঞেস করে উঠল রেমি। "আমাদের পায়ের নিচে গর্ত খুঁড়ে দেখবে বাকি যে কিছু কি এটার নিচে আছে, নাকি পাহাড়টা একটা দালান, যার গায়ে গাছের জঙ্গল জন্মেছে।"

"আমার মনে হয় আমরা যদি ওপরে উঠে যেতে পারি তাহলে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে।" জানাল স্যাম।

"আমিও এটাই ভাবছি।" একই কথা জানাল রেমি। "গাছের ওপর থেকে চারপাশ দেখতে ভালোই লাগবে, একঘেয়েমি কাটবে।"

নিজেদের ব্যাকপ্যাক রেখে, আর ভাঁজ করা বেলচা নিয়ে উঠতে লাগল দুজন। ডান পাশের মাঝখানের পাহাড়টাকে বাছাই করে নিয়েছে দুজন। মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে উঁচু। খাড়া পাহাড়টার উচ্চতা প্রায় একশ বিশ ফুট আর ঢালু জায়গাগুলোতে ঘন হয়ে জন্মে আছে ছোট ছোট গাছ, এগুলোকে ধরার কাজে ব্যবহার করল স্যাম আর রেমি।

একেবারে চূড়ায় পৌছে, ভাঁজ করা বেলচা খুলে নিয়ে খুঁড়তে শুরু করে দিল স্যাম। প্রায় চারবার বেলচা ভর্তি করে মাটি ওঠানোর পর পাথরে আঘাত করার শব্দ পাওয়া গেল। আশপাশের আরো কয়েকটা জায়গা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ব্যবহার করে একই শব্দই পাওয়া গেল। কয়েক গজ হেঁটে ঘন চারাগাছ পার হয়ে দালানের মাথায় গেল রেমি। "হারিয়ে যেও না আবার।" সাবধানে করে দিল স্যাম।

"এদিকে এসো।" গলা চড়িয়ে বলে উঠল রেমি। "দেখে যাও।"

আর বেলচা তুলে নিয়ে ঘন জঙ্গল পার হয়ে রেমির পেছনে গেল স্যাম। গাছের মাথার ওপর দিয়ে তাকাল। এখান থেকে চাদোয়াটা একেবারে দুর্ভেদ্য দেখালেও মাঝে মাঝে কিছু জায়গা একেবারে খালি। সমান্তরাল যে জায়গাটা তারা ছেড়ে এসেছে সেদিকে দেখাল রেমি। "মনে হচ্ছে চওড়া কোনো রাস্তা। এখান থেকে শুরু হয়ে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে। কিন্তু মাত্র কয়েক গজ।"

"আর এদিক দিয়ে", এবারে স্যাম দেখাল, "এই কোণা দিয়ে আরেকটা সমান রাস্তা এসে মিশে গেছে একে অন্যের সাথে।"

"দেখো, এদিকে আরেকটা আছে।" বলে উঠল রেমি। "পাঁচ না ছয়টা সরু ফালি এসে মিশে গেছে এক জায়গায়।"

"মনে হচ্ছে যেন মাঝখানে উঁচু দেয়ালে এসে মিশেছে একটা তারার ছয় কোণা।" বলে উঠল স্যাম।

"এর ওপর দিয়ে শতবার উড়ে গেলেও কিছুই দেখবে না তুমি।" জানাল রেমি। "গাছগুলোর জন্য সবকিছুই দেখতে একেবারে প্রাকৃতিক মনে হচ্ছে। আকৃতিতেও গোলাকার, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা একটা পিরামিড।"

"যাই হোক, সত্যিই বেশ বড়সড়।" বলে উঠল স্যাম। "তো আমার মনে হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের কোথায় যেতে হবে।"

"অবশ্যই।" একমত হলো রেমি। "রাস্তাগুলো যেখানে এসে মিশেছে ঠিক সে জায়গায়।"

দুজনে খাড়া পাহাড়টার নিচে পৌঁছলে রেমি বলে উঠল, "এটা বেশ গা ছমছমে। রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার, তাই না।"

"কেন রোমাঞ্চকর?"

"তুমি জানো যে এগুলো কোনো পাহাড় নয়। নোংরা আর গাছের জঙ্গলে ঢাকা বিশাল সব দালান। আর চারপাশের এই গাছগুলোই একমাত্র জিনিস যা গা ছমছমে নয়। কেননা তারা রাস্তার মাঝে জন্মেছে। মনে হচ্ছে যেন এখানে যারা বাস করত, সেসব মানুষ তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।"

"বিশ্বাস করো, সেরকম কিছু নয়।" হেসে কাঁঠের ওপর দিয়ে তাকাল স্যাম। "নাহ, কোনো ভূত নেই। কিন্তু, বলা যায় না, তাই জিপ এখানেই রেখে যাই।"

হাঁটতে শুরু করতেই, রেমি আবার বলে উঠল, "ওই গাছগুলোকে দেখ, যখন এসেছি তখন মনে হয়েছিল সব একই। এখন তাকিয়ে দেখও গাছগুলো একেবারে সমান একটা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে।"

রেমির পাশে দাঁড়িয়ে, সমান্তরাল জায়গাটার দিকে তাকাল। একটা লাইনের মাঝ বরাবর দিয়ে বিভিন্ন সাইজের আর প্রজাতির গাছ দাঁড়িয়ে আছে। থেমে গিয়ে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রেখে গাছের লাইনে গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিল। নোংরা জমে কম্পোস্ট সার হয়ে গেছে। উঠে এলো সহজেই। তাই একটু পরেই তিন ফুট চওড়া আর প্রায় তিন ফুট গভীর গর্ত তৈরি করে ফেলল স্যাম। "দেখ" বলে উঠল রেমিকে, সরে এলো গর্তের কাছ থেকে।

লাফ দিয়ে এসে নিচে তাকাল রেমি। হাতের বেলচা দিয়ে চারপাশ নেড়ে দেখতে লাগল। "ভি-আকৃতির জায়গাটায় পাথরের কিনারা। দেখে মনে হচ্ছে সেচের নালা।"

"চারপাশে তাকিয়ে আস্তে করে ঘুরল স্যাম। আমার মনে হয় এটা অন্য কিছু।"

"কী?"

"ভেবে দেখ। প্রোফেসর ডেভ বলেছেন, ক্ল্যাসিক পিরিয়ডের শেষ দিকে মায়ানদের দুনিয়ায় যা হয়েছে, তাই খরার কবলে পড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—প্রায় দুইশ বছর এরকম ছিল অন্তত।"

"তোমার কী মনে হয়, এটা কী ছিল?"

"আমার মনে হয় সমান জায়গাটা কোনো রাস্তা ছিল না। চাকা লাগানো গাড়ি বা কোনো পোষা প্রাণী ছিল না মায়ানদের এগুলো টানার মতো, তাহলে

পঞ্চাশ কদম চওড়া করার প্রয়োজনই বা কী ছিল? আর এটা তো কোথাও যায়ওনি। দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা প্লাজা। শুধু ব্যতিক্রম এই যে, প্রতি দিক-মাথায় রেখে ছয়টা রাস্তা। আমার মনে হয় বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্যই এর সৃষ্টি।"

"অবশ্যই।" একমত হলো রেমি। "সবদিক থেকেই সূক্ষ্মভাবে মাঝখানের খাতের ওপর ঢালু তৈরি করা হয়েছে আর এই খাত দিয়ে নিশ্চয়ই তাদের প্রয়োজনমতো দিকে প্রবাহিত করা হতো পানি।"

"আর এর মাধ্যমেই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল যে কেন ভেতর থেকে বের হয়ে ছয়টা পথ ছয় দিকে চলে গেছে। যেখানে এসে মিশেছে সে জায়গাটাই প্রধান বেসিন।" বলে উঠল স্যাম। "ছয়টা পথ কোনো রাস্তা নয়। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য, যেন মাটির ওপর দিয়ে চলে গিয়ে নষ্ট না হতো পানি।"

"চলো দেখা যাক আমাদের ধারণা সত্যি কিনা।" বলে উঠল রেমি। দ্রুত নেমে এসে ছয় পথ যেখানে গিয়ে এক হয়ে গেছে সেখানে গেল দুজন। একই সাথে ছোট ছোট চারা গাছ এসে পথ রোধ করল দুজনের। এখানে-সেখানে সরু রাস্তার মতো জায়গাগুলোর উপরিভাগ একেবারে শূন্য, এমনকি কোনো পাতাও নেই; বর্ষাকালে জলপ্লাবনের জন্যই নিশ্চয়ই হয়েছে এমনটা।

অবশেষে শেষ মাথায় পৌঁছাল দুজন। প্রায় পনেরো ফুট লম্বা প্রাচীন একটা পাথরের দেয়ালের পাদদেশে গিয়ে শেষ হলো সরু রাস্তা। ভি-আকৃতির নালা চলে গেছে দেয়ালের নিচে যেখানে দশ ইঞ্চি চওড়া একটা গর্ত আছে। গোলাকার দেয়ালটার চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে পেল বাকি পাঁচটা সরু ফালি রাস্তাও একইভাবে এসে পৌঁছেছে। পাদদেশে জমা হতো সব পানি। খুঁজে দেখতেই দেখা গেল যে দেয়ালটা পুরোপুরি গোলাকার নয়, দরজা হিসেবে ব্যবহারের জন্য খানিকটা শূন্যতা আছে। এটা বেশ প্যাঁচানো, তাই গোলাকার দেয়ালটা পুরো ৩৬০° হয়েছে আর এরপর শুরু থেকে ২০° বেঁকে গেছে; তাই ১০ ফুটের মতো চিকন একটা করিডর হয়েছে প্রবেশমুখে।

করিডর ধরে হেঁটে বেড়াতেই গোলাকার দেয়ালের মাঝে পৌঁছে গেল স্যাম আর রেমি। একেবারে মাঝখানে একটা পানির পুল। কিনারে গিয়ে নিচে তাকাল। বেশ পরিষ্কার পুলের গভীরতা ত্রিশ ফুট নিচে সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না, অন্তত সূর্য যখন নিচুতে থাকে। পুলের চারপাশের উঁচু দেয়াল ঘেরা জায়গাটার মাথার কাছে হাঁটার মতো রাস্তা আছে যেখানে সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

"তোমার কী মনে হয়, তারা দেয়াল দিয়েছিল কেন?" জানতে চাইল রেমি।

"আমি জানি না।" উত্তর দিল স্যাম। "হতে পারে যে শহরের শেষ দিনগুলোতে পানি সংরক্ষণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত শহরের পরাজয় ঠেকানোর জন্য এটিই ছিল শেষ প্রতিরক্ষা অস্ত্র। অবরোধের সময় পানির ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার আছে। আর দেখ, এই জায়গাটা মাত্র ত্রিশ ফুট চওড়া। তাই একে রক্ষা করাও সোজা। একেবারে নিচে দেয়াল প্রায় ৬ ফুট পুরু।" দেয়ালের ধারে হেঁটে গিয়ে আলগা পাথর তুলে নিয়ে চারপাশের দেয়ালের ওপরে তাকাল স্যাম। "এই পাথরগুলো মনে হচ্ছে ছিপি। অন্যান্য গর্তেও এরকম ছিপির পাথর আছে। এভাবেই বিষক্রিয়া হওয়া থেকে রক্ষা পেত পানি।"

"আমার মনে হয় সেলমা আর প্রোসেফর ডেভকে জানানো দরকার যে আমরা কী খুঁজে পেয়েছি।" বলে উঠল স্যাম।

"ঠিক বলেছ।" একই কথা স্যামও ভাবল। "চলো কয়েকটা ছবি তুলে প্রোফেসর ডেভকে পাঠিয়ে দিই। তাহলে সেই-ই বলতে পারবে যে আমরা কী খুঁজে পেলাম।"

কুয়া, পুল, খোদাই করা প্রবেশপথ প্রভৃতি; তারপর দেয়ালের একেবারে ওপরে দাঁড়িয়ে প্রতিটি দিকের ছবি তুলল। পিরামিড আর সরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তোলা ছবিগুলোও একসাথে করে পাঠিয়ে দিল সব। এরপর মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ফোন করল সেলমাকে।

"সেলমা বলছি। তাড়াতাড়ি বলো, কী পেলে?"

"আমরা আসলেই পেয়েছি। সাইটে আছি এখনো আর এইমাত্রই কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছি তোমাকে। প্রোফেসর ডেভ কেইনকে জানিয়ে দিও যে মানচিত্রটা সঠিক। চারপাশে পাথরের দেয়াল ঘেরা পানির পুল আছে আর এর ওপরে অনেক উঁচু দেয়াল। বেশ স্বচ্ছ আর ভালোই গভীর মনে হচ্ছে—ত্রিশ ফুট বা তারও বেশি।"

"সমান জায়গাগুলো যে দেখছি এগুলো কী? রাস্তা?"

"আমাদের ধারণা, এগুলো বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে পুলে পৌঁছানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটিই হালকা করে মাঝখানে বেঁকে নিচে নেমে গেছে। আর খুব বেশি হলে কয়েকশ গজ লম্বা।"

রেমির পাশেই দাঁড়িয়ে বলে উঠল, "আমাদের আরো মনে হচ্ছে যে সরু জায়গাগুলোর দু'পাশেই কয়েকটা দালানও আছে—এগুলোর একটা তো বেশ বড়।"

"তো জায়গাটা তাহলে একটা শহর হতে পারে?"

"বলতে পারো স্থাপত্য নকশার ওপর ভালোই শ্রম বিনিয়োগ করেছিল তারা।" বলে উঠল স্যাম।

"মিশন পুরোপুরি সফল করেছ তোমরা।" মন্তব্য করল সেলমা। "কনগ্রাচুলেশনস। ওয়েল ডান। বাসায় ফিরে আসছ?"

"না, এখনই না।" উত্তর দিল রেমি। "ভাবছি কাল সকালে পুলে নামব আমরা। দেখে আসব নিচে কী আছে। শুকনো জঙ্গলের মাঝে স্কুবা যন্ত্রপাতি টেনে নিয়ে আসার পর এগুলো ব্যবহার করতে তর সইছে না আমার।"

"হুম, তোমাকে দোষও দিতে পারছি না।" জানাল সেলমা। "তোমাদের বর্ণনাসহ ছবিগুলো প্রোফেসর ডেভ কেইনের কাছে এখনই ফরোয়ার্ড করে দিচ্ছি আমি।"

"গুড" বলে উঠল স্যাম। "এখন রাখি তাহলে। শীঘ্রই আবার কথা হবে তোমার সঙ্গে।"

ফোন রাখতেই রেমির দিকে তাকিয়ে স্যাম হেসে জানতে চাইল, "বাকি গিয়ারগুলোও এখানে নিয়ে আসতে হবে। জিপটাকে চালিয়ে নিচে নিয়ে আসবে নাকি এখনো ভূতের ভয় পাচ্ছ?"

"জিপ যেখানে আছে সেখানেই থাকুক, অন্যান্য প্যাক আর যন্ত্রপাতি আনতে কয়েকবার হয়তো যাওয়া-আসা করতে হবে।" বলে উঠল রেমি।

পুলের পাশের ঘেরা জায়গার মাঝে নিজেদের ছোট্ট তাঁবু খাটিয়ে নিল স্যাম আর রেমি। কাছের জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ এনে আগুন জ্বেলে পানি গরম করে নিল শুকনো খাবার তৈরির জন্য। খাবার শেষ করে দিনের শেষ আলোকে কাজে লাগিয়ে ছবি তুলে নিল কাছাকাছি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে।

ঘুমোতে যাবার ঠিক আগে বেজে উঠল স্যামের ফোন।

"হ্যালো?"

"স্যাম! ডেভিড কেইন বলছি।" "হাই, ডেভ।" উত্তর দিল স্যাম। রেমির জন্যও অন করে দিল ফোনের স্পিকার।

"অসাধারণ হয়েছে ছবিগুলো। আপনারা দুজনে মিলে প্রমাণ করেছেন যে কোডেক্স বা হাতের লেখা পঙ্ক্তি একেবারে সত্যিকারের অনুবাদ। কোনো পৌরাণিক কাহিনি কিংবা মিথ্যা কোনো ঐতিহাসিক কল্পনা নয়। জায়গাটাকে যেমন দেখলাম মনে হচ্ছে এখানে কোনো অনুষ্ঠান করা হতো। চারপাশের পাথর চুনাপাথর হতে পারে আর পুলের কাছে খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ায় মনে হচ্ছে এটাই সত্যি। যেহেতু চুন পানিতে মিশে যায়, সিঙ্কহোল তাই বড় হয়।"

"আগামীকাল ডুব দেয়ার পরে আরো কাছ থেকে দেখে আসতে পারব আমরা। পরে আরো কাছ থেকে দেখে আসতে পারব আমরা।"

"হুম, প্রস্তুত হয়ে যান অভূতপূর্ব কোনো দৃশ্যের জন্য।" বলে উঠলেন প্রফেসর ডেভ কেইন। "মায়ানরা বিশ্বাস করত, দেব-দেবীদের জটিল মন্দিরের সাথে তাদের সম্পর্কের ওপরেই নির্ভর করত সবকিছু। আর তাই বৃষ্টির দেবতা চাকের উদ্দেশে নিশ্চয়ই মূল্যবান সবকিছু ছুড়ে ফেলত পুলের পানিতে, উৎসর্গ হিসেবে।"

"এখানে যে সমস্যাই হয়ে থাকুক না কেন, তা পানির অভাবে হয়নি।"

"শোনার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা।"

"গুড নাইট প্রফেসর।"

গুয়েতেমালা

খুব ভোরবেলাতেই ঘুম থেকে উঠে গেল স্যাম আর রেমি। দ্রুত নাশতা সেরে নিয়েই তৈরি হয়ে গেল পুলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্য। ডাইভ দেয়ার সবকিছু পরে নিল। দুজনের কাছেই আছে আন্ডার ওয়াটার ফ্লাশলাইট, নেটের ব্যাগ আর ডাইভ দেয়ার উপযোগী ছুরি।

"আমার আর তর সইছে না", নিচে নামার জন্য উঠল রেমি। "আমারও বেশ কৌতূহল হচ্ছে।" জানাল স্যাম। "অন্যদিকে চলে যেও না। নিচে যা-ই থাকুক না কেন, একসাথে থাকার কথা খেয়াল রাখবে।"

"ঠিক আছে।" একমত হলো রেমি। "যদি দেখি নরকঙ্কালের স্তূপ তাহলে হয়তো পিছু হটতেও পারি।"

"রিডে?"

"ইয়েস।"

মাস্ক নিচে নামিয়ে মাউথপিস পরে নিল দুজনে। এরপর নেমে গেল পানিতে। পানিটা ঠাণ্ডা হলেও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একেবারে পরিষ্কার। সূর্য আস্তে আস্তে মাথার ওপর উঠে আসছে, তাই গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে আলো।

অল্প সময়ের মাঝেই, নিচে পৌঁছে গেল স্যাম আর রেমি। ধূসর রঙের শূন্য চুন ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। প্রোফেসর ডেভিড কেইনের কথামতো কিছু না পেয়ে খুঁজতে শুরু করে দিল দুজন। চারপাশে আলো ছড়াতে লাগল ফ্লাশলাইট। একটা ডিস্ক খুঁজে পেল স্যাম, হাতে তুলে নিয়ে ওপর থেকে ময়লা

পরিষ্কার করতেই দেখা গেল সবুজ পান্না দিয়ে তৈরি এবং খোদাই করা ডিস্ক এটা। রেমিকে দেখিয়ে ব্যাগে ভরে নিল সাথে সাথে।

নিজের বাম পাশে কিছু একটা দেখতে পেয়ে স্যামের হাত ধরে ইশারা করল রেমি। তারপর এগিয়ে গেল এটির দিকে। মনে হলো যতটা কঠিন হবে ভেবেছিল সাঁতার কেটে এগোনোটা, ততটা হলো না। আলোর সীমানা পেরিয়ে এমন একটা জায়গায় এগিয়ে গেল, সেদিকটা অন্ধকার।

প্রথম খুঁজে পেল সোনার চওড়া একটা ব্রেসলেট। স্যামের উদ্দেশে হাত উঠিয়ে ধরতেই মাথা নাড়ল সে। চুনের সমতলে ঘুরে বেড়াতে লাগল দুজন। সামনে যা কিছু পাচ্ছে তুলে নিচ্ছে। পান্না আর সোনা দিয়ে তৈরি বহু জিনিস একত্র করল স্যাম আর রেমি। পাওয়া গেল চাকতি, মুখোশ, নেকলেস, কানের দুল, ব্রেসলেট, বুকের ওপর পরার জন্য গয়না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এটা-সেটা তুলে নিল দুজন মিলে, তারপর রেমির হাত ধরে ইশারা করল স্যাম। মাথার ঠিক ওপরে থাকা আলোর বৃত্তটা সরে চলে গেছে প্রায় শ'খানেক ফুট পেছনে। যা দেখেছে সব তুলে নিয়েছে ফারগো দম্পতি, ফলে দেখা গেল চিন্তাও করেনি—এত জিনিস জড়ো হয়ে গেছে।

একসাথে সাঁতার কেটে এগোতে লাগল স্যাম আর রেমির সাথে নেটের ব্যাগ ভর্তি জিনিস। আলোর কাছে পৌঁছে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল ওপরের দিকে। ভেঙে গেল রুপালি তরঙ্গমালা।

মাস্ক খুলে পুলের পাশে রাখল দুজন। নিজের নেটের ব্যাগ তুলে রেমির নেটের ব্যাগও পানির ওপরে তুলে রাখল স্যাম। এরপর পাথরের ওপর উঠে হাত বাড়িয়ে দিল রেমির দিকে।

'অনেক মজা হয়েছে, তাই না।' বলে উঠল রেমি। 'ডাইভ দিয়ে নিচে গেলাম আর ওদের ছুড়ে দেয়া জিনিসগুলো পেয়ে গেলাম।

"মনে হচ্ছে যেন ইস্টারের ডিম খুঁজছি।"

"যদিও নিচে স্রোতের ভালোই টান আছে। এ কারণে গয়না আর অন্যান্য জিনিস নিচের দিকে চলে গেছে।"

"যদি ক্ল্যাসিক পিরিয়ডের শেষ দিকে জায়গা পরিত্যক্ত হয়ে যায় তাহলে সবকিছু নিচেই আছে। যদিও হাজার বছরে স্রোতের গতিতে পরিবর্তন আনতেই পারে।"

"আমি নিশ্চিত যে নিচে পড়ার সাথে সাথেই দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে কিছু গয়না।" বলে উঠল রেমি।

"এটার সম্ভাবনা আছে। নিচে তাকিয়ে লোকেরা যখন দেখেছিল যে উপহার নেই হয়ে গেছে, নিশ্চয় তারা ভেবেছিল যে দেবতারা তাদের কথা শুনেছে আর তাতে খুশি হয়ে উঠেছিল নিশ্চয় লোকগুলো।"

চুনের মাটির ওপরে নিজেদের জড়ো করা সব মেলে রাখল স্যাম আর রেমি। এরপর ছবি তুলে পাঠিয়ে ছিল সেলমার কাছে। জিপার দেয়া একটা ব্যাগে এরপর সবকিছু ভরে রেখে দেয়া হলো স্যামের ব্যাকপ্যাকে।

"নিচের সবকিছু তো আমরা খুঁজে পাইনি।" উসখুস করে উঠল রেমি। "আজ বিকেলে আবার নামবে নাকি পানিতে?"

"এই জায়গাটা যাই হোক না কেন—শহর, দুর্গ, অনুষ্ঠানস্থল—একবার ঘুরে আমরা সব কিছু খুঁজেও পাব না বা জেনেও যাব না। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এসে কাজ করবে বছরের পর বছর। তাই আমাদের উচিত হবে যা পারি চিহ্নিত করে চলে যাওয়া।"

"ঠিকই।" একমত হলো রেমি। "এটা তো পঙ্ক্তি বা কোডেক্সের ব্যাপার, এমন না যে দুজনে মিলে গুয়েতেমালার সম্পদ খুঁজতে এসেছি।"

"আমার মনে হয় আজ বাকি দিনটুকু আর আগামীকাল পুরো চত্বরের মাপ নিয়ে, মানচিত্র তৈরি আর ছবি তুলে নিলেই ভালো হবে। পরের দিন চলে যাব যেন রসদ শেষ হওয়ার আগেই শহরে পৌঁছে যেতে পারি।"

"জঙ্গলে টাপির আছে। আমি তোমাকে মজার টাপিরের স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিতে পারব।"

"হুম, তারপর টাপিরের দল এসে হামলে পড়ুক, তাই না।"

পোশাক বদলে জমির ওপর প্রতিটা সরু গলি ধরে হেঁটে বেড়াল দুজন। প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে তৃতীয় গলির শেষে জোড়া পাথরের পিলার খুঁজে পাওয়া গেল, দেখে মনে হলো গেইটপোস্ট। প্রায় আট ফুট লম্বা আর খোদাই করা পিলার দুটোর একটি পুরুষ দেহাকৃতির, মাথায় পালকের মুকুট, শিল্ড আর রাজার যুদ্ধ করার লাঠি, অন্যটি নারী দেহের আকৃতি, পোশাক পরিহিত, পায়ের কাছে একটা ঝুড়ি আর হাতে জগ। দুই দেহাকৃতির চারপাশে মায়া ভাষা লেখা চিহ্ন। প্রতিটি কোণ থেকে পিলার দুটোর ছবি তুলে সেলমাকে পাঠিয়ে দিল রেমি।

এরপর নিজের ফোন থেকে চোখ তুলে তাকাল। বলে উঠল, "সূর্য অস্ত যাচ্ছে প্রায়। ফ্ল্যাশ দিয়ে কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে নেই, যেন লেখাগুলো স্পষ্ট থাকে।"

প্রতিটি পিলারে ফ্ল্যাশ লাইট অন করে ছবি তুলে নিল রেমি। এমন সময় তার হাত ধরে স্যাম ইশারা করল। "রেমি, দেখ!"

পাহাড়ের ওপরের যে ট্রেইল ধরে স্যাম আর রেমি এ জায়গায় পৌঁছেছে, সেদিক দিয়ে নেমে আসছে এক দল লোক। প্রায় পনেরোজন, এখনো এক মাইলের চার ভাগের এক ভাগ দূরে থাকলেও ধ্বংসাবশেষের শেষ ঢালু বেয়েই নেমে আসছে।

"ওহ্ শিট। ফ্লাশের আইডিয়াটাই কুফা ছিল।" বলে উঠল রেমি।

"জানি না। তবে খোলা জায়গায় যে কারো চোখে পড়ার জন্য জিপটা রেখে আসার মতো নিশ্চয় নয়।" উত্তর দিল স্যাম। "জানি না আমাদের দেখেছে কি-না, এটাও জানি না লোকগুলো ভালো না খারাপ। আমার মনে হয় পুলের কাছে গিয়ে তারা আসার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া উচিত। এভাবে তাহলে খুঁজে পাবে না লোকগুলো।"

দৌড়াতে লাগল দুজন মিলে। সরু রাস্তার মাঝখানে নিরাপদে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের দিকে এগোতে লাগল। দৌড়াতে দৌড়াতে পেছনে তাকাল রেমি। পাহাড়ের ওপর থেমে গিয়ে কাঁধের ওপর রাইফেল তুলে নিল একজন। রেমি তাড়াতাড়ি চিৎকার করে উঠল, "স্যাম! রান!"

মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বুলেট। এর সেকেন্ডখানেক পরেই কানে এলো রাইফেলের গুলির আওয়াজ। পরের শব্দটা হলো জিপ বিস্ফোরিত হবার। সন্ধ্যার আকাশ আলোকিত করে তুলল গ্যাসোলিনের আগুনের বল। দ্রুত দৌড়ে চলেছে স্যাম আর রেমি। লোকগুলো আর তাদের মাঝে দুলছে গাছ আর ঝোপঝাড়। সমান একটা পরিষ্কার পথে থাকার সুবিধা পাচ্ছে স্যাম আর রেমি। পড়ে যাওয়ার ভয় ছাড়াই লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে দুজন। অন্যদিকে ঢালুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে পাহাড়ের পাশ দিয়ে এমন কোণাকুণি নামতে হচ্ছে, যেন বেশি দ্রুত করতে গিয়ে গড়িয়ে না পড়ে যায়।

কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে স্যাম দেখতে পেল দ্বিতীয় লোকটা থেমে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে রাইফেল।

'আরো একজন। কাভার বানও।" দুজনই নিচু হয়ে গাছের ভিড়ে লুকিয়ে পড়ল। আরো একবার গুলি ছুটে এলো। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল গাছের ছাল। গাছের পেছন থেকে উঁকি মারতেই স্যামের চোখে পড়ল টেলিস্কোপিক সাইটে তাকিয়ে আছে লোকটা। চিৎকার করে বলে উঠল, "গো।"

উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল দুজন। প্রাণপণে দৌড়ে পৌঁছে গেল কুয়ার উঁচু দেয়ালের কাছে। একেবারে শেষতম প্রান্তে গিয়ে প্রবেশদ্বারে চলে এলো। আলগা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সরু রাস্তাটাকে বন্ধ করে দিতে চাইল স্যাম। আর রেমি দৌড়ে নিজেদের ব্যাকপ্যাক হাতড়ে নিয়ে এলো চারটা পিস্তল, বাড়তি

ম্যাগাজিন আর গুলির বাক্স। প্রতিটি বন্দুক চেক করে দেখে নিল লোড করা আছে কি-না।

"আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না পুরো ব্যাপারটা।" বলে উঠল রেমি। "কারা ওরা?" "আমরা জানতে চাই না এমন কেউ মনে হচ্ছে আমাদের পেছনে থেকে অনুসরণ করেছে; তারপর দেখতে পেয়েই গুলি করা শুরু করেছে।" "তারা কী ভাবছে, আমরা কারা?" "ভবিষ্যতের মরা মানুষ।" রেমিকে জড়িয়ে ধরে স্যাম বলে উঠল, "দেখা যাক এই দেয়ালটাকে ব্যবহার করে বেঁচে থাকা যায় কি-না।"

"আমি হেঁটে দেখে আসি, ওরা কী করছে।"

"মাথা নিচু করে রাখবে।" স্যাম সাবধান করে দিল।

বেসবল ক্যাপ মাথায় পরে নিল রেমি। "দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে, এরকম অবস্থায় আগেও পড়েছি আমরা।"

"যদি এবার বেঁচে যাই তো—"

স্যামের ঠোঁটের ওপর হাত ছোঁয়াল রেমি। "শশল, আমি জানি, ফেনা ওঠা জলে স্পা। যা দরকার তার সব প্রমিজ একে অন্যের কাছে এরই মাঝে করে ফেলেছি জানু।"

এক জোড়া পিস্তল হাতে নিয়ে দেয়ালের ওপরে উঠে হাঁটা শুরু করল রেমি। এমন একটা জায়গা পেয়ে গেল যেখানে দেয়ালের খানিকটা অংশ দেবে গেছে। সেখানে নেমে মাথা উঁচিয়ে আঁততায়ী লোকগুলোর দিকে তাকাল রেমি।

স্যাম দেখতে পেল দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে হাত রেখে পিস্তলের নিশানা ঠিক করছে রেমি। আগেও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাকে এমনটা করতে দেখেছে স্যাম। অত্যন্ত গোপন একটি বাহিনীর একজন সদস্য পুরো এক মাস ব্যয় করে গোপন আস্তানা থেকে স্যামকে শিখিয়েছে কীভাবে ক্লোজ রেঞ্জে গুলি করতে হয় আর বিভিন্ন স্নাইপার টেকনিক। কিন্তু রেমির পদচারণা ছিল ভিন্ন অঙ্গনে। বারো বছর বয়স থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আসছে রেমি। তাই, "নেইল ড্রাইভিং" কথাটা তার বেলায় কোনো বাগাড়ম্বর নয়।

নিচে দাঁড়িয়ে স্যাম আস্তে করে বলে উঠল, "নিচু হয়ে থাকো গুলির শব্দ না শোনা পর্যন্ত।"

প্রবেশপথে এগিয়ে গেল স্যাম, নিজের তৈরি ব্যারিয়ারের ওপর চড়ে বসে প্রায় দশ ফুট পর্যন্ত লাফিয়ে দৌড় লাগাল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা গাছের দিকে। সমান্তরাল রাস্তার পাশের গাছগুলো ধরে এগিয়ে গেল স্যাম, এমন জায়গায় গিয়ে থামল, যেদিকটা দিয়ে দেয়ালঘেরা পুলের কাছে যেতে হবে

লোকগুলোকে। চলতে চলতে, চারপাশেও তীক্ষ্ণ নজর বোলাল, জানে যে তাদের ছেড়ে ভুল পথেও চলে যেতে পারে সে। সমান্তরাল রাস্তার এক হাতের মাঝে ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল স্যাম; কিন্তু গাছগুলোকে এড়িয়ে গেল।

বুকে আড়াআড়িভাবে রাইফেল বাগিয়ে ধরে এগিয়ে এলো লোকগুলো। এমনভাবে দৌড়াচ্ছে, যেন কোনো খেলা খেলছে। সশস্ত্র প্রতিপক্ষের ব্যাপারে এতটুকু সচেতন নয়।

হামাগুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল স্যাম। একটু আগেই গুনে দেখেছিল, পনেরোজন, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে বারোজন। সবার পরনে খাকি প্যান্ট, ছোট হাতার সিভিলিয়ান শার্ট আর টি-শার্ট। কয়েকজনের কাছে স্কোপ লাগানো শিকার করার রাইফেল—সম্ভবত ৪ পাওয়ারের, কেননা এরকম ঘন জঙ্গলে খোলা জায়গায় লং শট হয়তো পাত্তাই পাবে না। দুজন আবার শটগান বহন করছে। এই অস্ত্রটাই হয়তো তাদের খাবার জোগায়। দুজনের হোলস্টারে পিস্তল আর অন্যরা বহন করছে অ্যাসল্ট রাইফেল। অ্যামেরিকান এআর-১৫, হয়তো গৃহযুদ্ধের সময়ে এগুলো তাদের হাতে এসেছে বলে ভাবল স্যাম।

স্যামের ঠিক কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া লোকটার হাতে শিকার করার রাইফেল। তুলে নিয়ে পুলের চারপাশে দেয়ালের ওপর নিশানা করল লোকটা। স্যাম নিশ্চিত যে রেমিকে দেখতে পায়নি লোকটা। কিন্তু অপেক্ষা করছে কখন রেমি মাথা তুলবে।

একটামাত্র পিস্তল হাতে ধরা লোকটা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠল, "আমরা জানি যে তোমরা এখানে আছ। এখনই বাইরে বের হয়ে এসো, সহজ হয়ে যাবে ব্যাপারটা তাহলে।"

লোকগুলোর দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের উদ্দেশে চিৎকার করে স্যাম বলে উঠল, "আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না, চলে যাও।"

তিনজন আঁততায়ী খানিকটা ঘুরে দেখতে চাইল যে কেউ তাদের পেছনে আছে কি-না, আর আরেকজন উদ্যত অস্ত্র নিয়ে পুরোপুরি ঘুরে গেল।

আগের ঘোষক আবার বলে উঠল, "আমরা যাব না। বের হয়ে এসো, তাহলে আমরাই তোমাদের যেতে দেব।"

লোকটার কণ্ঠে খারাপ কিছুর আভাস পেল স্যাম। এই লোকগুলো ভাবছে যে সহজ শিকার পেয়ে গেছে তারা, এক আমেরিকান দম্পতি, নিঃসন্দেহে নিরস্ত্র আর অসহায়। হয়তো ইতোমধ্যে মুক্তিপণের আকাশ-কুসুম কল্পনাও শুরু করে দিয়েছে। আর যদি এটা পায়ও, তারপরও তাদের খুন করে ফেলবে।

কাছের জনের ওপর পিস্তল তাক করল স্যাম। দেয়ালের ওপর রাইফেল তাক করে টার্গেটের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল লোকটা। ঘোষক লোকটা হাত ইশারা করতেই দেয়ালের কাছে এগোতে লাগল লোকগুলো। একই সাথে আড়ালে থেকে এগোতে লাগল স্যাম।

কাছাকাছি থাকা লোকটা টের পেয়ে স্যামের দিকে রাইফেল ঘোরাতেই, তার বুকে গুলি করল স্যাম। এরপর লুকিয়ে গেল ঝোপের মাঝে। পড়ে গেল লোকটা; ভালোই আহত হয়েছে, বেহুঁশ হয়ে গেছে সাথে সাথে। অন্যরা তাদের সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখে যার যেদিক মনে হলো গুলি এসেছে, সেদিকে গুলি চালাল সমানে। মাত্র দুজনের অনুমান সঠিক হলো; স্যামের লুকিয়ে থাকার ঘন ঝোপের সামনের জায়গাটা ঝাঁঝরা করে ফেলল বুলেট।

চোখ তুলে তাকাবার পর আরেকজনকে পড়ে যেতে দেখল স্যাম, অল্প যে কয়েকজন এআর-১৫ বহন করছিল—তাদের একজন। অন্যরা যখন উন্মত্তের মতো গুলি ছুড়ছিল, রেমি নিশ্চয়ই এ লোকটাকে টার্গেট করেছে। বেশি জরুরি ভেবে বেছে নিয়েছে এ লোকটাকে আর গুলি করে ফেলে দিয়েছে।

দলের নেতা এগিয়ে গিয়ে লোকটার রাইফেল আর প্যাক নিয়ে এলো। তারপর নিশানা করল দেয়ালের মাথার ওপর; কিন্তু নিচেই রইল রেমি। জানে যে, সবাই তার আশাতেই তাকিয়ে আছে।

কিন্তু নতুন সমস্যায় পড়ে গেল স্যাম। সে কি এখনো বেঁচে আছে না তার মৃতদেহ পড়ে আছে দেখার জন্য ঘন ঝোপের দিকে এগিয়ে এলো এক আঁততায়ী। পায়ের চাপে লাঠি ভাঙতে লাগল লোকটা। শব্দ অনুসরণ করে তিনবার গুলি চালাল স্যাম। রাইফেল আর তার বাহক, দুজনেরই পতনের শব্দ পেল সাথে সাথে। হাতে প্রস্তুত পিস্তল নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে লোকটার কাছে গিয়ে দেখতে পেল কপালে নতুন, তাজা গর্ত। রাইফেল তুলে নিয়ে আবারো নিজের জায়গায় ফিরে গেল স্যাম; একেবারে কিনারে গিয়ে ব্যারেল ঠিক করে নিল।

দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে আসছে শটগান হাতে এক আঁততায়ী। নিশানা করে গুলি ছুড়ল স্যাম, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল লোকটা। বোল্টের শিকল ঘুরিয়ে নতুন নিশানা খুঁজতে লাগল স্যাম। গায়ের সাথে ঝুলন্ত স্কোপ লাগানো রাইফেল নিয়ে গাছে ওঠার চেষ্টা করছে আরেক লোক। যেন চারপাশের দেয়াল ঘেরা জায়গাটা দেখা যায়। গুলি ছুড়ল স্যাম; দুমড়ে-মুচড়ে দশ থেকে বারো ফুট নিচে মাটির ওপর পড়েই স্থির হয়ে গেল লোকটার দেহ।

আবারো বোল্ট ঘুরিয়ে বুঝতে পারল গোলা শেষ হয়ে আসছে। যে লোকটার কাছ থেকে রাইফেল নিয়েছিল হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে গেল স্যাম। কিন্তু এই সুযোগে তাকে দেখে ফেলে চিৎকার করে অন্যদের ডেকে উঠল এক আঁততায়ী। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। তাড়াতাড়ি তাই গুলি করেই রাইফেল হাতে জঙ্গলের দিকে ছুটতে শুরু করল স্যাম। একটুও না থেমে ঘুরতে লাগল পুলের চারপাশের ঘেরা জায়গাতে। পেছনে অবশ্য কোনো ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া গেল না। ছুটতে ছুটতেই রাইফেল থেকে বোল্ট খুলে ছোট ছোট গাছপালায় ঘেরা দুর্ভেদ্য একটা জায়গায় ছুড়ে মারল স্যাম। আরো শ'খানেক ফুট সামনে গিয়ে আরেকটা খালি জায়গায় রাইফেলটাকে ফেলেই দৌড় লাগাল।

প্রবেশপথের চেয়েও বহুদূর ঘুরে দেয়াল ঘেরা জায়গাটাতে পৌঁছে গিয়ে সাবধানে দেয়ালের ওপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল স্যাম। একই সাথে দেখতে পেল পেছনে শটগান ঝুলিয়ে এগিয়ে আসছে একজন আঁততায়ী। লোকটার মাথার পেছনে পুরো এক রাউন্ড গুলি করল স্যাম। হাঁটু গেড়ে বসল শটগান তুলে নেয়ার জন্য। কানে এলো নিজের মাথা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ছোট্ট একটু প্রতিধ্বনি। প্রবেশমুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সাথে সাথে পাথরকুচি ছড়িয়ে এআর-১৫-এর গুলিতে বিস্ফোরিত হলো জায়গাটা। জমাকৃত পাথরের স্তূপ পার হয়ে দেয়ালের মাঝে ঢুকে পড়ল স্যাম।

"হানি", "অ্যাম হোম।" চিৎকার করে জানিয়ে দিল রেমিকে। "এতক্ষণ পরে।" বলে উঠল রেমি, "চিন্তায় আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।"

সিঁড়িতে উঠে বসল স্যাম। "আমি গুনে দেখেছি; শুরুতে ছিল বারোজন, এখন আছে ছয়।" "জানি, আমি। অন্তত তাদের একটু ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছি, বুঝে গেছে নির্ঘাত যে এত সোজা হবে না ব্যাপারটা।"

"এর চেয়েও ভালো করেছি আমরা। আমার তো মনে হয় এই মুহূর্তে আমরাই বিজয়ী।"

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল রেমি। "প্রথমে অনেকেই ছিল। অন্তত দুজন ঠিক সময়ে তোমার জায়গাটাতে গিয়েছিল। আমি তো ভেবেছিলাম যে নিশ্চয়ই তোমার পিছু নিয়েছে; কিন্তু তারপর দেখেছি যেখান থেকে এসেছিল সেই ঢালুতে ফিরে গেছে। নিশ্চয়ই সাহায্য আনতে গেছে।"

"হয়তো এখান থেকে সরে পড়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ।" বলে উঠল স্যাম। "ব্যাকপ্যাকে যা যা সম্ভব ভরে নিয়ে বাকি সবকিছু এখানে ফেলে রেখে দৌড় দিতে হবে এখনই।"

"হুম, এটাই করার আছে কেবল।" জানাল রেমি। "আশা করছি যে তাদের প্রধান ক্যাম্প নিশ্চয়ই আরো দূরে।"

রেমির পাশে শটগান নামিয়ে রাখল স্যাম। "তুমি নজর রাখ। রেঞ্জের মাঝে কেউ এলেই ব্যবহার করবে।" স্কুবা গিয়ার, তাঁবু আর বেশিরভাগ রসদ নামিয়ে রাখল। বাড়তি গুলি, মশাল, পুল থেকে তুলে আনা দ্রব্যাদি নিজের প্যাকে এরপর দেয়ালের ওপর চড়ে বসে শটগান তুলে নিল হাতে। "ঠিক আছে, ঝোপের ভেতর গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। শেষবারের মতো একবার দেখে নিই আর দেখা যাক যদি..." থেমে গিয়ে রেমির মুখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে রইল স্যাম। "কী?"

পাহাড়ের একপাশে ইশারা করে দেখাল রেমি। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দেখা গেল অনেক মানুষের দীর্ঘ একটামাত্র সারি ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। "মোটেই ছয়জন নয়, ছত্রিশজন। নিশ্চয়ই গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে এগিয়ে আসছে কী ঘটেছে দেখার জন্য। অথবা আমরা সভ্যতা থেকে এত দূরে যে কারো আড়িপাতা ছাড়াই রেডিও ব্যবহার করতে পেরেছে লোকগুলো।"

"আমি দুঃখিত রেমি।" বলে উঠল স্যাম। "আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে ভালো একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।"

স্বামীর গালে কিস করে রেমি বলে উঠল, "জানো মৌমাছিদের নিয়ে কত কিছু বলা হয়? যখন কেউ মধুর জন্য তাদের মৌচাকে হামলা চালায়, সাধারণত তারা হেরে যায়। কিন্তু যতটা সম্ভব লোকটার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। আর এই ধারণাকে আমিও শ্রদ্ধা করি।'

"না করাটাই শক্ত। চলো আলো থাকতে থাকতে সব ম্যাগাজিন লোড করে ফেলি। আর শটগানটার কথাও ভুলে যেও না।"

"ঠিক বলেছ।" একমত হলো স্যাম। সিঁড়ি বেয়ে নেমে মৃত লোকটার কাছে এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে, তারপর লোকটার প্যাক তুলে নিয়ে আবারো ফিরে এলো হামাগুড়ি দিয়ে। প্যাকের ভেতরে ডজনখানেক শটগানের শেল পাওয়া গেল একটা বাক্সে। কিন্তু বাকি জিনিসগুলো অর্থহীন একটা ক্যান্টিন, টুপি, বাড়তি কাপড়, হুইস্কি। পুলের শেষ মাথা থেকে আরো পাথর এনে প্যাসেজ আটকে দিল স্যাম। তারপর খুব সাবধানে জ্বালানি কাঠের স্তূপ তৈরি করে নিল, যদি কোনো কারণে আগুন জ্বালাতে হয়।

পুলের গভীরে নামার জন্য আনা শক্তিশালী ফ্লাশলাইট হাতে তুলে নিয়ে এরপর দেয়ালের ওপর অপেক্ষারত রেমির কাছে এগিয়ে গেল। নিজের আর রেমির পিস্তল লোড করা আছে কি-না দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল স্যাম। তারপর

বাড়তি দশটা ম্যাগাজিন চেক করে খালি হওয়া দুটো রি-লোড করে নিল। "কিছু দেখা যাচ্ছে এখনো?" "গুলি করার মতো কিছু না।" উত্তরে জানাল রেমি। "এখনো পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে আছে লোকগুলো। আমার মনে হয় পুরোপুরি অন্ধকার না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তারা; তারপর এগিয়ে আসবে যেন সেকেন্ডের জন্যও দেখা দিলে আমাদের গুলি করতে পারে।"

"হুম, এটা হচ্ছে সময়মতো ঝোঁক বুঝে কোপ মারা।"

"এর জন্য আমাদের পরিকল্পনা কী হবে?"

"আমিও এরকমই কিছু একটার পরিকল্পনা করছি।"

প্রায় গজখানেক দূরত্বে দেয়ালের মাথাজুড়ে প্রথমে ছয়টা তারপর আটটা রাইফেলের গুলির শব্দ কানে এলো। "বেশি দেরি হয়ে গেছে।" বলে উঠল রেমি। "চাইছে যেন আমরা মাথা নিচু করে রাখি, যেন প্রবেশপথে দৌড়ে আসতে পারে।"

শটগান চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল স্যাম। পাথরের স্তূপের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে রইল। সামনেই দেখা গেল দুজন লোককে। গুলি ছুড়েই শটগান পাম্প করে আবারো গুলি করল স্যাম। দ্বিতীয়বারের মতো শটগান পাম্প করে একজনের বন্দুকের ব্যারেল টান দিয়ে নিয়ে এলো ভেতরে। দেখেই চিনতে পারল খাটো সাব-মেশিনগানটাকে, একটা ইনগ্রাম ম্যাক-১০। তৈরি করার পরে অন্তত দশ বছর কেটে গেলেও কোনো সন্দেহ নেই যে এটি কাজ করবে।

আরেকজনকে দেখা যেতেই গুলি করল স্যাম। পাম্প করে ফিরে এলো পাথরের আড়ালে। দেয়ালের ওপর থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। পরপর চারটা দ্রুত আওয়াজ।

রেমি নিচে গলা বাড়াতেই তাকাল স্যাম। এইমাত্র যে জায়গায় ছিল রেমি, সেখানে পনেরো থেকে বিশটা গুলির আওয়াজ হলো। কিন্তু নিচু হয়ে প্রায় দশ ফুটের মতো জায়গা সরে এলো রেমি।

দেয়ালের ওপর চড়ে বসে উঁকি দিল স্যাম। দেখা গেল প্রবেশপথের দিকে দৌড়ে আসছে চারজন। ম্যাক-১০ তুলে চালু করে দিল। ওপর থেকে গুলি করতে লাগল। পিছিয়ে আসতে আসতে দেখে নিল পড়ে গেল চারজন। কিন্তু তখনো কাজ করছে ম্যাক-১০। এখন দেয়াল ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে বুলেট বৃষ্টিতে। ওয়াকওয়েতে চুপ করে বসে গুলি থেমে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল স্যাম। খানিক সময় লাগলেও ধীরে ধীরে নেমে এলো নীরবতা।

"কতজন?" জানতে চাইল রেমি।

"আমার মনে হয় সাত।" খতম হয়েছে "আমার কাছে মাত্র দুটো খতম হয়েছে", বলে উঠল রেমি। "তোমার নতুন কৌশল কখন কাজে লাগাবে? গুলি শেষ হওয়ার আগে না পরে?"

"হুম, মনে হচ্ছে এখনই ভালো সময়।" জানাল স্যাম। প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। চারপাশে তাকাল কাউকে দেখা যায় কি-না; কিন্তু কেউ নেই। প্যাসেজে জড়ো করা সব জ্বালানি কাঠকে আবারো স্তূপ করে ওপরে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দিল। তারপর ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। এরপর সামনের দিকে নিশানা তাক করে বসে রইল শটগান নিয়ে। আগুনের শিখা দাউ দাউ করে উঁচুতে উঠে যাওয়ার পর মশালের মতো জ্বলতে শুরু করে দিল গাছের ডালপালা। চারটা ডাল একসাথে নিয়ে ওয়াকওয়েতে দৌড় লাগাল স্যাম। দেয়ালের ওপর দিয়ে যত দূরে সম্ভব ছুড়ে মারল একটা ডাল তারপর বাকিগুলো। ফলে যত দূর সম্ভব ছড়িয়ে পড়ল জ্বলন্ত গাছের ডাল। আবারো ওয়াকওয়েতে বসে পড়ল স্যাম। চুপচাপ শুনতে লাগল দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়া ত্রিশ থেকে চল্লিশ রাউন্ড গুলির গর্জন।

এই সুযোগকে কাজে লাগাল রেমি। তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ে নিচু হয়ে বসে পড়ল। "এবার হলো তিন।" বলে উঠল স্যামের উদ্দেশে।

"স্কোরকিপারকে জানিয়ে দেব আমি।"

"কেমন হলো কৌশলটা?—স্যামের পাশ দিয়ে দেয়ালের ওপর তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রেমি।"

স্যামও তাকাল একই দিকে। পুরো আকাশ যেন জ্বলছে। শটগান হাতে নিয়ে আরো ভালোভাবে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াল স্যাম। তারপর গুলি এগিয়ে আসতেই আবারো নিচু হয়ে বসে পড়ল।

জ্বলন্ত গাছের মশাল ছড়িয়ে কয়েকটা ঝোপঝাড়েও আগুন লেগে গেছে। শিখা তাই লকলক করে বেড়েই চলেছে। এগিয়ে যাচ্ছে স্যাম, লুকিয়ে ছিল এমন একটা ঝোপের দিকে। চারপাশে ডাল পোড়ার কটকট শব্দ আর স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে। গুলির শব্দ শেষ হতেই স্প্যানিশ ভাষায় লোকগুলোর চিৎকার শুনতে পেল স্যাম।

আবারো নিচে দৌড়ে গিয়ে তিনটা জ্বলন্ত ডাল তুলে নিয়ে রেমির পাশের দেয়ালের ওপর দিয়ে অন্য পাশে ছুড়ে মারল।

"কী করছ তুমি? তারা সবাই তো এই পাশে।"

"নিজেদের জন্য জায়গা আর আলোর ব্যবস্থা করছি।" উত্তরে জানাল স্যাম।

"কেন?"

"লুকিয়ে থাকা লোকগুলোকে আগুনের আলোতে বের করে নিয়ে আসার জন্য।"

স্যামের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে হেসে ফেলল রেমি। তারপর দেয়ালের অন্য পাশে ইশারা করে দেখাল। তারপর দুজন মিলে হামগুড়ি দিয়ে চলে এলো এই পাশে। প্রস্তুত হয়ে রইল। এরপর একই সাথে গলা বাড়িয়ে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হলো। তখনো দেখা যাচ্ছে না অবশ্য কাউকে। ক্রমশ বাড়তে থাকা আলোর দিকে চেয়ে রইল স্যাম, কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না।

তার বেল্টের পেছনে চাপড় দিয়ে রেমি বলে উঠল, "তারা যেন আবার তোমাকে নিশানা করার সময় না পেয়ে যায়।"

নিচু হলো স্যাম। "শোনো, আমরা হয়তো তাদের পিছু হটিয়ে দিয়েছি।"

"কিছুক্ষণের জন্য।" বলে উঠল রেমি। "আগুন নিভে শেষ হয়ে গেলেই তারা আবার ফিরে আসবে।"

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। "খানিকটা সময় পাওয়া গেল।"

"ধন্যবাদ, স্যাম। অন্তত আরো ঘণ্টা দুয়েক পেলাম তোমাকে ভালোবাসার জন্য।"

"এর পরে কী?"

"দেখা যাক।" উত্তরে জানাল রেমি। "ব্যাপারটা নির্ভর করছে তাদের গুলি ছোঁড়ার দক্ষতার ওপর।"

দুজনে মিলে হাত ধরে বসে রইল ওয়াকওয়েতে। তারপরও কয়েক মিনিট পরপর কেউ একজন উঠে গিয়ে দেখে আসছে কাউকে দেখা যায় কি-না। সরু রাস্তা ধরে গাছ আর ঝোপঝাড় পুড়তে পুড়তে এগিয়ে চলল আগুন; কিন্তু দু'পাশে এগোতে পারল না।

চাঁদ উঠতেই আবারো সরু রাস্তাটার দিকে তাকাল স্যাম। "আমার মনে হয় একটু পরেই ফিরে আসবে লোকগুলো। আর মনে হচ্ছে সঙ্গে আরো বেশি জনকে নিয়ে আসবে। ভাবার বিষয় যে তারা কারা?"

"আস্তে আস্তে হতাশাজনক মনে হচ্ছে সবকিছুকে।" জানাল রেমি।

নিজের পকেট হাতড়ে জানতে চাইল স্যাম, "আর কত গুলি বাকি আছে তোমার কাছে?"

"বিশ রাউন্ড। প্রতিটা পিস্তলে আট করে। আর চারটা গুলিঅলা একটা বাড়তি ম্যাগাজিন।"

"আমার কাছে আছে পনেরোটা। আর শটগানে পাঁচটা শেল।" রেমিকে জড়িয়ে ধরল স্যাম। "বলতে কষ্ট হচ্ছে যে আমাদের পালা শেষ হয়ে আসছে।" চুপচাপ দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল দুজন।

হঠাৎ করেই সোজা হয়ে বসল রেমি, "স্যাম।"

"কী?"

"পুল। কুয়োর মতো নয়, তাই না?"

"না?"

"স্রোত আছে। তুমি হয়তো তেমনভাবে টেরই পাবে না, কিন্তু আমরা যত শিল্পদ্রব্য পেয়েছি তা তীর থেকে দূরে। আর আমাদেরও নিয়ে গেছে একই দিকে। তার মানে এটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড একটা নদীর ওপরে।"

রেমির চোখের দিকে তাকাল স্যাম, "তুমি কী বাজির শেষ খেলাটা খেলতে চাও?"

মাথা নাড়ল রেমি। "যদি আমরা এখানে বসে থাকি তাহলে বুলেট হারিয়ে নির্ভর করতে হবে তাদের দয়ার ওপর। আমি এটা একেবারে চাই না, তারচেয়ে ভালো ডুবে যাব।"

"অলরাইট। চলো চেষ্টা করে দেখি।"

দেয়ালের ওপাশে তাকাল রেমি। "আরেকটু পরেই নিভে যাবে আগুন। নিচে নেমে আসছে লোকগুলো। আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।"

ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল স্যাম আর রেমি। ডাইভ দেয়ার ইকুইপমেন্ট প্রস্তুত করে ওয়েট স্যুট পরে নিল। নিজের প্যাক থেকে শিল্পদ্রব্যের ওয়াটারপ্রুপ ব্যাগটা ভরে নিল স্যাম। "বন্দুক, ফোন আর গুলিগুলো এখানে রেখে দাও।"

ব্যাগে সবকিছু ভরে সিল করে দিল রেমি। দুজনের জন্য এক জোড়া করে শর্টস, টি-শার্ট আর জুতো নেটের ব্যাগে ভরে নিয়ে পানিতে প্যাক নামাল।

"এখানেই সবকিছু।" বলে উঠল স্যাম। "হয়তো লোকগুলো ভাববে যে আমরা আগুনের মাঝে দিয়ে পালিয়ে গেছি।"

ব্যাগটাকে নেড়ে দেখল রেমি। "তুমি এটাকে বহন করতে পারবে?"

"ভালোই হয়েছে ওজন।" বেল্ট থেকে ভারী অংশটা ফেলে দিয়ে এর সাথে ব্যাগটাকে আটকে নিল স্যাম।

নিজেদের বাকি ইকুইপমেন্ট পরে নিয়ে ফ্লাশলাইট ধরে পুলের কিনারে বসল স্যাম আর রেমি। স্যাম বলে উঠল, "আমি সরি রেমি, ব্যাপারটা একটু লম্বা হলো বলে।"

কাঁধ দিয়ে স্যামকে ধাক্কা দিয়ে রেমি বলে উঠল, "বেশি লম্বাও হবে না। যদি একটা সিঙ্কহোল থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয় আরো আছে। এটাকে খুঁজে পাবার জন্য বাতাস বাঁচিয়ে রাখতে হবে শুধু। প্রায় পঁচিশ মিনিট আছে হাতে।"

মাথা নাড়ল স্যাম। আর প্রায় একই সাথে দেয়ালের মাথায় তিন দিক থেকে একযোগে গর্জে উঠল ভয়ংকর গর্জন। বাতাসে ভাসতে লাগল। পাথরের টুকরা আর মর্টারের গোলা মাথা ঘুরিয়ে পরস্পরকে কিস করল স্যাম আর রেমি। এরপর মাস্ক নামিয়ে মাউথপিস মুখে দিয়ে পেছনে নেমে পড়ল পানিতে। দশ থেকে বারো ফুট পর্যন্ত নেমে গেল নিচে। এরপরই অনুভব করল হালকা স্রোত এসে টেনে নিয়ে যেতে লাগল দুজনকে।

গুয়েতেমালা

গাঢ় অন্ধকারে সাবধানে সাঁতার কেটে চলল স্যাম আর রেমি। শুধু স্রোতের টানে ভেসে চলল একশ ফুট পর্যন্ত যেন ওপরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের দেখতে না পায়। এরপর ফ্লাশলাইট জ্বেলে গতি বাড়িয়ে সাঁতরে চলল ভূগর্ভস্থ নদীর পাথুরে করিডর দিয়ে। প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে পানি, কোনো বাতাস আসার জায়গাই নেই। প্রথম দিকে দু'দিকের দেয়ালের মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায় বিশ ফুট। কিন্তু ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট গভীর অথচ সময় যত যাচ্ছে দু'পাশের দেয়ালের মাঝের ফাঁক সংকুচিত হয়ে আসছে। অস্বস্তি বাড়ছে দুজনেরই। জায়গাটা খানিকটা উন্মুক্ত হওয়া মাত্রই আবারো স্বস্তি পেল ফারগোরা।

ফিন দিয়ে লাথি মেরে সাহায্য নিতেই স্রোতও সাহায্য করল। সামনে বাড়িয়ে ধরেছে ফ্ল্যাশলাইট, কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই একঘেয়ে দৃশ্যের— আরো আঁকাবাঁকা টানেল। টানেল সংকীর্ণ হয়ে এলে স্যাম অবাক হয়ে ভাবছে এমনকি হতে পারে যে এ অঞ্চলে একের পর এক ভূমিকম্প হওয়াতে পাথরের মাঝে ফাটল ধরে পথ তৈরি হয়েছে হয়তো। যদি তাই হয় তাহলে কোথাও বিশ ফুট থেকে ছয় ইঞ্চি সরু হলেই তারা আটকে পড়ে ডুবে যাবে।

সাঁতার কাটতে কাটতে নিজের ঘড়ির দিকেও চোখ রাখল স্যাম। গতকাল সকাল বেলায় প্রায় পনেরো মিনিটের জন্য ডুব দিয়েছিল দুজন। তাদের প্রতিটি অ্যালুমিনিয়াম ট্যাংকে এখনো পঁচিশ মিনিটের মতো বাতাস রয়ে গেছে। তার

মানে যদি তারা প্রথম বারো মিনিটের মাঝে কোনো বাধা পায় তাহলে হয়তো তখনো সম্ভাবনা থাকবে পুলে ফিরে গিয়ে ওপরে উঠে যাবার। যদি তারা তাই করে তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে পেছনে লেগে থাকা লোকগুলো হয়তো ইতোমধ্যে দেয়াল ভেঙে তছনছ করে তাদের খুঁজে চলে গেছে না দেখতে পেয়ে। স্যাম যদিও ভালো করেই জানে যে এ ধারণা খানিক কল্পনা আর খানিক দুঃস্বপ্ন। সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ এই নদীতে ডুবে গিয়েই সলিলসমাধি ঘটবে দুজনের।

আর তখনই হয়ে গেল তেরো মিনিট, স্যাম জেনে গেল এখনো যদি সাঁতার কেটে ফিরে যাবার চেষ্টা করে বাতাস ফুরোবার আগে হয়তো পারবে না। আরো পাঁচ মিনিট কেটে গেলে তো কোনো আশাই থাকবে না।”

বিশ মিনিট যখন কেটে গেল, হাতে রইল মাত্র মিনিট পাঁচেক। হয়তো এটাও বড় বেশি আশা হয়ে যাচ্ছে। শক্তভাবে সাঁতার কেটে এসেছে দুজন; তাই হয়তো বাতাসও খরচ হয়েছে বেশি বেশি। যতটা যৌক্তিকভাবে সম্ভব নিজেদের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে লাগল স্যাম। ভাবার কোনোই কারণ নেই যে, পরবর্তী পাঁচ মিনিটের মাঝে ওপরে ওঠার কোনো রাস্তা পেয়ে যাবে। রেমি ছোট আর হালকা হওয়াতে তার চেয়ে বাতাস ব্যবহার করেছে কম। যদি রেমিকে দুটো ট্যাংক দেয়া যায় তাহলে হয়তো বাঁচার পথ খোঁজার সুযোগ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

নিজের ট্যাংক এক পাশে সরিয়ে নিল স্যাম, যেন বন্ধ করে দিতে পারে ভাল্ব। কিন্তু কী করছে তা দেখে ফেলল রেমি। অবিশ্বাস্য রকম শক্ত হাতে চেপে ধরল স্যামের কব্জি আর ভয়ংকরভাবে ঘোরাতে লাগল মাথা। স্যাম বুঝতে পারল যে রেমিও একই কথা ভাবছিল। একই ভয় পাচ্ছিল যে স্যাম তাকে নিজের ট্যাংক দিয়ে দিতে চাইবে।

রেমি যখন স্যামের কব্জি চেপে ধরল, মাথার ওপরের অংশ আলোকিত করে তুলল স্যামের ফ্লাশলাইট। আর খানিকটা ভিন্ন মনে হলো দৃশ্যটা। এবারে পেছনে আর সামনে তাকাল স্যাম। এতক্ষণ ধরে দেখছিল যে তাদের সৃষ্ট বুদবুদগুলো ওপরে উঠে একপাশে সরে গেলেও স্থির হয়ে থাকত। কিন্তু এখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওপরের দিকে উঠতে যাচ্ছে। ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে দিল স্যাম, এখনো তার কব্জি ধরে রেখেছে রেমি।

একসাথে ওপরে ভেসে উঠল দুজন। ফ্লাশলাইটের আলো ফেলল মাথার ওপরে। প্রায় দশ ফুট পর্যন্ত চুনাপাথরের দেয়াল উঠে যাওয়া গোলাকার একটা জায়গায় আবিষ্কার করল নিজেদের। মাউথপিস সরিয়ে সাবধানে নিঃশ্বাস নিল স্যাম। “ভালো বাতাস।” ঘোষণা করল রেমির জন্য।

নিজের মাউথপিস সরাল রেমি। মাস্ক খুলে চারপাশে তাকাল দুজন। "আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে হয়তো দেখা যাবে আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্ট কার্বন-মনোঅক্সাইড অথবা হাইড্রোজেন সালফাইড জাতীয় কিছু হবে। বলে উঠল রেমি।"

"না, শুধুই বাতাস।"

"হুম্, মিষ্টি, তাজা বাতাস। কিন্তু..." জিজ্ঞেস করে উঠল রেমি।

"চলো ফ্লাশলাইট বন্ধ করে দেখি আলো দেখা যায় কি-না।"

বহু চেষ্টা করে দেখল দুজন কিন্তু কোনো আলো দেখা গেল না। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করল, তারপরও দেখতে পেল না কিছুই। আবারো জ্বেলে নিল ফ্লাশলাইট।

"যাই হোক, অন্তত ওপর দিয়ে খানিক সাঁতার কাটা যাবে।" বলে উঠল স্যাম; তারপর নিজেদের ট্যাংকের ভাল্ব বন্ধ করে এগোতে লাগল সামনের দিকে।

মাথার ওপরের জায়গাটুকু আগের মতোই রইল। তাই পরিষ্কার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে স্রোতের টানে সাঁতার কাটতে লাগলো দুজন।

একটু পরে কী যেন ভেবে থেমে গেল স্যাম। "আমার মনে হয় আমি বুঝতে পারছি যে এটা কী।"

"তাই?" জানতে চাইল রেমি। "সিঙ্কহোলে পড়া বৃষ্টির পানি অথবা ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়ার পর সেটা এখান দিয়ে নদীতে যায়। বৃষ্টির পর নিশ্চয়ই জলসীমার উচ্চতা বেশি থাকত—হতে পারে পুরো বর্ষাকালজুড়েই এমন থাকত, আর তারপর সময়ের সাথে সাথে আবার নেমে যেত।"

"শুনে তো এরকমই কিছু একটা মনে হচ্ছে।" বলে উঠল রেমি।

"এ কারণেই মায়ারা বৃষ্টির পানি পুলে ফেলার জন্য বড় বড় পাথরের ফালিগুলো তৈরি করেছিল নিশ্চয়।"

"কিছুদিনের জন্য বৃষ্টি না হলে ভূগর্ভস্থ বেশিরভাগ নদী শুকিয়ে এর ওপর দিয়ে বাতাস বইতে থাকে। নদীর উচ্চতা আবার বেড়ে গেলে বাতাসও আটকে যায়।" জানাল স্যাম। "নিজেদের শেষ অক্সিজেনটুকু বাঁচাবার জন্য যতক্ষণ পারা যায় এভাবে ওপর দিয়েই সাঁতার কাটতে হবে আমাদের।"

"আর আরেকটা কথা", বলে উঠল রেমি, "আমাকে নিজের এয়ার ট্যাংক দিয়ে দেয়ার মতো আর কিছু করার চেষ্টা করো না। ইতোমধ্যে অবগত হয়েছি যে বীরধর্ম এখনো মারা যায়নি।"

"আমি শুধু যুক্তি দিয়েই বুঝতে চাইছিলাম।" জানাল স্যাম। "আমার চেয়ে কম বাতাস ব্যবহার করো তুমি। তাই আরেকটু সময় পেলে আরো দূর এগিয়ে যেতে পারবে।"

"এর মানে হচ্ছে আমরা দুজন একাকী মারা যাব। কিন্তু আমার মৃত্যুর সময় কেউ একজন সামনে থাকবে, এই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা। আর আমি আমার জনকে বহু বছর আগেই খুঁজে নিয়েছি। সেটা হচ্ছ তুমি।"

"তোমাকে বহু নিমন্ত্রণ পাঠাতে হতে পারে মনে রেখ।" হেসে ফেলল—স্যাম।

"ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি জীবিত থাকলে তো সেটা কষ্টকর। তাই আমার সাথেই লেগে থাকো আর দাতা হবার ইচ্ছাটাকে সংযত রাখো।"

আঁকাবাঁকা টানেল ধরে আরো ঘণ্টাখানেক সাঁতরে চলল দুজন। এরপর এমন একটা জায়গায় এলো যেখানে সামনের সবটুকু দেয়াল ঝুপ করে নেমে গেছে পানির ভেতরে। থেমে গিয়ে একে অন্যকে কিস করে মুখের ওপর মাস্ক বসিয়ে ট্যাংকের ভাল্ব জ্বালিয়ে নিল স্যাম আর রেমি। তার আগে রেমি জানাল, "মনে রাখবে হয় দুজন, নয়তো একজনও নয়।" মাউথপিস মুখে ঢোকাল।

আবারো ডুবে গেল দুজন। এ জায়গাটাও ঠিক আগের জায়গার মতোই। সাঁতার কাটতে গিয়ে রেমির মনে হলো ডুব দেয়ার আগে ঘড়িটা দেখে নিলে ভালো হতো। এয়ার পকেটে যখন পৌঁছেছিল ঘড়িতে তখন ষোলো মিনিট হয়েছিল। কিন্তু এখন কতটা সময় কেটে গেছে? তাদের ট্যাংকে আরো নয় মিনিটের মতো বাতাস কী সত্যি আছে? আগে কখনো লিমিট চেক করে দেখেনি সে কিংবা স্যাম। এত নিচে নেমে যেতে দেয়াটা অন্য যেকোনো দিন হলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত, যখন এমনি ওপরে সাঁতার কেটে বেড়ানো ছাড়াও ইচ্ছে হলেও ডাইভ বোট থেকে নিয়ে আসা যেত নতুন ট্যাংক।

সাঁতার কাটা ছাড়া এখন আর কিছু করারও নেই। মিনিটগুলো কেটে যাচ্ছে এমন সময় প্যাসেজটা আরেকটা বড়সড় জায়গায় এসে থামল। নদীর নিচেটা অসমান। আগের মসৃণ আর সমতল নদীতলের চেয়ে আলগা পাথরে ভর্তি। এরপরই রেমি বুঝতে পারল যে এসব কিছুই নিজেদের ফ্লাশলাইটের আলোর বৃত্তের বাইরে দেখতে পাচ্ছে—তার মানে ওপর থেকে নেমে আসছে সত্যিকারের আলো। ওপরের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল দুজনের আলো। আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই হেসে ফেলল রেমি, শুনতে পেল ডলফিনের মতো কাঁপা কাঁপা এক ধরনের শব্দ বের হচ্ছে তার মুখ থেকে। দেখতে পেল উত্তর দেয়ার ভঙ্গিতে হেসে বড়সড় একটা বুদ্‌বুদ ছাড়ল স্যাম। হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এলো দুজন।

কিন্তু আবারো হাসি গিলে ফেলতে বাধ্য হলো রেমি। গম্বুজের মতো জায়গাটাতে ঠিক মাথার ওপর থেকে উঠে আসছে আলো। আকাশের দিকে খুলে গেছে বৃত্তাকার একটা গর্ত। কিন্তু গর্তটা একেবারে মাঝ বরাবর, তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, নদী থেকে অন্তত ছয় ফুট ওপরে।

"তো, আরেকটা সমস্যা জুটে গেল।" বলে উঠল স্যাম। "এখন কী করব আমরা?"

"আমি নিচে নেমে চারপাশটা আরেকবার দেখে আসি। এখানে এক মিনিট থাকো।" নিজের মাস্ক পরে আবারো ডুব দিল স্যাম। অপেক্ষা করতে লাগল রেমি। আবারো স্যাম ভেসে উঠলে জানতে চাইল, "তো?"

নদীবক্ষে পাথরগুলোর কাছে সাঁতার কেটে গেল স্যাম। মনে হলো পানির নিচে জড়ো হয়েছে পাথরগুলো; তারপর হেলে পড়ে সরে গেছে চারপাশে। এর ওপর দাঁড়াল স্যাম। কোমর পর্যন্ত পানি "আমি পাথরের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। দেয়ালের বড় একটা অংশ এদিকে ধসে পড়েছে। মাঝখানে এরকম আরেকটা স্তূপ আছে। ঠিক যেখানে ছাদ ভেঙে পড়েছিল।"

"বেশ নাটকীয়।" বলে উঠল রেমি। "এর মানে কী আমরা বের হতে পারব না?"

মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকাল স্যাম। "আমার ধারণা পারব; কিন্তু প্রচুর খাটনি করতে হবে। চলো পাথর জোগাড় করি।"

আবারো নিচে ডুব দিয়ে দিয়ে পাথর জড়ো করতে লাগল দুজন; ঠিক বৃত্তাকার মুখের নিচে। যত বড় পারল নিয়ে এলো স্যাম, এভাবে একের পর এক পাথর গড়িয়ে মাঝখানের স্তূপ উঁচু করা হলো। একটু পরেই ফিন খুলে ফেলে জুতা কাজে লাগাল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে দেয়ালের আংশিক খসে পড়ে স্তূপ জমা হয়েছে, তারপর ছাদ থেকেও পড়েছে পাথর। স্যাম আর রেমি দুজনেই ফ্রি ডাইভিং দেয়াতে মাঝে মাঝেই থেমে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে।

যখন পাথরের পুরো স্তূপটাকে সরিয়ে নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় নিয়ে এলো দুজন, তারপর থামল খানিকক্ষণ। রেমি জানাল, "আমাদের পাথর শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

"আমার মনে হয় বাকি বাতাসটুকু কাজে লাগিয়ে আরো পাথর খুঁজে এনে স্তূপটাকে উঁচু করে তুলতে হবে।" স্যাম বলল।

"আমি রাজি আছি এ ঝুঁকি নিতে।" উত্তরে জানাল রেমি। "হয়তো এই একটা সুযোগই পাব আর।"

আবারো ট্যাংক পরে নিয়ে পাথরের স্তূপের পাশ দিয়ে সাঁতার কেটে নিচে নেমে গিয়ে নিয়ে এলো বড় বড় চুনাপাথরের চাই। উঁচু করে তোলার চিন্তা

নেই, শুধু যাচ্ছে আর পাথর নিয়ে ফিরে আসছে। জানে যে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ট্যাংকের অক্সিজেন।

আরো কয়েক মিনিট বাদে ওপরে উঠে নিজের ট্যাংক খুলে ফেলল স্যাম। খানিকক্ষণের মাঝে ওপরে ভেসে উঠে নিজের ট্যাংকও খুলে ফেলল রেমি।

"সব শেষ?" জানতে চাইল স্যাম। মাথা নাড়ল রেমি।

"ঠিক আছে। যতটা ভালোভাবে পারি পাথরগুলো সাজিয়ে ফেলছি আমি।" পানির নিচে নেমে বড় পাথর এনে স্তূপের ওপর রাখল স্যাম। একই কাজ করল রেমি। যতবার ডুব দিল নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটা করে পাথর সরিয়ে তবেই ফিরে এলো নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য। পুরো প্রক্রিয়াটা হলো বেশ ধীর গতির আর কষ্টসাধ্য। আর বিশ্রামের সময়টুকুও ক্রমেই বাড়তে লাগল। কিন্তু একটু করে পানির ওপর উঠে এলো স্তূপ। নিজেদের খালি ট্যাংক বসিয়ে আরেকটু উঁচু করে নিল স্যাম।

অবশেষে কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর মুহূর্তখানেকের বিশ্রাম পেল স্যাম।

"ওকে?"

"ওকে কী?"

"আমি তোমাকে তুলে ধরব। আমার কাঁধের ওপর দাঁড়াবে তুমি। নিশ্চয়ই তোমার হাত পৌঁছে যাবে কিনারে।"

হাঁটু ভেঙে বসল স্যাম। ওর হাত ধরে হালকা পায়ে কাঁধের ওপর উঠে গেল রেমি। সোজা হয়ে দাঁড়াল স্যাম। ওপরে উঠে গেল রেমি। স্যাম বুঝতে পারল যে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে আঁচড় কেটে যেভাবে সম্ভব মাটির নাগাল পেতে চাইছে রেমি, কিন্তু পারছে না।

"আমার হাতের ওপর দাঁড়াও।" বলে উঠল স্যাম। কাঁধের একটু ওপরে দুই হাতের তালু মেলে ধরল। নিচে তাকিয়ে প্রথমে এক হাতের তালুর ওপর পা দিল রেমি।" তারপর অন্য হাতের ওপর।

"আবার চেষ্টা করো।" চিৎকার করে উঠল স্যাম। নিজের কনুই দিয়ে শক্ত করে ধাক্কা দিয়ে হাত উঁচু করল স্যাম আর নিজের হাত দিয়ে তাকে সাহায্য করল রেমি। একটু পরেই তার শরীরের ওপরের অংশ উঠে এলো মাটির ওপরে। ছোট ছোট গাছের গোড়া আঁকড়ে ধরে মাটির ওপর উঠে এলো রেমি।

নিচে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আমি উঠে গেছি স্যাম। বাইরে বের হয়ে এসেছি।"

"হুম, খুব ভালো করেছ।" বলে উঠল স্যাম। "এখন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে কখন তুমি সপ্তাহান্তে বেড়াতে এসে আমার দিকে স্যান্ডউইচ ছুড়ে ফেলবে।"

"ইটস ভেরি ফানি।" বলে উঠল রেমি। "দড়ি হিসেবে কী ব্যবহার করব?"

"আমি আমার ওয়েট স্যুট কেটে ফালি ফালি করে দিচ্ছি। শক্ত কিছু খুঁজে বের করো যেটার সাথে এটাকে বাঁধা যাবে।"

"ঠিক আছে।"

রেমির আর কোনো সাড়া শব্দ পেল না স্যাম। বুঝতে পারল কয়েক ফুট দূরে সরে গেছে মেয়েটা। ওয়েট স্যুটের ওপরের অংশ খুলে বেল্ট থেকে ডাইভ নাইফ নিয়ে কাটতে শুরু করে দিল স্যাম। হাতার কাছে গিয়ে প্রতিটি অংশকে কয়েক টুকরা করে এক সাথে বেঁধে নিল। এরপর মাথার অংশটুকুও কেটে নিল। ওয়েট স্যুটের নিচের অংশ কেটে অবশেষে জোড়া লাগাল প্রতিটা টুকরা।

ওপর থেকে নিচে তাকাল রেমি। "দড়ি প্রস্তুত হয়ে গেলে আমার কাছে ছুড়ে দিও। এখানে একটা গাছ আছে।" জানাল রেমি।

"প্রথমে এটা নাও।" বলে উঠল স্যাম। ডাইভ বেল্ট থেকে ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ খুলে নিল, দুই হাতে ধরে, বাস্কেটবল খেলার মতো করে নিচে থেকে ছুড়ে মারল খোলা মুখ লক্ষ্য করে। এরপর নিজের সদ্য প্রস্তুত দড়ি আটকাল বেল্টের সাথে তারপর রেমিকে ডেকে বলল, "রেডি?"

"রেডি।" উত্তর দিল রেমি।

কয়েকবার দড়ি সামনে-পেছনে হয়ে গেল; তারপর ছুড়ে মারল রেমির কাছে।

"পেয়েছি।" আবারো অদৃশ্য হয়ে গেল রেমি। পেছনে দড়ি। ত্রিশ সেকেন্ড পরে ফিরে এলো কিনারে। স্যাম দেখতে পেল রেমির হাতে তার ডাইভ নাইফ। রেমি জানাল। "আমাদের আরো একটু দরকার। এক মিনিট লাগবে মাত্র।"

কয়েক মিনিট পরে আবারো দেখা গেল রেমির চেহারা। নিচে স্যামের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল "বাঁধা হয়ে গেছে। সময় হয়েছে আসল খেলার।"

রাবারের দড়ির সামনের দিকে চড়তে লাগল স্যাম। প্রথম দিকে ভারের চোটে দড়ি লম্বা হতে থাকল। তাই প্রথম দুই কি তিন ফুটে কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ল না। কিন্তু এরপরই স্থির হয়ে গেল রাবারের দড়ি। আস্তে আস্তে ফাঁক গলে মাটির ওপর উঠে এসে গড়িয়েই ধপাস করে শুয়ে পড়ল স্যাম। তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। এরপর রেমির দিকে তাকিয়েই চোখ বড় বড় করে বলে উঠল, "তোমার ওয়েট স্যুটও ব্যবহার করেছ। বাহ, ভালোই লাগছে দেখতে।"

"চোখ বন্ধ করো নেংটো কোথাকার।" বলে উঠল রেমি। "অন্তত অন্যদিকে তাকাও।" ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ খুলে খাকি শর্টস আর টি-শার্ট ছুড়ে মারল স্যামের

বুকের ওপর। নিজের কাপড়ও বের করে নিয়ে মাথায় গলিয়ে দিল টি-শার্ট, পরে নিল শর্টস। "কাপড় পরে নাও যেন, সভ্য জগতের খোঁজে যেতে পারি।"

উঠে বসে চারপাশে তাকিয়ে স্যাম বলে উঠল, "আমার মনে হয় আমরা এর ভেতরেই আছি।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে খানিক দূর হেঁটে এলো রেমি। প্রথমবারের মতো খেয়াল করে দেখল তাদের চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে সারির পর সারি লম্বা উজ্জ্বল সবুজ পাতার গাছ। নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে যত দূর চোখ যায় দেখা গেল একই দৃশ্য।

"আমার মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মারিজুয়ানা ক্ষেতের মাঝখানে চলে এসেছি আমরা।" বলে উঠল স্যাম।

সান ডিয়েগো

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারের একটা আর্কাইভ রুমে বসে আছেন প্রফেসর ডেভিড কেইন। হাতে লেখা পঙ্ক্তির তৃতীয় পৃষ্ঠাতে বর্ণিত মায়া ভাষার অনুবাদ করার চেষ্টা করছেন। প্রথম দুই সারির চিহ্নগুলো এরই মাঝে আরো অনেক জায়গায় দেখেছেন তিনি। মায়া পুরাতাত্ত্বিক সাইটগুলোতে পাওয়া অন্যান্য হাতে লেখা গ্রন্থে পাওয়া আটশ একষট্টিটি পঙ্ক্তির মাঝে ছিল। কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠায় দুটো ছবি পাওয়া গেছে, যেটি প্রফেসরের ধারণা, এর আগে আর কোথাও পাননি। পুরনো ভাষা আর লেখনীতে, কিছু শব্দ আছে এমন, যেগুলোর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা যায়। এমনকি ওল্ড ইংলিশের বেঁচে যাওয়া টেক্সটগুলোতেও কয়েকটা শব্দ এসেছে মাত্র একবারই, অথচ এগুলোকে নিয়ে পণ্ডিতরা তর্ক করে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

হাতে লেখা গাছের বাকলের পৃষ্ঠার ওপর অঙ্কিত পঙ্ক্তি বরাবর জ্বলে থাকা ম্যাগনিফায়ারের আরেকটু কাছে ঝুঁকে গেলেন প্রফেসর ডেভ কেইন। প্রতিটি পৃষ্ঠা ছবি তুলে নিয়েছেন তিনি, তারপরও একটা ছবি এতটা দ্ব্যর্থবোধক যে যত কাছ থেকে সম্ভব দেখে নিচ্ছেন, পরীক্ষা করে দেখছেন তুলির প্রতিটি আঁচড়। এই দুটো ছবি বা চিহ্ন হয়তো অন্য কোনো মায়া ভাষা থেকে নেয়া হয়েছে অথবা ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের নাম, অথবা এমনো হতে পারে যেকোনো একজন লোকের দুটো নাম। আবার হতে পারে তিনি জানেন এমন কিছুর নাম কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারছেন না।

হঠাৎ করেই দরজায় উচ্চ স্বরের করাঘাতের শব্দে চমকে উঠলেন প্রফেসর, ভেঙে গেল তন্ময় ভাব। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে ওঠেন, "যাও এখান থেকে।" কিন্তু নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন যে, এই বিল্ডিংয়ে অতিথি হিসেবে আছেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে খুলে দিলেন প্রফেসর কেইন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ভাইস চ্যান্সেলর আলবার্ট স্ট্রহম, পেছনে স্যুট পরিহিত বেশ কয়েকজন। বহু গুণে গুণান্বিত একজন এক্সিকিউটিভ স্ট্রহম সত্যিকারেই ক্যাম্পাসের পরিচালক হচ্ছে অ্যাকাডেমিক ভাইস চ্যান্সেলর, কেননা চ্যান্সেলর বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন পাবলিক রিলেশন আর ফান্ড রেইজিং নিয়ে—কিন্তু স্ট্রহমকে দেখে মনে হচ্ছে পুরোপুরি পরাজিত এক লোক।

"হ্যালো আলবার্ট", যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে বলে উঠলেন ড. কেইন। "ভেতরে আসুন। আমি—"

"ধন্যবাদ, প্রফেসর কেইন।" এমনভাবে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে আছে স্ট্রহম, বোঝা গেল, কিছু বলতে চাইছেন—কোনো সতর্কবাণী? কেইন নিশ্চিত যে এর সাথে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে। স্ট্রহম আবারো বলে উঠলেন, "এই ভদ্রমহোদয়গণ হচ্ছেন, আলফ্রেডো মনটেজ, মিনিস্টার অব কালচার ফর দ্য রিপাবলিক অব মেক্সিকো, তার সহকারী মি. জুয়ারেজ, স্টিভেন ভান্ডারম্যান, স্পেশাল এজেন্ট এফবিআই আর মিল্টন ওয়েলেস, ইউএস কাস্টমস।" এজেন্টদের পরিচয় দিতেই নিজ নিজ আইডেন্টিফিকেশন ব্যাজ তুলে ধরলেন সকলে।

"প্লিজ, ভেতরে আসুন।" বললেন বটে ড. কেইন; কিন্তু মাথার ভেতরে ঝড়ের গতিতে চিন্তার ঢেউ উঠছে। আলবার্ট স্ট্রহমের এই অতি-আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে সতর্ক হয়ে গেছেন ড. কেইন। বেশ বুঝতে পারছেন যে, কোথাও কিছু গড়বড় হয়েছে। এমন কিছু, যা হয়তো আইনগত ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নড়বড়ে করে দেবে। আলফ্রেডো মনটেজের কথা আগেই শুনেছেন প্রফেসর, তাই হাত বাড়িয়ে দিলেন 'সিনর মনটেজ, আপনার সাথে দেখা হয়ে বেশ ভালো লাগল। ওলমেক-এর ওপরে আপনার প্রবন্ধ পড়েছি আমি, বিশেষ করে নীল পাথরের ওপর লেখাটা আমার নিজের কাজে ব্যবহারও করেছি।"

"ধন্যবাদ।" জানালেন মনটেজ। লম্বা ও ঋজু চেহারার মনটেজের কালো চুলগুলো পেছনে নিয়ে সোজা করে আঁচড়ানো। অত্যন্ত দামি ধূসর রঙের স্যুট, চকচকে জুতা পরে আছেন তিনি, যা দেখে নিজের পুরনো স্পোর্টস কোট আর

খাকি প্যান্টের জন্য দুঃখ করলেন ড. কেইন। খেয়াল করে দেখলেন একটুও হাসি দেখা গেল না মনটেজের মুখে।

মনটেজ আবারো বলে উঠলেন, 'চিয়াপাস কর্মকর্তাগণ এ বিষয়টি আমাদের নজরে আনার সাথে সাথে সোজা মেক্সিকো সিটি থেকে চলে এসেছি আমরা। টেবিলের ওপর পড়ে আছে কোডেক্স, যেখানে ড. কেইন কাজ করছিলেন। "এটা তো মায়াদের হাতে লেখা পঙ্ক্তি, তাই না?" উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই বলে উঠলেন, "তাকানা আগ্নেয়গিরির ওপর একটি মন্দিরে পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।" জানালেন প্রফেসর কেইন। "ক্ল্যাসিক পিরিয়ডের একটা পাত্রের মাঝে লুকানো ছিল। যারা এটিকে খুঁজে পেয়েছে তারা ভেবেছেন যে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা থেকে এটিকে সরিয়ে ফেলাটাই নিরাপদ হবে। তারপর কয়েকবার চুরির চেষ্টা করা হলে পরে অস্থায়িভাবে এখানে এনে রাখা হয়েছে। পাত্রটাকে খোলার পরই কেবল এই কোডেক্স খুঁজে পেয়েছি আমরা। যদি আপনার হাতে সময় থাকে তাহলে মন্দির আর কোডেক্স নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি।"

এক পা পিছিয়ে এফবিআই কাস্টমস এজেন্টের দিকে তাকালেন মিনিস্টার মনটেজ। বলে উঠলেন, "না, আমাকে এখানেই শেষ করতে হবে এ আলোচনা। এই মুহূর্তের জন্য যথেষ্টই জানা হয়েছে।"

ব্যাপারটা এমন লাগল, যেন প্রত্যেকে অপেক্ষা করছিল যে ড. কেইন কিছু একটা ভুল কথা বলে উঠবেন। এফবিআই এজেন্ট, কাস্টমসম্যান আর অ্যাসিস্ট্যান্ট সকলে মিলে টেবিলের কাছে গেলেন। তৎক্ষণাৎ ড. কেইন পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে কোডেক্স মেক্সিকোতে পাওয়া গেছে। আর কিছু বলাটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে এখন। কিন্তু এটিকে বাজেয়াপ্ত করার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

"দাঁড়ান মহোদয়গণ। প্লিজ। ক্ল্যাসিক সময়কার একটা পাত্রের মাঝে লুকানো ছিল এই কোডেক্স; এর সাথে একজনের মৃতদেহও পাওয়া গেছে, যিনি কি-না মন্দিরে নিরাপদে এটিকে লুকিয়ে রাখার জন্যই নিয়ে এসেছিলেন। মন্দিরের মুখ লাভা পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। গত মাসের ভূমিকম্পের ফলে আবারো উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জরুরি অবস্থা ছিল তখন। এটি যারা খুঁজে পেয়েছেন তারা কোনো শিল্পদ্রব্যের খোঁজে সেখানে যাননি, মানবতার খাতিরেই ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিলেন। যা খুঁজে পেয়েছেন সেটিকে রক্ষা করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।"

স্পেশাল এজেন্ট ভান্ডারম্যান বলে উঠলেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন যে আইন এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী তাদের উচিত ছিল এটা সে দেশের সরকারকে জানানো, দেশের বাইরে নিয়ে আসা নয়।"

"হ্যাঁ, আমি জানি। কিন্তু মেক্সিকোতে চোরের হাত থেকে পাত্র আর কোডেক্সকে এরাই রক্ষা করেছিল। এখানে তাত্ত্বিক কোনো মতভেদ নেই। নচেত আজ হয়তো ব্ল্যাক মার্কেটে থাকত এই কোডেক্স।"

"এখন আমরা এসে গেছি, তাই তাদেরও তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।" বলে উঠলেন। মনটেজ। "একই কথা খাটে আপনার বেলাতেও।"

হতাশ হয়ে গেলেন ড. কেইন। "এখনই নিশ্চয়ই কোডেক্স নিয়ে যাবেন না আপনারা। পরীক্ষা করার সময়টুকুও পাইনি আমি।"

"ছবি তুলেছেন এটির?" কাস্টমস এজেন্ট ওয়েলেস জানতে চাইলেন।

"প্রথমেই এ কাজ করেছি।" উত্তরে জানালেন ওয়েলেস। "তথ্যগুলো সংরক্ষণের উপায় হিসেবে এ কাজ করেছি আমি।"

"সেই ছবিগুলোও চাই আমরা" বলে উঠলেন ওয়েলেস। "সমস্ত কপিসহ। আপনার ব্রিফকেসে আছে নাকি?"

"ওয়েল, হ্যাঁ। কিন্তু কেন?" "ফেডারেল প্রসিকিউশনের প্রমাণ এগুলো। আর এর মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে কোডেক্সটাকে নিজের ভেবে রেখে দিয়েছেন আপনি—একই সাথে এর প্রকৃত মালিক পক্ষীয় দেশও এদেশের সরকারকে জানাতে যথেষ্ট সময় নিয়েছেন।"

"কিন্তু এগুলোও সত্যি নয়।" বলে উঠলেন ড. কেইন। "মেক্সিকো অথবা অন্য যে জায়গায় যা-ই পেয়েছি সবসময় জানিয়েছি আমি। আমার জানা মতে কখনো এরকম অন্যায় কিছু ঘটেনি। কোডেক্স এখানে আছে এক মাসও হয়নি।"

এফবিআই এজেন্ট ভান্ডারম্যান বলে উঠলেন, "আপনি স্বেচ্ছায় সবকিছু আমাদের হাতে তুলে দেবেন, নাকি আমাদের সার্চ করতে হবে?"

টেবিলের ওপর নিজের ব্রিফকেস রেখে মোটাসোটা নয় বাই-বারো ইঞ্চি খাম বের করলেন প্রফেসর কেইন। পুরো খাম ভর্তি সব ছবি। ভাইস চ্যান্সেলর স্ট্রহমের দিকে তাকালেন; কিন্তু স্ট্রহমকে দেখে মনে হলো ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। "আলবার্ট—"

"আমি দুঃখিত প্রফেসর কেইন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিষয়ক কর্মচারীরা বলছে যে এই ব্যাপারে পরিষ্কার আইন আছে। যে দেশে পাওয়া গেছে কোডেক্স আসলে সে দেশেরই। তাই এখনই এটিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য অফিসিয়াল অনুরোধের সাথে একমত হওয়া ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই আমাদের।"

খামের ভেতরে রাখা ছবিগুলোকে এক নজর দেখে কেইনের ব্রিফকেসটাও নিয়ে নিলেন এজেন্ট ভান্ডারম্যান। বলে উঠলেন, "আমরা আপনার ল্যাপটপও

নিয়ে যাব।" কোডেক্সের কাছে খোলা কম্পিউটারের দিকে ইশারা করলেন এজেন্ট।

"কেন?" জানাতে চাইলেন ড. কেইন। "আপনি নিশ্চয় বলবেন না যে এটাও মেক্সিকান সরকারের সম্পত্তি।"

ভান্ডারম্যান আস্তে করে বলে উঠলেন, "আমাদের টেকনিশিয়ানরা হার্ড ড্রাইভ দেখার সাথে সাথে আবার ফিরিয়ে দেয়া হবে আপনাকে।" এক মুহূর্তের জন্য ড. কেইনের দিকে তাকিয়ে রইলেন এজেন্ট। পুলিশদের মতো সন্দেহজনক, অভিব্যক্তিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, "বন্ধুসুলভ কয়েকটা উপদেশ দিতে চাই। ড্রাইভে যদি মায়া কোডেক্সের বিক্রি, গোপন করা বা পাচার সম্পর্কিত কিছু পাওয়া যায়, তাহলে ভালো একজন ল'ইয়ারের প্রয়োজন পড়বে আপনার। আমি নিশ্চিত ভাইস চ্যান্সেলর স্ট্রহম এ ব্যাপারে আপনাকে জানাতে পারবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাটর্নিগণ ক্রিমিনাল ট্রায়ালের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারবে না আপনাকে।"

কেইনের দিকে তাকাবার সাহস করতে পারলেন না স্ট্রহম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো কেইন দেখতে লাগলেন যে কোডেক্স, তার নোট, কম্পিউটার ছবি সবকিছু প্যাক করে নিল লোকগুলো। মেক্সিকান কর্মকর্তা দুজনের দিকে তাকালেন প্রফেসর, "মিনিস্টার মনটেজ। সিনর জুয়ারেজ" দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন, অন্যায় কিছু করার উদ্দেশ্য ছিল না এখানে। বিপর্যয়ের মুখে পড়েও নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোডেক্সকে নিরাপদে রেখেছেন যারা এটিকে খুঁজে পেয়েছে। কাছাকাছি গ্রামের মেয়রকেও সাবধান করে দিয়েছে। আমাকেও ডেকে পাঠিয়েছে আর এরপর সাথে সাথে পুরো বিশ্বের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছি আমি, মেক্সিকোসহ।"

উত্তরে মনটেজ জানালেন, "আপনি এখানে যা করছেন তাতে আমি অথবা মেক্সিকান সরকার কেউই নৈতিকভাবে সমর্থন দিতে পারব না। আপনি আর আপনার বন্ধু যে কদম উঠিয়েছেন তাতে এ শিল্পদ্রব্যের প্রকৃত আর আইনত মালিককেই অবজ্ঞা করা হয়েছে। কোডেক্সের নিরাপত্তার জন্য ইউনাইটেড স্টেটসে নিয়ে আসাটাই একমাত্র উপায় ছিল বলাটা বড় বেশি দাম্ভিক আর ষড়যন্ত্রমূলক শোনায়।" নিজের অ্যাসিসট্যান্ট সিনর জুয়ারেজকে নিয়ে প্রফেসর কেইন আর অন্যদের একপাশে রেখে হেঁটে চলে গেলেন মনটেজ।

এরপর কেমন অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা গেল এফবিআই আর কাস্টমস এজেন্টদের। মাত্র এক মিনিটে প্যাকিং শেষ করে স্ট্রহম আর কেইনকে রেখে তারাও চলে গেল রুম ছেড়ে।

"আমি দুঃখিত, ডেভড।" বলে উঠলেন। এই অবস্থায় এদেরকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। কিন্তু আপনার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করব আমরা। আপনার আচরণের সপক্ষেও একমত আমরা। কিন্তু এজেন্ট ভান্ডারম্যানের বক্তব্যও ফেলে দিতে পারেন না নিশ্চয়।"

"আপনার কথার অর্থ ক্রিমিন্যাল ল' ইয়ার খোঁজা?"

কাঁধ ঝাঁকালেন ভাইস চ্যান্সেলর। "দ্বিতীয় কোর্ট প্রথম কোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করার আগে প্রথমবারের চেষ্টাতেই আপনার পক্ষে রায় আনাটা বেশি সুবিধাজনক।"

বিল্ডিংয়ের বাইরে কয়লার মতো কালো লিংকন টাউন কার নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। সান দিয়েগো ফ্রি-ওয়ে পৌঁছে দক্ষিণে মোড় নিয়ে ঘুরে গেল সান দিয়েগো ডাউন টাউনের দিকে। কিন্তু ফ্রি ওয়েতে থেকে বালবোয়া পার্ক এক্সিট ধরে চলে এলো সান দিয়েগো চিড়িয়াখানার বড়সড় পার্কিং লটে। বিশাল লটের এমন একটা জায়গায় চলে এলো যেখানে দর্শনার্থীরা প্রবেশ করতে পারে না আর একটা মাত্র কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এর পাশে এসে দাঁড়াতেই দুই ড্রাইভারই নামিয়ে নিল নিজ নিজ ব্যাকসিট উইন্ডো।

অপেক্ষারত গাড়িটির ব্যাকসিট থেকে ভেসে এলো ব্রিটিশ উচ্চারণে শিক্ষিত এক নারীকণ্ঠ, "সব কিছু নিশ্চয়ই পানির মতো সোজা ছিল?"

"ইয়েস, ম্যাম।" বলে উঠলেন স্পেশাল এজেন্ট ভান্ডারম্যান। নিজের গাড়ি থেকে বের হয়ে এলেন। হাতে বড় একটা ব্রিফকেস উঠে বসলেন দ্বিতীয় গাড়ির পেছনের আসনে সারাহ্ অ্যালারসবির পাশে। দুজনের মাঝখানে ব্রিফকেস রেখে খুলে ফেললেন। পরিষ্কার প্লাস্টিকে মোড়ানো কোডেক্স দেখালেন সারাহ্কে।

"সবকিছু এনেছেন? ছবি, নোটস, বাকি সবকিছু?"

"ইয়েস, ম্যাম।" উত্তরে জানালেন ভান্ডারম্যান। "প্রশাসনের সবাই সাহায্য করতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমরা দলবেঁধে কক্ষে ঢোকার পর মনে হলো যেন কুঠারের বাড়ি খেয়েছেন প্রোফেসর কেইন। বেশি বাগ্‌বিতণ্ডা ছাড়াই দিয়ে দিলেন সবকিছু। আমার মনে হয় তিনি ধারণা করেছেন যে নিশ্চয় তার বসেরা আগেই আমাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে নিয়েছিলেন।"

"হতে পারে।" বলে উঠলেন সারাহ্। "আমার আইডি কার্ডের নামে অফিসিয়াল কিন্তু সত্যিই আছে।" এরপর কাছে থেকে ব্রিফকেস দেখে বলে উঠলেন, "এখানেই কী সবকিছু?" "না।" বাইরে গিয়ে অন্য গাড়ির পেছন থেকে কম্পিউটার নিয়ে এসে সারাহ্র হাতে দিলেন ভান্ডারম্যান। "এই হলো প্রফেসরের ল্যাপটপ। আর এই-ই সবকিছু।"

"তাহলে এখন সময় হয়েছে আপনাদের চারজনের সরে পড়ার। আপনাদের ভ্রমণ-গাইড নিয়ে নিন।" চারটা এয়ারলাইন ভ্রমণ-পুস্তিকা এজেন্টের হাতে তুলে দিলেন সারাহ্। "এয়ারপোর্টে যাবার আগে ভুয়া আইডি নষ্ট করে ফেলবেন। আগামীকাল আপনাদের স্পেশাল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে বোনাস।"

"ধন্যবাদ।" উত্তর দিলেন এজেন্ট।

"কত জানতে চান না?"

"না। ম্যাম। আপনি বলেছেন, আমরা খুশি হব। এতে সন্দেহ করার কিছু দেখি না আমি। আর যদি আমি ভুল কিছু বলে থাকিও দরকষাকষি করে তো কোনো লাভ নেই।"

একেবারে সমান্তরাল পেশাদার সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসলেন সারাহ্। "বেশ বুদ্ধি আপনার। আমাদের কোম্পানির সাথে লেগে থাকুন, অর্থবান হয়ে যাবেন।"

"আমিও তাই মনে করি।" ঘুরে তাকিয়ে অন্য গাড়ির পেছনে উঠে ড্রাইভারের উদ্দেশে মাথা নাড়তেই তৎক্ষণাৎ চলতে শুরু করল গাড়ি।

অন্য কালো গাড়িটাকে চলে যেতে দেখলেন সারাহ্ অ্যালারসবি। ব্রিফকেসটাকে নিয়ে মেঝেতে রেখে দিলেন। নিজের গাড়িও ধীরে ধীরে চলা শুরু করলে মুখে ফুটে উঠল হাসি। ইচ্ছে হলো প্রাণখুলে জোরে জোরে হেসে ওঠেন, ফোন করে বন্ধুদের জানান যে তিনি কতটা বুদ্ধিমান। এইমাত্র একটা মায়া হাতে লেখা পঙ্ক্তির মালিক হয়ে গেছেন। একটা অতুলনীয় বহু মূল্যবান শিল্পদ্রব্য। অথচ খরচ হয়েছে মাঝারি মানের একটা আমেরিকান গাড়ির মূল্য। যদি এর মাঝে ভুয়া আইডি কার্ড, ব্যাজ, প্লেনের টিকিট আর বোনাস অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে হয়তো বড় জোর দুটো গাড়ির দাম হবে।

আজ রাতে গুয়েতেমালা শহরে ফিরে গিয়ে হয়তো গোপন সুরক্ষিত লাইনে কথা বলবেন লন্ডনে। অবাক হয়ে যাবেন পিতা। নন ইউরোপীয় লোকদের সংস্কৃতি বা শিল্পদ্রব্য নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই বাবার—আমাদের বাদামি ভ্রাতা, নামে এদেরকে আখ্যায়িত করেন তিনি"—যেহেতু কিপলিং-এর বাইরের কলোনির তিনি কিন্তু যেকোনো পণ্যের ওপর ভালো ব্যবসা করেই বেঁচে আছেন সারাহ্র পিতা।

গুয়েতেমালা

সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যানাবিস গাছগুলোকে শস্যের মতো করে রোপণ করা হয়েছে। লম্বায় একেকটা প্রায় একজন মানুষের সমান। সারির মাঝে দিয়ে সেচের পানি দেয়ার জন্য হোস পাইপ। শিকড়ে পৌঁছানোর জন্য গর্ত করেও দেয়া হয়েছে।

মাটিতে বসে তার জন্য ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগের ভেতর স্যামের রেখে দেয়া স্লিকার পরে নিল রেমি। এরপর ব্যাগ থেকে পিস্তল দুটো বের করে একটা দিল স্যামকে আরেকটা আটকে নিল নিজের শর্টসের কোমরের বেল্টের সাথে, ওপরে শার্ট নামিয়ে ঢেকে দিল। বলে উঠল, "আমার মনে হয় আমাদের ওপর কারা হামলা করেছিল এখন বুঝতে পারছি আমি।"

'আমি।' উত্তরে জানাল স্যাম। 'মাঠে যেন বাইরের কেউ প্রবেশ করতে না পারে এ জন্য নিশ্চয়ই টইল দিয়ে বেড়ায় তারা।'

"দেখা যাক বাড়িতে ফোন করা যায় কি-না।" নিজের ফোন নিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করল রেমি, তারপর নিল স্যামেরটা। "ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। হেঁটে বের হয়ে যেতে হবে এখান থেকে।"

"যদি ড্রাগের কারবারীরা আমাদের যেতে দেয় তো।" হেসে বলে উঠল স্যাম। "পুলের কাছে যাওয়া লোকগুলোর চেয়ে তারা নিশ্চয় কোনো অংশে কম ভালোবাসবে না আমাদের।"

একটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল দুজনই। প্রথমে মনে হলো দূর থেকে ভেসে আসছে, কিন্তু ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। এমনকি এক মুহূর্ত পরেই দুটো শস্যক্ষেতের মাঝখানে ধূলিমাখা রাস্তায় টায়ারের ঘর্ষণের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ কানে এলো স্পষ্ট।

শব্দের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য লম্বা লম্বা ক্যানাবিস গাছের জঙ্গলে দৌড় লাগাল স্যাম আর রেমি। নিচু হয়ে বসে দেখতে লাগল কী ঘটে। ঝাঁকুনি খেতে খেতে এসে থেমে গেল ট্রাক। ক্যাবের প্যাসেঞ্জার সিট থেকে বের হয়ে এলো নীল জিনস, কাউবয় বুটস আর সাদা শার্ট পরিহিত মধ্যবয়স্ক এক লোক। মাঠের মাঝে একটা সারিতে ঢুকে বাছাই করে নিল মারিজুয়ানা গাছ। খুব কাছ থেকে কুঁড়ির কাছে তাকিয়ে হাতে নিয়ে স্বাদ নিল ফুলের। এরপর ট্রাকের কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথা নাড়ল। আর সাথে সাথে ট্রাক থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামল ডজনখানেক লোক। গাছের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তুলতে লাগল পাকা ফুল।

খুব দ্রুত কাজ করতে লাগল লোকগুলো। লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে স্যাম আর রেমিকে। নিশ্চিত হয়ে দেখে নিল কেউ তাদের খেয়াল করছে না, তখনই দৌড় লাগাল অন্য আরেকটা মাঠে। কানে এলো অন্য আরেকটা ইঞ্জিনের এগিয়ে আসার শব্দ। এবার এলো একটা ট্রাক্টর, পেছনে টেনে আনল আরো লোকভর্তি একটা ওয়াগন। মাটিতে লাফ দিয়ে নেমেই দ্বিতীয় ক্ষেতের ফসল তুলতে চলে গেল লোকগুলো।

ঘণ্টাখানেক ধরে এভাবে পুরো মাঠের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়ে পালাল স্যাম আর রেমি। যেন তাদের দেখতে না পায় ট্রাক আর এর লোকগুলো।

একটু পরেই অবশ্য অন্যদিকে চলতে শুরু করল ট্রাকগুলো। মাঠের মাঝ বরাবর লম্বা একটা সারিতে নিচু হয়ে পথ খুঁজে নিল স্যাম আর রেমি। রাস্তার সাথে সমান্তরালভাবে দৌড়ালেও মাঝখানের দূরত্বও ঠিক রাখছে। ছোট ছোট ঝোপের জঙ্গলে চলে এলো দুজন। সবটাই সাত থেকে দশ ফুট পর্যন্ত লম্বা। "ইন্টারেস্টিং।" ফিসফিস করে উঠল রেমি। "দেখে মনে হচ্ছে ব্ল্যাকথর্ন, তাই না?"

"হতে পারে।" উত্তর দিল স্যাম। "আমি যতটুকু জানি ব্ল্যাকথর্ন দিয়ে আইরিশরা শিলিলাগ তৈরি করে। এটা দেখতে কোকা গাছের মতোও। আর এটা তো একটা কোকা গাছ।" পাতা তুলে নিল স্যাম। "দেখেছ? পাঁজরের প্রতিটি দিকেই সমান্তরাল দুটো লাইন।"

"তুমি কীভাবে জানো এসব?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চালাকির হাসি হাসল স্যাম।

কোকা মাঠের শেষ মাথায় পৌঁছাতেই দেখা গেল গুদাম জাতীয় একটা বিল্ডিংয়ের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বিশটা ট্রাক আর ট্রাক্টর। মাঠের একপাশ দিয়ে বিল্ডিংয়ের কাছে গেল স্যাম আর রেমি।

ট্রাকগুলোর দিকে ইশারা করে স্যাম বলে উঠল, "আমার মনে হয় এখান থেকে বের হবার রাস্তা পেয়ে গেছি।"

রেমি জানাল, "হয়তো। কিন্তু গার্ডদের দিকে দেখ।" বৃত্তাকার জায়গাটার মাঝে রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়ানো লোকগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে একে-৪৭ অ্যাসল্ট উইপন বহন করছে। এমনকি ঝাঁকানো, ত্রিশ রাউন্ডের ম্যাগাজিনও দেখতে পাচ্ছে স্যাম আর রেমি।

"ইন্টারেস্টিং।" এবার মজা পেল স্যাম। "সবাই ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে। মারিজুয়ানা লোড করার কাজ দেখছে। তারা নিরাপত্তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যেন কেউ কিছু চুরি করতে না পারে। এখানে তালিকা তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।"

"চলো আমরা রাস্তায় উঠে হাঁটা ধরি।" বলে উঠল রেমি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। "জঙ্গলে যারা খুন করতে চেয়েছিল তারা রাস্তায় দেখে ছেড়ে দেবে?"

"হয়তো না।" একমত হলো রেমি। "আমার মনে হয় একটা ট্রাক হাতাতে হবে।"

"ইতোমধ্যে মাল লোড করে ঢেকে পার্ক করে রাখা হয়েছে এরকম একটা খুঁজে নিই চলো।"

লম্বা গাছগুলোর আড়ালে থেকে পুরো কম্পাউন্ড চক্কর মেরে মাঝখানের লোকগুলোর কাজকর্ম দেখে নিল স্যাম আর রেমি। এড়িয়ে গেল সেসব জায়গা, যেখানে হয়তো কোনো একটা ট্রাক ঘুরতে গিয়ে হেডলাইটের আলো ফেলবে তাদের ওপর। আর মারিজুয়ানা ওজন করে, বেঁধে লোড করছে এমন লোকগুলো থেকেও দূরে রইল।

পার্ক করা ট্রাকগুলোর পেছনে আসা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে চলল দুজন। কিন্তু দেখে নিরাশ হতে হলো। সারির প্রথম ট্রাকটার সামনের বাম্পারে দাঁড়িয়ে আছে একজন গার্ড। পুরো ট্রাক লোড করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ফেলে রাখা মাথা দেখে মনে হলো অবসন্ন হয়ে আছে লোকটা। বাম কাঁধ থেকে রাইফেল বুকের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ে আছে কোমরের ডান পাশে। তাই গুলি ছুড়তে হলে এটিকে জায়গামতো আনতেই লেগে যাবে বাড়তি এক কি দুই সেকেন্ড।

দুই মাথা একসাথে করে খানিকক্ষণ ফিসফিস করে নিল স্যাম আর রেমি। এরপর পৃথক হয়ে একই সাথে আড়াল থেকে বের হয়ে এলো মাঝখানে প্রায় দশ গজের ফাঁক রেখে। নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুত হেঁটে গিয়ে দু'পাশ থেকে পিস্তল ধরল গার্ডের দিকে। রেমির দিকে ফিরে ওর দিকে তাকাল গার্ড; একই সাথে চেষ্টা করল মাথার ওপর রাইফেল ঘুরিয়ে আনতে; কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা স্যাম দ্রুত নিজের অস্ত্র ছোঁয়াল গার্ডের মাথায়। কাছে এসে রাইফেল ছিনিয়ে নিল রেমি। সতর্ক হবার কোনো সুযোগ না দিয়ে পেছন থেকে লোকটার গলা প্যাঁচিয়ে ধরল স্যাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না চেতনা হারাল গার্ড। এরপর দুজনে দুই কব্জি ধরে টেনে নিয়ে গেল পাশের বনে। লোকটার প্যান্ট আর স্ট্র হ্যাট খুলে পরে নিল স্যাম। রাইফেল হাতে ট্রাকের দিকে নজর রাখল রেমি। এই ফাঁকে লোকটার শার্ট ছিঁড়ে মুখে গুঁজে দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে ফেলল স্যাম।

একসাথে জঙ্গল থেকে বের হয়ে এলো দুজন। গার্ডের প্যান্ট আর হ্যাট পরিহিত স্যাম অন্য গার্ডদের মতো করেই ঝুলিয়ে নিল একে-৪৭। ইতোমধ্যে লোড ট্রাকের মাঝখান দিয়ে হেঁটে দ্রুত মিশে গেল একটি ট্রাকের ছায়ার সঙ্গে। সবদিকে তাকিয়ে দেখতে চাইল কেউ তাদের দেখছে কি-না; কিন্তু না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে।

হঠাৎ করেই ট্রাকগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে এলো। আরেকজন গার্ড। "গার্ড।" ফিসফিসিয়ে বলে উঠল স্যাম। বড় একটা ট্রাকের টায়ারের পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল রেমি। বাম হাতে একে-৪৭ ধরে আছে স্যাম আর ডান হাতের আঙুল ঠিক ট্রিগারের পেছনে। সেফটি অফ করে ক্লান্ত, বিরক্ত ভঙ্গিতে কয়েক কদম হেঁটে চোখ দুটো তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে আছে গার্ডের হাবভাবের দিকে।

কয়েক পা এগিয়ে এসে থেমে গেল গার্ড। ডান হাত নাড়ল স্যামের উদ্দেশে।

যতটা সম্ভব একইভাবে হাত নাড়ল স্যাম। বোঝাতে চাইল সে সতর্ক আছে, সবকিছু ঠিকই আছে।

এমন ভাব করল, যেন লোকটার দিকে তেমন নজর নেই। ট্রাকের সামনে খানিক এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যদি তাকে এখন অটোমেটিক উইপন নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে ট্রাকের ইঞ্জিনকে। কয়েকবার নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল স্যাম। কিন্তু ঘুরে চলে গেল গার্ড।

রেমির কাছে ফিরে এলো স্যাম। নিচু হয়ে ট্রাকের পেছনের ক্যানভাস তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল দুজন। তারা পুলিনের নিচে কয়েকটা মারিজুয়ানার প্যাকেট সরিয়ে নিজেদের জন্য কুশন বানিয়ে নিল।

একটু পরেই শোনা গেল ট্রাকের দিকে এগিয়ে আসছে পদশব্দ আর লোকজনের গলার স্বর। স্যাম আর রেমি বুঝতে পারল বাম পাশে পা রেখে ড্রাইভার সিটে উঠে বসেছে একজন, নড়ে উঠল ট্রাকের স্প্রিং। ডান পাশ থেকে একজন এগিয়ে এসে বসে পড়ল ড্রাইভারের পাশে। দরজা বন্ধ হয়ে ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ট্রাক নড়ে উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে লাগল অন্য ট্রাকদের সাথে সারি বেঁধে।

কয়েক মিনিট ধরে মনোযোগ দিয়ে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনল স্যাম। তারপর ক্যানভাসের কাছে কান পেতে ফিসফিস করে বলে উঠল, "মনে হচ্ছে একসাথে পাঁচটা চলা শুরু করেছে।" পাঁচ গজের মতো সামনে গিয়ে আবার থেমে গেল ট্রাক।

এবার বাম পাশের ক্যানভাসের নিচ দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল রেমি। বলে উঠল, "একটা সাইনের পাশে বসে আছি আমরা।"

"পড়তে পারছ?"

"এসতানশিয়া গুয়েররো।" হঠাৎ করেই ট্রাকের চারপাশে শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। রাইফেল চেপে ধরল স্যাম, নিজের পিস্তল ধরল রেমি। একে অন্যের বিপরীতে তাকিয়ে রইল। স্যাম আর রেমি যেখানে লুকিয়ে আছে তার পেছনে ক্যানভাসের ওপর, চারপাশে চড়ে বসল বেশ কয়েকজন। লোকগুলো হাসছে, কথা বলছে, অথচ জানেই না যে ইঞ্চিখানেক দূরে পিস্তল বাড়িয়ে ধরে বসে আছে স্যাম আর রেমি।

ফার্স্ট গিয়ার চালু করল ড্রাইভার, আবারো সামনে এগোতে লাগল ট্রাক। দ্বিতীয় গিয়ার না আসা পর্যন্ত বেড়ে চলল আরপিএম। কিন্তু তার পরেই অন্য ট্রাকগুলোও চলা শুরু করল, বুঝতে পারল স্যাম আর রেমি। তৃতীয় গিয়ারের পর নড়েচড়ে আরাম করে বসল শ্রমিকরা। পাশের কাঠের গেইট দিয়ে পা ঝুলিয়ে ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা মারিজুয়ানার বেলের সাথে গা এলিয়ে দিল।

প্রথমে রেমি তারপর স্যাম নামিয়ে নিল নিজের পিস্তল। অস্বস্তি নিয়ে বসে রইল দুজনই। আস্তে আস্তে গতি বাড়তে লাগল ট্রাকের। পাথুরে রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। একে অন্যের সাথে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে লাগল শ্রমিকরা, প্রত্যেকেই খুশি যে শেষ হয়েছে দিন। দশ মিনিট পরে থেমে গেল ট্রাক। ছোট একটা গ্রামের মাঝে নেমে গেল অর্ধেক লোক। আবারো এগোতে শুরু করল ট্রাক। থেমে গেল দশ মিনিট পরেই। দুটো সারি বেঁধে থাকা বিল্ডিংয়ের কাছে নেমে গেল বাকি শ্রমিকের মাঝে কয়েকজন। দশ মিনিট পরে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামল আরো শ্রমিক।

নিশ্চিত হবার জন্য আরো দশ মিনিট বা তারও বেশি অপেক্ষা করল স্যাম আর রেমি। তারপর আস্তে করে ক্যানভাসের একটা কোণা তুলে বাইরে তাকাল রেমি। অপর পাশটা তুলে ধরল স্যাম। ফিসফিস করে জানাল, "সবাই নেমে গেছে?" "হ্যাঁ।" একই রকম ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল রেমি। "থ্যাংক গুডনেস। আমার তো ভয়ই লাগছিল যে ধুলার চোটে হাঁচি না দিয়ে বসি।"

"আমার মনে হয় ট্রাক থেকে নেমে শহরের দিকে যাওয়া উচিত আমাদের।" ফিসফিস করে বলে উঠল স্যাম।

"আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। খোদা খোদা করো যেন আমরা নেমে যাওয়ার আগেই আনলোডিং পয়েন্টে না পৌঁছে যায় ট্রাক।"

ক্যানভাসের একটা পাশ একটু করে তুলে সরু রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল দুজন। চারপাশে গহিন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মালভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলল ট্রাক। একটু সময়ের জন্য হলেও মাথার ওপর দেখা দিল তারা ভরা আকাশ। ট্রাকগুলোর মাঝখানের দূরত্বও বেড়ে গেল। আঁকাবাঁকা পথ অথবা ঢালু দিয়ে ওঠানামা করার সময় আধা মাইল বা তার চেয়েও বেশি দূরত্বে দেখা গেল অন্য ট্রাকের হেডলাইটের আলো।

অবশেষে, এমন একটা খাঁড়া জায়গায় পৌঁছাল ট্রাক যে, দূরত্ব বেড়ে গেল অনেকখানি। ইঞ্জিনের সাথে যুদ্ধ শুরু করল ড্রাইভার। ট্রাকের লেজের কিনার দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রেমি বলে উঠল, "সামনেই একটা শহর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের ওপরে।"

"তাহলে সেখানে পৌঁছানোর আগেই হয়তো আমাদের নেমে পড়াটা ভালো হবে।" উত্তরে জানাল স্যাম। "লাফ দেয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও।" ট্রাকের ডান পাশে এসে বাইরে তাকাল দুজন। ওপরের দিকে উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। দু'পাশে ছোট ছোট ঝোপ, অন্ধকারে দেখেও ততটা বিপজ্জনক জঙ্গল টাইপের কিছু মনে হচ্ছে না। ট্রাকের একবারে পেছনে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল দুজন। রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে খানিকটা স্লো হলো ট্রাক, সামনের দিকে তাকাল ড্রাইভার। স্যাম বলে উঠল "এখন।"

লাফ দিয়ে নেমেই গড়াতে লাগল রেমি। তার পেছনে লাফ দিল স্যাম। ধূলিমাখা রাস্তা বেয়ে ঝোপের কিনারে গিয়ে পড়ল দুজন। তাকিয়ে দেখল ঝাঁকুনি খেতে খেতে সামনে দিয়ে ওপরের দিকে চলে গেল ট্রাক। পাহাড়ের ওপরে দেখা যাচ্ছে একটা গির্জা। সামনের দিকে চৌকোণা একজোড়া চূড়া। এতটুকু পৌঁছানোর পর মনে হলো রাস্তা সমান হয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ট্রাক।

উঠে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে হাঁটতে শুরু করল স্যাম আর রেমি। নিচের দিকে তাকিয়ে রেমি বলে উঠল, "তোমার পা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে?" নিচু হয়ে কাছ থেকে দেখতে লাগল স্যামের পা।

স্যামও তাকাল। "আমারও তাই মনে হচ্ছে। নিচে নামার সময় হয়তো কোথাও লেগে কেটে গেছে। কিন্তু ঠিক আছি, কোনো সমস্যা নেই।"

পাহাড়ের ওপরে ওঠার জন্য শেষ কয়েক ফুট হাঁটল দুজন। ঘুরে গির্জার অপর পাশে এসে চাঁদের আলোয় দেখতে লাগল স্যামের পা। হাঁটু থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে নেমেছে গোঁড়ালি পর্যন্ত। কিন্তু ইতোমধ্যে আবার শুকিয়েও গেছে। "কোনো ক্ষতিই হয়নি", ঘোষণা করল স্যাম।

গির্জার পাশে অন্ধকার ছায়ার নিচে বসে রইল ফারগো দম্পতি। দেখতে পেল গির্জার কাছে সমান্তরাল রাস্তায় উঠে এসেছে দ্বিতীয় ট্রাক। এখান থেকেই শুরু হয়েছে শহরের প্রধান রাস্তা। গতি একটুও ধীর না করে রাস্তা ধরে চলে গেল ট্রাক। ব্লকের শেষ মাথায় বন্ধ দোকান আর রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে খানিকটা বাঁক নিয়ে রাস্তাটা আবার নিচের দিকে চলে গেছে। অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রাক।

চার্চ বিল্ডিংয়ের পেছনেই বসে রইল স্যাম আর রেমি। চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে গেল ট্রাকগুলো। ছোট কনভয়ে মোট পাঁচটা ট্রাক ছিল; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দূরে হেডলাইটের আলো দেখা গেল বসেই রইল দুজন। গুনে গুনে বিশটা ট্রাক চলে যাবার পরে খালি হয়ে গেল রাস্তাটা আবার। গোপন আস্তানা থেকে যখন তারা বের হলো, ফর্সা হতে শুরু করেছে পুবের আকাশ। কয়েকটা দোকানে আসতে শুরু করেছে লোকজন। বেকারস শপ পেরিয়ে এলো দুজন। বিল্ডিংয়ের পেছনে বড়সড় একটা কাঠের চুলা জ্বালিয়ে ওভেন তৈরি করেছে দোকানদার। নিজের বাড়িঘরের সামনের উঠানে জড়ো হয়েছে লোকজন; ডিম সংগ্রহ করছে। মুরগিকে খেতে দিচ্ছে, আগুন জ্বালাচ্ছে।

"আমার বেশ ক্ষুধা পেয়েছে।" জানাল স্যাম।

"আমারও। সাঁতার কাটতে গিয়ে গুয়েতেমালার কোয়ার্টজেল বেঁচেছে একটাও।"

"আমার মনে হয় ঠিকই আছে। দাঁড়াও ব্যাগ দেখে নিচ্ছি।" ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ খুলে খুঁজে পেতে ওয়ালেট বের করে আনল স্যাম। "যাক, বাঁচা গেল, পাওয়া গেছে ওয়ালেট।" ভেতরে তাকিয়ে বলে উঠল, "টাকাকড়িও আছে। দেখা যাক নাশতা কেনা যায় কি-না।"

ওভেন তৈরিতে ব্যস্ত দোকানের দিকে এগিয়ে গেল দুজন। তাকিয়ে দেখল আরো দুজন লোকও একই দিকে যাচ্ছে। একজনের পরনে কোঁচকানো স্যুট আর আরেকজনের গায়ে যাজকদের কালো কোর্ট ও কলার। রাস্তার মাঝখান দিয়ে খোশমেজাজে গল্প করতে করতে ছোট্ট রেস্তোরাঁর দিকে এগোচ্ছে লোক দুজন।

দোকানের মালিকের সাথে দ্রুত শুভেচ্ছা বিনিময় করল তারা। এরপর ফারগোদের দিকে তাকিয়ে যাজক লোকটা ইংরেজিতে বলে উঠল, "গুড মর্নিং। আমার নাম ফাদার গোমেজ। আর ইনি ডা. কার্লোস হুর্য়েতা। আমাদের শহরের চিকিৎসক।"

তাদের সাথে করমর্দন করে স্যাম জানাল, "স্যাম ফারগো। আর আমার স্ত্রী রেমি।"

"তো" বলে উঠল রেমি, "এত ভোরবেলা ফাদার আর ডাক্তার একসাথে, আশা করছি রাতের বেলা কেউ মারা যায়নি নিশ্চয়।"

"না।" জানালেন যাজক। "কিছুক্ষণ আগে জন্মগ্রহণ করেছে এক শিশু, সেই পরিবার আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যেন তৎক্ষণাৎ দীক্ষাস্নান দিয়ে আসি শিশুটিকে। তাই ভাবলাম এখান থেকেই শুরু করা যাক দিনটা। মিগেল আলভারেজ আমাদের আসতে দেখেছে। আর আপনাদের সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য হয়েছে কোনো কারণে?"

"আমরা কোবানের উত্তরে হাইকিং আর ক্যাম্পিং করছিলাম। খানিক ঘুরতে বেরিয়ে হারিয়ে গেছি। জানাল স্যাম। "আমাদের বেশিরভাগ গিয়ার ফেলে আসতে হয়েছে। কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেয়ে অবশেষে নিরাপদে এই শহরে এসে পৌঁছেছি।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" কথা বললেন ডাক্তার হুর্য়েতা। "নাশতা করবেন আমাদের সাথে?"

"আনন্দের সাথে।" বলে উঠল রেমি।

গল্প করতে লাগল চারজনে মিলে। এই ফাঁকে দোকান মালিকের স্ত্রী আর দুই পুত্র এসে রান্না শুরু করল। প্রস্তুত করে দিল, ঘন, বাসায় তৈরি টর্টিলা, ভাত, কালো শিম, ভাজা ডিম, পেঁপে, চিজের টুকরা আর ভাজা সবজি।

পুরো এলাকা, আবহাওয়া আর লোকজন সম্পর্কে খানিক গল্পের পর ফাদার গোমেজ বলে উঠলেন, "গির্জার পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে এসেছেন আপনারা?" "হ্যাঁ।" উত্তর দিল রেমি।

"এসতানশিয়া গুয়েররোতে থেমেছিলেন।"

অস্বস্তিতে পড়ে গেল রেমি। "জায়গাটা দেখে তেমন সুবিধার মনে হয়নি আমাদের কাছে।"

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন ফাদার আর ডাক্তার। এরপর ডা. হুর্য়েতা বলে উঠলেন, "আপনাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পুরোপুরি ঠিক উত্তরটাই জানিয়েছে।"

স্যামের দিকে তাকিয়ে রেমি বলে উঠল, "আমার বলতে ভয় হচ্ছে যে, জায়গাটার একটা অংশ ভালোভাবেই দেখার সুযোগ পেয়েছি আমরা। কয়েকজন লোক গুলি করতে চেয়েছিল আমাদের, তাই ফেলে আসতে হয়েছে সব গিয়ার।"

"এরকম আরো বহু গল্প আমি শুনেছি।" জানালেন ফাদার গোমেজ। "বেশ মর্মান্তিক ব্যাপার।"

ডা. হুর্য়েতা বলে উঠলেন, "বছরখানেকেরও বেশি সময় ধরে এর বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করছি আমি আর ফাদার। প্রথমে, এসতানশিয়ার মালিক এক ইংরেজ রমণী, নাম সারাহ্ অ্যালারসবি, তার কাছে চিঠি লিখেছি। ভেবেছিলাম তিনি জানতে চাইবেন যে তার বিশাল সম্পত্তির একটা অংশে মাদক উৎপন্ন করা হচ্ছে।"

একে অন্যের দিকে তাকাল স্যাম আর রেমি। "কী বললেন তিনি?" জানতে চাইল স্যাম।

"কিছুই না। উত্তর এলো আঞ্চলিক পুলিশের কাছ থেকে। জানাল যে, মারিজুয়ানা থেকে আর কিছু সম্পর্কেই জানি না আমরা। আর সবার সময় নষ্ট করছি শুধু।" এবারে রেমি জানতে চাইল, "আপনি মিস অ্যালারসবিকে চেনেন?"

"না, আমরা তাকে কখনো দেখিনি।" উত্তর দিলেন ফাদার। কেউ বা জানে যে সে কী জানে গুয়েতেমালা শহর থেকে দূরে বসে কিংবা লন্ডনে অথবা নিউ ইয়র্কে?

এবারে ডাক্তার জানালেন, "আর এই ফাঁকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় সশস্ত্র লোকজন। প্রায় প্রতি রাতেই ড্রাগভর্তি ট্রাক আসে শহরে। চারপাশের অনেক গ্রামের তরুণই সেখানে কাজ করে। কেউ ঘরে আসে, অন্যরা ফেরে না।"

"ভালো আছে তারা?"

"কে জানে?"

"আমি দুঃখিত।" বলে উঠল রেমি। "হয়তো গুয়েতেমালা শহর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে এ গল্পগুলো জানাতে পারি আমরা। কখনো কখনো পুলিশের কাছে বহিরাগতরা প্রাধান্য পায়।"

"এই সম্পর্কে আমিও ভেবেছি", বলে উঠলেন ডা. হুর্য়েতা। "যদি ঐ লোকগুলো আপনাদের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করেছিল বলে থাকেন, তাহলে তারা হয়তো এখনো খুঁজছে আপনাদের। নিরাপত্তার খাতিরে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে আপনাদের। আমার গাড়ি আছে আর আজ সকালে পরের শহরেও যাব আমি। চান তো আমার সাথে নিয়ে গুয়েতেমালা শহরে যাবার বাসে তুলে দেব।

"ধন্যবাদ", জানাল স্যাম।

"আমাদের বেশ উপকার হয় তাহলে।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই।" বলে উঠল রেমি। "কিন্তু এ বাস এখানে থামে না?"

"না।" জানালেন ফাদার। "সান্তা মারিয়া দি লস্ মন্তানাস্ খুব বড় কোনো শহর নয়। মাত্র দুইশ লোকের বাস এখানে, অন্য কোথাও তেমন কোনো কাজও নেই এদের।"

ডা. হুর্য়েতা বলে উঠলেন, "আরো আধা ঘণ্টা দেখি। নিশ্চিত হবার জন্য যে ড্রাগভর্তি ট্রাকগুলো চলে গেছে।"

"অপেক্ষা করছেন যখন, চলুন আমাদের গির্জা দেখে আসবেন।" প্রস্তাব দিলেন ফাদার গোমেজ, ডমিনিকানদের আমলে ষোড়শ শতকের প্রথম প্রজন্মের ধর্মান্তরিতরা বানিয়েছিল এটি।"

"অবশ্যই দেখব।" জানাল রেমি।

যাজকের সাথে হেঁটে গির্জায় গেল সকলে। সামনের দিকে নিচু এক জোড়া বেল টাওয়ার। মাঝখানে খোলা জায়গা। এরপর কাঠের তৈরি বিশাল এক জোড়া দরজা, খুলে গেল ছোট একটা চত্বর, শেষ হয়েছে রাস্তায় এসে। রেমির কাছে মনে হলো ক্যালিফোর্নিয়ার কয়েকটা ছোট ছোট মিশনের সাথে মিলে যাচ্ছে নকশা। ভেতরে বেদির ওপরে খোদাই করা মেরি আর শিশু যিশুর মূর্তি, চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে বর্শা আর ঢাল হাতে স্বর্গদূতরা।

"আঠারোশ শতকে স্পেন থেকে আনা হয়েছে মূর্তিগুলো।" জানালেন ফাদার গোমেজ। "সেই সময়কার যাজকেরা বানিয়েছেন গির্জার আসনগুলো।" সামনের সারিতে বসলেন ফাদার, অনুসরণ করল ফারগো দম্পতি। "আর এখন শহরের সব ইতিহাস কলুষিত হয়ে তৈরি হয়েছে মাদক ব্যবসায়ীদের স্বর্গ।"

"সাহায্যের জন্য আবারো চেষ্টা করা উচিত আপনার।" বলে উঠল স্যাম। "গুয়েতেমালা শহরের জাতীয় পুলিশ হয়তো এতে আরো বেশি আগ্রাহী হবে। যেমনটা রেমি জানিয়েছে, আমরা তাদের জানাব যা দেখেছি।"

"যদি আপনারা এশতানশিয়া গুয়েররোর মালিক সারাহ্ অ্যালারসবির কাছে সংবাদ পাঠাতে পারেন। তাহলে হয়তো বেশি কাজে দেবে। ডাক্তার আর আমার আশা যে, তিনিও বেশিরভাগ অনুপস্থিত জমিদারদের মতোই। তেমন কোনো মনোযোগ দিচ্ছেন না। কিন্তু যখন জানাতে পারবেন যে কী হচ্ছে তার জমিতে, নড়েচড়ে বসবেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি, "আমরা চেষ্টা করব।"

"আপনাকে বেশ দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে, কেন?"

"সাম্প্রতিক সময়ে একবার তার সাথে দেখা হয়েছিল আমাদের, তাই হয়তো আমাদের চিঠি অথবা ফোন গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত অনুভূতির জোরে যেটা বলতে পারি আর তার সম্পর্কে যা শুনেছি তা হলো, ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধা ছাড়া কোনো কিছুতে তেমন আগ্রহী নন তিনি।"

"আপনার কথার মানে তিনি মাদক চোরাচালান সম্পর্কে জানেন?"

"এটা ঠিক বলতে পারব না।" উত্তর দিল, রেমি। "কেউ একজন তার সম্পর্কে আমাদের খারাপ ধারণা দিয়েছে। তার মানে এই না যে তিনি অপরাধী। কিন্তু যত দূর মনে হয়েছে, তিনি একজন বখে যাওয়া স্বার্থপর তরুণী, যে কিনা কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না।"

"তাই নাকি।" বিস্মিত হলেন ফাদার গোমেজ। "যাই হোক, তবু চেষ্টা করবেন। এলাকার মাঝে এই ডাকুগুলোর ঘুরে বেড়ানো বড় ভয়ংকর লাগে। যদি মাদকগুলোকে সরানো যায়, তাহলে এরাও চলে যাবে।"

"চেষ্টা করব তার সাথে কথা বলতে।" জানাল স্যাম।

"ধন্যবাদ। চলুন আপনাদের ডা. হুর্য়েতার কাছে নিয়ে যাই। পাশের শহরে উনার রোগী অপেক্ষা করছে।" উঠে দাঁড়িয়ে ফাদার গোমেজের পিছু নিয়ে বের হয়ে এলো ফারগো দম্পতি। বড় একটা কাঠের দরজা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে ফাদার বলে উঠলেন, "দাঁড়ান।"

স্যাম আর রেমি ফাদারের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেল ভারী অস্ত্রে সজ্জিত একদল পুলিশ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় ডা. হুর্য়েতার গাড়ি থামিয়ে সার্জেন্ট কথা বলছে তার সঙ্গে। ডাক্তার কম কথা বলছেন আর বিরক্তও মনে হচ্ছে অযাচিত এই হয়রানিতে। অবশেষে নেমে এলেন গাড়ি থেকে, সার্জেন্টের সাথে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসে সামনের দরজা খুঁলে দাঁড়িয়ে রইলেন একপাশে।

সার্জেন্ট তার দুজন লোককে নিয়ে ভেতরে ঢুকল, চারপাশ দেখে নিয়ে, বেরিয়ে এলো আবার। ডাক্তার আবারো আটকে দিলেন দরজা। এরপর সার্জেন্টের সাথে হেঁটে গাড়ির পেছনে এলেন। ট্রাংক খোলার জন্য ইশারা করল সার্জেন্ট। খোলার পর লোকগুলো দেখে নিয়ে আবারো বন্ধ করার নির্দেশ দিল। ডাক্তারের দিকে মাথা নেড়ে নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে গিয়ে চড়ে বসল সার্জেন্ট। তার লোকেরাও সবাই উঠে পড়ার পর নির্দেশ পেয়ে এসতানশিয়া গুয়েররোর দিকে চলতে লাগল গাড়ি।

গির্জার ভেতরে এলেন হুর্য়েতা। "পুলিশের এই দলটাই মিস অ্যালারসবিকে কী ঘটছে চিঠি লিখে জানাবার পর এসেছিল।"

ফাদার গোমেজ জানতে চাইলেন, "আপনার কাছে কী চায়?"

"আজ এসে দুজন লোককে খুঁজছিল, যারা কিনা তাদের ধারণা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত—দুজন বহিরাগত, হতে পারে আমেরিকান, একজন পুরুষ ও একজন নারী। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে তাদের দেখা গেছে আর তাদের ক্যাম্পে হানা দেয়ার পর ব্যাকপ্যাকে প্রচুর কোকেইন পেয়েছে পুলিশ।"

স্যাম রেমির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "বেশ ভালোই গল্প বানিয়েছে।"

"আমার মনে হয় আপনাদের এখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে।" বলে উঠলেন ফাদার গোমেজ।

"হ্যাঁ।" একমত হলেন ডা. হুর্য়েতা। "চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি এখনই।"

রেমি বলে উঠল, "আমরা আপনাদের বিপদে ফেলতে চাই না। যদি তারা আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারে তাহলে অন্যদেরকেও পারবে—হয়তো আপনাদেরকেও।"

"আমাকে নিজেদের বার্তা জানিয়েছে আর এখনকার মতো এইটুকুই যথেষ্ট। আর সার্জেন্ট ব্যাটাও ভালো করে জানে যে চোরাচালানকারী বন্ধুরা থাকা সত্ত্বেও কোনো একদিন হয়তো তার ডাক্তারের প্রয়োজন পড়তে পারে। কয়েক মাইলের মাঝে একমাত্র আমিই আছি।"

"ফাদার গোমেজ; আপনাকে জানাতে চেষ্টা করব যে, সারাহ্ অ্যালারসবির সাথে আলোচনা কেমন হলো।" বলে উঠল রেমি।

"আশা করি কাজ হবে। ভ্রমণ পথে ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।"

ডাক্তারের গাড়িতে চড়ে বসল স্যাম আর রেমি। রাতের বেলা যে পথ দিয়ে ট্রাক এসেছিল, সেদিকেই এগোতে লাগল গাড়ি। ছোট প্রধান রাস্তাটার শেষ মাথায় পৌঁছানোর সাথে সাথে আবারো শুরু হলো এবড়ো-খেবরো রাস্তা। নিচের দিকে নেমে শহর ছেড়ে জঙ্গলঘেরা উপত্যকার দিকে ছুটল গাড়ি।

হুর্য়েতা জানালেন, "সান্তা মারিয়া দি লস্ মন্তানাস্ শহরটা বেশ পুরনো একটা মায়া বসতি। বড় শহরগুলোর পরাজয়েরও কয়েকশ বছর পরে গড়ে উঠেছে এটি। যেমনটা দেখলেন, অনেক ওপরে হওয়ায় প্রতি পাশে একটাই খাড়া রাস্তা। বিশাল সমাজটা ভেঙে পড়ার পরে সবাই হয়তো এখানেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল।"

"তাহলে স্প্যানিশদের জন্য হয়তো বেশ কঠিন ছিল এ জায়গা দখল করে নেয়া।"

"তারা এটা করতেই পারেনি", জানালেন ডা. হুর্য়েতা। "এই এলাকার ইন্ডিয়ানরা বেশ যুদ্ধংদেহী মনোভাবের ছিল। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে ডমিনিকান মিশনারিগণ, লাস ক্যাসাসের নেতৃত্বে যাজকরা এসে শান্তিপূর্ণভাবে ইন্ডিয়ানদের ধর্মান্তরিত করেছিল।"

"বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস?" অবাক হয়ে জানতে চাইল রেমি।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিলেন হুর্য়েতা। "তিনি তো একজন জাতীয় বীর। রাবিনালে মিশন প্রতিষ্ঠা করে ইন্ডিয়ানদের শান্ত করে দীক্ষাস্নান দিয়েছিলেন একের পর এক। এ কারণে তো এ জায়গার নামই হয়ে গেছে লাস ভেরাপোসেস। মানে "সত্যিকারে শান্তির ভূমি।"

গাড়ি চালানোর সময় ডাক্তারের অভিব্যক্তি লক্ষ করে স্যাম জানতে চাইল, "কোনো সমস্যা হয়েছে?"

মাথা নাড়লেন ডা. হুর্য়েতা। "দুঃখিত। ফাদার লাস ক্যাসাস সম্পর্কে দুঃখের কাহিনিগুলো ভাবছিলাম আমি। তার স্বপ্নের গুয়েতেমালা যেখানে মায়াদের সমানাধিকার থাকবে—কখনো সত্যি হয়নি, এমনকি এখনো নয়। বহুদিন ধরেই অত্যাচারিত হয়ে আসছে মায়ারা। আর যেকোনো দেশে গৃহযুদ্ধের সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্ররাই।"

রেমি জানতে চাইল, "এই কারণেই এত ওপরে প্র্যাকটিস করেন আপনি?"

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। "যুক্তি দিয়ে বলতে চাইলে, বলতে হয় তাদের জন্যই কাজ করি, আমাকে যাদের বেশি প্রয়োজন। যতবার চলে যেতে মন চায়, এ কথাই ভাবি।"

"সামনে কী দেখা যাচ্ছে?" বলে উঠল রেমি। "দেখে মনে হচ্ছে একটা মারিজুয়ানা ট্রাক।"

"মাথা নামিয়ে রাখুন।" বলে উঠলেন হুর্য়েতা। "আমি চেষ্টা করছি এড়িয়ে যাওয়া যায় কিনা।"

পেছনের আসনে মাথা নিচু করে বসে রইল স্যাম আর রেমি। নিজের পাশের মেঝেতে বসল স্যাম। রেমি আসনে বসে ওর গায়ের ওপর কম্বল দিয়ে

ঢেকে দিল। আর সিটের ওপর ডা. হুর্য়েতার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল রেমি; যেন ও রোগী আর গাড়ির একমাত্র প্যাসেঞ্জার।

সামনের দিকে গাড়ি চালাতে লাগলেন হুর্য়েতা। রাস্তার মাঝখানে থেমে আছে ট্রাক, ভেতরে থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছে ড্রাইভার আর গার্ড, হাত নেড়ে ডা. হুর্য়েতাকে গাড়ি থামানোর জন্য ইশারা করল। দেখে মনে হচ্ছে তাদের ইঞ্জিন সমস্যা। তাই আমাকে থামাতে চাইছে।" স্যাম আর রেমির উদ্দেশে বলে উঠলেন ডাক্তার।

"আর কোনো উপায়ও নেই আপনার", জানাল স্যাম। "তাই করুন তাহলে।"

ট্রাকের পেছনে এসে গাড়ি থামালেন হুর্য়েতা। জানালার কাছে হেঁটে এলো ড্রাইভার। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে লাগল ডাক্তারের সাথে। উত্তর দিতে গিয়ে ডাক্তার হাত নেড়ে পেছনের আসনে শুয়ে থাকা রেমিকে দেখালেন ইশারা করে। তাড়াতাড়ি করে গাড়ি থেকে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে গাড়ি চালানোর জন্য ইশারা করল ড্রাইভার লোকটা। গাড়ি চালানো শুরু করলেন ডাক্তার।

মনোযোগ দিয়ে তাদের কথোপকথন শুনছিল রেমি। জানতে চাইল, "পারোটিডাস মানে কী?" "সাধারণ একটা জীবাণুবাহিত অসুস্থতা। ইংরেজিতে বলা হয় থাম্পস। আমি লোকটাকে বলেছি, আপনার এই ছোঁয়াচে রোগটা চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে এ থেকে পুরুষত্বহীনতাও দেখা দিতে পারে।"

হেসে ফেলল রেমি। "খুব ভালো বলেছেন তো।" তারপর স্যামের গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিল যেন তার সাথে উঠে বসতে পারে।

এক ঘণ্টা পরে বড় একটা গ্রামে তাদের নামিয়ে দিলেন ডা. হুর্য়েতা আর একটু পরেই কোবান শহরমুখী একটা বাসের পেছনে চড়ে বসল ফারগো দম্পতি। কোবান থেকে গুয়েতেমালা শহরে পৌঁছাতে পাড়ি দিতে হলো আরো পাঁচশ তেত্রিশ মাইল, লেগে গেল পাঁচ ঘণ্টা।

গুয়েতেমালা শহরে পৌঁছে জোনা ভাইভার মাঝখানে রিয়েল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে চেক-ইন করল দুজন। দশম জোনের এই জায়গায় পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ সব রেস্টুরেন্ট আর নৈশ আনন্দ। নিজেদের রুমে ঢুকে টেলিফোনে চার্জ দিল স্যাম আর রেমি। আর এরই ফাঁকে একটা আমেরিকান ব্যাংকের গুয়েতেমালা সিটি শাখায় নিজের অ্যাকাউন্টে সেইফ ডিপোজিট বক্স ভাড়া নিল স্যাম।

এরপর দুজন মিলে তিন ব্লক হেঁটে গেল ব্যাংকে। বক্স ভাড়া নিয়ে নিরাপদে থাকার জন্য রেখে দিল ভূগর্ভস্থ নদী থেকে উদ্ধার করা স্বর্ণ আর পান্নার শিল্পদ্রব্য।

আবারো হেঁটে ফিরে এলো হোটেলে। ফ্যাশনেবল দোকানের সামনে থেমে কিনে নিল নতুন কাপড় আর এক জোড়া সুটকেস। তারপর ফোন করল সেলমাকে।

"তোমরা দুজন কোথায় হাওয়া হয়ে গেলে?" তড়িঘড়ি করে জানতে চাইল সেলমা। "দুই দিন ধরে চেষ্টা করছি তোমাদের ফোন করার।"

"সাঁতার কাটতে গিয়ে ফোনের ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল।" জানাল রেমি। নিজেদের হোটেলের নাম, রুম নাম্বার দিয়ে সংক্ষেপে জানাল কেমন করে এখানে পৌঁছাল দুজন। শেষ করল এই বলে যে, "আর বাসার কী খবর?"

"ভালো না।" উত্তরে জানাল সেলমা। "তোমাদের জানাতে তো রীতিমতো ভয়ই হচ্ছে আমার।"

"আমি স্পিকার অন করে দিচ্ছি তাহলে স্যামও শুনতে পাবে।" বলে উঠল রেমি।

"ঠিক আছে।" জানাল সেলমা। "কেউ একজন ব্যবস্থা করে চারজন লোক পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পরিচয় দিয়েছে এফবিআই, ইউএস কাস্টমস এজেন্ট, দুজন মেক্সিকান সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা হিসেবে। নিজেদের পরিচয়পত্রও দেখিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চেক করে দেখেছে এই নামে সত্যিকারের ব্যক্তিরাই আছেন। তাই—"

"তারা কী কোডেক্স নিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।" জানাল সেলমা। "আমি দুঃখিত। আশা করছি তোমরা ড. ডেভিড কেইনকে দোষারোপ করবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীরাও জানিয়েছে যে কোডেক্স বৈধ মেক্সিকান কর্মকর্তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তাই অ্যাকাডেমিক ভাইস চ্যান্সেলর সোজা লোকগুলোকে আর্কাইভ রুমে নিয়ে আসেন, যেখানে ম্যাগনিফায়ারের নিচে কোডেক্স রেখে কাজ করছিলেন ডেভিড। আমরা এও খুঁজে পেয়েছি যে, প্রশাসন থেকে ক্যাম্পাস পুলিশকেও তৈরি রাখা হয়েছিল যেন ড. কেইন সমস্যা করলেই তাদের ব্যবহার করা যায়।"

"আমরা প্রোফেসর ডেভিডকে দোষ দিচ্ছি না।" বলে উঠল স্যাম। "দেখ বের করতে পারো কিনা যে সারাহ অ্যালারসবি এসময় কোথায় ছিল। যেরকম আচরণ করে সে আর তার ল'ইয়াররা কোডেক্সটাকে কিনতে চেয়েছিল তাতে আমার কাছে তাকেই সন্দেহ হচ্ছে বেশি।"

"চুরি হবার পরে তার প্রাইভেট প্লেন লস এঞ্জেলেস ছেড়ে গেছে গভীর রাতে।" উত্তরে জানাল স্যাম। "আমাদের বাসায় আসার পর সেই সন্ধ্যাতেই

উড়ে যাবার ফ্লাইট প্ল্যান করা ছিল। কিন্তু নতুন করে ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করে রাতের বেলা চলে গেছে।"

"কোন দিকে গেছে?" জানতে চাইল স্যাম।

"ফ্লাইট-প্ল্যান করা হয়েছে গুয়েতেমালা শহরের জন্য।"

"তার মানে সে এখন এখানে?" জিজ্ঞেস করে উঠল রেমি। "কোডেক্স নিয়ে এখানে এসেছে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" জানাল সেলমা। "প্রাইভেট প্লেনের এটাই তো সুবিধা। লাগেজে চুরি করা জিনিস লুকাতে হবে না তোমাকে।"
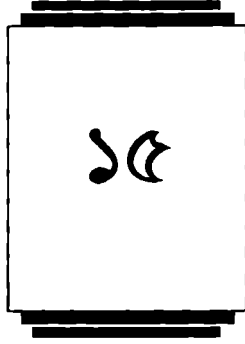
গুয়েতেমালা শহর

গুয়েতেমালা সিটিতে সারাহ্ অ্যালারসবির প্রাসাদ দুই'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বিত্তবান গুয়েররো পরিবারের বাসভবন হিসেবে। স্প্যানিশ এই প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছে বিশাল সব পাথরের সিঁড়ি, খোদাই করা খোলা জায়গা আর সদর মুখে উঁচু জোড়া দরজা দিয়ে, দোতলা গৃহটি ছড়িয়ে আছে বিশাল আঙিনাজুড়ে।

স্যাম আর রেমি নক করার পরে দরজা খুলে দিল মধ্য তিরিশের লম্বা, পেশিবহুল আর মুষ্টিযোদ্ধার মতো চেহারা ও শরীরের এক লোক, যে কি-না পূর্বে বাটলার থাকলেও এখন কাজ করছে সিকিউরিটি প্রধান হিসেবে।

"মি. এবং মিসেস ফারগো?"

"ইয়েস।" উত্তর দিল স্যাম।

"আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করা হচ্ছিল। প্লিজ ভেতরে আসুন।" এক পা পিছিয়ে ফারগো দম্পতিকে ভেতরে ঢোকার জায়গা দিয়ে রাস্তার এমাথা ওমাথা দেখে আবার দরজা আটকে দিল লোকটা। "লাইব্রেরিতে মিস অ্যালারসবি আপনাদের সাথে দেখা করবেন।"

বসার ঘরে সবচেয়ে বেশি যেটা চোখে পড়ল তা হলো আট ফুট উঁচু জোড়া পাথর খণ্ডের ওপর খোদাই করা ভয়ংকর দর্শন মায়া দেবতার মূর্তি; মনে হলো যেন এই বাসগৃহের প্রহরা দিয়ে রেখেছেন দেবতাদ্বয়। বিশাল কক্ষ পার হয়ে আরেকটা দরজার কাছে ফারগো দম্পতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল

লোকটা। উঁচু দরজার কারুকার্যময় চৌকাঠ দেখে রেমি বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনো মায়া দালান থেকে খুলে নিয়ে আসা হয়েছে। ভেতরে এমন একটা লাইব্রেরি দেখা গেল, যা কেবল ইংলিশ কাউন্টি হাউসগুলোতে দেখা যায়; যদি বাড়িগুলো বেশ পুরনো আর মালিক হন অসম্ভব ধনী। বড়সড় পুরনো আমলের চামড়ার কাউচে স্যাম আর রেমি বসার পর চলে গেল লোকটা।

পুরো কক্ষটাকে এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যে, ঘুরে বেড়াচ্ছে সম্পত্তি আর সামাজিক প্রতিপত্তির আবহ। স্ট্যান্ডের ওপর রাখা আছে চার ফুট ব্যাসার্ধের একটা অ্যান্টিক গ্লোব। রুমের পাশ দিয়ে অ্যান্টিক লেকটার্নে খুলে রাখা হয়েছে বিশাল সব বই—একটা পুরাতন স্প্যানিশ ডিকশনারী আর অন্যটা সতেরো'শ শতকের হাতে আঁকা মানচিত্র। দেয়ালজুড়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা বুকশেলফ, যেখানে রাখা আছে হাজার হাজার চামড়ায় মোড়ানো বই। ভেতরের দেয়ালে বুক কেসের ওপর ঝুলে আছে উনিশ শতকের চিত্রকর্ম; স্প্যানিশ রমণীদের পোর্ট্রেট, লেসের গাউন আর মাথায় উজ্জ্বল পরচুলা, সাথে কালো কোর্ট পরিহিত স্প্যানিশ ভদ্রলোক। রেমির কাছে মনে হলো এই রুম সারাহ্ অ্যালারসবি সাজায়নি। শুধু দখল করে বসেছে গুয়েররো হাউস। কাছের একটা শেলফে গিয়ে বইগুলোকে কাছ থেকে নিজের ধারণার সত্যতা নিশ্চিত করল রেমি। সোনার আঁচড় দিয়ে লেখা হয়েছে স্প্যানিশ টাইটেল।

রুমের একেবারে শেষ মাথায় কাচের কেসে রাখা আছে সোনা আর খোদাই করা পান্নাসহ ক্ল্যাসিক পিরিয়ডের মায়া রাজার পোশাক, মায়াদের বাছাই করা সুদৃশ্য মাটির পাত্র ব্যাঙ, কুকুর, পাখিসহ বিভিন্ন আকৃতির এবং সোনা দিয়ে অঙ্কিত আটটি ফিগার।

পালিশ করা পাথরের মেঝেতে হাই হিলের পক্ পক্ আওয়াজ শুনতে পেল স্যাম আর রেমি। বোঝা গেল যে আসছেন সারাহ্ অ্যালারসবি। খুব দ্রুত হেঁটে, হাসি মুখে কক্ষে প্রবেশ করলেন সারাহ্।

"সত্যিই কী আমি স্যাম আর রেমি ফারগোকে দেখছি! আমার ধারণা ছিল আর কখনো দেখা হবে না আপনাদের সাথে। আর গুয়েতেমালাতে তো নয়ই।" একটা স্যুটের কালো স্কার্ট পরে আছেন কিন্তু জ্যাকেট ছাড়া তার বদলে কালো জুতা আর গলার কাছে ভাঁজ করা সাদা সিল্কের ব্লাউজ। নিজের ঘড়ির দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন টাইমার শুরু করলেন, তারপর তাকালেন স্যাম আর রেমির দিকে।

উঠে দাঁড়াল ফারগো দম্পতি। "হ্যালো মিস অ্যালারসবি।"

যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সারাহ্ অ্যালারসবি। এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করার কোনো চেষ্টাই করল না।

"আমাদের দেশে থাকাটা কী উপভোগ করছেন?"

"সান ডিয়েগোতে আপনার সাথে দেখা হবার পর থেকে আলটা ভেরাপেজ চষে বেড়াচ্ছি আমরা।" বলে উঠল রেমি।

"আমার ধারণা কোডেক্সের ফলে মায়া দেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার ফলেই চলে এসেছি একে কাছ থেকে দেখতে।"

"বেশ অভিযানপ্রিয় বোঝা যাচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই বেশ মজার যে খেয়ালের বসে সবকিছু ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়েছেন কৌতূহল দমন করতে। সত্যিই, হিংসা হচ্ছে আপনাদের।"

"অবসরের চিন্তা থেকেই হয় এমনটা।" জানাল স্যাম। "বেশি কিছু অর্জন করার চেয়ে নিজের জন্য সময় বের করে নিতে হবে আপনাকে।"

"এখনই না।" বলে উঠলেন সারাহ্। "আমি এখনো একেবারে নবাগত। তো এখানে এসে প্রথমেই আমার সাথে দেখা করার কথা মনে হলো আপনাদের। আমি সৌভাগ্যবান বোধ করছি নিজেকে।"

"হ্যাঁ।" বলে উঠল—স্যাম। "আপনার মালিকানাধীন একটা এস্টেট কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমরা—এসতানশিয়া গুয়েররো।"

"বাহ, মজা তো।" নিজের অভিব্যক্তিতে লাগাম, দিয়ে রাখলেন—সারাহ্, সতর্ক কিন্তু অনুভূতিহীন।

"তাড়াহুড়া করে বের হয়ে আসতে হয়েছে; কেননা পিছু নিয়েছিল ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এক দল লোক। দেখা মাত্রই গুলি ছোড়া শুরু করেছিল লোকগুলো। তাই আমাদের দৌড়ে শটকাট রাস্তা বেছে নিতে হয়েছিল আপনার জমির মধ্য দিয়ে। এ সময় বিশাল বড় মারিজুয়ানার আবাদ ক্ষেত্র দেখেছি, যেখানে কাজ করছিল প্রায় শ'খানেক শ্রমিক। শস্য তুলে শুকিয়ে প্যাক করে গাড়িতে তুলছে।"

"কত ঝড় গেল আপনাদের ওপর দিয়ে।" মন্তব্য করলেন সারাহ্। "বলুন তো কীভাবে পার পেলেন এদের হাত থেকে?"

"আপনার কী মনে হয় না যে জিজ্ঞেস করা উচিত আমার সঙ্গে কী করছিল এই অপরাধীগুলো?" বলে উঠল রেমি।

প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসলেন সারাহ্। "আপনার দেশের এভার গ্লেডস ন্যাশনাল পার্কের কথা ভাবুন। প্রায় ১.৫ মিলিয়ন একর ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে পার্কটা। এসতানশিয়া গুয়েররো এর দ্বিগুণেরও বেশি বড়। আর গুয়েতেমালার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা আমার অংশের একটা মাত্র এটা। সবার প্রবেশ

বন্ধ করার তো উপায় নেই। কিছু কিছু অংশে তো হেঁটে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এর ভেতরে যাওয়া-আসা করছে কৃষকেরা। কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের সকলেই সুবোধ নয়। এই অঞ্চলে কয়েকজন কর্মচারী রেখেছি আমি, যেন প্রতিরোধ করা যায়—রেয়ার কাঠের কর্তন, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের পাচার আর প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটে লুটপাট। কিন্তু মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা সরকারের কাজ, আমার কাজ নয়।"

এবারে স্যাম বলে উঠল, "আমরা ভেবেছিলাম যে আপনাকে জানানো প্রয়োজন, কোন ধরনের অবৈধ কাছ হচ্ছে আপনার জমিতে।"

সামনে ঝুঁকে এলেন সারাহ্ অ্যালারসবি। অবচেতনে এমন এক দেহ ভঙ্গিমা করলেন, দেখে মনে হলো লাফ দেয়ার জন্য তৈরি হয়েছে একটা বিড়াল। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এখনো সন্দেহ আছে।"

কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। "এখনকার মতো নিশ্চিন্ত যে আপনাকে জানানো হয়েছে।" এরপর সারাহ্র দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই করমর্দন করলেন অ্যালারসবি। "ধন্যবাদ, আপনার সময় থেকে কয়েক মিনিট আমাদের দেয়ার জন্য।" দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো স্যাম আর রেমি। পেছনে এলেন সারাহ্।

"মনে হচ্ছে আর কখনো এমনটা ঘটবে না।" জানালেন সারাহ্। পুরনো টাইলসের ওপর দিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে যেতে আরো যোগ করল, "আমি আরো ভেবেছিলাম আপনারা এখানে এসেছেন আমার মায়া কোডেক্স নিয়ে কিছু বলতে।"

থেমে গিয়ে ঘুরে তাকাল রেমি। "আপনার মায়া কোডেক্স?"

হেসে ফেললেন অ্যালারসবি। "আমি তাই বলেছি নাকি?" ভুলো মন আসলে। হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিলেন সারাহ্। আরেকটা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ফারগোদের পেছনে খুলে গেল সদর দরজা। যে ভৃত্য তাদের ভেতরে নিয়ে এসেছিল, তাকেই আবার দেখা গেল। এবার আবার সাথে করে নিয়ে এসেছে স্যুট পরিহিত দুজনকে। ভারী দরজাটা খুলে ধরল সকলে মিলে। বোঝা গেল বের হয়ে যাবার তাড়া দিচ্ছে ফারগো দম্পতিকে।

বাইরে বের হয়েই রেমি বলে উঠল, "তো তেমন সন্তোষজনক তো মনে হলো না।"

"চলো অন্য পথে অ্যাকশন নেয়া যায় কি-না দেখা যাক।" উত্তরে জানাল স্যাম।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে রাস্তায় নেমে এলো দুজন। ডান দিকে মোড় নিয়ে আরো শ'খানেক গজ গিয়ে স্যাম থেমে হাত নেড়ে ডাকল একটা ট্যাক্সিকে। "আভেনিডা রিফর্মা। অ্যাম্বাসি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস।"

অ্যাম্বাসিতে পৌঁছানোর পর ডেস্কের পেছনের রিসেপশনিস্ট জানাল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এই ফাঁকে স্টাফ মেম্বারদের একজনকে নিয়ে এলো তাদের সাথে কথা বলার জন্য। ডেস্কের পেছন থেকে পাঁচ মিনিট পর উদয় হলো এক রমণী। এগিয়ে এলেন তাদের দিকে। "আমি এমি কস্তাম, স্টেট ডিপার্টমেন্ট। আসুন আমার অফিসে।" ভেতরে আসার পরে এমি জানতে চাইলেন, "বলুন কী সাহায্য করতে পারি আজ?"

এসতানশিয়ার কাছে আর ভেতরে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল স্যাম আর রেমি। তাদের পিছু ধাওয়া আর আক্রমণকারী লোকগুলো সম্পর্কেও জানাল। একই সাথে বলল, মারিজুয়ানা গাছের বিশাল ক্ষেত, কোকা গাছ আর ট্রাকের কনভয়ের কথা। ডাক্তার আর যাজকের পুরো বর্ণনা দিয়ে জানাল সারাহ্‌র কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাদের অনুরোধ আর মিস অ্যালারসবির উত্তর। আর একেবারে সবার শেষে স্যাম জানাল মায়া কোডেক্সের কথা।

"যদি কোডেক্স এখনো তার কাছে থাকে বা কখনো থাকার ব্যাপারে জানা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সান ডিয়েগোতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়াতে ফেডারেল কর্মকর্তাদের ভুয়া পরিচয় দিয়ে সেই পাঠিয়েছিল আর এটা চুরি করে আনিয়েছে।"

শুনতে শুনতে রিপোর্ট লিখে নিল এমি কস্তা। মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞেস করে নিল, তারিখ আর অবস্থানগত তথ্য, তাদের ফোনে রেকর্ড হয়ে গেল সবকিছু। ফারগো দম্পতির কাহিনি শেষ হবার পর এমি জানালেন, "গুয়েতেমালার সরকারের কাছে এসব তথ্য পৌঁছে দেব আমরা। কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে অধৈর্য হবেন না।"

"কেন নয়?" জানতে চাইল রেমি।

"মাদক ব্যবসায়ী আর চোরাচালানকারীদের নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যস্ত সরকার। যারা কিনা পশুদের বিশাল চারণভূমি তৈরির জন্য ধ্বংস করে দিচ্ছে বন-জঙ্গল। বিশেষ করে পেটান অঞ্চলে। কিন্তু সরকারকেও সংখ্যার আর অস্ত্রের দিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে মাদক ব্যবসায়ে জড়িত গ্যাংগুলো। গত কয়েক বছরে ড্রাগ লর্ডদের কাছ থেকে তিনশ হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার করেছে সরকার, যদিও মোট জমির ক্ষুদ্র একটি অংশ কেবল এটি।"

"আর সারাহ্‌ অ্যালারসবি?" "তিনি দেশে আসার পর থেকেই আমরা এ ব্যাপারে সচেতন আছি। ইউরোপীয় দলগুলোর মধ্যে বেশ নজরকাড়া উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তার—সুন্দরী, ধনী, অবাধ্য আর চিত্তাকর্ষক। আর এই শহরে তো বলতে গেলে একজন সেলিব্রেটি। তাই মায়া কোডেক্স চুরির পেছনেও তার হাত পাওয়া গেলে অবাক হব না। তার ধারণা, বুদ্ধিহীন আর কল্পনা করার

ক্ষমতা নেই যাদের তাদের জন্য আইন হলো স্থানীয় একটি প্রথা। কিন্তু অভিজাতদের বেলায় যেমনটা সব জায়গায় দেখা যায়, অপ্রীতিকর কাজগুলো তারা নিজেরা করে না। ভাড়া করা লোক দিয়ে কোডেক্স আনিয়ে নিয়েছে নিশ্চয়ই। তাই এখানকার আইনে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা অসম্ভব দুঃসাধ্য একটি কাজ।" একটু বিরতি দিয়ে এমি আবার যোগ করলেন, "দোষী সাব্যস্ত।"

"সত্যি?" অবাক হয়ে জানতে চাইল রেমি। "কিন্তু তিনি তো আমাদেরই মতো বিদেশি।"

"এখানেই রয়েছে পার্থক্যটা।" থেমে গেলেন এমি। "আমি এখন যা বলতে চাইছি আপনাদের তার কোনো রেকর্ড থাকবে না। বছরের পর বছর ধরে এখানে থেকে বেশ কজন শক্তিধর ব্যক্তির কাছে নিজেকে করে তুলেছেন সামাজিক আর আর্থিকভাবে প্রয়োজনীয়। অসম্ভব বিত্তবান একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে আমন্ত্রণ পাওয়া কঠিন কিছু নয়। সম্ভাব্য বিজয়ের নির্বাচন ক্যাম্পেও বহু টাকা ঢালেন—তার চেয়েও বড় কথা, নিশ্চিত হার হবে যার তার পেছনেও ঢালেন যোগাযোগ বজায় রাখার স্বার্থে। একটা মাত্র ফোন কল করেই বহু কিছু করে ফেলার ক্ষমতা আছে তার, এমনকি এক ইশারাতে হয়তো একটা দলই ভেঙে পড়বে।"

এবারে স্যাম জানতে চাইল, "অন্তত গুয়েতেমালার পুলিশকে কী একবার এসতানশিয়া গুয়েররোর ভেতরে ঢুঁ মারার ব্যবস্থা করা যায় না? মাঠে হাজার হাজার একর গাছ আর শুকনো শস্যের ওপর টেনে টনে কুঁড়ি তো লুকিয়ে ফেলা সম্ভব না। আর যদি তারা উনার কার্যক্রম, অফিস, বাড়িতে হানা দেয় তাহলে তো অবশ্যই পাবে—"

"মায়া কোডেক্স?"

"হ্যাঁ, আমাদের এমনটাই আশা। অন্তত মাদক ব্যবস্থা থেকে লাভবান হবার প্রমাণ তো পাওয়া যাবে।"

আস্তে করে মাথা নাড়লেন এমি কস্তা। "এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়া মহাযজ্ঞের শামিল হবে। কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানে যে উত্তর আর পশ্চিমে বিশাল বনাঞ্চলজুড়ে ব্যবস্থা করছে মাদক ব্যবসায়ীরা। পুলিশও তাদের থামাতে পারলে খুশিই হবে; কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন তা কখনো হবে না। যদি তারা একটা জিনিসও খুঁজে পায়, আপনাদের দাবি অনুযায়ী তার পরেও গ্রেফতার করতে পারবে না সারাহ্ অ্যালারসবিকে। বুঝতে পারছেন না। তিনি হয়তো প্রধান আসামি হতে পারেন, কিন্তু পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে শত শত গরিব মায়া কৃষককে, যারা তাদের জীবিকা হারাবে। সমস্ত কিছু—নোংরা ব্যবসা, অর্থের আদান-প্রদান—ঘটে যাচ্ছে রাজধানীতে কারো প্রাসাদের অভ্যন্তরে। গুয়েতেমালাতে

যদি আপনার গ্রামের দিকে হাজার হাজার একর জমি থাকে তাহলে ধরে রাখতে পারেন যে আপনি ধনীই হয়ে গেলেন।"

"কিন্তু পুলিশকে জানাবেন তো তথ্যগুলো?"

"অবশ্যই।" উত্তরে জানালেন এমি। "এটা তো কোনো অপরাধ নয়। একটা যুদ্ধ। আমরা শুধু চেষ্টাই করে যাচ্ছি। আমাকে আপনারা যা জানালেন তা হয়তো খানিকটা সাহায্য করবে, গুরুত্বপূর্ণও হয়ে উঠতে পারে।"

স্যাম আবারো জিজ্ঞেস করে উঠল, "আপনার কী মনে হয়, আমাদের কী ফেডারেল পুলিশের কাছেও যাওয়া উচিত?"

"যদি চান তো যেতে পারেন। কিন্তু মনে হয় এ কাজ আমরা একত্রেও করতে পারি। ঘণ্টাখানেকের জন্য ফ্রি আছেন আপনারা?"

"পুরোপুরি।"

"আমাকে এক মিনিট সময় দেন ফোন করার জন্য। এরপর আমরা একসাথে যাব।" একটা নম্বরে ডায়াল করে দ্রুত স্প্যানিশে সংক্ষেপে কথা বলে নিলেন এমি। এরপর বেল বাজিয়ে রিসেপশনিস্টকে ডেকে আনলেন। "প্লিজ, আমার জন্য একটা গাড়ি রেডি করো। আমরা যত দ্রুত সম্ভব বের হতে চাই।" এরপর ফারগো দম্পতির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "এ জায়গায় চার নম্বর জোনে। হেঁটে যাওয়ার পক্ষে একটু বেশিই দূরত্ব।"

একটু পরেই তিনজন চলে এলো আভেনিডা ৩-১১ ফেডারেল পুলিশ স্টেশনে। প্রহরারত পুলিশ অফিসার এমি কস্তাকে চিনতে পেরে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিয়ে দিল। হল দিয়ে হেঁটে এলিভেটরে উঠে এলেন কস্তা, স্যাম আর রেমি। পৌঁছে গেলেন অফিসে।

তারা প্রবেশ করার সাথে সাথেই উঠে দাঁড়ালেন ইউনিফর্মবিহীন তরুণ আর স্বচ্ছ চোখের অধিকারী অফিসার। "ইনি হচ্ছেন কমান্ডার রুয়েডা। আর উনারা হচ্ছেন স্যাম আর রেমি ফারগো। এই আমেরিকান পর্যটক দুজন এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন, যা আপনি শুনতে চাইবেন অফিসার। মি. ফারগো...?

পুরো কাহিনি বলে গেল স্যাম। বর্ণনা আর জিপিএস লোকেশন দিয়ে সাহায্য করল রেমি। কমান্ডারকে বিস্মিত দেখালে এমি কস্তা স্প্যানিশ অনুবাদ করে দিলেন। ফারগোদের বর্ণনা শেষ হলে পর কমান্ডার বলে উঠলেন, "ধন্যবাদ, এ সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সেন্ট্রাল কমান্ডের কাছে রিপোর্ট ফাইল করে আপনাদের অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেব।" এরপরই উঠে দাঁড়িয়ে আলোচনা শেষ করার ইশারা করলেন অফিসার।

তারপরেও বসে রইল স্যাম। "কিছু কী হবে? সারাহ্ অ্যালারসবির সম্পত্তিতে সার্চ অথবা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু খুঁজে দেখবেন আপনারা?"

খানিকটা সহানুভূতি প্রকাশ পেল কমান্ডারের দৃষ্টিতে। "আমি দুঃখিত; কিন্তু এরপর কিছু ঘটবে না। সশস্ত্র দলটা উত্তরে ঘুরে বোড়ানো একটা গ্যাং, যারা মাদক উৎপাদনের বিষয়টা নজরদারি করে। মারিজুয়ানা এমন একটা শস্য, যা যেকোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে কেউ চাষ করতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে সারাহ্ অ্যালারসবির কোনো সখ্য প্রমাণিত হবে না। যেকোনো জঙ্গল—এমনকি ন্যাশনাল পার্কল্যান্ডে পৌঁছে যেতে পারে এই অপরাধীরা। আমরা যতবার রেইড করি, তারা অন্য জায়গায় সরে যায়। আমরা চলে আসার পর আবারো ফিরে আসে।"

"এই সুবিধার জন্য জমিদারকে কী অর্থ দেয়?"

"মাঝে মাঝে কিন্তু সবসময় নয়। কিন্তু আপনারা যা দেখেছেন কোকা গাছ, সেটা আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে। এখানে তো কোকা কখনো দেখিনি জন্মাতে। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা একটা পথ বন্ধ করতে পেরেছি আমরা।"

"যদি এমন হয় যে সারাহ্ অ্যালারসবির রাখা ব্যাংক আর ব্যবসায়ে নাক গলানোর একটা কারণ পেয়ে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পেলেন আরেকটা তাহলেও কী গ্রেপ্তার করবেন না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তার জন্য যুতসই কারণ থাকতে হবে। এবার তো জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পেলাম না।" মনে হলো কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, এমনভাবে বলে উঠলেন, 'আমি কনফিডেনশিয়াল কিছু কথা বলতে চাই আপনাকে। অন্যান্য ধনী আর ব্যবসায়ীদের মতো তাকেও মাঝে মাঝেই তদন্ত করে দেখা হয়েছিল। বস্তুত আমার জানা মতে, এই অফিসেই এরকম দু'বার ঘটেছে। কিন্তু আমরা কিছুই পাইনি।"

এবারে রেমি জানতে চাইল, "এমন কোনো অর্থ নয় যে ব্যাপারে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি? কোনো মায়া শিল্পদ্রব্যও নয়? নিজেকে তো তিনি একজন সংগ্রাহক হিসেবে পরিচয় দেন আর তার বাসায়ও অনেক কিছু দেখেছি।"

কমান্ডার উত্তরে জানালেন, "যদি এমন কোনো অর্থ থেকেও থাকে, যা তিনি ঘোষণা করেননি, সেটা তো কোনো রহস্য নয়। বহু দেশ থেকে সুদ পান, তার ওপরে বিত্তবান পরিবার। যদি মায়া শিল্পদ্রব্যও পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো বলবেন যে সেগুলো গুয়েররো পারিবারিক এস্টেট থেকে কেনা। অথবা বলবেন, শ্রমিকরা কয়েক দিন আগেই পেয়েছে, যা হয়তো তিনি রিপোর্ট করতেন। নির্দিষ্ট করে কিছু না করলে অথবা সবশেষে বলা যায়, বিক্রি বা দেশের বাইরে নিয়ে না গেল উনাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।"

"তাহলে আমাদের এখন কী করতে বলেন?" জানতে চাইল রেমি।

"মিস কস্তা নিশ্চয় বলেছেন। বাসায় ফিরে যান। যদি চান তো অনলাইন মার্কেটে হাতে লেখা প্রাচীন গ্রন্থ বা এর অংশসমূহ খুঁজে দেখুন। প্রায়ই ভেঙে ভেঙে বিক্রি করা হয় এসব। যদি কোডেক্স পেয়ে যান আমরা চার্জ করে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসব।"

"ধন্যবাদ।" অবশেষে বলতে পারল রেমি।

কম্যান্ডারের সাথে করমর্দন করল স্যাম। ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আপনারা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।"

"আপনাদের প্রমাণের জন্য ধন্যবাদ। আর প্লিজ দয়া করে আশা হারাবেন না। বিচার কখনো কখনো ধীরগতির হয়ে পড়ে।"

হোটেলে ফারগো দম্পতিকে নামিয়ে দিল এমি কস্তার অ্যাম্বাসির গাড়ি। রুমে ঢুকেই সেলমাকে জানাল আমেরিকাতে ফেরার ফ্লাইট বুক করে দিতে। সেলমা ফোনের অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে স্যাম আর রেমি মিলে গেল ইংরেজি ভাষার বইয়ের দোকানে। যেন ঘরে ফেরার দীর্ঘ ভ্রমণে পড়ার জন্য কিছু কেনা যায়।

হিউস্টেনে খানেক বিরতিসহ ফ্লাইং টাইম হলো সাত ঘণ্টা একচল্লিশ মিনিট। হিউস্টন পর্যন্ত বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটাল স্যাম। অন্যদিকে রেমি পড়ে ফেলল—গুয়েতেমালার ইতিহাস। দ্বিতীয় ফ্লাইটে রেমি ঘুমাল আর স্যাম পড়ল। সান ডিয়েগো রানওয়েতে প্লেনের চাকা যখন মাটি স্পর্শ করল, চোখ খুলে তাকাল রেমি। বলে উঠল, "আমি জানি যে ভুলটা কোথায়। এই যুদ্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুই অনুপস্থিত।"

"কে, তিনি?"

"বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস।"

সান ডিয়েগো

বিমানবন্দরে নেমে ভলভো সেডানে অপেক্ষারত সেলমাকে দেখতে পেল স্যাম আর রেমি। গাড়ির পেছনের আসনে শান্তভাবে বসে আছে সুলতান। পেছনে ঢুকে সুলতানের পাশে বসে পড়ল রেমি। সুলতানকে জড়িয়ে ধরে আদর করতেই মুখ চেটে আদর করে দিল পোষা প্রাণীটা। "সুলতান, হাইয়ান ইয়ভটোল।"

"কী বললে তুমি?" জানতে চাইল সেলমা।

"বলেছি যে আমি ওকে মিস করেছি। তোমাকেও মিস করেছি, কিন্তু তুমি তো কোনো হাঙ্গেরীয় কুকুর নও।"

"এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।" উত্তরে জানাল সেলমা। "হাই স্যাম।"

"হাই সেলমা। ধন্যবাদ যে আমাদের নিতে এসেছ।"

"আমার ভালোই লাগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চুরির ঘটনার পর থেকেই ঘরের চারপাশে বিষণ্ন ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি আর সুলতান। প্রোফেসর ডেভিড কেইন প্রতিদিনই ফোন করছেন, কিন্তু আমি বলেছি যে তোমরা ফেরার সাথে সাথেই যোগাযোগ করবে।"

"হুম, মনে পড়ে গেল এতে। আমরা এখানে বেশিক্ষণ থাকব না। আমরা স্পেনে যাচ্ছি।" বলে উঠল স্যাম। "কিন্তু প্রথমে চেয়েছি তোমার আর ডেভিডের সাথে দেখা করতে। সবকিছুর ওপরে একেবারে সাম্প্রতিক সংবাদ নিয়ে এসে তবেই ঝাঁপিয়ে পড়ব পরের পদক্ষেপে।" "ঠিক আছে। বাসায় ফেরার সাথে

সাথে তোমাদের রিজার্ভেশনের কাজ সেরে ফেলব।" বলে উঠল সেলমা। "ধুর, তোমরা চলে যাচ্ছ। যখন গুয়েতেমালায় ছিলে, পেইন্টিং বা বাকি সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের বাসা, আবারো হয়ে উঠেছে তোমাদের বাসা।"

"কোনো কাঠমিস্ত্রি, রঙের মিস্ত্রি বা ইলেকট্রিশিয়ান নেই?" সাগ্রহে জানতে চাইল রেমি।

"একজনও না।" বলে উঠল সেলমা। "আমি তো এমনকি ক্লিনিং ক্রু এনে পরিষ্কারও করিয়েছি যেন বুলেটের গর্তের কোনো চিহ্ন, রক্তের ফোঁটার দাগ কিংবা ভাঙা কাচের টুকরাও না থাকে কোথাও। সবকিছুই নতুনের মতো ঝকমক করছে।"

"ধন্যবাদ সেলমা।" জানাল রেমি। "আমরা সত্যি অনেক কৃতজ্ঞ তোমার কাছে।"

এবারে স্যাম জানাল, "লিভিংরুমে গোলাগুলি না করে আমরা চেষ্টা করব এটিকে পরিষ্কার রাখার।"

রেমি বলে উঠল, "সেলমা, আমি চাই ড. ডেভিড কেইনের সাথে দেখা করার আগে আমার সাথে খানিক সময় কাটাও তুমি। ফাদার বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাস আর চারটা মায়া হাতে লেখা গ্রন্থ সম্পর্কে যা যা খুঁজে পেয়েছ তুমি, সেগুলো জানতে চাই।"

"আমি খুশিই হব।" বলে উঠল সেলমা। "তোমরা মেক্সিকোতে যাবার পর থেকে এর ওপরে লেগে আছি আমি।"

ছয় ঘণ্টা পরে, বাসার নিচ তলায় কনফারেন্স টেবিলের চারপাশে এসে জড়ো হলো সবাই। একেবারে মাঝখানে রাখা হয়েছে যাজক বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাসের চিঠির ফটোকপি।

এই মাত্রই আসা ড. ডেভিড কেইনের দিকে তাকিয়ে স্যাম বলে উঠল, "আমার মনে হয় রেমি শুরু করতে যাচ্ছে।"

"আমাকে দেয়ার আগে ছবি তুলে রাখার জন্য সেলমাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমি।" বলে উঠলেন প্রোফেসর ডেভিড কেইন।

শুরু করল রেমি। "ড্রেসডেন কোডেক্স সম্পর্কে সবাই যখন জানতে পারল, তত দিন ট্রেসিং পেপারে এটা তুলে নিয়েছিলেন একজন ইটালিয়ান স্কলার। মাদ্রিদ কোডেক্স যুজিও আমেরিকা দ্য মাদ্রিদ্রে পৌঁছানোর আগে কপি করে রাখেন ফ্রান্সের এক সন্ন্যাসী। ড্রেসডেনের খোঁজ বের করা একই ইটালীয় স্কলার কপি করে রাখেন প্যারিস কোডেক্স। বিবলিওথিক ন্যাশনালের কেউ একজন রুমের এক কোণায় ডাস্টবিনে ফেলে রেখে দেয় এটিকে, ফলে নষ্টও হয়ে যায়। তাই বাঁচা গেল যে একটা কপি করে রাখা হয়েছিল।"

"বেশ চমকপ্রদ ও কাকতালীয়ভাবে ঘটে গেছে ব্যাপারগুলো।" বলে উঠলেন প্রোফেসর কেইন। "তো এর মাধ্যমে আমরা কী পেলাম?"

রেমি উত্তরে জানাল, "আমরা জানি যেকোনো এক সময় এই কোডেক্স ফাদার বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাসের হাতে পড়েছিল। এই চিঠিটাই প্রমাণ যে, তিনি এটা স্পর্শ করেছিলেন, জানতেন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর তাই বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।"

এবারে সেলমা বলে উঠল, "আমাদের জানা মতে স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সোচ্ছার ছিলেন তিনি। তাদের সংস্কৃতিকে মূল্যও দিতেন, তাই তাদের ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন আর একই ভাষায় কথা বলতেন।"

হাত দিয়ে কপাল চাপড়ে ড. ডেভিড কেইন বলে উঠলেন, "অবশ্যই! তার মানে আপনারা বলতে চাইছেন যে যাজক লাস ক্যাসাস হয়তো এর একটা কপি তৈরি করে রেখেছিলেন।"

"আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না।" বলে উঠল রেমি। "কিন্তু মনে হয় একবার চেক করে দেখলে মন্দ হয় না।" "এটা তো বেশ কষ্টসাধ্য।" বলে উঠলেন কেইন। "আমি যতটুকু জানি নিজের কোনো লেখাতে মায়া গ্রন্থ কপি করা সুলভ কিছু লিখে যাননি। তবে হ্যাঁ, এটা বলে গেছেন যে, যাজকদের দেখেছেন এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে।"

"নিশ্চয় না লিখে যাওয়ার পেছনে কারণও আছে।" বলে উঠল সেলমা। "সেসব দিনে শুধু যে বই পোড়ানো হয়েছে তা তো নয়।"

এবারে রেমি জানাল, "ফাদার লাস ক্যাসাস রাবিনালের মিশন ছেড়ে আসার পর চিয়াপাসের বিশপ হয়েছিলেন, মেক্সিকোতে। এখানে কাজ করার পর আবার ফিরে যান স্প্যানিশ কোর্টে। যেখানে কলোনিতে বসবাসরত ইন্ডিয়ানদের বিষয়গুলো নিয়ে শক্তিশালী উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেছেন। আর এখানেই হচ্ছে আমাদের আশার আলো। ১৫৬৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু ভালাডোলিডের কলেজ অব সান গ্রেগরিওতে রেখে গেছেন বিশাল বড় এক লাইব্রেরি।"

খানিক ভেবে নিয়ে ড. ডেভিড কেইন বলে উঠলেন, "জানেন, আমার মনে হয় হিউম্যান নেচার নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ পুরোপুরি সঠিক। ইউরোপজুড়ে যে-ই মায়াদের গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল, সে-ই একটা করে কপি তৈরি করে রেখেছিল। এমনকি আমিও ছবি তুলে কপি করে রাখতে চেয়েছিলাম। বস্তুত সবার আগে এই কাজটিই করেছি আমি। শুধু যদি না ওই ভুয়া লোকগুলোর হাতে তুলে দিতে না হতো।"

সেলমা তাড়াতাড়ি করে আলোচনা আবার ঘুরিয়ে নিল ফাদার লাস ক্যাসাসের দিকে।

"তাহলে ঠিক আছে। সবাই একমত এ ব্যাপারে। জানি যে যাজক লাস ক্যাসাস এটা দেখেছিলেন আর তিনিই হচ্ছেন এমন একজন, যিনি কিনা হয়তো একটা কপিও তৈরি করতে চেয়েছেন। আর যদি তিনি সত্যি এটা করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই নিজের বইপুস্তক আর কাগজপত্রের মাঝেই রেখে গেছেন। স্প্যানিশ কোর্টে দিয়ে যাননি। উনার বই আর কাগজপত্র আছে স্পেনের ভালাডোলিডে। যদি কোনো কপি থেকে থাকে আর যদি সেটা হয় স্পেনের কোনো লাইব্রেরি, তাহলে হয়তো উষ্ণ আর আর্দ্রতায় গুয়েতেমালার জঙ্গলের হাত থেকে নিরাপদে থেকে এখনো টিকে আছে।"

ড. ডেভিড কেইন বলে উঠলেন, "এখানে এসে যাচ্ছে অসংখ্য যদি। কিন্তু এ যুক্তির সপক্ষে বলা যায় যে, নিউওয়ার্ল্ডে নিশ্চয়ই সন্দেহ উদ্রেককারী কোনো কাগজ রেখে যাননি তিনি, সেখানে রয়েছে তার শত্রুরা, ফ্রান্সিসকান আর এনকমিয়েন্ডাস। তাহলে নিশ্চিত যে তিনি নিজের সাথে স্পেনে নিয়ে গেছেন সবকিছু।"

রেমি জানাল, "হয়তো অনেক যদি আছে; কিন্তু প্রতিটির সপক্ষে বহু যুক্তিও আছে, বিপক্ষে তেমন নেই।"

"ধরা যাক। এটা হচ্ছে সবদিক ভেবেচিন্তে করা একটা অনুমান।" বলে উঠল সেলমা। "এখন চেক করাটাই বেশি প্রয়োজন।"

স্যাম বলে উঠল, "ঠিক আছে সেলমা। আমাকে আর রেমিকে ভালাডোলিডে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দাও। চিঠির একটা কপিও দিয়ে দিও। যেন হাতের লেখা চিনতে পারি।"

গুয়েতেমালা শহরের পুরনো অংশে এমপ্রেসা গুয়েররোর বিশাল অফিসে বসে আছেন সারাহ্ অ্যালারসবি। একদা এটি রাজধানীতে প্রভূত ক্ষমতাশালী আর বিত্তবান গুয়েররো পরিবারের বিজনেস অফিস হিসেবে কাজ করত। কলোনি আমল থেকেই এ দালানটি আছে তাদের অধিকারে এর পরে আধুনিক গৃহযুদ্ধের ফলে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ব্যবসা আর তরুণ প্রজন্ম পাড়ি জমায় ইউরোপে আয়েশি জীবনযাপনের উদ্দেশে। পালাসিও ন্যাসিওনালের কাছাকাছি অবস্থিত এ অফিস; কেননা সরকারের সাথেও যোগসাজশ বজায় রেখে চলতে হতো এ পরিবারকে।

পুরো উনিশ শতক ধরে আর বিংশ শতাব্দীরও বেশিরভাগ সময় জুড়েই দেখা যেত গুয়েররো পরিবারের একজন পুরুষ অফিসের বড় মেহগনি ডেস্কের পেছন থেকে চেয়ার সরিয়ে, দরজার কাছের তাক থেকে টুপি আর লাঠি দিয়ে,

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে যেত সরকারের হেডকোয়ার্টারের দিকে; গুয়েররো পরিবারের কোম্পানিগুলোর স্বার্থ বৃদ্ধি আর নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য।

বিল্ডিংয়ের সামনের অংশটা বেশ অসাধারণ হলেও নিচু আর জোড়া দরজাগুলো এতটাই ভারী যে, একটা ইলেকট্রিক মোটর লাগিয়ে নিয়েছেন সারাহ্ অ্যালারসবি যেন ধাক্কা দিতে সুবিধা হয়। অ্যান্টিক টাইলস বসানো মেঝে আর সাজসজ্জার কাজ করেছে ইগলেসিয়া ডি লা মারসেড তৈরি করা একই কারিগর। মাথার ওপরে পনেরো ফুট উঁচু ছাদ আর কয়েক ফুট পরপরই অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে বড় বড় সব ফ্যান। যদিও এয়ারকন্ডিশন্ড রুমটিতে ৭২° গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাস।

১৯৩০-এর দশকের একটা ডেস্ক টেলিফোন ব্যবহার করেন সারাহ্। প্রতিদিন দু'বার করে তার সিকিউরিটির লোকজন চেক করে যায় এটা, যেন কোনো আড়িপাতার যন্ত্র থাকলে তা ধরা পড়ে যায়। একই ফোন কানে দিয়ে সারাহ্ বলে উঠলেন, "গুড মর্নিং রাসেল। এ লাইন বেশ নিরাপদ। তাই তুমি পুরোপুরি ফ্রিভাবে কথা বলতে পারো।"

অপর প্রান্তে থাকা লোকটা এসতানশিয়া গুয়েররোর ব্যাপারে কাজ করলেও গত কয়েক বছরে বহুবার তার সার্ভিস নিয়েছে সারাহ্র পরিবার; গুয়েতেমালার হোল্ডিংস লাভ করার আগে। এই লোকটাই সান ডিয়েগো এফবিআই এজেন্ট হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছিল।

"আপনার জন্য কী করতে পারি মিস অ্যালারসবি?"

"সান ডিয়েগো থেকে তুলে আনা জিনিসটা নিয়ে ঝামেলা দেখা দিয়েছে। গুয়েতেমালায় এসেছিল স্যাম আর রেমি ফারগো। এমনকি কোনো একভাবে এসতানশিয়া গুয়েররোও ঘুরে এসেছে। যাকে পাচ্ছে তার কাছেই আমার ও আমার কোম্পানির নামে কুৎসা গাইছে। ভেবে বসে আছে যে বুঝি এসতানশিয়া গুয়েররোতে মারিজুয়ানা অপারেশনও আমার কারসাজি; এমন, যেন আমি কোনো হাঁদামার্কা মাদক ব্যবসায়ী। কল্পনা করতে পারো? চেয়েছে যেন পুলিশ এসে সার্চ করে দেখে আমার ঘরবাড়ি আর সব সম্পত্তি।"

"পুলিশ এমনটা করবে, এরকম কোনো সম্ভাবনা আছে কী?"

"অফকোর্স নট।" উত্তর দিলেন সারাহ্। "কিন্তু তাদের তো অবহেলাও করতে পারছি না। গতকাল ইউএস ফিরে গেছে দুজন। জানি যে এখানকার কর্তৃপক্ষ নিয়ে কিছু করতে পারবে না; কিন্তু জানার উপায় নেই যে ওখানে বসে কী করছে। খানিক সময়ের জন্য নজরদারি করতে চাই।"

"নিঃসন্দেহে।" বলে উঠল—রাসেল। "এই ধরনের কাজ করার দুটো উপায় আছে। সহজভাবে সান ডিয়েগোতে স্থানীয় প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভাড়া করা যায়। কিন্তু এতে আবার তাদের ভাড়া করার রেকর্ড থেকে যাবে। সাথে এই ঝুঁকি থাকবে যে, কখনো কোর্টে হয়তো প্রকাশ করে দিতে পারে যে কে তাদের ভাড়া করেছিল। এছাড়া—"

"অন্য পথটা বলো, প্লিজ।" বাধা দিয়ে জানতে চাইলেন সারাহ্। "সান ডিয়েগোতে ইতোমধ্যে যা করে ফেলেছি আমরা তাতে না আইনি সমস্যায় পড়ে যাই। আর এই স্যাম ফারগোকে নিয়েও চিন্তা হচ্ছে আমার। বেশ প্রতিহিংসাপরায়ণ। এত সহজে ছেড়ে দেবে না। আর যদি সে চায়ও, স্ত্রী তাকে ছাড়বে না। আমার ধারণা, মহিলা আমাকে নিয়ে এমনিতেই হিংসেমি—করছে। ভাবছে আমি বুঝি তার বিবাহিত জীবনের জন্য হুমকি। সৌন্দর্য ছাড়া আর বেশি কিছু নেই তার। আর যখনই আরো বেশি সুন্দরী কাউকে আশপাশে দেখে, সমস্যায় পড়ে যায়।" "ঠিক আছে।" বলে উঠল রাসেল। "ফারগো দম্পতি আমাকে দেখেনি। আরো একজন দক্ষ কাউকে সাথে নিয়ে এ কাজটা আমিই করতে পারি। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই পৌঁছে যাব সান ডিয়েগোতে।"

"ধন্যবাদ" রাসেল। প্রাথমিক খরচ সামাল দেয়ার তোমার কোম্পানিকে কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।"

"ধন্যবাদ।"

"তোমরা ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছ ভাবতেই আমার শান্তির ঘুম হবে। আমি তো মাত্র একজন। তাই সারাক্ষণ চারদিকে কে আমার ক্ষতি করতে চাইছে নজর দেয়া সম্ভব না।"

"কোনো সীমারেখা কী বেঁধে দিতে চান যে কতদূর যাব আমরা?"

"না। যদি তারা ইউএসের বাইরে যায়, তাহলে লোক পাঠাবে। জানতে চাই যে তারা কোথায় আছে। আর আবারো আচমকা আমার দরজায় তাদের উপস্থিতি চাই না। কিন্তু তাদের অনুসরণ করেছি এরকম কোনো রেকর্ডও যাতে না থাকে। আমার খ্যাতি নষ্ট করতে দিতে পারি না তো তাদের।"

শুনতে শুনতে যাত্রার সবকিছু ভেবে প্রস্তুতি সেরে নিল রাসেল। ক্লোসেট থেকে সুটকেস বের করে বিছানার ওপর রেখে বলে উঠল, "রিপোর্ট করার মতো কিছু পেলেই সাথে সাথে জানাব আপনাকে।"

"ধন্যবাদ, রাসেল।"

এরপর জেরি-রুইজের নাম্বারে ফোন করল রাসেল। কোডেক্স তুলে আনার সময়ে মেক্সিকান সংস্কৃতিমন্ত্রীর পরিচয় ধারণ করেছিল এই লোক। "হাই জেরি। রাস্ বলছি, আমার সাথে একটা সার্ভেইল্যান্স কাজে চলে এসো।"

"কোথায়?"

"আবারো সান ডিয়েগোতে। কিন্তু সেখান থেকে যেকোনো জায়গায় যেতে হতে পারে। কিছু সময়ের জন্য চোখে চোখে রাখতে হবে এক দম্পতিকে। সারাহ্ যাই দেবেন, দুজনে সমান ভাগে ভাগ করে নেব।"

"এটা উনার কাজ? ঠিক আছে আমি আছি।"

"আধা ঘণ্টার ভেতরে তোমাকে তুলে নিচ্ছি আমি।"

ফোন রেখে নিজের সুটকেসের কাছে ফিরে এলো রাসেল। এ ধরনের কাজে সাধারণত যেসব পোশাক পরে সেসব কাপড় ঢোকাল—কালো জিন্স আর নেভি ব্লু নাইলন উইন্ডব্রেকার আর কালো স্নিকারস। বিভিন্ন রঙের বেসবল ক্যাপ, নেভি আর ধূসর রঙের কয়েকটি স্পোর্টস কোট, কয়েকটা খাকি প্যান্ট। উড়ে গিয়ে নামার পরে সে আর রুইজ মিলে একটা গাড়ি ভাড়া করে কয়েক দিন পর সেটা ফেরত দিয়ে আরেকটা নিয়ে নেবে। বহু বছরের অভিজ্ঞতার বলে জানে যে, বেশভূষাতে খানিক পরিবর্তনই অনেক বড় পার্থক্য তৈরি করে দিতে পারে। শুধু জ্যাকেট পরিবর্তন করে মাথায় টুপি চড়ালেই পুরোপুরি ভিন্ন মানুষ বনে যায় সে। একের পর এক ড্রাইভার বদল, গাড়ি থেকে বের হওয়া আর রেস্তোরাঁর টেবিলে বসে থাকলেই আর কেউ দেখতে পাবে না।

আরো কিছু যন্ত্রপাতি ভরে নিয়ে শেষ করল প্যাকিং স্যুটিংয়ের ৬০-পাওয়ার স্পোটিং স্কোপ, সাথে ছোট ট্রাইপড আর নিজের ব্যক্তিগত অস্ত্র আর কিছু গোলাবারুদ। ভালোভাবেই জানে যে, রুইজও নিজের প্রস্তুতি নিয়ে আসবে। এমনিতেই নিজের সাথে পিস্তল রাখাটা রুইজের অভ্যাস; এমনকি লস অ্যাঞ্জেলেসেও সবসময় জুতার ভেতরে ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় রুইজ, কেননা এভাবেই বড় হয়েছে সে। টিন-এজার বয়সে স্ট্রিট গ্যাং-এর কালেক্টর হিসেবে কাজ করত; তারপর কিছুদিনের জন্য পুলিশও হয়েছিল। আর এটাই মধ্যবয়সে এসে অদ্ভুত বাঁক দিয়েছে তার চরিত্রকে। দেখতে মনে হয় মেক্সিকান রাজনীতিবিদ অথবা বিচারক। এ কাজের জন্য তাই তার বাহ্যিক রূপ পুরোপুরি মানিয়ে গেছে। চট করে কেউ দেখলে সন্দেহ করতে পারে না। এছাড়া স্প্যানিশ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারার দক্ষতাও আগে বহুবার সাহায্য করেছে তাকে।

এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিতে পছন্দ করলেও ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই, ম্যানেজ করা যাবে; ভেবে নিয়ে পাসপোর্ট, পাঁচ হাজার ডলার ক্যাশ আর ল্যাপটপও নিয়ে নিল রাসেল। এরপর সুটকেসের তালা বন্ধ করে গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল। ঘর তালাবন্ধ করে এক সেকেন্ড ভেবে নিল কিছু ভুলে ফেলে গেছে কি-না। না, সব ঠিক আছে। গাড়ি নিয়ে চলল রুইজের বাসার দিকে। ভাবতে লাগল কাজটার কথা।

যেমনটা ছিল তার থেকে এগিয়ে নিজেকে জানার ক্ষেত্রে বড় একটা কদম ফেলেছে সারাহ্ অ্যালারসবি। অন্তত রাসেলের কাছে তো তাই মনে হচ্ছে। বহু বছর ধরে অনেক বসের অধীনেই কাজ করেছে সে, জানে যেকোনো পথে তারা শেখে। শুরু করে এই ভাবনা থেকে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর অন্যদের পথ দেখাতে হবে তাদেরই। আর এই সাহসী কাজের বিনিময়ে অর্জন করে সব সম্পদ। আর একবার এই সম্পদ তাদের হাতে এলে হয়ে যায় তাদেরই; ফলে এটিকে আর এর সাথে আগত সুবিধাসমূহকে নিরাপদে রাখাটাও অধিকারের পর্যায়ে পড়ে যায়। আর যদি এ কথাকে সত্য মনে করা হয়, তাহলে একইভাবে আরো সম্পত্তি তৈরিরও অধিকার আছে তাদের। অথবা সত্যিকারে বলতে গেলে, নিয়ে নেয়ারও অধিকার আছে। এমন সব ব্যবসায় জড়িয়ে পড়তে হয়, যেখানে খুন করতে হয় মানুষকে; কিন্তু সরাসরি না হওয়ায় আবার এটা দেখতেও হয় না। ডিয়েগো সান মার্টিন, একজন মাদক সম্রাট হিসেবে বিত্তবান আর সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় নারীর জমিতে মারিজুয়ানা চাষ করার বদলে অর্থ প্রদান করে সারাহ্কে, সুতরাং সেও মানুষ খুন করেছে। সম্ভবত বলা যায় যে, সবসময় এরকমই করে এসেছে। একটু একটু করে সারাহ্ও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় পৌঁছে যাবার পরেই সারাহ্র পিতা মি. অ্যালারসবির সাথে দেখা হয়েছিল রাসেলের। বৃদ্ধ অ্যালারসবির হয়ে রাসেলের প্রথম কাজটাই ছিল—মানুষ খুন করা—ব্যবসায়ের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, যে কিনা পেটেন্ট আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে ফাইল ওপেন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

রাসেল জানে, যদিও সারাহ্ এখনো এমন কোনো পদক্ষেপ নেননি। কিন্তু এই ফারগো দম্পতির মৃত্যু পরোয়ানায় সই করার বেশ কাছাকাছি চলে গেছেন। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে ব্যাপারটা। মনে হলো অফিস থেকে টুকটাক আরো কিছু জিনিস নিয়ে নিলেই ভালো হবে। বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে উঠে, বাইরের সিঁড়ি বেয়ে দরজা খুলে লাইট জ্বালাল রাসেল।

তালা দিয়ে রাখা ফাইল কেবিনেটের কাছে গিয়ে খুলে ফেলল। তুলে নিল রেজারের মতো ধারালো সিরামিক ছুরি, এগুলো এমনকি মেটাল ডিটেক্টর দিয়েও ধরা যাবে না, ডায়াবেটিকস ট্রাভেল কিট সাথে চামড়ার কেসে ইনসুলিন আর সুঁই। বোতলে অবশ্য ইনসুলিনের বদলে রাখা হয়েছে অ্যানেকটিন। হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ করার জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করে সার্জনরা। পরবর্তীতে অ্যাড্রেনালিন দিয়ে চালু করার কাজ করলেও রাসেলের যেহেতু সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই, তাই এটা সে নিলও না। চামড়ার কেস খুলে প্রেসক্রিপশন ডেট দেখে নিল। একেবারে নতুন, মাত্র এক মাস হয়েছে, কিট তুলে নিয়ে নিজের সুটকেসে লুকিয়ে ফেলল।

রুইজের বাসার দিকে যেতে কেন যেন ভালোই লাগল। যখনই সারাহ্ বুঝে যাবেন যে তিনি ঠিক কী করাতে চান তাদের দিয়ে, কোনো রকম বিলম্ব বা অনিশ্চয়তা ছাড়াই কাজটা করে দিতে পারবে রাসেল আর রুইজ। সারাহ্র মতো ওপরের দিককার কাস্টমাররা অনিশ্চয়তা আর অপেক্ষা করা দুটোকেই ঘৃণা করে। নিজেদের ইচ্ছার পূর্ণতা আর সাথে সাথে তা করে ফেলাটাকেই পছন্দ করে তারা, ঠিক ঈশ্বরেরই মতো।

সান ডিয়েগো থেকে স্পেন

দুই দিন পরে সান ডিয়েগোর বাইরে থেকে প্লেনে চড়ে বসল স্যাম আর রেমি। ফ্লাইট তাদের নিয়ে গেল নিউ ইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্টে, এখানে অপেক্ষা করতে হলো সন্ধ্যার পরে মাদ্রিদের ফ্লাইট ধরার জন্য। এরপর খুব সকালবেলা মাদ্রিদ বারাজাস এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল ফ্লাইট।

গুয়েতেমালায় ঘুরে বেড়ানোর সময় চেয়েছিল তাদের যেন ইকো-ট্যুরিস্ট বা ইতিহাস প্রিয় পর্যটকের মতো দেখায়, ট্রপিক্যাল ক্লথ রোল করে ঢুকিয়ে নিয়েছিল ব্যাকপ্যাকে। এইবার ঘুরে বেড়াবে ধনী আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মতো করে, যাদের তেমন কোনো সিরিয়াস কিছু করার চিন্তা নেই।

তাই দেখতে বেশ দামি নতুন ম্যাচিং লাগেজ কেনা হয়েছে। প্রতিটার ওপরে "ফারগো" লেখা অ্যামবোস করা চামড়ার ট্যাগ সেলাই করে দেয়া হয়েছে। একটা ভর্তি হয়ে আছে কয়েক মাস আগে রোম থেকে কিনে আনা স্যামের ব্রিওনি স্যুট দিয়ে। আর অন্যটাতে আছে রেমির ফ্যাশনেবল ড্রেস, জুতা আর কসমেটিকস। ফেন্ডির চামড়ায় গর্ত করে তৈরি স্লিভলেস ড্রেস—সাথে ন্যুড সিল্ক লাইনিং ডলসি অ্যান্ড গাবানার ফুলের প্রিন্ট করা ড্রেস আর একটা খাটো জে. মেন্ডেল সিল্ক ক্রু-নেক ড্রেস, যেটা পরে ঘরের মাঝে হাঁটাহাঁটি করে ট্রায়াল দেয়ার সময় তার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি স্যাম, নিয়ে এসেছে রেমি।

এছাড়া দুজনের ব্যাগে আছে ছোট ডিজিটাল স্পাই ক্যামেরা, দুটো ঘড়ির সাথে লাগানো আর দুটো স্বচ্ছ চোখের চশমাতে। ভালোভাবেই জানে যে, কোডেক্সের কপি যদি থেকে থাকেও, লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের বাইরে আনা নিশ্চয় সম্ভব হবে না। আর ছবি তোলার জন্য অনুমতি চাওয়াটাও পারতপক্ষে অসম্ভব আর কঠিনই হবে। এমনকি শুধু অনুমতি চাইতে গেলেও সারা দুনিয়া জেনে যাবে যে আরেকটা কপি আছে।

ট্রান্স আটলান্টিক ফ্লাইটের প্রথম শ্রেণিতে ভ্রমণ করে পৌঁছানোর পর ট্যাক্সি নিয়ে শামার্টিন স্টেশনে চলে গেল স্যাম আর রেমি। চড়ে বসল ভালাডোলিড অভিমুখী স্ট্রিমলাইনড আলটা ভেলোসাইডেড এসপানোলা বুটেল ট্রেনে। মাত্র এক ঘণ্টা দশ মিনিটে একশ ত্রিশ মাইল পার হয়ে এলো ট্রেন। এর মাঝে আবার সতেরো মাইল লম্বা টানেলও পার হয়ে আসতে হয়েছে। জেনিট ইমপেরিয়াল হোটেলে রিজার্ভেশন দিয়ে রেখেছিল সেলমা; প্লাজা মেয়র আর টাউন হলের ঠিক পাশেই অবস্থিত পনেরো'শ শতকের একটা প্রাসাদ। এছাড়া রেমির আইপ্যাডে ভালাডোলিড ঘোরার জন্য গাইডবুকের ডিজিটাল ভার্সনও ডাউনলোড করে দিয়েছে সেলমা।

প্রথম দিন শুধু শহরটা দেখেই কাটিয়ে দিল স্যাম আর রেমি। এতে করে হাতে অখণ্ড অবসর থাকা ধনী ট্যুরিস্ট হিসেবে নিজেদের পরিচয়টাও জোরালো হলো। কাঁচামাল হতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য আর যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্র এই আধুনিক শহর ভালাডোলিড। বড়সড় একটা শস্যের বাজারও আছে। কিন্তু পুরনো শহর দেখেই আনন্দ পেল ফারগো দম্পতি; যেখানে আজো দাঁড়িয়ে আছে মধ্যযুগীয় দুর্গ প্রাচীর। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর সময় গাইডবুক পড়ছিল রেমি। "দশম দশকে মুর'দের কাছে নেয় স্প্যানিশরা। দুর্ভাগ্যবশত মুর'দের জিজ্ঞেস করতে ভুলে যায় যে, ভালাডোলিড কথাটার মানে কী? তাই আমরাও জানি না।"

"ধন্যবাদ।" উত্তরে বলে উঠল স্যাম। "মিসিং জিনিসের লিস্টে আর কিছু আছে?"

"বহুত, কিন্তু আমরা তো জানিই যে কাস্টাইল রাজাদের বাসভূমি ছিল ভালাডোলিড। ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলা এখানেই বিবাহ করেছিলেন, কলম্বাসও এখানে মারা গেছেন, সার্ভান্টেস 'ডন কুইক্সোট' খানিকটা অংশ লিখেছেন এখানে বসে।"

"আমি সত্যি মুগ্ধ।" বলে উঠল স্যাম। "কিন্তু সিরিয়াসও।"

শেষ স্টপটা হলো কলেজিয়ে ডি সান গ্রেগরিও, নিউ ওয়ার্ল্ড থেকে ফিরে আসার পর এখানেই বহু বছর বাস করেছেন যাজক লাস ক্যাসাস। রেমি

নিজের গাইডবুক চেক করে নিতে নিতে দুজন মিলে এগোল বিশাল পাথরের বিল্ডিংটার সামনের দিকে। "চ্যাপেলের এই অংশ আমাদের সামনের দালানটা নির্মাণ করেছিলেন আলোনসো ডি বুর্গস, ১৪৮৮ সালে স্বীকার করে ছিলেন রানি ইসাবেলার কাছে। আর চ্যাপেল নিজে তৈরি হয়েছে ১৪৯০ সালে।" নিচে পায়ে চলার পথটার পাথরের দিকে তাকিয়ে রেমি বলে উঠল, "তার মানে আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি কোনো এক সময় হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কলম্বাস, রানি ইসাবেলা আর ফার্দিনান্দ।"

"আর ফাদার বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাসের কথা বলা তো বাহুল্য মাত্র।" আস্তে করে বলে উঠল স্যাম।

"সত্যিই অসাধারণ একটি স্থাপত্য।"

"১৫৫১ সালে এখানে বাস করতে আসেন যাজক লাস ক্যাসাস। কলেজে একটা কক্ষ ভাড়া নিয়ে থাকতেন। এই সময়টাতে সম্রাট পঞ্চম চার্লসের দরবারে বেশ প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছেন। ১৫৬৬ সালে মাদ্রিদ্রে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু কলেজে রেখে গেছেন নিজের সুবিশাল পাঠাগার। আমাদের পরবর্তী মিশন হলো, দেখা যাক আমরা সেটা খুঁজে পাই কি-না।"

রাস্তার অপর পাশে হাউকাউ করছে একদল জার্মান ট্যুরিস্ট। খাটো চুলের লম্বা এক নারী জায়গাটা সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছে। এই দলটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম আর রেমির পিছু নিয়ে স্পেনে আসা রাসেল আর রুইজ। প্রবেশমুখে স্যাম আর রেমি থেমে যাওয়ার পর জার্মান ট্যুরিস্টদের ভিড় থেকে সরে এসে আলাদা হয়ে গেল রাসেল আর রুইজ। রাস্তা ধরে এগিয়ে এলো দূর থেকে চ্যাপেল দেখার জন্য।

ভেতরে ঢুকে চ্যাপেলে এলো স্যাম আর রেমি। স্বপ্নের মতো সুন্দর সাদা পাথর দিয়ে খোদাই আর পালিশ করে তৈরি এ জায়গাটা নির্মিত হয়েছে পাঁচশ বছর আগে। অথচ এখনো রয়ে গেছে ঠিক আগের মতোই নীরব নিস্তব্ধ; যেন সময়ের স্রোত চলে গেছে বাইরে দিয়ে, ভেতরে তার একটুও আঁচড় পড়েনি। "ওপরের তলাতে নিশ্চয় ঘর ভাড়া করে থাকতেন ফাদার লাস ক্যাসাস।" বলে উঠল স্যাম, "আর সেখানে বসেই লিখে গেছেন শেষ কয়েকটা বই।"

কলেজের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল দুজন। গাইড বই স্ক্যান করতে লাগল রেমি। "জীবন এখানে একেবারে সহজ ছিল না।" ঘোষণা করল সে। "ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার স্থাপিত বিচারালয়ের আদেশে এখানে, ভালাডোলিডে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল সাতাশজনকে। আর এক সময় তো শত্রুরা ফাদার লাস ক্যাসাসের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ তুলেছিল। কিন্তু ধোপে টেকেনি তাদের দাবি। ফাদার লাস ক্যাসাস তাঁর *'হিস্ট্রি অব দি ইন্ডিস'* গ্রন্থের

পাণ্ডুলিপি রাইটস কলেজের হাতে তুলে দেয়ার সময় সাথে শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যে, "চল্লিশ বছর পার না হওয়া পর্যন্ত এটি প্রকাশ করা যাবে না। এও বলেছিলেন, ঈশ্বর যদি স্পেনকে, পাপের কারণে ধ্বংস করে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতের লোকদের জানাতে হবে যে, ঠিক কোন অপরাধটা তারা করেছিল— ইন্ডিয়ানদের সাথে তারা এতটাই নির্দয় হয়েছিল।"

"চলো, খুঁজতে থাকি। যদি লাইব্রেরিটা খুঁজে পাই তাহলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে না হয় আগামীকাল আসব।" বলে উঠল স্যাম। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে স্প্যানিশ ভাস্কর্যের একটা জাদুঘরে এসে পৌঁছাল দুজন। প্রবেশমুখের কাছে ডেস্কে বসে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। "এই তো পেয়ে গেছি।" ফিসফিসিয়ে বলে উঠল রেমি।

এরপর স্প্যানিশে লোকটার কাছে জানতে চাইল, "স্যার, আপনি কী জানেন যে সান গ্রেগরিও কলেজকে দিয়ে যাওয়া বিশপ বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাসের লাইব্রেরিটা দেখতে হলে আমাদের কোথায় যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, আমি জানি।" উত্তর দিল লোকটা। "প্রথমেই আপনাদের জানতে হবে যে এটি ভালাডোলিড বিশ্ববিদ্যালয়েরই অংশ।"

"আমি ভেবেছিলাম বইগুলো হয়তো কোনো আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।"

হেসে ফেলল লোকটা। "এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এটিকে আধুনিকই বলতে হবে। সক্রিয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একত্রিশ হাজার। *কলেজ অব সান গ্রেগরিও* এর একটি অংশ কিন্তু বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে কলা এবং স্থাপত্যের জাদুঘর হিসেবে। সন্ন্যাসীরা চলে গেছেন। আমার ধারণা, আপনারা যা খুঁজছেন তা হিস্ট্রি লাইব্রেরির ঠিক পাশেই আছে।"

"হিস্ট্রি লাইব্রেরি কেমন করে খুঁজে পাব আমরা?"

"প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচে ক্যালে গন্ডোমারে চলে যান। বাইরের দিকটা উন্মুক্ত উঠান। সেখানে অষ্টভুজ পিলারের ওপর সেট করা আছে তিনটা লেবেল। ডান পাশে চ্যাপেল, বাম পাশে অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা। বাম পাশেই চলে যাবেন। প্রথম তলাতে পেয়ে যাবেন হিস্ট্রি লাইব্রেরি।"

লাইব্রেরির দিকে হেঁটে যেতে, স্যাম খেয়াল করে দেখল যে আরো দুজন লোকও যাচ্ছে একই দিকে। ক্যালে গন্ডোমারে তাদের বেশ পেছন দিয়ে হাঁটছে। এক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে ভাবল, লোক দুটো তাদেরই অনুসরণ করছে কি-না। সে আর রেমি মিলে অন্তত সারাহ্ অ্যালারসবিকে এটুকু বোঝাতে পেরেছে যে, চুরির বিষয়টা তারা এত সহজে ভুলে যাবে না। কিন্তু

গুয়েতেমালা শহর থেকে তো অনেক দূর চলে এসেছে দুজন। আর ভালাডোলিডেও মাত্রই এসেছে। এই লোক দুটো কী তাদের এখানেও অনুসরণ করছে? তার মানে গুয়েতেমালা ছেড়ে আসার পর থেকেই তাদের সান ডিয়েগোতে অনুসরণ করছে। তাহলে নিশ্চয় একই প্লেনে এসেছে অথবা এর পরেরটিতে।

হিস্ট্রি লাইব্রেরিতে পৌঁছে রেমি স্প্যানিশে জানতে চাইল, তারা সান গ্রেগরিও কলেজকে দিয়ে যাওয়া বিশপ বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাসের বইয়ের কালেকশন দেখতে পারে কি-না। খুশি হয়ে গেল দেখে যে, ভিজিটিং স্কলার হিসেবে সাইন করলেই কাজ হয়ে যাবে। খুব বেশি কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই লাইব্রেরিয়ান তাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। নিজেদের পরিচিতি শুধু প্রমাণ করতে হলো আর রেমির পার্সও দুজনের পাসপোর্ট জমা দিতে হলো ডেস্কে। বড়সড় রিডিংরুমে ঢুকতেই দেখা গেল, ইতোমধ্যে টেবিলের ওপর পুরনো বই মেলে পড়ছে কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টস।

দ্বিতীয় হিস্ট্রি লাইব্রেরিয়ান স্যাম আর রেমিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রেয়ার বুক রুমে। দুজনের হাতে গ্লাভস তুলে দিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় দিল লাস ক্যাসাস কালেকশনের ভলিউমগুলো পরীক্ষা করার জন্য। প্রতিটি ভলিউম বাঁধাই বা পুনঃ বাঁধাই করা হয়েছে পুরনো চামড়া দিয়ে। কয়েকটা আছে সেকেলে স্প্যানিশ অথবা ল্যাটিন ভাষায় হাতে লেখা কপি। কয়েকটি আবার ছাঁপানো হয়েছে ১৫০০ শতকের আগে। এছাড়াও আছে হাতে আঁকা চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা মধ্যযুগীয় গণিত স্ক্রিপ্ট। বেশিরভাগই ল্যাটিনে লেখা ধর্মীয় কাজ। আছে বাইবেলের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা, বক্তব্যের কালেকশন, রোমান ক্যাথলিকদের দৈনিক প্রার্থনা প্রভৃতের বেশ কয়েকটি কপি। কর্পুস অ্যারিস্টোটেলিকামের একটা কপি আছে। মায়া কোডেক্সের ভেতরে লুকিয়ে থাকা চিঠির মতো একই লেখায় লিখিত বা কপি করা স্প্যানিশ ভলিউমও পাওয়া গেল। যতবারই এরকম কিছু পেল স্যাম আর রেমি দুজনই হয়ে উঠল উত্তেজিত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই আরাধ্য হয়ে উঠল না। যে সম্পদ তারা খুঁজতে এসেছে তাতে তো মায়া ছবি আর চিহ্ন থাকবে, কোনো স্প্যানিশ লেখা নয়। দিনের শেষে, "লাইব্রেরি বন্ধ হবার ঠিক আগমুহূর্তে বই ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সকলের উদ্দেশে ঘোষণা দিলেন লাইব্রেরিয়ান। তৎক্ষণাৎ নিজেদের বই ফিরিয়ে দিল ফারগো দম্পতি। ডেস্কে গিয়ে রেমির ব্যাগ তুলে নিয়ে বের হয়ে এলো। বিল্ডিংয়ের বাইরের আঙিনায় এসে ফিসফিস করে রেমি জানতে চাইল, "এই লোক দুটোকে আগে কখনো দেখেছ তুমি?"

থেমে গেল স্যাম। মধ্যযুগীয় স্প্যানিশ স্থাপত্যের চারপাশে তাকিয়ে রেমির কথা বোঝার চেষ্টা করল। ইতোমধ্যে অন্যদিকে হাঁটা ধরেছে দুজন। "ক্যালে গন্ডোমারে এর আগে দেখেছি কয়েকজনকে। কিন্তু তারাই সেই লোকগুলো কিনা বলতে পারব না।"

"কী করেছে?"

"মনে হয়েছে যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।"

হেসে ফেলল স্যাম। "তোমার মনে হয়েছে তোমার দিকে তাকিয়েছিল, ভালোই তো। সেটাই তো স্বাভাবিক। আস্তে আস্তে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ো।"

সেদিনই সন্ধ্যায় হোটেলের পাশে প্লাজা মেয়রে নৈশ জীবন দেখে কাটাল স্যাম আর রেমি। কন্টিনেন্টালের কফির স্বাদ নিয়ে চলে গেল পিঞ্চোস; এরপর রেস্টুরেন্টে লস্ জাগালেসে গিয়ে খেয়ে দেখল স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় তাপাস; মর্সিলা সসেজ, লাল পেঁয়াজ আর শূকরের খোসা একসাথে মুড়িয়ে তৈরি রোল।

প্রতিদিন জেনেট ইমপেরিয়াল হোটেল থেকে বের হয়ে হেঁটে দুজন মিলে চলে যেত হিস্ট্রি লাইব্রেরিতে। তারপর দেখে চলত একের পর এক পাঁচশ বছরের পুরনো বইগুলো।

বিকেলে লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবার পর হোটেলে ফিরে ঘুম দিত স্যাম আর রেমি; তারপর রাত দশটায় ঘুম থেকে উঠে শুরু করত ঘোরাঘুরি। এক রাতে চেখে দেখল তার্বানা প্রাডেরা, বিখ্যাত এর তাজা ক্যালামারি ক্র্যাকারের জন্য। পরের রাতে খাওয়া হলো ফরচুনা ২৫ স্টাফ করা চিকেন, সাথে শূক্তি। আরেক রাতে তার্বানা ডেল জুর্ডো। এছাড়া রুয়েডা, রিবেরা ডেল ডুয়েরোসহ অন্যান্য চমৎকার স্প্যানিশ রেড ওয়াইনের স্বাদ নিল দুজন। ঘুরে বেড়াল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়; যেন প্রতিটি সন্ধ্যা হয়ে উঠল উৎসবপূর্ণ।

এভাবে দিনের পর দিন, বিশপ লাস ক্যাসাসের কালেকশন দেখে চলল দুজন। আর এই আবিষ্কারের সাথে সেই মানুষটাকেও একটু একটু করে জানতে পারল, যিনি কিনা লিখে গেছেন এসব। অবশ্য বেশিরভাগই ছিল রুলস অব সেইন্ট বেনেডিক্ট, টাইপের বই। যেখানে তুলে ধরা হয়েছে ব্রতীয় জীবনের কথা। এছাড়া আছে মরালিয়াম লিবরি অব পোপ প্রথম গ্রেগরি আর অন্যগুলোও ষোড়শ শতকের এক যাজকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। একুইনাসের কাজের বেশ কয়েকটা কপিসহ হাতে লেখা ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল।

লাইব্রেরিতে নিজেদের অষ্টম দিনের দিন স্প্যানিশে লেখা আরেকটা ভলিউমে হাত দিল স্যাম আর রেমি। যেটার চামাড়ার বাঁধাইয়ে পাওয়া গেল লাস ক্যাসাসের হাতের লেখা। লেজার ফরম্যাটে লেখা লম্বা এক সারি অক্ষর।

মেক্সিকোতে বসে লেখা কীচি ভাষা অভিধান সংগ্রহ। এখানে মায়াদের অন্যান্য ভাষা নিয়ে উনার পর্যবেক্ষণও লিপিবদ্ধ করে গেছেন, ১৫৩৬ সালের লেখাতে। পরের ভলিউমে পাওয়া গেল রাবিনালে ডমিনিকান মিশনের প্রাত্যহিক কার্যাবলি নিয়ে লেখা একটা জার্নাল। এছাড়া কোবান আর সাকাপুলাসের মিশনগুলোর কথাও লেখা আছে। খরচ আর শস্যের রেকর্ডের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, এ সমস্ত তৈরি করা গির্জাসমূহ সম্পর্কে ছোট ছোট নোটস আর রাবিনালের বাইরে বাস করতে আসা মায়া ধর্মান্তরিতদের নামের সাথে। রেমি পড়ে বুঝতে পারল যে ইন্ডিয়ানদের গণহারে ধর্মান্তরিত করার বিরোধী ছিলেন লাস ক্যাসাস। প্রতিটি ব্যক্তিকে পৃথকভাবে ক্যাথলিক মতবাদ শিখিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার সেই ব্যক্তির ওপরই ছেড়ে দেয়াতে বিশ্বাস করতেন তিনি। যেন ধর্মান্তরিত হওয়াটা বিফলে না যায়। এর পরের ভলিউমের সময়কাল অক্টোবর ১৫৩৬ থেকে শুরু হয়েছে; শেষ হয়েছে এপ্রিল ১৫৩৭-এ গিয়ে। শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়া চিহ্ন আর আকৃতির সারির মাধ্যমে। সোজা লাইন করে সারিগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। বেশ কয়েক পাতা যাবার পর হঠাৎ করেই পরিবর্তন হয়ে গেছে চামড়ার গুণগত মান।

প্রথম কয়েকটা পৃষ্ঠা আগেকার মতোই পশুর চামড়াকে লোম ছাড়িয়ে ভিজিয়ে, টান করে; তারপর আবার শুকানো হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তৈরি হয়েছে দু'পাশে লেখার মতো পাতলা সাদা আস্তরণ। কিন্তু পঞ্চাশ থেকে ষাটটা সেলাই করা পাতার পরেই আবারো পরিবর্তন চোখে পড়ল। এগুলোকে পিউমিস স্টোন দিয়ে খুব ভালোভাবে ঘষা হয়েছে মনে হচ্ছে। অথবা এ জাতীয় কিছু দিয়েই এতটা ঘষা হয়েছে লেখার জন্য নিখুঁত, মসৃণ আর স্বচ্ছ হয়ে গেছে পাতাগুলো।

এই অংশের প্রথম পাতা উল্টাতেই বিস্ময়ে হা হয়ে তাকিয়ে রইল স্যাম। মায়া কোডেক্সের ভেতরে লুকিয়ে থাকা লাস ক্যাসাসের চিঠির হুবহু কপি। রেমির হাতে চাপ দিল স্যাম। দুজনই তাকিয়ে রইল পরিচিত স্প্যানিশ শব্দগুলোর দিকে।

"বেশিরভাগ শব্দই বুঝতে পারছি, বিশ্বাসই হচ্ছে না যে সত্যি দেখছি।" বলে উঠল স্যাম।

"আমার তো মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।" জানাল রেমি। "পাতা উল্টাতেও ভয় লাগছে।"

নিচু হয়ে সাবধানে পাতা উল্টাল স্যাম। দেখা গেল চোখের সামনে খুলে গেছে মেক্সিকান আগ্নেয়গিরিতে পাওয়া মায়া কোডেক্সের প্রথম পাতা। আস্তে আস্তে সাবধানে একের পর এক পাতা উল্টে চলল দুজন। যতবারই নতুন পৃষ্ঠা

আসছে দেখা যাচ্ছে পরিচিত দৃশ্য। জটিল চার পাতার মানচিত্রও পাওয়া গেল স্বমহিমায় উজ্জ্বল। পৃথিবী সৃষ্টির গল্পটা আঁকা রয়েছে চিত্রের মাধ্যমে। শহরগুলোর মাঝেকার যুদ্ধের গল্পও রয়েছে ঠিকঠাক। প্রতিটা ছোট ছোট গ্লিফ আঁকা হয়েছে সুন্দর করে কাটা সুচালো কলম দিয়ে। হুবহু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জটিল আঁচড়গুলো।

উঠে দাঁড়াল স্যাম।

"এক্সকিউজ মি।" পুরুষদের ওয়াশরুমে গিয়ে প্রথমেই দেখে নিল কেউ আছে কি-না। কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে নিজের স্যাটেলাইট ফোন বের করে সান ডিয়েগোতে ফোন করল সেলমাকে।

"সেলমা?"

"হ্যাঁ।"

"পেয়ে গেছি যা খুঁজছিলাম। সব সুইচ অন করো। পরের সেকেন্ডের মাঝে লাইভ ভিডিও রিসিভ করার প্রস্তুতি নাও। শেষ না হওয়া পর্যন্ত কথা বলতে পারব না।"

"বুঝতে পেরেছি। এখনই কানেকশন দিচ্ছি চারটা ক্যামেরাতে।"

"আমিও যাচ্ছি।"

ওয়াশরুশ থেকে ফিরে ফিসফিস করে রেমিকে জানাল, "তোমার চোখ নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বেশি চাপ নিও না। চশমা পরে নাও।"

রেমি আর স্যাম চশমার আদলে তৈরি লুকানো ক্যামেরা চোখে পরে ফিরে এলো প্রথম পাতায়। প্রতিবার পৃষ্ঠা উল্টানোর সময়ে চশমার ক্যামেরার সাহায্যে ডিজিটাল ভিডিও পাঠাতে লাগল দুজন। অনুভব করল কতটা যত্ন নিয়ে এই কপি তৈরি করেছিলেন বিশপ লাস ক্যাসাস। অরিজিনাল কপির মতো রং করার কোনো উদ্যোগ না নিলেও বাকি সব কিছুই আছে একেবারে ঠিকঠাক। অরিজিনাল কোডেক্সের মতোই প্রতিটি পাতায় ছয় থেকে আটটা সোজা কলাম আছে। পাতাগুলোতে আরবি সংখ্যা না বসানো হলেও স্মৃতি থেকে মনে করে স্যাম আর রেমি দুজনই বুঝতে পারল যে প্রথম ত্রিশটা পাতা একের পর এক আছে। চশমার সাথে লাগানো ছোট্ট ইয়ারফোনে শোনা গেল সেলমার কণ্ঠ। "সবকিছু পরিষ্কারভাবেই রিসিভ করতে পারছি। চালিয়ে যাও।"

একের পর এক পাতা উল্টে অবশেষে একশ ছত্রিশ অর্থাৎ শেষ পাতায় পৌঁছে গেল স্যাম আর রেমি। এরপর সেকশনের শেষ অংশ থেকে নিজেদের রিস্টওয়াচের ক্যামেরা ব্যবহার করে স্টিল ছবি উঠাতে লাগল দুজন।

শেষ হবার পরে নিজেদের চশমা খুলে ভাঁজ করে জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল স্যাম। "আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চলো হোটেলে ফিরে যাই।"

লাইব্রেরিয়ানের কাছে ভলিউম ফিরিয়ে দিয়ে রেমির পার্স আর স্যামের আনা ব্রিফকেস নিয়ে নিল। তারপর লাইব্রেরিয়ানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এলো।

পড়ন্ত বিকেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তা ধরে হোটেলের দিকে হেঁটে চলল দুজন। রেমিকে স্যাম মনে করিয়ে দিল, আগামী কয়েক সেকেন্ডে যা-ই ঘটুক না কেন, অবাক হবে না। শুধু শক্ত করে ধরে রাখবে নিজের চশমা আর রিস্টওয়াচ।

ক্যালে ডি লাস ক্যাডেনাস ডি সান গ্রেগরি ধরে প্লাজা মেয়রের দিকে হাঁটার সময় দেখা গেল এত বড় খোলা জায়গায় শয়ে শয়ে লোকের ভিড়ে তারা দুজনই একমাত্র ট্যুরিস্ট। প্লাজার কাছে আধাআধি পৌঁছাতেই শোনা গেল নতুন একটা শব্দ। মোটরসাইকেল ইঞ্জিনের গভীর, কাঁপা কাঁপা আওয়াজ। পেছনের কোনো এক কোণা থেকে এগিয়ে আসতে আসতে বাড়তে লাগল শব্দ। কাঁধের কাছে মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে চাইল রেমি। কিন্তু আটকাল স্যাম। ফিসফিসিয়ে জানাল, "তাকিও না, ওরা ভয় পেয়ে পালাবে।"

দ্রুত গতিতে ঠিক তাদের পেছনে চলে এলো মোটরসাইকেল। হঠাৎ করে ঘুরে তাকাল স্যাম। ঠিক তার পেছনেই মোটরসাইকেলে বসে আছে একজন ড্রাইভার আর তার আরোহী। দুজনই মাথায় হেলমেট, মুখ ঢাকা। মোটরসাইকেল পাশ দিয়ে যাবার সময় ড্রাইভার চাইল স্যামের হাতে থেকে ব্রিফকেস ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু শক্ত করে ধরে রইল স্যাম। ড্রাইভার টান দিতেই পিছিয়ে এলো স্যাম। ড্রাইভারের শক্তির সাথে মিশে গেল মোটরসাইকেলের গতি। একপাশে হেলে গেলেও শক্ত হাতে ব্রিফকেস ধরে রইল স্যাম। দ্বিতীয়জন এ দৃশ্য দেখে সেও অংশ নিল। দু'হাতে ব্রিফকেস ধরে দিল টান। ড্রাইভার ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে গর্জন তুলতেই মোটরসাইকেল পাশ দিয়ে ঘুরে লম্বা বিল্ডিংগুলোর মাঝখানের সরু রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেমি দেখতে পেল খালি হাতে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, স্যাম! "তোমার নতুন ব্রিফকেস চুরি করে নিয়ে গেছে।"

হেসে ফেলল স্যাম। "খানিকটা কারিগরি করেছি।"

"কী বলছ? ওই লোকগুলো তোমার ব্রিফকেস চুরি করেছে। আমাদের পুলিশ ডাকা উচিত।"

"না, দরকার নেই।" উত্তরে জানাল স্যাম। "এক সপ্তাহ আগে সান গ্রেগরিওতে যাদের দেখেছিলাম, এরা ওরাই। তারপর কয়েকবার দেখেছি আমাদের পেছনে। এমন ভাব করতে ব্যস্ত, যেন তারা কিছুই জানে না। তাই ব্রিফকেস কিনে নতুন খেলা খেলেছি।"

"তোমার ব্রিফকেসে কোনো কারসাজি করেছ?"

"হুম, সেটাই তো বলতে চাইছি, জানু।"

"হেয়ালি বাদ দিয়ে বলো কী করেছ?"

"ব্যাংকগুলো ব্যাংক-ডাকাতদের যে বুবি ট্র্যাপঅলা টাকার ব্যাগ দেয় জানো?"

"যেগুলো ফেটে গিয়ে চোরের ওপর মোছা অসম্ভব এমন কালি ছড়িয়ে দেয়? ওহ, ঈশ্বর?" "প্লেনে করে এমন এক্সপ্লোসিভ কীভাবে নিয়ে এসেছো তুমি?"

"আমি কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করিনি। এটা স্প্রিং দিয়ে কাজ করে। হুড়কো দিয়ে টান দিলেই প্রথম স্প্রিং কেসটাকে খুলে দেবে। আর এরপর দ্বিতীয় স্প্রিং ওপরে উঠে পিস্টনে চাপ দেবে, ঠিক জ্যাক ইন দ্য বক্সের মতো। সিলিন্ডারভর্তি হয়ে আছে কালিতে। আমি ব্রিফকেস কালি আর স্প্রিং সব এখানে এসেই কিনেছি।"

"কী হতো যদি লাইব্রেরিয়ান এটা চেক করত?"

"গত দুই দিন যেহেতু কিছু করেনি তাহলে আজই বা কেন করত?"

"যদি করত তাহলে কী হতো?" "চকচকে নীল হয়ে যেত মুকখানা। "আজুল" নামে যেটা বোঝায় এখানে।"

"তুমি নিশ্চয়ই এমনি এমনিই লোকগুলোকে দেখে এমনটা করোনি?"

"আমি তাদের ভালোভাবেই দেখেছি। খেয়াল করেছি একে অন্যের সাথে ইংরেজিতে কথা বললেও তাদের একজন বাকি সবার সাথে স্প্যানিশে কথা বলে—দ্রুত আর চোস্ত স্প্যানিশ, তাই কেউ কোনো সন্দেহ করে না। মনে হয়েছে কে-ই বা এমন দিনের পর দিন কিছুই না করে চোখ রাখছে আমাদের ওপর। আর এর একমাত্র উত্তর হলো সারাহ্ অ্যালারসবিই এদের পাঠিয়েছে।"

"কেন এমন করবে সে?" কোডেক্স তো তার কাছেই আছে। "কপি তো দরকার নেই।"

"যেন জানতে পারে যে আমরা কী করছি আর কী পেয়েছি।"

"আর?"

"আর এখন সে জানে। একবার যখন তার লোকেরা আমাদের ভালাডোলিডে ফলো করে এসেছে, তার মানে আমি নিশ্চিত সারাহ্ বুঝে গেছে যে এখানে আর কী থাকতে পারে। তাই এমন কিছু করতে চেয়েছি, যেন আগামী কয়েক দিনেও যদি তাদের দেখি তাহলে যেন চিনতে পারি।"

দ্রুত পায়ে হেঁটে নিজেদের হোটেলে ফিরে এলো দুজন। ডিজিটাল ক্যামেরা থেকে ছবিগুলো ডাউনলোড করে নিল রেমির ল্যাপটপে, তারপর ব্যাকআপ রাখার জন্য দুটো ভার্সন পাঠিয়ে দিল সান ডিয়েগোতে সেলমার

কম্পিউটারে। কাজ শেষ হতে হতে সান ডিয়েগোর উদ্দেশে উড়াল দেয়ার জন্য রেড আইতে চার ঘণ্টা পরের রিজার্ভেশন দিল রেমি।

দুজন মিলে শেষ করল প্যাকিং। এমন সময় বেজে উঠল রেমির ফোন। "হাই সেলমা, ছবিগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তো? গুড। আমরা বাসায় ফিরে আসছি।" এরপর খানিক বিরতি দিয়ে আবার বলে উঠল, "দুজন লোক মিলে চুরি করে নিয়ে গেছে স্যামের ব্রিফকেস। খোলার পরে নিশ্চয়ই আমাকে খুন করতে চাইবে লোকগুলো। আর যদি তাতে সফল না হয় তো আগামীকাল রাতে দেখা হবে তোমার সাথে।"
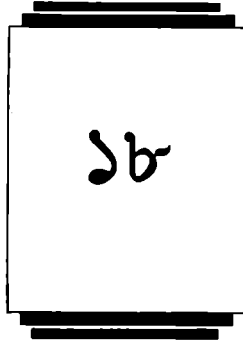
ভালাডোলিড, স্পেন

ভালাডোলিডের হোটেল বাথরুমে দাঁড়িয়ে রিমুভারে ভেজানো তুলার বল দিয়ে নিজের নীল মুখ ঘষছে রাসেল। ঘন নেইল পলিশের রিমুভারের গন্ধে জ্বালা করছে নাক। প্রথমে চেষ্টা করেছিল অ্যালকোহল আর তারপিন তেল দিয়ে। ছোট্ট জায়গাটা অসহ্য ঠেকছে গন্ধে। সিঙ্কের ওপরে লাগানো আয়নায় তাকাল। "কোনো কাজই হচ্ছে না। উপরন্তু জ্বলছে সারা মুখ।" "আরেকটু জোরে জোরে ঘষে দেখো।" বলে উঠল রুইজ। রাসেলের মুখে নীল রং ভেদ করেও দেখা যাচ্ছে চোয়ালের ফোলা আর অস্বস্তিকর দৃশ্য। কিন্তু আর কোনো কেমিক্যালের খোঁজে ভালাডোলিতে বেড়াবার কোনো ইচ্ছা নেই তার।

রুইজের হাতে বোতল ধরিয়ে দিয়ে পানি আর সাবান দিয়ে মুখ ধুতে ধুতে বলে উঠল রাসেল, "অন্য কিছু নিয়ে এসো।"

"এই জিনিস সবসময় কাজ করে। কয়েক বছর আগে কালি মুছতে এটাই ব্যবহার করেছিলাম আমরা। কয়েক মিনিটের মাঝেই উধাও হয়ে যাবে কালি।"

"আরে বুদ্ধ এটা তো আমার চেহারা। তবে আরেকটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। যদি কালিতে মেশানো রং পোলার হয় তাহলে এটা ওঠাতে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে অ্যালকোহল আর রিমুভার। যাই হোক, এ দুটোই ব্যবহার করে ফেলেছি। তাহলে এবারে দেখা যাক নন-পোলার মিশ্রণ। যেমন—টোলুইন।"

"টোলুইন?" জানতে চাইল রুইজ, "এটার আর কোনো নাম আছে?"

"মিথাইল বেনজিন।"

"কোথায় যাব এর খোঁজে?"

"কোনো রঙের দোকান, আর্টিস্টের কাছে থাকতে পারে। দোকানে গিয়ে পেইন্ট থিনার খুঁজবে। যত রকমের পাও নিয়ে আসবে। প্রথমে এটা দেখবে। কোনো ড্রাই ক্লিনারের পাশ দিয়ে এলে সেটাও খুঁজে দেখবে। বলবে কাউচের ওপর রং ফেলে দিয়েছ আর কালির দাগের জন্য ব্যবহার করে এমন কিছুর জন্য অর্থ খরচেও আপত্তি নেই তোমার।"

"আমার খিদে লেগেছে।" বলে উঠল রুইজ।

"রাস্তায় খাবার জন্য কিছু কিনে নিও তাহলে। এভাবে আমি বাইরে যেতে পারব না আর থিনার কিনতেও পারব না। গন্ধে তো মনে হচ্ছে মরেই যাব। তাই খেতেও পারব না। দাগ উঠে যাবে এমন কিছু এনে দাও শুধু। এ ঝামেলা এখনই মেটাতে হবে।"

চেয়ারের ওপর থেকে জ্যাকেট তুলে নিয়ে খাঁচার মতো এলিভেটরে চেপে নিচের হলে গেল রুইজ। রুইজকে নিয়ে এলিভেটরের নেমে যাবার শব্দ শুনতে পেল রাসেল। আবারো মুখ ঘষে তাকাল আয়নার দিকে। মুখ এত জ্বলছে যে নীল রং উঠে গেলেও জ্বলতেই থাকবে।

ব্রিফকেস খুলতেই ফাঁদটাকে বোঝা গেছে। একটা স্প্রিং ব্রিফকেস খুলেছে আর আরেকটা কালিভর্তি সিলিন্ডারের গোলাকার তলায় আঘাত করে ছুড়ে দিয়েছে পিস্টনের মতো। সিলিন্ডারের মুখ আটকানো ছিল মোমের কাগজের লেয়ার দিয়ে। তাই ফোয়ারার মতো করে সারা মুখে আর বুকে ছড়িয়ে গেছে কালি।

পৈশাচিক একটা ব্যাপার। এভাবে ভাবতে পারে কোনো ধরনের লোক? ফাঁদটার মানে হচ্ছে ফারগো আগেই বুঝতে পেরেছিল যে কেউ তার ব্রিফকেস টান দিতে পারে। রাসেল নিশ্চিত যে সে ধরা পড়েনি। তাহলে রুইজ কী গাঁধার মতো কোনো ভুল করে বসেছে? নাকি ফারগোরা অচেনা শহরে বুবি-ট্র্যাপ সাথে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়?

সারা মুখে আর গলায় কোল্ডক্রিম লাগিয়ে নিল রাসেল, চামড়ার জ্বলুনি কমানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরপর ডায়াল করল স্যাটেলাইট ফোনে।

"হ্যালো।" ওপাশ থেকে কথা বলে উঠল সারাহ্ অ্যালারসবি।

"আমি।" জানাল রাসেল। "আমরা সান ডিয়েগোতে গিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত তাদের ফলো করেছি। উড়ে এসেছি স্পেন পর্যন্ত। এখান থেকেই কথা বলছি, এখন ভালাডোলিড।"

"এখানে কী করছে তারা?"

"গত কয়েক দিন ধরেই নজর রেখেছি। প্রথম প্রথম দিনের বেলা ঘুরে বেড়াত আর প্রতি রাতে দামি সব রেস্টুরেন্টে যেত।"

"এত দিনে নিশ্চয়ই সব জায়গা ঘুরে ফেলেছে।" বলে উঠল সারাহ্।

"প্রায় সব। আট দিন ধরে প্রতিদিন ভালাডোলিড বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছে। দেখে মনে হয়েছে শহরের সব পুরনো বিল্ডিংয়ে তাদের আগ্রহ বেশি। কিন্তু এরই সাথে কিছু গবেষণার কাজও করেছে।"

"ব্যাপারটা ভালো লাগছে না আমার। ঠিক করে বলো, তারা কী নিয়ে গবেষণা করছে?"

"হিস্ট্রি লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরাতন বই ঘেঁটেছে। মেয়েটা যত জায়গায় গেছে সাথে পার্স ছিল। কয়েক দিন পরে লোকটাও সাথে ব্রিফকেস নেয়া শুরু করেছিল। ভেতরে ঢোকার পরে লাইব্রেরিয়ানের কাছে রেখে যেত, ফেরার সময়ে নিয়ে আসত।"

"কী ছিল কেসগুলোতে?"

"আমার যত দূর মনে হয়েছে নিষিদ্ধ কিছু একটা করছিল তারা। এ ধরনের পুরনো বিল্ডিংয়ে যারা যায় সবাই সাধারণত একই পদ্ধতিতে মূল্যবান কোনো প্রিন্ট কিংবা মানচিত্র অথবা ছবি আঁকা পাতা চুরি করতেই যায়। এরা দুষ্প্রাপ্য বইয়ের রুমে গিয়ে পড়ার ভান করে। এক হাতে লুকানো থাকে রেজার ব্লেড। আর যখন কেউ খেয়াল করে না, আস্তে করে কেটে নেয় পৃষ্ঠা। নিজেদের কাপড়ের ভেতরে চালান করে দেয় কাগজগুলো। ফারগোদের তেমন নজরে দিইনি, তাই কখনো কিছু করতেও দেখিনি।"

"তোমার কথা শুনে তো বেশ নার্ভাস বোধ হচ্ছে। জানতে পেরেছ তারা কোন বই পড়ছিল?"

"তারা বিল্ডিং ছাড়ার সাথে সাথে রুইজ গিয়ে দেখে এসেছিল বইয়ের বাঁধাইয়ে লেখা ছিল লাস ক্যাসাস। এর মানে তো 'বাড়িগুলো', তাই না?"

গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলল সারাহ্। কয়েক সেকেন্ড সময় নিল নিজেকে ধাতস্থ করতে, রাসেলকে অপদার্থ বলতে বহু কষ্টে নিজেকে সামলালো। এরপর ঠাণ্ডা স্বরে বলে উঠল, "গুয়েতেমালার আলটা ভেরাপেজ এলাকায় কলোনি করা ডমিনিকান যাজকের নাম এটা। ভূমিধসে মায়া কোডেক্স চাপা পড়ার সময়টাতে সক্রিয় ছিলেন তিনি। নিশ্চিত হতে পারছি না যে তার সম্পর্কে পড়ে কি হাসিল করতে পারবে তারা।"

"সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আজ ঠিক খুঁজে বের করব তারা কিসের পেছনে লেগেছে। রুইজ আর আমি মোটরসাইকেলে চড়ে প্লাজায় ফেরার পথে দ্রুত

গতিতে তাদের পাশ কাটিয়ে এসেছি। ফারগোর হাত থেকে ব্রিফকেস কেড়েও নিয়ে এসেছি। স্পেন আর ইটালিতে প্রায়ই হয় এমন ডাকাতি, লোকেরা টের পাবার আগেই হাওয়া হয়ে যায় বাইক।"

"ব্রিফকেসে পাওয়া গেছে পৃষ্ঠাগুলো।"

"না।"

"নোটসগুলোতে কী লেখা? নোটসগুলো নিশ্চয় পড়েছ?"

"কিছুই পাওয়া যায়নি। ব্রিফকেসটা একটা ফাঁদ ছাড়া কিছু না। তালা ধরে টান দিতেই স্প্রিং লাগানো থাকায় ব্রিফকেস খুলে গেছে। আরেকটা স্প্রিং নীল কালি ভর্তি সিলিন্ডার ছুড়ে দিয়েছে। আমার পুরো চেহারা মাখামাখি হয়ে গেছে।"

"ওহ, খোদা!" তাড়াতাড়ি বলে উঠল সারাহ্। "এর মানে তোমরা যে নজরে রাখছ সেটা তারা জানত।"

"আমার মনে হয় না এরকম সরল কোনো উপসংহার আছে।" উত্তর দিল রাসেল। "সাবধানতার জন্যও আনা হতে পারে ব্রিফকেসটা।"

"এর মানেও তো একই যে, এখন তারা তোমাদের সম্পর্কে জানে, তাই না?"

"শুধু এটুকুই জানে যে তাদের জিনিস চুরি হয়েছে। কেন, সেটা তো জানে না। এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেছে যে তারা রাতের বেলায় চারপাশে হেঁটে বেড়ায়, পরনে দামি পোশাক। থাকছেও ফ্যান্সি হোটেলে, খাবার খায় মূল্যবান সব রেস্টুরেন্টে। এতে তো চোরদের নজর পড়ারই কথা।"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।" দাঁত কিড়মিড় করে জবাব দিল সারাহ্। রাসেলের মনে হলো মহিলা বোধহয় নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। "এই লোকগুলো আমাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না। বারবার আমাকে বাধ্য করছে কিছু করতে। তোমাকে বলেছি যে এরা গুয়েতেমালা পুলিশের কাছে আমার নামে নালিশ করেছে? যাই হোক। ঠিক লাল পিঁপড়ার মতোই নিষ্ঠুর। তাদের জন্য একটা পথে বাধা বসালে অন্য পথ ঠিকই খুঁজে নেবে। জ্বালিয়ে মারছে আমাকে। অথচ বেশ মোটা অঙ্কই প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমার ক্ষতি করার কোনো রাস্তাই ছাড়ছে না।"

"দুঃখিত যে সান ডিয়েগোতে তাদের আটকাতে পারিনি। অন্তত এখানে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি।"

নিজের জন্য দুঃখ হতে লাগল সারাহ্র। "কালি এখনো মুছতে পারোনি?"

"এখনো না।" জানাল রাসেল। "বেশ কিছু রিমুভার দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাজ হয়নি। এই মাত্রই রুইজকে পাঠিয়েছি আরো সলভেন্টের খোঁজে।"

"রাসেল, আমার কাউকে দরকার এ লোকগুলোর হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য। ক্রমেই তারা আরো চালাক আর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে—শুধু যে আমার ব্যবসা আর সুনামের বিরুদ্ধে তা নয়, তোমার জন্যও। কালির বদলে বিস্ফোরক অথবা অ্যাসিডও থাকতে পারত।"

"আমি নিশ্চিত যে লোকটা আমাকে এটাই বোঝাতে চেয়েছে। হালকাভাবে সতর্ক বার্তা দিয়েছে।"

"এভাবে আমরা চলতে দিতে পারি না। যদি কেউ তোমার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়, তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তোমাকে শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। এতে কোনো অপরাধ নেই।"

"মনে হয় না এখানকার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে এভাবে দেখতে চাইবে।" বলে উঠল রাসেল। মনে মনে ভাবছে মহিলা চাইছে সে, যেন ফারগোদের বিনা মূল্যে মেরে ফেলি। এর জন্য আগেই চড়া মূল্য হাঁকাবার প্ল্যান করে রেখেছে সে।

সারাহ্ জানাল, "কর্তৃপক্ষ কী চায় সেটা কোনো ব্যাপার না। এটা প্রাকৃতিক অধিকার।"

"আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি বলপূর্বক কোনো প্রতিরক্ষার কথা ভাবছেন। তাই আমাকেও পারিশ্রমিক একস্ট্রা চাইতে হবে।" বলে উঠল রাসেল। "আমাকে রুইজকে দিতে হয়, আরো খরচ আছে।" উত্তরের জন্য অপেক্ষা শুরু করল।

যখন পাওয়া গেল, মনে হলো বহুদূর থেকে ভাঙা ভাঙা শোনা যাচ্ছে শব্দগুলো। "ওহ হ্যাঁ, তাই তো। আমি তোমাকে আমার সমকক্ষ ভেবেছি। কিন্তু এটা করার আমার তো কোনো অধিকার নেই। তুমি হচ্ছ আমার হয়ে কাজ করো আর অর্থের চিন্তাও করতে হয়। আরো বাড়তি পাঁচ হাজার, কেমন লাগছে শুনতে।"

"আমি ভাবছিলাম দশ হতে হবে।" উত্তর দিল রাসেল। "ওহ, রাসেল। এটা তো ভাবতে মোটেই ভালো লাগছে না যে তুমি আমাকে আপসেট করা সব খবর দিয়েছ যে তারা তোমার সাথে কী করেছে। এর বদলে যেন তুমি সুযোগ বুঝে নিজের দর বাড়াতে পারো।"

"না, মিস অ্যালারসবি।" বলে উঠল রাসেল। "আমি এমনটা কখনোই করব না। ন্যূনতম এই অঙ্কটা আমার সত্যিই প্রয়োজন। আমাকে আমার রং ফিরে পেতে হবে। তাই বাইরে গিয়ে একবারই ব্যবহার করা যাবে ফারগোদের ওপর এমন কোনো অস্ত্র কেনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে কোনো ইউরোপীয় দেশে, যেখানে এসব কিছু বেশ নিয়ন্ত্রিত। মৃতদেহ সরাবার জন্য অর্থ ঢালতে

হবে। স্পেন থেকে বেরোবার রাস্তা করে আমেরিকায় ফিরতে হবে। রুইজাকেও দিতে হবে।"

"ঠিক আছে তাহলে, দশ।"

"ধন্যবাদ।" আন্তরিক হলো রাসেল। "কিন্তু তোমাকে কাজটা করতে হবে। শুধু প্রমিজ করো, অ্যাডভান্স হিসেবে নেয়া যাবে না টাকা।"

"নিজেকে ছাড়িয়ে বেশি ভাবছি আমরা। নীল কালি থেকে এখনো নিস্তার পাইনি আমি।"

"তুমি হয়তো এটা জানো না, কিন্তু কসমেটিক কোম্পানিগুলো এক ধরনের অস্পষ্ট মেকআপ বিক্রি করে। এর ফলে ঢেকে যায় দাগ, জন্মদাগ আর রঙের সমস্যা। যদি নীল এখনো না যায় তাহলে চামড়ার নিজস্ব রং ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সেটা ব্যবহার করতে পারো তুমি।"

"ধন্যবাদ। মনে রাখব।"

"ঠিক আছে। ওই ভয়ংকর ফারগো দম্পতি যখন আমার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তোমাকে খুশি করে দেব আমি।" সারাহ্‌র ফোন রাখার ক্লিক শুনতে পেল রাসেল।

গুয়েতেমালা সিটির বড়সড় অফিসের পুরনো অংশে বসে আছে সারাহ্‌। তার ধৈর্যের পরীক্ষা এতটা বাজেভাবে কেন নেয়া হচ্ছে? এই তুচ্ছ লোকগুলো নরক বানিয়ে রেখেছে জীবনটাকে। তারা গুয়েতেমালা ছাড়ার পরেই ডিয়েগোর সান মার্টিন বাসায় এসে জানিয়ে গেছে যে ফারগোরা তার সিকিউরিটি পেট্রোলের একগাদা লোককে খুন করে এসেছে জঙ্গলে পালিয়ে যাবার আগে।

উগ্রমূর্তি একজন ড্রাগের নেতা কোনো কাম্য অতিথি নয়। লোকটার শ্রমিকরাও এর জন্য ক্ষতি হচ্ছে। যদি তার হয়ে কাজ করা লোকগুলো মারা যায় তাহলে তাদের স্ত্রীদের মোটা অঙ্কের অর্থ দিতে হয়। যদি না দেয় তবে অন্যরা কাজে অনীহা দেখাবে। যদি সারাহ্‌র জমির ছোট্ট একটা অংশ যেখানে সান মার্টিন মারিজুয়ানার চাষ করছে, সেখান থেকে লোকদের না সরাতে পারে, তাহলে তার লাভ হবে না আর সারাহ্‌কে কমিশনও দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এমন অবস্থায় সারাহ্‌র লাভজনক ব্যবসার এই উৎস নষ্ট হয়ে যাবে।

নিজের কম্পিউটার ওপেন করে বার্তোলোসে ডি লাস ক্যাসাস লিখল সারাহ্‌। খুব দ্রুত পড়ে ফেলল সব। জেনে গেল লাস ক্যাসাস তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির পুরোটাই দিয়ে গেছেন ভালাডোলিডে কলেজীয় ভি সান গ্রেগরিওকে। ১৫৬৬ সালের একজন যাজকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে কী-ই বা থাকতে পারে? গুয়েতেমালার উত্তরে প্রথম কলোনি করেছিলেন এই লোকটা, ছিলেন মায়া রাজাদের বন্ধু আর শিক্ষক। পুরনো কোনো মায়া শহরে যাবার রাস্তা

রেখে যাননি তো? অথবা মহামূল্যবান সম্পদে ভর্তি কোনো সমাধি? কিছুদিন ধরেই সারাহ্ ভাবছিল যে মায়া কোডেক্সটা খুঁজে পাওয়াই হয়তো বড়সড় আবিষ্কার হবে। কিন্তু এটা তো একজন স্প্যানিশ যাজকের জার্নালও হতে পারে। এ ধরনের ভাবনা আগে মাথায় আসেনি। কিন্তু যদি মায়ারা কোনো গোপন কিছু কাউকে বলে যেতে চায় তাহলে তা বিশপ লাস ক্যাসাসকেই বলবে। তিনি ছিলেন তাদের প্রতিরক্ষক।

এই বদমাইশ ফারগো দম্পতি তাকে হারাবার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। তার মানে এই না যে একবার তারা তাকে পেছনে ফেলেছে ফলে সে হেরে গেছে। পুরো ব্যাপারটা একটা আইডিয়া, যা হয়তো কখনো সত্যিই ছিল না। লাস ক্যাসাস কী মায়াদের কাছ থেকে কোনো গোপন কথা জানতে পেরেছিলেন? হয়তো, তিনি কী সেসব লিখে প্রার্থনা আর ধর্ম শিক্ষার আদলে নিজের লাইব্রেরিতে রেখে গেছেন দিকনির্দেশনার জন্য? কে জানে?

হুম, এখন তাকে মাঠে নামতে হবে। গন্তব্য নির্বাচন করে প্রথম অভিযানের জন্য একা করতে হবে সবকিছু। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের পরেও একজোড়া নাক গলানো স্বভাবের হিংসুক আর পাজি ভুইফোঁড়ের কাছে হেরে গেছে ভাবতেই দিশাহারা লাগছে। রাগের চোটে মনে হচ্ছে মাথাটা ঠাস করে ফেটেই যাবে।

টেলিফোন তুলে নিয়ে নিজের কোপানির ফিন্যান্সিয়াল কাজের দেখভালকারী ভাইস প্রেসিডেন্টকে ফোন করল সারাহ্। "ইয়েস, মিস অ্যালারসবি?" জানতে চাইল ভাইস প্রেসিডেন্ট। কোম্পানি স্প্যানিশভাষী কর্মচারীদের আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যেন তাকে সিনোরিটা নামে সম্বোধন না করে। ইংরেজি শুনে অভ্যস্ত কানে কেমন বেখাপ্পা শোনায় শব্দটা।

"রিকার্ডো, আমাকে সাহায্য করতে হবে।"

"নির্দ্বিধায়, মিস অ্যালারসবি। আমাকে কিছু বলছেন তার মানে সেটা সাহায্য, আমার দায়িত্ব।"

"আমি চাই এক আমেরিকান দম্পতির ক্রেডিট চেক করে দেখা হোক। নাম স্যামুয়েল আর রেমি ফারগো। ক্যালিফোর্নিয়ার লা জোল্লাতে গোল্ডফিশ পয়েন্টে বাসা। সান ডিয়েগোর একটা সেকশন। নিজেদের ক্রেডিট কার্ড তারা কতটা চার্জ করেছে আর কোথায় সবকিছু ঠিকঠাক জানতে চাই আমি।"

"কোনো আইডেন্টিফায়ারস আছে আপনার কাছে? সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, জন্ম তারিখ অথবা এ জাতীয় কিছু?"

"না। কিন্তু আপনি তো ব্যাংক থেকেই সব কিনে নিতে পারেন। তাই না?"

"অবশ্যই। কোনো মধ্যস্থতাকারী দিয়েও কাজ হয়ে যাবে।"

"তাহলে তাই করুন। কয়েক সপ্তাহ আগে গুয়েতেমালাতে ছিল তারা। হোটেলে নিশ্চয় তাদের পাসপোর্টের কপি আর ক্রেটিট কার্ড নাম্বার পাওয়া যাবে।"

"ঠিক আছে, মিস অ্যালারসবি। তারা কোথায় আছে, কী করছে খুঁজে বের করেই আপনাকে ফোন করব।"

"গুড। এরপরে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে প্রতিদিন একবার করে চেক করে দেখবেন, যেন যেকোনো পরিবর্তন হলেই সাথে সাথে জানতে পারি।"

"অবশ্যই। মিস অ্যালারসবি।"

ফোন রেখে অভিযানের জন্য প্ল্যান করতে বসল সারাহ্। কী কী করতে হবে তার লম্বা একটা তালিকা বানিয়ে ফেলল। এর নিচে করল কাকে কোন্ কাজের দায়িত্ব দেবে সেই তালিকা। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আবারো বেজে উঠল ফোন।

"হ্যালো।"

"মিস অ্যালারসবি, রিকার্ডো এসকোরিয়াল বলছি। স্যামুয়েল আর রেমি ফারগো কয়েক ঘণ্টা আগে এয়ারলাইন টিকেটের বিল মিটিয়েছে। মাদ্রিদ থেকে নিউ ইয়র্কের। সন্ধ্যায় পৌঁছে যাবে। এরপর নিউ ইয়র্ক থেকে সান ডিয়েগোর ফ্লাইট ধরবে।"

"আপনি নিশ্চিত যে মাদ্রিদ থেকে ফ্লাইটে উঠে গেছে?"

"কোনো ভুল নেই। নতুবা এতক্ষণে রিজার্ভেশনে পরিবর্তনের জন্য বাড়তি চার্জ তৈরি হতো।"

"ঠিক আছে। আগামীকাল আপডেট পেলেই জানাবেন।" ফোন রেখে দিল সারাহ্। ডায়াল করল আরেকটা নাম্বারে।

"হ্যালো?" রাসেলের গলা শোনা গেল। শুনে মনে হলো গভীর ঘুমে কাদা হয়ে আছে।

"হ্যালো রাসেল, ইটস মি, তোমার মুখে কালি ছুড়ে নিউ ইয়র্কের ফ্লাইটে চেপেছে ফারগোদ্বয়। শেষ সন্ধ্যায় সান ডিয়েগোর ফ্লাইট বুক করেছে। তাই প্রতিশোধের জন্য তাপাস বারে ঢুঁ মেরে সময় নষ্ট করো না। বাসায় ফিরে এই ঝামেলা মেটাও।"

লা জোল্লা

ভোরবেলা। ভ্যালেন্সিয়া হোটেলের বাইরের দিকের টেবিলে বসে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নিজেদের বাসা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, যেখানে বেশিরভাগ সময় জার্মান শেফার্ড সুলতানকে সাথে নিয়েই নাশতা সারে দুজন। সৈকত ধরে ইতোমধ্যে শেষ করে এসেছে সকালবেলার দৌড়। নাশতার মেন্যু পেঁয়াজে মোড়া স্মোকড স্যামন আর অ্যাসপ্রেসো। তারা বের হবার আগেই সারা হয়ে গেছে সুলতানের নাশতা। এখন তৃপ্তিতে বসে আছে এক বোল পানি আর রেমির নিয়ে আসা বিস্কুট নিয়ে। খাবার শেষ করে বিল পরিশোধ করে বিশাল সবুজ লনের ওপর দিয়ে নিজেদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল স্যাম আর রেমি।

সুলতান সবসময়কার মতোই সজাগ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সৈকতের দিকে। কাছে এগিয়ে এলো ঘরে নিয়ে যেতে দুজনকে।

রেমি বলে উঠল, "কী হয়েছে সুলতান? স্যাম নীল কালি মেখে দিয়েছে এমন কাউকে দেখেছ? আমার তো ইচ্ছে ছিল সারাহ্ অ্যালারসবিকেই নীল করে দিতে।"

তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আরো যোগ করল, "আমাদের আরো একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার। কয়েক মিনিটের মাঝেই চলে আসবেন ডেভিড কেইন।"

"সেলমা আছে, সমস্যা নেই।" জানাল স্যাম "কিন্তু তিনি আসার আগে ঠিক করতে হবে এই প্রজেক্টে আমরা কী করতে চাই আর কী চাই না।"

"সারাহ্ অ্যালারসবিকে নীল দিয়ে রাঙানোর ব্যাপারটা কী তেমন গুরুত্ব দিয়েছিলাম? আমি তো অন্তত না।" উত্তরে জানাল রেমি।

"এই ব্যাপারটা আমার মাথায়ও এসেছে। কিন্তু সিরিয়াসলি, আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসেছি, যেকোনো একটা কিছু প্ল্যান করলেও হয়তো সেটা করতে চাইব না। যদি কেউ ঝুঁকির কোনো কাজ করে ফেলে সময় এসে যাবে যখন তাকে হারতে হবে।"

"কে তুমি, আর আমার স্বামীর সাথে কী করেছ?"

হেসে ফেলল স্যাম। "জানি সচরাচর আমিই গোয়ার্তুমি করি। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না সে দিনটার কথা, যখন আমাদের বাঁচার একমাত্র পথ ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড নদীতে ঝাঁপ দেয়া।"

"আমিও ভুলিনি।" জানাল রেমি। "যাই হোক তুমি আমাকে নিজের এয়ার ট্যাংক দিয়ে দিতে চেয়েছিলে। ব্যাপারটা কিন্তু কম রোমান্টিক ছিল না। জানি না, এর জন্য তোমাকে যথাযথ সাধুবাদ দিয়েছি কি-না। কে জানত যে একটা মেয়ের হৃদয়ে পৌঁছানো যায় তার ফুসফুস দিয়ে?"

"চলো ড. ডেভিডের সাথে কথা বলা যাক। শোনা যাক তিনি কী বলেন। কিন্তু কী করব সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভাবনা-চিন্তা করেই।"

"ওকে।" হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে স্যামের দিকে তাকাল রেমি। তারপর হঠাৎ করেই বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে টুপ করে কিস করল স্বামীর গালে।

"এটা কীসের জন্য?"

"তুমি জানো।"

সুলতান পথ দেখিয়ে বাসায় নিয়ে গেল দুজনকে। আর ঠিক সেই সময়ই বাড়ির সামনে এসে থামল প্রোফেসর ডেভিড কেইনের গাড়ি। প্রফেসরের হাতের নিচে বড়সড় দড়ি দিয়ে বাঁধা অ্যার্কডিয়ন খাম। স্যামের সাথে হাত মিলিয়ে, রেমিকে আলিঙ্গন করে সুলতানকে আদর করে দিলেন ড. ডেভিড কেইন।

ভেতরে ঢুকে বললেন, "কী করেছেন আপনারা—একটা কপি থাকতে পারে অনুমান করে খুঁজতে চলে যাওয়া সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট। আমি নিজেও বিশপ বার্তোলোমে ডি লাস ক্যাসাসের একজন গুণমুগ্ধ। তবে আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। যে কপি তৈরি করেছেন নিখুঁতের একেবারে কাছাকাছি মনে হয়েছে। একশ ছত্রিশ পৃষ্ঠা ভরা ছবি আর সংকেত কপি করা, যেসব হয়তো তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি নিশ্চয়ই কয়েক মাস লেগে গিয়েছিল। কিন্তু আমি যত দূর বলতে পারি, কিছুই বাদ দেননি তিনি।"

একতলার অফিস এরিয়ায় লম্বা টেবিলটার কাছে এগিয়ে এলো সকলে। স্যাম আর রেমির লাইব্রেরিতে তোলা ডিজিটাল ছবিগুলো বিছিয়ে রাখলেন কেইন। ছবিগুলোকে আরো বড় করে প্রিন্ট করে এনেছেন যেন চামড়ার গায়ে আঁকা তুলির প্রতিটি আঁচড় স্পষ্ট করে দেখা যায়।

মায়া সাইটের চার পাতার ম্যাপটাকে চিনতে পারল স্যাম আর রেমি। সাথে মায়া হরফ আর ছবি।

নিজেদের আবিষ্কার করা প্রথম স্পটে হাত দিল রেমি। "এখানে ছিল আমাদের সুইমিংপুল আর কুয়া, যেখানে গোলাগুলি হয়েছিল।"

এরপরে একই অঞ্চলের স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবি বিছিয়ে রাখলেন ড. কেইন। এগুলোকেও বড় করেই প্রিন্ট করে এনেছেন। মায়া অংশ আর স্যাটেলাইটের ছবি প্রতিটার সাথে প্রতিটা মিলিয়ে রাখলেন। "ওপর থেকে জায়গাগুলো ঠিক এরকম দেখায়।"

এরপর আরো এক সেট রাখলেন, "আর এগুলো নিয়ে আমি উত্তেজিত—একই সাথে উদ্বিগ্ন।"

"কেন?" জানতে চাইল রেমি। "আপনাদের মনে আছে শুরুর দিকে আমি বলেছিলাম যে মানচিত্র দেখে মনে হচ্ছে দালানের বড়সড় অংশ আছে?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিল রেমি।

"তো এই কারণে আমি এরিয়াল ফটোগ্রাফ আর স্যাটেলাইট ইমেজ নিয়ে মেলাতে চেয়েছিলাম যে এখন ওখানে কিছু আছে নাকি। ফলাফল এগুলো পেয়েছি।"

"নিঃসন্দেহে এখানে দালানকোঠা আছে।" বলে উঠল স্যাম। ছবিতে নির্দেশ করল। "এখানকার এই পাহাড়গুলো একটু বেশিই লম্বা আর খাড়া; কিছুই না, বড়সড় পিরামিড এগুলো।"

আরো তিন জোড়া ছবি বের করলেন কেইন। "কোডেক্স অনুযায়ী এখানে আরো চারটা বড় কমপ্লেক্স আছে। আধুনিক স্কলাররা যা একেবারেই জানে না।"

"কত বড় হতে পারে শহরটা?" জানতে চাইল স্যাম।

"ছবি দেখে বলা মুশকিল। প্রতি দিকেই এক বা দুই মাইল জুড়ে সম্ভাবনা পাথরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি আমরা এমন একটা শহর আবিষ্কার করেছি, যা তিন থেকে পাঁচ মাইল লম্বা? হয়তো না। কিন্তু তাহলে আমরা কী পেয়েছি? এটা জানার একটাই মাত্র উপায় আছে।"

এরিয়াল ফটোগ্রাফ আর স্যাটেলাইট ইমেজের দিকে তাকাল রেমি। "গাছপালা, আঙুর ক্ষেত আর ঝোপঝাড় দিয়ে ঘন হয়ে ঢেকে আছে এগুলো। তাদের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেও হয়তো সহজে চোখে পড়বে না।"

"এ কারণেই বহু সাইট এখনো অবিকৃত রয়ে গেছে।" জানালেন ড. কেইন। "পাহাড়ের মতো দেখতে দালানগুলো গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু কোডেক্স আমাদের জানাচ্ছে যে যেটা পাহাড় সেটা আসলে পাহাড় নয়। আপনারা দুজন অসাধারণ একটা কাজ করেছেন।"

"আমি শুধু খুশি যে এত কষ্ট বিফলে যায়নি।" বলে উঠল স্যাম।

"সত্যিই তাই।" জানালেন ড. কেইন। "মেক্সিকোতে পাওয়া কোডেক্স আর স্পেনে পাওয়া কপি থেকে অন্তত পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ সাইট আবিষ্কার করতে পেরেছি আমরা—কুয়ার চারপাশে আপনাদের পাওয়া কমপ্লেক্স আর চারটা প্রাচীন শহর গত পনেরো বছর, এমনিতেই মায়া সভ্যতা নিয়ে গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। আপনাদের আবিষ্কার অনেক অল্প সময়ে বেশি জিনিস পেয়ে যাবার মতোই। আমি তো বলব যে, শুধু কোডেক্স নিয়ে গবেষণা করলেই মায়াদের লিখিত ভাষা নিয়ে অনেক কিছু জানা যাবে। যদিও এতেও লেগে যাবে কয়েক বছর। ভাষাবিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন বেশ কিছু লোকের। যারা কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণ আর অপরিচিত শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে কাজ করবে। আর অন্যরা এগুলো ব্যবহার করে বাকি লেখার মর্মোদ্ধার করবে। আর একটা শহর খনন করার সঠিক কাজটা করতে হবে ব্রাশ আর দৃশ্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে, বুলডোজার দিয়ে নয়। আপনারা যা সম্ভব করেছেন এমন সব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দেখার জন্য দীর্ঘজীবন তো আর আমরা বেঁচে থাকব না, তাই না?"

"মনে হচ্ছে এত উন্নতিতে আপনি খুশি হননি।" বলে উঠল রেমি।

"আমি আসলে চিন্তিত। আমাদের কাছে কোডেক্সের কপি আছে। সারাহ্ অ্যালারসবির কাছে সত্যিকারেরটি। সঠিক লোককে অর্থ দিলেই অনুবাদ করে ফেলবে আর আমার ধারণা তাই করছেন তিনি। এটা পড়ে ফেলার সাথে সাথেই আমি যা দেখলাম সব তিনিও জেনে যাবেন।"

"আপনার ধারণা তিনি শহরগুলোর অস্তিত্ব বের করে ফেলবেন?" জানতে চাইল স্যাম।

"অন্যান্য সাইটসহ।" জানালেন ড. কেইন, "আপনারা স্পেনে থাকাকালীন একজন কলিগকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।"

রেমির চেহারায় সতর্কতা ফুটে উঠতে দেখলেন ড. কেইন—"পূর্বে ভুলবশত যাকে বিশ্বাস করেছিলাম সেরকম নয়। এই বন্ধুকে বহু বছর ধরেই চিনি। নাম বর বিংহ্যামরন। মায়া প্রযুক্তির ওপরে বিশেষজ্ঞ ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভ্যানিয়ার প্রফেসর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন, পাথরের যেকোনো তুচ্ছ জিনিসও পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন কোথা থেকে এসেছে, কেন ব্যবহার করা হতো অথবা দেখতে কেমন ছিল। এও বলে দেবেন যে, কখন বানানো

হয়েছিল, খনি কোথায় ছিল, এমনকি কতবার পুনরায় বানানো হয়েছিল সেটাও জেনে যাবেন।"

"বেশ মজার দক্ষতা।" মন্তব্য করল স্যাম।

"ঘটনা হলো, তার খ্যাতিতে কোনো দাগ নেই। সততা নিয়ে বাদানুবাদ চলে না আর অবস্থার ওপরও নির্ভরশীল নয়। রনকে মধ্য আমেরিকার যেকোনো খননকাজে আমন্ত্রণ জানানো যাবে। অন্য কোথাও আপত্তি নেই। সারাহ্ অ্যালারসবি ওকে লোভে ফেলতে পারবেন না।"

"যদি আপনি উনাকে এত বিশ্বাস করে থাকেন। আমরাও করব।" ঘোষণার মতো করে বলে উঠল স্যাম। "কী বলেছেন তিনি?"

"আমি শুধু জানিয়েছি যে গ্রীষ্মে কয়েকটা সাইট দেখতে যেতে চাই। রন বলে উঠল, সারাহ্ অ্যালারসবি নাকি ওকে আর ওর পরিচিত অনেকের কাছেই লোক পাঠিয়ে জানিয়েছে যে শীঘ্রই বেশ বড় আকারের অভিযানে নামছেন তিনি। অ্যালারসবি নাকি এও জানিয়েছেন যে, তিনি স্পষ্ট করেই জানেন যে কোথায় যেতে চান আর কী খুঁজে পাবেন বলে আশা করছেন। ইতোমধ্যে লোকজনও জোগাড় করে ফেলেছেন।"

"কী ধরনের লোক?" জানতে চাইল রেমি।

"রনের মতো কেউ নয়।" উনার মতো লোকেরা নিজেদের ফিল্ডের লোক খোঁজে। কিন্তু প্রমিজ করে নাকি জানিয়েছেন যে, বিশেষ কিছুই হতে যাচ্ছে। অভিজ্ঞ গাইড, অতীতে এরকম খননের কাজ করা গুয়েতেমালার শ্রমিক, রাঁধুনি, ড্রাইভারসহ আরো অনেকে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, দলে এমন কেউ থাকবে না যে কি-না উনার কথার অবাধ্য হবে বা উনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবে যে, শিল্পদ্রব্য আর খোঁড়াখুঁড়িতে কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। এটা পুরোটাই হবে তার একার শো।"

"আমার মনে হচ্ছে কোডেক্স খুঁজে পাবার নেতিবাচক দিক এটা।" জানাল স্যাম। "যদি তিনি এটা চুরি নাও করতেন, সবাই জেনে যেতে বেশি দেরি হতো না।"

"এভাবে হওয়াটা আসলে উচিত হয়নি।" বলে উঠলেন ড. ডেভ কেইন। "আমরা যা করেছি তা হলো সবচেয়ে জঘন্য লোকটার হাতে তুলে দিয়েছি মায়া ইতিহাস। যা কিনা হয়তো আগামী পঁচিশ বছরে হবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ব্যক্তিগত সৌভাগ্যের জোরে মাঠে পৌঁছে যাবেন দ্রুত যেখানে হয়তো বৈধ স্কলাররা তখনো গ্র্যান্ট প্রপোজলের জন্য লেখালেখিই করতে থাকবেন। অন্তত চারটা বিশাল মায়া সাইট আর অন্যান্য অসংখ্য সাইট লুট

করার মতো তথ্য উনাকে আমরা দিয়েই দিয়েছি। হয়তো জানতেই পারব না যে নিঃশব্দে ইউরোপে কতগুলো বিক্রি করে দেবেন। এশিয়া আর ইউএসেও বিক্রি করবেন, যা কিনা ঐতিহাসিক রেকর্ডে লেখাই হবে না।”

“আমরা এরকমটা হতে দিতে পারি না।” টগবগ করে উঠল রেমি। “উনাকে থামাতেই হবে।”

স্ত্রীর কাঁধে হাত দিল স্যাম। “একটু অপেক্ষা করো।” রেমি আর ড. কেইন দুজনের উদ্দেশ্যেই বলে উঠল, “গুয়েতেমালায় থাকাকালীন কোনোমতে জান নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এরকম আর কোথাও হোক, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। ওই বদ্ধ কুয়ায় মনে হয়েছিল মারাই যাচ্ছি। যদি সেই অদ্ভুত বাঁচার পথ না পেতাম, এতক্ষণে কবরে থাকতাম।”

“আমি জানি।” বলে উঠল রেমি। “আমি ভোলার চেষ্টা করেছি, জানি পারব না। কিন্তু পাত্রের ভেতরে করে কোডেক্স বাসায় নিয়ে আসার সাথে সাথে কিছু দায়িত্বও ঘাড়ে নিয়েছি। ড. ডেভিডের কথা তো তুমি শুনলে। আমাদের নিয়ে আসা কোডেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কয়েকটা আহাম্মকের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে পুরো জ্ঞানটুকু চলে গেছে জঘন্য এক মিথ্যুক বখে যাওয়া আর চোর মহিলার হাতে।”

এবারে প্রোফেসর ডেভিড কেইন বলে উঠলেন, “এটা আসলে আমার দায়িত্ব। গ্রীষ্মের জন্য পরিকল্পনা করছি; কিন্তু একই সাথে মনে হচ্ছে উনাকে হারানোর জন্য গ্রীষ্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করলে দেরি না হয়ে যায়। আমি মনে করেছি, যখনই এক দল বিখ্যাত সহকর্মীকে নিয়ে পৌঁছে যাব, যেকোনো বাজে ঘটনা এড়ানো যাবে হয়তো। একজন প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে নাম কিনতে চান সারাহ্। কিন্তু যদি আট-দশজন প্রত্নতাত্ত্বিককে দেখতে পান তাহলে কাঠামো পরিবর্তন কিংবা সমাধি হয়তো লুট করতে ব্যর্থ হবেন।”

“আর ইতোমধ্যে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি।” স্যামের দিকে তাকাল রেমি। “নিজেকে কখনো মাফ করতে পারব না। যদি তাকে থামবার জন্য একটু চেষ্টাও না করি। নিজেদের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু রেখে যায়নি মায়ারা। যদি সারাহ্ অ্যালারসবি এটুকুও চুরি করে নিয়ে যান, তাহলে সেটা হবে আমাদের অপরাধ। বছরখানেকের মধ্যে যদি শুনতে পাই যে নিজের “আবিষ্কার” নিয়ে মিথ্যা দাবি করছেন আর লোকদের প্ররোচিত করছেন, কেমন লাগবে তখন?”

গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেও কিছু বলল না স্যাম। “একটা জিনিস বেশ ভালো বুঝতে পারছি।” আবারো শুরু করল রেমি। “প্রোফেসর ডেভিড যেটা

দেখাতে এসেছেন সেভাবে প্রতিটা বড় সাইট দেখে আসতে হবে। সারাহ্‌র চিন্তা করার ধরন আমরা জানি। অসম্ভব লোভী। বড়টা দিয়েই শুরু করবেন।"

একবার রেমির দিকে তারপর ড. কেইনের দিকে তাকাল স্যাম। "আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে সারাহ্ আলারসবি হয়তো এভাবেই ভাববে। তাই সবচেয়ে বড় কোনটি?"

"আমি প্যাকিং শুরু করছি।" তাড়াতাড়ি বলে উঠল রেমি। "আর এবার আরো বেশি করে গোলাবারুদ নিতে চাই।"

লা জোল্লা

গোল্ডফিশ পয়েন্টের সৈকতে পায়ে চলা পথের কিনারে রুইজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাসেল। দুজনই দেখতে পাচ্ছে বড়সড় বাড়িটা, যেখানে থাকে স্যাম আর রেমি ফারগো। তবে এখন পর্যন্ত তাদের মনোবাসনাপূর্ণ হবে কিংবা কোয়ার্টার মাইলের কাছাকাছি গিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করা যাবে এরকম কোনো প্ল্যানে একমত হতে পারেনি রাসেল আর রুইজ।

সমস্যাটা হচ্ছে রাসেলকে এখনো দেখতে পদের মনে হচ্ছে না। মেকআপ দিয়ে নীল কালি ঢাকা গেলেও রংটা ঠিক স্বাভাবিক হয়নি এখনো। দেখে মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের পুতুলের গায়ের রং। আর যখন ঘামতে থাকে, যেমন এখন হচ্ছে সান ডিয়েগোর সৈকতে দাঁড়িয়ে, হালকা নীল আভা ফুটে ওঠে। পুরোপুরি কিম্ভূতকিমাকার কিছু একটা মনে হচ্ছে এখন তাকে দেখতে।

রুইজের কাছে মনে হচ্ছে, যতবারই সে দোকানে যায় রাসেলের জন্য নতুন মেকআপের খোঁজে, ভুলে যায় রাসেলের রং আর নিয়ে আসে পুরোপুরি ভুল শেড। শেষবারের আগে যেটা এনেছিল, সেটা ছিল একেবারে রুইজের রঙের মতো। লাগানোর পর রাসেলকে দেখে মনে হচ্ছিল গোলাপি ঘাড়ের ওপর বসানো হয়েছে বাদামি মুখোশ। কান দুটো তো মনে হচ্ছিল জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু এই নতুন মেকআপ, গোলাপি হলেও মানুষ বলেই মনে হচ্ছে না রাসেলকে। দুর্ঘটনার পর থেকেই যখন-তখন রেগে ওঠা রাসেলের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাই রুইজও তাকে সমঝে চলতে চেষ্টা করে।

দুজন প্রায় নিশ্চিত যে ফারগো দম্পতি তাদের চেহারা দেখেনি; শুধু স্পেনে মোটরসাইকেল চালিয়ে সরে যাবার সময় এক ঝলক দেখা হয়েছিল। তারপরও মনে ভয় হয়, নীল রং মেকআপের কল্যাণে ফারগো অথবা অন্যদের নজরে পড়ে যাবে তারা।

সৈকতেই রইল দুজন। কাছাকাছি কেউ আসতে লাগলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে হচ্ছে পানির দিকে। এভাবেই সূর্য ডুবে গেল সমুদ্রের মাঝে। পুরোপুরি অন্ধকার নামার পরে ফারগোদের বাড়ির কাছাকাছি যাবার মতো সাহস পেল রাসেল। সৈকতে দিন কাটানো পর্যটকদের মতো কাঁধে ব্যাকপ্যাক নিয়ে এসেছে। কিন্তু এর ভেতরে আছে ৫.৫৬ এমএম এইউজি রাইফেল, সাথে বিয়াল্লিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন আর একটা মোটা, শক্ত ফাঁস। এই মুহূর্তে তিন খণ্ডে বিভক্ত থাকলেও কোনো যন্ত্র ছাড়াই সেকেন্ডের মাঝে পুরোপুরি কাজের জন্য তৈরি করে ফেলা যাবে। চতুর্থ অংশটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি থেকে বানানো সাপ্রেসর। যেকোনো মুহূর্তে আগুন জ্বালাতে সক্ষম এ অংশ। মাজলের বাম পাশে প্রজেক্টাইলের মতো ঘুরে কাজ করবে।

আবাসিক এলাকার দিকে হাঁটতে শুরু করল রাসেল আর রুইজ। প্রথমেই পড়ল ফারগোদের বিশাল চারতলা বাড়ি। ব্যালকনি ছাড়াও তিন পাশে বড় বড় জানালা। সমুদ্রের দিকে মুখ করা জানালাগুলো অন্যদের চেয়ে বেশি বড় আর দূর থেকে তাকালে চট করে মনে হয় পুরো জায়গাটাই একটা কাচের বক্স। কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল প্রতিটা জানালায় স্টিলের শাটার লাগানো আছে; প্রয়োজনে যেন খোলা বা বন্ধ করা যায়।

ফারগোদের সীমানায় পৌঁছে গেল রাসেল আর রুইজ। রাস্তা ছেড়ে পা দিল পাইনের বনে। ঘন ছায়ার নিচে বসে তাকিয়ে রইল জানালার দিকে। এক তলায় দেখা যাচ্ছে খাটো চুলের মধ্যবয়সি এক নারী। পরনে টাই-ডাইয়ের করা টি-শার্ট আর জাপানি ঢোলা প্যান্ট। সচরাচর দেখা যায় না এত বড় একটা ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্ক্রিনের সামনে বসে কাজ করছে। এর কাছাকাছি আর দুটো ওয়ার্ক স্টেশন দেখা যাচ্ছে। কাজ করছে বছর বিশেকের সোনালি চুলের একটা ছোটখাটো মেয়ে আর একই বয়সের লম্বা, পাতলা একটা ছেলে, মাথায় ছোট করে কাটা বাদামি চুল।

আর এসব কিছুর সাথে আরো আছে একটা কুকুর। মায়া কোডেক্স হাতানোর প্ল্যান করার সময় বলেছিল বটে মিস অ্যালারসবি। জার্মান শেফার্ডটাকে দেখেই মহিলার মাথায় বুদ্ধি এসেছিল চুরির মতো করে ফারগোদের সতর্ক বার্তা পাঠানোর কথা যেন এই দুই আহাম্মক বুঝতে পারে যে মিলিয়ন ডলারের শিল্পদ্রব্য বাসায় থাকলে কী ঘটতে পারে। যাই

হোক, সে রাতে রাসেল এসে কুকুরটাকে চৌহদ্দিতে না দেখে স্বস্তিই পেয়েছিল।

সে ভালো করেই জানে যে বাড়ি ভর্তি হয়ে আছে হাজারো সিকিউরিটি সিস্টেম সেন্সর, ক্যামেরা আর অ্যালার্মে, তাই কাছে যাবার আর ভেতরে ঢোকার সাহস কিংবা ইচ্ছে কোনোটাই নেই তার। শুধু মনেপ্রাণে কামনা করছে ক্লিয়ার দুটো শটে দুই ফারগো খতম হয়ে যাক।

তাকিয়ে আছে রাসেল। দেখতে পেল একতলার বড় রুমের মাঝখানে দিয়ে হেঁটে চলে এলো মধ্যবয়সি মহিলার কাছে। শুয়ে পড়ল পায়ের কাছে। একটুও বাড়িয়ে বলেননি মিস অ্যালারসবি। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো জন্তুটার মাঝে জার্মান শেফার্ডের সব বৈশিষ্ট্যই ফুটে আছে। অসম্ভব ঘ্রাণশক্তি আর ভয়ংকর বিশ্বস্ত হিসেবে খ্যাতি আছে শেফার্ডদের। এর সাথে যুক্ত হয়েছে এটার বিশাল শরীর। মিস অ্যালারসবি আরো জানিয়েছেন, এ কাজের জন্য নাকি কুকুরটাকে প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। তাই একটা হাড় কিংবা মাথায় চাপড় মেরে আদর করেই শান্ত করা যাবে না এ জন্তুকে। যদি কুকুরটা মুক্ত থাকে তাহলে লাফ দেয়ার মতো কাছাকাছি আসার আগেই মেরে ফেলতে হবে এটাকে।

রুমের অন্য পাশে একটা ফাইল কেবিনেটের কাছে হেঁটে গেল মাঝ বয়সি। কুকুরটাও গেল পিছু পিছু। মনে হচ্ছে যেন মহিলাকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য অর্ডার দেয়া হয়েছে কুকুরটাকে। রুইজের দিকে ঝুঁকে রাসেল বলে উঠল, "ফারগোদের তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমিও না।" উত্তর দিল রুইজ।

"আরো খানিক দেখি। যদি কুকুরটাকে ছাড়তে দেখি, চলে যাওয়াই ভালো হবে আজ।" হতাশায় মুষড়ে পড়ল রাসেল। কোথায় গেল দুই ফারগো? তেলতেলে মেকআপ নিয়ে এত দূর ছুটে এসেছে তাদের মারার জন্য। এখানেই তো থাকার কথা দুজনের। থাকতেই হবে।

হঠাৎ করেই এক ঝাটকা মেরে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা। শক্তিশালী পা দুটো টানটান হয়ে গেল। সামনের দিকের জানালার কাছে এসে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে। নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে রাসেলদের কিংবা শব্দ শুনেছে। এখন তো গরগর শব্দ করছে, মৃদু গর্জনের মতো।

এবার মাঝ বয়সিও চলে এলো জানালার কাছে। কুকুরটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে রইল অন্ধকারে। একটু পরে সরে গেল জানালার কাছ থেকে। আস্তে করে পাইনের ছায়া থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠে এলো রাসেল আর রুইজ। চেষ্টা করছে দ্রুত দৌড়াতে। ব্যাগ থেকে ১৯ ইঞ্চি ব্যারেল বের করে দুই টুকরা একসাথে লাগিয়ে ব্যাগ আবার কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাসেল।

রাস্তার শেষ মাথায় সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেল দুজন, এমন সময় পেছনে পাইনের বনে জ্বলে উঠল আলো। মনে হচ্ছে যেন প্রতিটি গাছের মাথায় জ্বলছে ফ্লাডলাইট। ভুল করেও যদি কেউ লুকিয়ে থাকে, এমন সব জায়গা হয়ে উঠছে দিনের মতো পরিষ্কার।

আরো এক মিনিট দৌড়ে সৈকতের ওপরে পাকা রাস্তায় উঠে এলো দুজন। রাসেলের দিকে তাকিয়েই মুখ বিকৃত করে উঠল রুইজ। বলে উঠল, "আলোর কাছে আর যেও না বাছা। তোমাকে দেখাচ্ছে নীল একটা ভ্যাম্পায়ারের মতো।"

নিচের দিকে তাকাতেই রাসেলের চোখে পড়ল ঘামে আর গোলাপি মেকআপে ভিজে গেছে শার্টের সামনের অংশ। প্রথমে রাসেল তারপর রুইজ রেইলিং টপকে এপাশে এসে শুয়ে পড়ল বালির ওপর।

"তারা কীভাবে সরে পড়ল?" বিরক্তি ঝরল রাসেলের কণ্ঠে। "গেলই বা কোথায়?" কিন্তু জানে যে তারা নেই। যেভাবে অন্য সবকিছু জানে সেভাবে এটাও ভালোই বুঝতে পারল সে। যদি তারা স্পেন থেকে এসে থাকে তাহলে তো বাড়িই হবে সবচেয়ে নিরাপদ। আবারো তাকে ধোঁকা দিয়েছে দুজন। তার মানে সেখানেই গেছে, যেখানে সবচেয়ে বেশি জ্বালাতে পারবে, গুয়েতেমালা।

একটু পরে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল রাসেল আর রুইজ। সৈকতের অনেক নিচের একটা পার্কিং লটে ছিল গাড়িটা। কাছে পৌঁছানোর পর দেখা গেল ওইপারের নিচে উইন্ডশিল্ডে লাগানো আছে একটা টিকিট। চেক মার্ক দেখে বোঝা গেল বহু ঘণ্টা পার হয়ে গেছে পার্ক করার পরে। চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল সাইনটা। রাস্তার আলোয় পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে : "আটটা বাজে বন্ধ হয়ে যায় পার্কিং লট।" ভেতরে ঢোকার সময় চোখে পড়েনি নোটিশটা।

এখন মনে হলো ভালোই হয়েছে যে ফারগোদের পাওয়া যায়নি। দুজনকে গুলি করে পালানোর সময় রেকর্ডে পার্কিং টিকিট স্পষ্ট বলে দিত যে সে এখানে এসেছিল। কিন্তু স্বস্তি আসলে তার কপালে নেই। আরো একটা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। যেন নীল কালি খাওয়াটা যথেষ্ট হয়নি।

প্রতিটি গাড়ির জানালায় চোখ বুলিয়ে দেখল, আয়না চেক করে দেখল তারপরও সিদ্ধান্ত নিল অতি সতর্কভাবেই এখন গাড়ি চালাতে হবে। ভালো করেই জানে সে, যখন চারপাশে সবই দুর্ভাগ্য ঘটছে তখন ভাগ্যের ওপর নির্ভর করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু না। যদি একটুও গতি বাড়ায় রাগের চোটে দেখা যাবে সাথে সাথে এসে হাজির হয়ে যাবে পুলিশ। বাইরে বের করে ফ্লাশলাইট ফেলবে নীল মুখের ওপর। এমন সব প্রশ্ন করবে, যার উত্তর জানা নেই তার কিংবা রুইজের। লট থেকে বের হয়ে ফ্রিওয়েতে ঘুরে গেল গাড়ি নিয়ে।

স্যাটেলাইট ফোনের স্পিড ডায়াল চেপে ফোন করল। জানে যে ফোন সারাক্ষণ কাছে কাছেই রাখে সারাহ্। এমনকি ঘুমের মধ্যেও। তাই যখন শোনা গেল, "ইয়েস?" রাসেল অবাকও হলো না, স্বস্তিও পেল না।

"হ্যালো, ফারগোদের বাড়ি থেকে বের হওয়া রাস্তায় এখন আমি। এখানে এসে যে মাঝ বয়সি মহিলাকে দেখেছিলেন, তিনি ছাড়া আরো ছিল কুকুরটা। আর দেখে মনে হলো কর্মচারী এমন দুজন তরুণ-তরুণী। কিন্তু ফারগোদের পাত্তা পাইনি।"

"ফারগোরা নেই?"

"না। আমি আপনাকে সাবধান করার জন্য ফোন করেছি। বলতে ভয় হচ্ছে যে, তারা নিশ্চয়ই গুয়েতেমালাতেই গেছে।"

"তোমার কী মনে হয়, তারা কী করছে?"

"আমি আসলে জানি না। কিন্তু অবাক লাগছে ভাবতে যে, দুজন হয়তো স্পেনের লাইব্রেরিতে সত্যি কিছু পেয়েছে। হয়তো এটা স্ত্রীর পার্সে ছিল আর লোকটা ব্রিফকেস ব্যবহার করেছে শুধু আমাদের হটানোর জন্য।"

"শুনে মনে হচ্ছে এর সম্ভাবনা আছে।" উত্তরে জানাল সারাহ্। "যাই হোক, আমি শুধু আপনাকে এটাই জানাতে চেয়েছি, যেন সেখানে দেখা হলেও আপনি প্রস্তুত থাকতে পারেন।"

"আমি চাই তুমিও এখানে চলে এসো। আজ রাতেই কিংবা কাল ভোরবেলা কোনো ফ্লাইট ধরতে পারবে?"

"উমম, এটা নিয়ে এখন কিছু বলতে পারছি না। চেহারা এখনো নীল হয়ে আছে।"

"এখনো এর হাত থেকে রেহাই পাওনি?"

"না। জানা মতে সবকিছু চেষ্টা করেছি। তারপরও এখনো নীল হয়ে আছি। মেকআপ কিছুটা সাহায্য করেছে।"

"আমার একজন ডাক্তারকে জানাচ্ছি তোমাকে ফোন করার জন্য। তিনি বেশ ভালো আর তোমার সমস্যাও শুনবেন। তাই চিন্তা করো না। লস অ্যাঞ্জেলেসে উনার কলিগ আছে, তিনি তোমার সাথে দেখা করবেন।"

"এর সাথে একজন ডাক্তারের কী সম্পর্ক?"

"যদি আমাকে অনুমান করতে দেয়া হতো আমি বলতাম এমন কোনো কেমিক্যাল পিলের কথা যেন চামড়ার বাইরের অংশ যেটাতে রং লেগে আছে সেটা সরে গিয়ে নতুন চামড়া দেখা যাবে। কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই। তিনি ডাক্তার। নাম লিটন। যাই হোক না কেন, বৃহস্পতিবারের মাঝে তোমাকে

গুয়েতেমালাতে দেখতে চাই। সাথে তোমার বন্ধু রুইজকেও। বুঝতেই পারছ লোকে তোমাদের দেখে কী ভাববে।"

"ঠিক আছে।" একমত হলো রাসেল। "আমরা পৌঁছে যাব। আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

"এটা কোনো সাহায্য নয়, রাসেল। নির্ভরযোগ্য কাউকে এখানে চাই আমি, যেন ফারগোরা আমার এই সুযোগকেও নষ্ট করতে না পারে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হয়ে গেছে। এই লোকগুলো এতটাই শয়তান। তাদের আর আমার নিজের ভাষায় যতই সদয় আচরণ করি না কেন, আমার প্রস্তাব যতই দিলখোলা হোক না কেন, দুজন ঠিক করেই নিয়েছে আমার সাথে শত্রুতাই করবে। আমি চাই তুমি তাদের বুঝিয়ে দাও যে এটা কতটা নির্বুদ্ধিতা হয়েছে।"
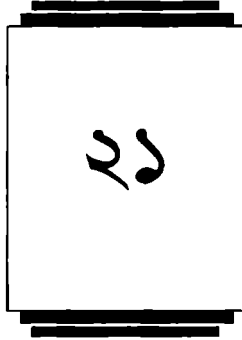
বেলিজ

গুয়েতেমালা কর্তৃপক্ষের ওপর সারাহ্ অ্যালারসবি ঠিক কতটা প্রভাব ঘাটাতে পারে, জানা নেই স্যাম আর রেমির। তাই দুজন সিদ্ধান্ত নিল, অন্তত বেলিজে নিশ্চয়ই তাদের ওপর চোখ রাখার জন্য কাউকে দাঁড় করিয়ে রাখেন নি মহিলা। পান্টা গোর্ডা পর্যন্ত প্রাইভেট জেটে করে উড়ে এলো ফারগো দম্পতি। এরপর বাসে করে উপকূলের নিচে লিভিংস্টোন। তারপর এক মাছধরা জেলেকে অর্থ দিয়ে গুয়েতেমালা সীমান্ত পার হয়ে চলে এলো রিও ডালচে থেকে লাগো ডি ইজাবাল পর্যন্ত। এ অঞ্চলের চারটা দেশের যেকোনো একটাতে ঢুকে যেতে পারে যেকোনো পর্যটক। তারপর মাত্র একবারই ঝামেলা করতে হয় কাস্টমস অফিসারের সাথে, এরপর নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ানো যায় বাকিগুলোতে।

লেক পার হবার জন্য দ্বিতীয় আরেকটা নৌকা ভাড়া করল দুজন। মেঘের স্তরের নিচে দেখা যাচ্ছে বিস্তৃত নীল-ধূসরের সারি। তীর থেকে বহুদূরে নীল পর্বতের দেয়াল। অসাধারণ এই ভ্রমণে নৌকার ডেকে দাঁড়িয়ে মুছে গেল বহু মাইল পথের ঝক্কি।

মধ্য গুয়েতেমালার হাই কান্ট্রিতে ভ্রমণের জন্য ভালো মতোই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে স্যাম আর রেমি। নিষ্ঠাবান অফিসারদের সাহায্য পাবার আশায় আসার আগেই যোগাযোগ করে এসেছে : গুয়েতেমালা শহরে ইউএস অফিসিয়াল এমি কস্তা আর গুয়েতেমালা ন্যাশনাল পুলিশের কমান্ডার রুয়েডা। যদি ফারগোরা

এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পায় যে সারাহ্ অ্যালারসবি শিল্পদ্রব্য পাচার করে দেশের আইন ভঙ্গ করছে কিংবা তার কাছে মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরি থেকে পাওয়া কোডেক্স আছে, তাহলে রুয়েডা এসে তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। যদি প্রয়োজন পড়ে তো রেঞ্জারদের স্কোয়াড নিয়ে দুর্গম এলাকায় যেতেও পিছপা হবেন না কমান্ডার।

কনফারেন্স কলে এমি কস্তার সাথে কথা বলে নিয়েছে স্যাম। "তিনি এটা করতে রাজি হয়েছেন? কী কারণে হঠাৎ এত পরিবর্তন হলেন?"

"জানা কঠিন আসলে।" উত্তর দিয়েছিলেন কস্তা। "আমরা সাহায্য চাই আর সবসময় পাবার আশাই করি। এবার তাই পাব।"

ফোন রাখতেই চোখ পাকালো রেমি। "তুমি সত্যিই খেয়াল করোনি?"

"আমাদের প্রায় পঁয়ত্রিশটা অফিস পেরিয়ে বয়স্ক বিবাহিত পুলিশদের পাশ কাটিয়ে সমবয়সি এই সুদর্শন অফিসারের রুমে নিয়ে গিয়েছিলেন এমি আর সেই অফিসার তো তার বিশাল বাদামি চোখজোড়া এমির ওপর থেকে সরাতেই পারছিলেন না।"

"তুমি বলতে চাও যে আমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসার গুয়েতেমালা পুলিশের সাথে প্রেম করছে?"

"না, আমি শুধু বলছি যে উনি যতটা সুন্দরী, ততটাই স্মার্ট।"

এখন আবারো গুয়েতেমালায় ফিরে আসছে ফারগো দম্পতি। দুজনের স্যাটেলাইট ফোনেই প্রোগ্রাম করা আছে অ্যাম্বাসি আর কমান্ডার রুয়েডার অফিসের নাম্বার। একত্রিশ মাইল লম্বা আর ষোলো মাইল চওড়া লেক পার হয়ে এলো এল এস্টরের শেষ প্রান্তে। পৌঁছে খুশি হয়ে উঠল স্যাম আর রেমি। মাঝে মাঝে তো ত্রিশ মাইল পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে অসংখ্য দিন আর কঠোর পরিশ্রম লেগে যায়।

এল এস্টরে নেমে ছোট্ট একটা নৌকা ভাড়া করা হলো পেলোটিক নদীর ওপারে যাবার জন্য। পশ্চিম দিক থেকে এসে লেকে মিশে গেছে নদীটা। একশ পঞ্চাশ মাইল লম্বা সরু অববাহিকার চারপাশে জঙ্গল এমনভাবে নেমে এসেছে যে, মনে হচ্ছে সবুজ দেয়াল। পানজো শহর পর্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপর রাস্তা।

এ অঞ্চলের একেবারে মাঝখান দিয়ে চলেছে নৌকা। আর চারপাশে কেবল ঘন আর গহিন বন। মাঝে মাঝে দু-একটা বসতি চোখে পড়লেও মনে হচ্ছে লোকদের জন্য গ্যাসোলিন কিংবা চলার ইচ্ছে চলে গেছে; তাই আশ্রয়ের আশায় থাকছে।

আরো একবার সশস্ত্র হয়েই এসেছে স্যাম আর রেমি। সাথে গুয়েতেমালায় বহনযোগ্য অনুমতি এখনো আছে। এছাড়া পান্টা গোর্ডাতে চারটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল কিনে রেখে দিয়েছিল সেলমা। প্রথমবার ভ্রমণের মতোই প্রত্যেকের প্যাকে একটা করে আছে, অন্যগুলো শার্টের নিচে পোর্টের বেল্টের সাথে লাগানো। আরো আছে নয় মিলিমিটার গুলি; এর সাথে প্রত্যেকের কাছে দশটা লোড করা ম্যাগাজিনে।

এখন মধ্য গুয়েতেমালায় পৌঁছে গেছে ফারগো দম্পতি। ব্যাকপ্যাকে করে যা এনেছে তা-ই এখন থেকে একমাত্র সম্বল। কিছু কেনার জন্য কোথাও আর যাবার নেই। সবচেয়ে কাছাকাছি যে জায়গা সেখানে সেলমা কিছু পাঠাতে পারে, সেটাও গুয়েতেমালা শহর থেকে বহুদূরে। পানজোর নদীর কাছে পৌঁছে নদীর ওপরে ধুলার মাঝে পার্ক করা কফি ট্রাক দেখা গেল। পশ্চিমে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে পুরো ভর্তি ট্রাকটা। মাঝিকে জিজ্ঞেস করল স্যাম আর রেমি, তাদের হয়ে ড্রাইভারকে বলতে পারবে কি-না লিফটের জন্য। জানা গেল ট্রাক ড্রাইভার মাঝির বন্ধু। পথের শেষ পর্যন্ত কয়েক কোয়ার্টজেল রাজি হয়ে গেল লোকটা।

দুই দিন লেগে গেল পথ শেষ হতে। ট্রাক ড্রাইভারের কাছে দেখা গেল আইপডও আছে। পছন্দের সব গান ভরে রেখেছে লোকটা। একটা কেবল দিয়ে আবার ট্রাকের স্পিকারের সাথে কানেকশন দেয়া হয়েছে। প্লে-লিস্টে প্রথমেই বাজল স্প্যানিশ গান তারপর কয়েকটা ইংরেজি। আর একটু পরেই দেখা গেল যে ভাষার গানই বাজুক না কেন, তিনজন গলা ছেড়ে চিৎকার করছে গহিন বনের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে পশ্চিমে এগোবার সময়ে।

দ্বিতীয় দিনের দুপুর বেলাতে, ডিপোতে এসে ঢুকল ট্রাক; যেখানে নোংরা রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে আরো বড় আর নোংরা একটা রাস্তার সাথে। অঞ্চলের অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা ট্রাক থেকে ওজন মাপার মেশিনে তোলা হচ্ছে কফির বস্তা। গুনে গুনে আবারো তোলা হচ্ছে ট্রাক্টর-ট্রেইলার ট্রাকে, তারপর এই বোঝাই ট্রাক চলতে থাকবে বড় রাস্তাটা দিয়ে। ড্রাইভারের সাথে বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল এ দুই দিনে। তাই বিদায় নেয়াটা মোটামুটি আবেগঘনই হলো। নিজের ডাক এলে কফি মেপে দিয়ে পারিশ্রমিক নিয়ে বাসায় ফিরে যাবে লোকটা।

পশ্চিমে হাঁটতে হাঁটতে স্যাটেলাইট ফোনের পর্দায় নিজেদের জিপিএস পজিশন চেক করে নিল স্যাম আর রেমি। দেখা গেল পছন্দ করা প্রথম গন্তব্যের বিশ মাইল কাছে চলে এসেছে দুজন। চারপাশে ঘন জঙ্গল আর পথজুড়ে

মাথার ওপরে গাছের ডগা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, ঠিক যেন ছাতা মেলে রাখা হয়েছে। হালকা বাতাস থাকলেও, এই ছায়া পেয়ে সূর্যের নিচে চলাটা সহনীয় হয়েছে।

একটু পর পর নিজেদের পজিশন চেক করে পথ চলছে স্যাম আর রেমি। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে নিজেদের গন্তব্যের যত কাছাকাছি যাচ্ছে, ততই চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল ফারগো দম্পতি। কথা বলার প্রয়োজন হলে, রাস্তার পাশে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি কিংবা বাঁকাচোরা ডালের ওপর বসে হাত-পা ছড়িয়ে জিরিয়ে নেয় দুজন। তারপর মাথা দুটো কাছাকাছি এনে কথা বলে ফিসফিসিয়ে। কান পাতলেই মাথার ওপর শোনা যায় পাখিদের ডাক আর বানরের দলের কিচিরমিচির। মানুষের কারণে ওপরের জীবনে না জানি কোনো ব্যাঘাত ঘটে যায়, এই ভেবে অস্থির স্যাম আর রেমি।

এর আগেও বহুবার বনজঙ্গলের মাঝে দিয়ে ট্র্যাকিং করেছে দুজন। তাই গুয়েতেমালার উচ্চভূমি পেরোতেও তেমন একটা কষ্ট হচ্ছে না। অরণ্যের ছন্দই হয়ে ওঠে তাদের ছন্দ। সূর্য যখন পৃথিবীতে রং ছড়াতে ব্যস্ত, এমন সময় জেগে ওঠে দুজন। তারও ঘণ্টাখানেক পরে দিগন্তে দেখা যায় সূর্য। কোনোরকম খেয়ে নিয়েই ক্যাম্প গুছিয়ে শুরু করে দেয় পথ চলা। যেন দিনের তাপ ছড়ানোর আগেই তিন-চার ঘণ্টা এগিয়ে যাওয়া যায়। সূর্য পাটে বসলেই থেমে যায় দুজন। আলো থাকতে থাকতেই জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করে ফেলে। পানির জন্য কাজে লাগায় যেকোনো সুযোগ। নদী অথবা ঝরনার পানি ফুটিয়ে খেয়ে নেয়। ছোট্ট একটা গর্ত করে দেয় স্যাম। তাতেই রান্না হয় খাবার। যদি মাটি ভিজে থাকে তাহলে প্যাকেট খুলে প্রিজার্ভ ফুড খেয়ে নিলেই সমস্যা মিটে যায়।

তৃতীয় দিন সকাল বেলা স্যাটেলাইট ফোনের জিপিএস দেখে বোঝা গেল যে পুরনো শহরের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে দুজন। রেমির ফোন ব্যবহার করে সান ডিয়েগোতে সেলমাকে কল করা হলো।

"গুড মর্নিং", উত্তর দিল সেলমা। "কী অবস্থা? কেমন চলছে?"

"আমরা একেবারে কাছে চলে এসেছি। এরপর থেকে নীরবতা বজায় রাখার জন্য শুধু টেক্সট মেসেজ পাঠাব।" জানাল রেমি।

"এখনো কাউকে দেখতে পাওনি?"

"তিন দিন আগে রাস্তা ছাড়ার পর থেকে কাউকে না। এমনকি তখনো রাস্তায় আমাদের ট্রাক ছাড়া আর কোনো ট্রাক ছিল না। তুমি আমাদের ফোনের জিপিএস সিগন্যাল ট্র্যাক করছ?"

"হ্যাঁ। একেবারে পরিষ্কার। কোথায় আছো আমি সব জানি।" উত্তরে জানাল সেলমা।

"তো ঠিক আছে, কিছু পেলে মেসেজ পাঠাব তোমাকে।"

"প্লিজ। তাই করো।" তড়িঘড়ি জবাব দিল সেলমা। "অফিসে বসে বসে ই-বুকের বিশাল বিল বানাচ্ছি আর ভূতের মতো সাদা হয়ে গেছি। বুক স্টোরে গিয়ে তোমাদের কল মিস করতে চাই না।"

"সরি। সুলতানকে কিস দিও আমার হয়ে।"

"হুম। ঠিক আছে।"

"বাই।"

ফোন রাখতেই যে শব্দটা শুনতে পেল নীরবতার মাঝে সেটা এতটা ভয়ংকর লাগল যে দুজনই কেঁপে উঠে ঘাড় ঘোরাতে লাগল উৎসের খোঁজে। বহুদূর থেকে একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হেলিকপ্টারটাকে দেখার চেষ্টা করলেও নিচু জায়গায় থাকতে আর গাছের পাতার ঘন চাদোয়া ঢেকে রেখেছে আকাশ। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না স্যাম আর রেমি। শব্দটা বাড়তে বাড়তে বনের অন্য সব শব্দ ঢাকা পড়ে গেল ইঞ্জিনের গর্জনে।

এক মিনিট পরেই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল হেলিকপ্টার। চোখ তুলে তাকাতেই দেখা গেল রোটরের ঘূর্ণনে গাছের মাথার পাতাগুলো বন্যভাবে দুলতে শুরু করেছে। তারপর উত্তর দিকে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল হেলিকপ্টার। আরো দুই মিনিট ধরে একই রকম গর্জন শোনার পরে হঠাৎ করেই পুরোপুরি থেমে গেল শব্দ।

"আমার মনে হয় ল্যান্ড করেছে।" বলে উঠল রেমি।

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।" জানাল স্যাম। "চলো কাছ থেকে দেখে আসি। কী বলো?"

"ওরা আমাদের খুঁজে পাবার আগে আমাদেরই ওদের খুঁজে বের করাটাই সম্ভবত ঠিক হবে।"

নিজেদের প্যাক খুলে বাড়তি পিস্তল লোড করে নিল স্যাম আর রেমি। এরপর ব্যাকপ্যাকের বাইরের দিকের ডিপোর লাগানো কম্পার্টমেন্টে রেখে অন্যটাতে লুকিয়ে রাখল স্যামের ফোন। নিজেদের সাথে একটা করে পিস্তল শুধু নিল, শার্টের নিচে রেখে দিল। আর রেমির ফোনটাও নিয়ে নিল। কাছাকাছি গাছগুলোতে চিহ্ন রেখে ঘন ঝাড়ের নিচে লুকিয়ে রাখল ব্যাকপ্যাক। এরপর চলতে শুরু করল ট্রেইল ধরে।

হাঁটার সময় কেউই কোনো কথা বলল না। মাথা নেড়ে অথবা হাত স্পর্শ করে একে অন্যকে দেখাতে লাগল। প্রতি বিশ গজ গিয়ে থেমে যেতে লাগল কিছু শোনা যায় নাকি সেই আশায়। কিন্তু অরণ্যের নিজস্ব শব্দ ছাড়া শোনা গেল না কিছুই। চতুর্থবার থামার পরে শোনা গেল মানুষের গলা। বেশ কয়েকজন লোক স্প্যানিশ ভাষায় উঁচু স্বরে কথা বলছে। খুব দ্রুত কথা বলতে থাকায় মর্মোদ্ধার করতে পারল না মাত্রই স্প্যানিশ শিখতে শুরু করা স্যাম।

তারপরই দেখা গেল ফর্সা হয়ে গেছে সামনের জঙ্গল। গাছের সারির পেছনে বড়সড় পরিষ্কার একটা জায়গা। হেলিকপ্টার থেকে যন্ত্রপাতি নামাচ্ছে একদল লোক। অসংখ্য অ্যালুমিনিয়াম কেস, বেশ কয়েকটা ভিডিও ক্যামেরা, ট্রাইপড আর আরো অচেনা সব যন্ত্র।

হেলিকপ্টারের খোলা দরজার কাছে পাইলটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ইয়ারফোন লাগানো আর তা চলে গেছে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে। বোঝা গেল রেডিওতে কারো সাথে কথা বলছে।

বনের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল স্যাম আর রেমি। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কিনারের দিকে। হঠাৎ করেই চোখ বড় বড় করে কিছু একটা দেখাল রেমি। বিশাল খোলা জায়গাটার ডান পাশে নিচু আগাছা আর ঘাসের জমিতে উঁচু, গাছে ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রেমির জায়গা থেকে দেখতে খানিকটা অন্যরকম মনে হচ্ছে আকৃতিটা। এপাশ থেকে পাথরের সিঁড়ি দেখতে পেল স্যাম আর রেমি। সোজা উঠে গেছে মাটি থেকে মাথা পর্যন্ত। খাঁড়া পাহাড়টার খানিকটা মাটি ধসে পড়ায় বোঝা গেল প্রাকৃতিক আকৃতিটা আসলে পিরামিড। সমান্তরাল গাত্রে গাছ আর ঝোপঝাড় জন্মে গেছে। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় শিকড় পাথর উপড়ে ফেলায় একতলা থেকে নিচের আরেক তলার কোণা বেরিয়ে গেছে। তাই দালান নয়, মনে হচ্ছে পাহাড়।

কোনো সন্দেহ নেই যে কোডেক্স মানচিত্রে দেখা পিরামিড এটি। এরিয়াল ফটোগ্রাফেও দেখেছে স্যাম আর রেমি। প্রায় শ'খানেক লোক বেলচা, শাবল, কোদাল, বালতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাহাড়সম আকৃতিটার ওপর। চেষ্টা করছে হাজার বছর ধরে পিরামিডের গায়ে জমতে থাকা ময়লা, আবর্জনা, পাতা আর জীবন্ত গাছগুলো পরিষ্কার করতে। এত দ্রুত আর কঠোর হাতে কাজ করছে যে, প্রত্নতাত্ত্বিকের চেয়ে বরং ভাঙতে অভ্যস্ত শ্রমিক বলেই বেশি মনে হচ্ছে লোকগুলোকে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাজ করছে লোকগুলো। অন্য শ্রমিকরা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন অংশ কেটে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে ঝোপগুলোতে। প্রায়

প্রতিটি দিকের পাথরের ওপর কাজ করছে তারা। রেমির হাত থেকে ফোন নিয়ে ছবি তুলতে লাগল স্যাম।

ফিসফিস করে রেমি জানাল, "কেমন করে জায়গাটা তছনছ হচ্ছে প্রোফেসর ডেভিড কেইন দেখতে পেলে মারাই যেতেন বোধ হয়।" এক মিনিট পরেই তার চোখে পড়ল জঙ্গল থেকে এক সারি সশস্ত্র লোক বের হয়ে কমপ্লেক্সের অন্য পাশে যাচ্ছে। প্রায় বিশজন, সবার কাঁধে রাইফেল ঝুলছে। বিল্ডিংয়ের ওপরের দিকে ঘাঁটি গেড়েছে আরো কয়েকজন। তাদের কয়েকজন আবার মাত্র পৌঁছেছে এমন লোকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

রেমির ফোন দিয়ে একের পর এক ছবি তুলতে ব্যস্ত স্যাম। শট রিভিও করেই আবার সেলমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফোন খানিক দূরে সরিয়ে রেমির কাঁধে টোকা দিল। নিচু হয়ে আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে এলো নিজেদের ট্রেইলে। যখন বুঝতে পারল অন্য কেউ শুনতে পাবে না, স্যাম রেমির ফোনে নাম্বার ডায়াল করে কল বাটনে চাপ দিল।

"পোলিশিয়া ফেডারেলেস।" "হ্যালো, স্যাম ফারগো বলছি।"

"কমান্ডার রুয়েডা বলছি।" শোনা গেল উত্তরে। "এই লাইনটা আপনাদের কলের আশায় ফ্রি রেখেছি।"

"ধন্যবাদ কমান্ডার। বাসা ছাড়ার আগে আপনাকে যে জায়গার কথা বলেছিলাম, সেখানে পৌঁছে গেছি আমরা। মায়া কোডেক্স যেমনটা বলেছে, এখানে সেরকমই বড় একটা শহর আর মন্দির আছে। এতক্ষণ দেখে আসলাম যে প্রায় শ'খানেক শ্রমিক যত দ্রুত সম্ভব ময়লা আর গাছপালা পরিষ্কার করছে। সশস্ত্র গার্ডও আছে তাদের সাথে। খানিক আগে ল্যান্ড করেছে একটা হেলিকপ্টার। দেখে মনে হচ্ছে ঠিক ফিল্ম ক্রুদের মতো।"

"অপরাধমূলক কিছু কী করছে?" "বিল্ডিংটাকে সমানে বেলচা, কোদাল দিয়ে আঘাত করছে। নিচে কী আছে কতটা ক্ষতি হবে সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু প্রধান সমস্যা হলো, আপনাকে যেটা বলেছিলাম। সারাহ্ অ্যালারসবি এ জায়গা খুঁজে পেয়েছেন, তার মানে সান ডিয়েগোতে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মায়া কোডেক্স চুরি করেছেন।"

"যদি আমি লোকেশনে এক স্কোয়াড সৈন্য পাঠিয়ে দিই, মহিলাকে চার্জ করার মতো কিছু পাওয়া যাবে?"

"আমার ধারণা নিশ্চয় কোনো নোট পাওয়া যাবে, যেখানে লোকেশন সম্পর্কে নির্দেশনা আছে। নিদেনপক্ষে কোডেক্সের কোনো পৃষ্ঠার ফটোকপি,

যাতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে ওনার কাছে আছে সেটা। একই সাথে পুলিশরা শ্রমিকদের বোঝাতে পারে, যেন তারা খননকাজ ঠিকভাবে করে আর যা পাওয়া যাবে তা যেন ধ্বংস না করে।" জানাল স্যাম।

"অলরাইট। আমি খননকাজ চেক করার জন্য হেলিকপ্টারে করে সৈন্য পাঠাচ্ছি। আপাতত এটুকুই প্রমিজ করছি।" "এটুকুই যথেষ্ট আমার জন্য। ধন্যবাদ কমান্ডার।" রেমিকে ফোন ফিরিয়ে দিল স্যাম।

এবারে সেলমাকে কল করল রেমি। "হাই সেলমা, আমরা সাইটে গিয়েছিলাম। তুমি দেখেছ ছবিগুলো? প্রোফেসর ডেভিডকে জানাতে পারো যে তিনি যতটা ভেবেছিলেন ঠিক ততটাই বড় জায়গাটা। এই মাত্রই পুলিশকে ফোন করেছে স্যাম, যেন তারা এসে এসব ভয়ংকর খোঁড়াখুঁড়ি স্বচক্ষে দেখতে পারে। আশা করছি নিশ্চয় তারা এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পাবে যে, মহিলা কোডেক্সের মানচিত্র ব্যবহার করছে।"

"পুলিশকে ভুলে যেতে মানা করে দিও যে এটি কম্পিউটারে কিংবা তার ফোনেও থাকতে পারে। যেন কোনো প্রকারেই লুকিয়ে রাখা সম্ভব।"

"চিন্তা করো না। এটা মাছ ধরার মতো। সব মাছ যে সমান দেখায় না, সেটা তো আমরা জানিই।"

"গুড লাক।"

"থ্যাংকস। আবারো সাইটে ফিরে যাব এখন।"

ট্রেইল ধরে আবারো পরিষ্কার জায়গাটার দিকে এগোতে লাগল স্যাম আর রেমি। ঝোপের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে বসে প্রাচীন মায়া শহরের বিশাল প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে রইল দুজন; এমন সময় দূর থেকে শোনা গেল আরেকটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসার শব্দ। আগেরটার মতোই দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ খানিকটা অন্যরকম। জঙ্গলের ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে এসে দালানের ওপর খানিক চক্কর কেটে প্রথম হেলিকপ্টারের কাছাকাছি মাটিতে নেমে এলো।

রৌদ্রের নিচে তাঁবুর মাঝে ইতস্তত ঘুরতে থাকা চারজন ক্যামেরাম্যান নিজেদের যন্ত্রপাতি নিয়ে এগিয়ে এলো হেলিকপ্টারের দিকে। রোটর মাত্র থেমেছে, ভিডিও করা শুরু করল লোকগুলো। এদের মাঝে একজন সাউন্ডম্যান সাথে লম্বা লাঠির মাথায় লাগানো মাইক্রোফোন, কাঁধে ভিডিও ক্যামেরা সমেত সিনেমাটোগ্রাফার, ব্যাটারিচালিত লাইট নিয়ে লাইটম্যান সাথে নিয়ে এসেছে ট্রাইপিডের ওপর বসানো সাদা ছাতা। চতুর্থ জন বড় একটা প্রাক নিয়ে

এসেছে। বিশাল লম্বা তার বের হয়ে চলে গেছে তাঁবুর নিচে থাকা বাক্সের দিকে।

থেমে গেল হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন। খুলে গেল একপাশের দরজা। প্রথম বের হয়ে এলো সারাহ্ অ্যালারসবির সিকিউরিটি গার্ড; দেখে মনে হচ্ছে ফাইটার। চওড়া, পেশিবহুল শরীর। পরনে জলপাইরঙা প্যান্ট আর খাকি শার্ট। স্লিংয়ের সাথে ঝুলছে ছোট্ট একটা অস্ত্র, দেখে মনে হচ্ছে মেশিন পিস্তল। পিঠ দিয়ে খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা, এমন সময় নিচে নামতে লাগল হেলিকপ্টারের প্রধান আরোহী।

পনিটেইল করে বাঁধা সারাহ্ অ্যালারসবির সোনালিরঙা ছোট চুলগুলো উজ্জ্বল হয়ে আছে হাতে বোনা হালকা নীল সুতি শার্টের পেছনে। ফিটিং খাকি স্ল্যাকস পরনে। কমব্যাট বুটের মতো দেখতে বুট পরে থাকলেও জুতো জোড়া বানানো হয়েছে নরম। বাদামি পলিশ করা চামড়া দিয়ে। অ্যাডভেঞ্চারের জন্য এই পোশাক পারফেক্ট হলেও জঙ্গলে ঘণ্টাখানেকও টিকবে না।

সারাহ্ অ্যালারসবি হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসতেই একপাশে সরে গেল ক্যামেরাম্যান আর তার দলবল। এমনভাবে সবকিছু রেকর্ডিং করা হচ্ছে, যেন জেনারেল ম্যাক আর্থার ল্যান্ডিং ক্র্যাফট থেকে নেমে এসেছে লেটি সৈকতে। হাঁটতে শুরু করতেই জঙ্গলের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষারত লোকগুলো এগিয়ে এলো। বিনয়ে বিগলিত হয়ে মাথা নত করে শ্রদ্ধা দেখিয়ে সাথে সাথে চলতে শুরু করল। আঙুল নির্দেশ করে দেখাল সামনেই টাওয়ারের মতো উঁচু হয়ে থাকা পিরামিডের দিকে।

পুরো দলটা এগিয়ে গেল বিশাল সিঁড়ির দিকে; তারপর উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ। ক্যামেরাম্যান কিছু বলে উঠতেই থেমে গেল সারাহ্। কিছু একটা বলে সবাই মিলে আবারো হেঁটে চলে এলো হেলিকপ্টারের দিকে।

আরো একবার সারাহ্ অ্যালারসবিকে ভিডিও করতে লাগল ক্যামেরাম্যান। পায়ের দুলুনি, হেলিকপ্টার থেকে বের হওয়া, খননকারী শ্রমিকদের সাথে আলোচনা, এরপর বীরের মতো পিরামিডের পাদদেশে যাওয়া। অ্যাকশন বন্ধ করে দিল ক্যামেরাম্যান। সারাহ্ অ্যালারসবির সাথে কথা বলে খানিকটা টেপ চালিয়ে দেখাল। বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলল। আবারো হেলিকপ্টারের কাছে ফিরে এলো সকলে। পুরো নাটকটা পুনরায় ঘটল আরো একবার।

প্রথম দৃশ্যের পরে, যেখানে পিরামিডের মালকিন স্বরূপ দেখানো হলো তাকে, পারফেক্ট হলো। এরপর অন্যান্য দৃশ্য ধারণ করা হলো। তাঁবুর নিচে গিয়ে টেবিলের পাশে বসল সারাহ্। সে আর তার তথাকথিত সহকর্মীরা বিশাল একটা কাগজের ভাঁজ খুলে বিছিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। প্রতিটি কোণায় রাখা হলো কাছের মন্দির থেকে আনা পাথর। মানচিত্রের বেশ কয়েকটি স্থানে আর ডায়াগ্রামের দিকে নির্দেশ করে দেখাল ঠিক মনে হচ্ছে যেন নিজের প্ল্যান অব অ্যাটাক বর্ণনা করছে লেফটেন্যান্টদের কাছে।

কী বলা হচ্ছে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না স্যাম আর রেমি। ধারণা করছে, শুনলেও বুঝতে পারত না তাদের স্প্যানিশ অজ্ঞতার কল্যাণে। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সারাহ্ অ্যালারসবির কীর্তি কাণ্ডের দিকে। কেমন করে প্রাচীন মায়া শহর আবিষ্কার নিয়ে ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে মহিলা।

পুরো ফিল্ম শেষ হতে লেগে গেল কয়েক ঘণ্টা। টেক-এর ফাঁকে ফাঁকে অন্য এক নারী, সারাহ্ অ্যালারসবির সাথে হেলিকপ্টার থেকে নেমে এসেছিল। স্যাম আর রেমি ভেবেছিল হয়তো কোনো একজন প্রত্নতাত্ত্বিক হবেন, বিশাল কালো বক্স খুলে সারাহ্ অ্যালারসবির চুল আর মেকআপ ঠিক করে দিতে লাগল।

একটা পর্যায়ে দুজন মিলে একটা তাঁবুতে ঢুকে বেরিয়ে এলো আধা ঘণ্টা পরে। পোশাক পাল্টে এসেছে সারাহ্। একজোড়া ডিজাইনার জিন্স আর সিল্কের ব্লাউজ পরে নিয়েছে এবার। সারাহ্ পৌঁছানোর আগেই খোঁড়া হয়ে গেছে এমন একটা অগভীর গর্ত খনন করার ভান করল মহিলা আর পুরো দৃশ্য ভিডিও করে নিল ক্যামেরাম্যান। ক্লোজ আপ শট নেয়া হলো আগে থেকে গর্তে রেখে দেয়া এক সেট যন্ত্রের গায়ে সারাহ্‌র ব্রাশ ঘষে ময়লা পরিষ্কার করার দৃশ্য! মনে হলো যেন সেই খুঁজে পেয়েছে এগুলো গর্ত খুঁড়ে।

এই ফাঁকে স্যাম আর রেমি নিজেদের সংক্ষিপ্ত মুভিরও কাজ সারছে। কিন্তু স্যাম যখন রেমির ফোন মিথ্যা গর্ত খোঁড়ার দিকে তাক করল, ভিউফাইন্ডারে দেখা গেল যে হঠাৎ করেই এক গার্ড মাথা ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। চিৎকার করে সঙ্গীকে দেখিয়ে কিছু একটা বলে উঠল গার্ড। তাড়াতাড়ি ফোন কেটে ফেলল স্যাম। "আমার ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে ফোনের রিফ্লেকশন দেখে ফেলেছে গার্ড।" ফিসফিসিয়ে জানাল স্যাম।

রেমির হাত ধরে জঙ্গলের দিকে ফিরে চলতে লাগল দুজন। শ'খানেক গজ দূরে থাকা লোকদের কাছ থেকে সহজেই পালিয়ে আসতে পারত স্যাম আর রেমি। কিন্তু পিরামিডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডরাও সচকিত হয়ে

ওঠে। ফলে কয়েক গজ দূরে থাকা গার্ডরা দৌড়ে আসতে থাকে তাদের দিকে।

"পিস্তল ফেলে দাও।" বলে উঠল স্যাম। দুজনই ঝোপের ভেতর অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঘন পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে দিল। "এখন কী?" জানতে চাইল রেমি। "এখন প্রাণপ্রিয় দোস্ত সারাহ্‌র সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সারপ্রাইজ ভিজিট করা যাবে। নতুবা ত্রিশজন গার্ডের সাথে গোলাগুলি করতে হতো।"

স্যাম আর রেমি এবারে জঙ্গল থেকে বের হয়ে বিশাল দালানের গার্ডদের দিকে এগিয়ে গেল। হাসিমুখে হাঁটতে লাগল খোলা পিরামিডের দিকে। বিভিন্ন দিকে তাকিয়ে একে অন্যের সাথে কথা বলতে বলতে। রেমি বলে উঠল, "কী বলব তাদের?" "মাথায় যেটা আসে সেটাই বলবে। সৈন্যরা আসা পর্যন্ত সময় নষ্ট করতে হবে।" লম্বা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে স্যাম বলে উঠল, "মন্দিরটা সত্যিই অবিশ্বাস্য, তাই না?"

"হয়তো গুলি না করে নিজেদের উৎসর্গ করে আগামী বছরের ফসলের মান বাড়াতে যাচ্ছি মাটিতে মিশে গিয়ে।"

অগভীর গর্তটার দিকে পৌঁছাতেই চোখ তুলে তাদের দেখতে পেল সারাহ্‌ অ্যালারসবি। ব্রাশ ফেলে দিয়ে ঝটকা দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়েই রেগে উঠল। গর্তের কাছ থেকে সরে এলো সারাহ্‌। এবার সশস্ত্র গার্ডরা ঘিরে ফেলল স্যাম আর রেমিকে।

স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে রইল ফারগোরা। অন্য পাশ থেকে গার্ডদের ধাক্কা দিয়ে বৃত্তের ভেতরে ঢুকে পড়ল সারাহ্‌।

"আপনারা দুজন! আমাকে একা থাকতে দিতে কেন শান্তি হয় না আপনাদের?"

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। "আপনি কোডেক্সটা ফেরত দিন, আমরাও আপনার শুভেচ্ছা বার্তাসহ এটি ফিরিয়ে দিই মেক্সিকান সরকারকে। এতে তো কাজ হতে পারে।" রেমির দিকে তাকাল স্যাম। "তুমি কী বলো? উনি কোডেক্স ফিরিয়ে দিলেই সন্তুষ্ট হবে তুমি?"

"মনে হয় হব।" উত্তর দিল রেমি। "যদিও আমি এতে একমত নই যে, আমরা আপনাকে বিরক্ত করছি মিস অ্যালারসবি। আপনি যে এখানে থাকবেন, সেটাই বা আগে আগে কীভাবে জানব আমরা, বলুন?"

একে অন্যের দিকে কঠোর দৃষ্টি বিনিময় করল গার্ডরা। ইংরেজি কী বুঝল ঠিকভাবে বোঝা না গেলেও তারা বেশ বুঝতে পারল যে রেমির কথা শুনে রেগে উঠল তাদের মালকিন।

এবারে স্যাম বলে উঠল, "যেহেতু সবাই এক সাথে আছি, সাইটটা ঘুরে দেখাবেন আমাদের? আপনার লোকেরা কী আবিষ্কার করল, দেখতে সত্যিই আগ্রহী আমরা। আপনি যেহেতু শুটিং-এ ব্যস্ত, আমরা ক্রুদের পেছন পেছন হাঁটতে পারি।"

সারাহ্ অ্যালারসবি এতটাই রেগে উঠল যে, তার চোয়াল কাঁপতে লাগল থরথর করে। এক সেকেন্ডের মতো মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা তুলে চিৎকার করে উঠল।

"রাসেল!"

পেছন থেকে ফিল্ম ক্রুদের মাঝে থেকে উত্তর এলো, "ইয়েস মিস অ্যালারসবি?"

উজ্জ্বল লাল চেহারা নিয়ে উদয় হলো এক লোক। চুলের গোড়া থেকে শুরু করে শার্টের ঘাড় পর্যন্ত চামড়ার বাইরের অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এতটাই নরম আর জ্বলজ্বলে যে, তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। লাল চামড়ার ওপরে মোটা হয়ে চকচক করছে ভ্যাসেলিনের স্তর। চওড়া কানঅলা টুপি পরে আছে লোকটা, যেন সূর্যের আলো কোনোভাবেই সরাসরি চামড়ায় না পড়ে।

সারাহ্ অ্যালারসবি বলে উঠল, "এই দুই ভিজিটর ট্যুরে যেতে চান। তুমি কী তাদের নিয়ে যাবে প্লিজ?"

"সানন্দে, মিস অ্যালারসবি।"

লোকটা ঘুরে স্যামকে পেছনে এত জোরে ঠাক্কা দিল যে, টলমল পায়ে স্যাম প্লাজা পার হয়ে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগল। দ্বিতীয় আরেককজন এগোল রেমির দিকে। রেমি তাড়াতাড়ি ঘুরে স্যামের হাত ধরল। দ্বিতীয় জন স্প্যানিশে কিছু একটা বলে উঠল, সাথে সাথে আসতে লাগল দশজন সশস্ত্র গার্ড।

লালমুখো লোকটার হোলস্টারে পয়েন্ট পঁয়তাল্লিশ পিস্তল। ডান হাতের পাশে রেখে হাঁটছে লোকটা। মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে হাতলে হাত বোলাচ্ছে, যেন নিশ্চিত হতে চায় যে দরকারের সময় সহজেই পাওয়া যাবে।

লালমুখো লোকটার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে স্প্যানিশে কথা বলে উঠল এক গার্ড। লোকটা আবার তার বন্ধুকে জানাল, "অ্যাই রাস্? গার্ড বলছে তারা বোর হয়ে গেছে। তুমি না করতে চাইলে তারাই শেষ করে দেবে।"

"থ্যাংকস্ রুইজ। তাদের বলো ফিরে যেতে। নিজেরা মিলেই এটা শেষ করতে চাই আমি।"

"কেন?"

"কিছু কিছু জিনিস আছে, যা আমি নিজের হাতে করতে চাই। যদি তোমারও ভালো না লাগে, ওদের সাথে চলে যাও।"

"না। আমি থাকব তোমার সাথে।" রুইজ ঘুরে তাকিয়ে অন্যদের ভাগিয়ে দিল স্প্যানিশে কিছু বলল। গার্ডদের একজন একটা যন্ত্র এগিয়ে দিল তার দিকে। বেলচার মতো ফলাঅলা আর খাঁটো হাতল, হাতে নিয়ে রুইজ বলে উঠল, "ধন্যবাদ।" পিরামিডের দিকে ফিরে গেল গার্ডদের দল, স্যাম, রেমি আর বাকি দুজন হাঁটতেই লাগল।

"ওদের অনুমতি দিলেই হয়তো ভালো করতে তুমি।" বলে উঠল স্যাম। "দুজনের কাছ থেকে পালানোটা দশজনের চেয়ে সহজ।"

"কী বলতে চাও?" খেঁকিয়ে উঠল রাসেল।

"সারাহ্ তো অনুমতি দিয়েই দিল আমারদের মেরে ফেলার।" বলে উঠল রেমি।

"ওহ, দেখ, তুমি আমাদের হাঁটিয়ে নিয়ে এলে। তারা গুলির শব্দ শুনতে পেল আর তুমি একা ফিরে গেলে। খুব পারফেক্ট কোনো অপরাধ হলো না।" জানাল স্যাম।

"হাঁটতে থাকো।" এবারে খেঁকিয়ে উঠল রুইজ।

রেমি আবারো বলে উঠল, "আমি আসলে সব লোকদের চেয়ে আলাদা। যাদের তুমি মেরে ফেল আর কেউ কিছুই বলে না। ইউনাইটেড স্টেটস্ অ্যাম্বাসি আজ আমরা কোথায় যাব তার একেবারে নিখুঁত লোকেশন জানে।"

"আমাদের নিয়ে চিন্তা করো না।" উত্তর দিল রাসেল। "উই উইল ম্যানেজ।"

"যাই হোক, তোমার মুখে কী হয়েছে?"

"তোমরা যা করেছ।"

"সত্যি? কীভাবে আমরা এটা করলাম।"

"স্পেনে তোমার ছোট্ট বুবি-ট্র্যাপ। নীল কালি কিছুতেই মুছে যায়নি, তাই আমাকে কেমিকেল পিল খেতে হয়েছে।"

"ব্যথা করেছে?" জানতে চাইল রেমি।

“অবশ্যই, কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে কমেও যাচ্ছে। ব্যথা সহনীয় হয়ে যায় যখন অন্যরাও তোমার মতো একই অনুভব করে।”

জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গেল রাসেল। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে তারা। কয়েকটা নালা পার হয়ে এসেছে যেগুলো বর্ষাকালে নিশ্চয়ই নদী হয়ে যায়। পুরাতাত্ত্বিক সাইট থেকে এক মাইল বা তার চেয়েও দূরত্বে পৌছে দেখা গেল পরিত্যক্ত উপত্যকা। মাঝখানে শুকনো নদী। রাসেল রুইজাকে বলে উঠল, “লোকটাকে বেলচা দাও।”

দূরত্ব বজায় রেখে ছোট্ট মেটেরঙা যন্ত্রটা স্যামের পায়ের কাছে ছুড়ে দিল রুইজ।

“গর্ত খোঁড়ো।” আদেশ দিল রাসেল।

রাসেল আর রুইজের দিকে তাকাল স্যাম। কিন্তু একবারও রেমির দিকে নয়। চাইছে তারা দুজন যেন রেমির অস্তিত্ব ভুলে যায়। গত কয়েক বছর ধরেই স্যাম আর রেমি জানে যে যেকোন বিপজ্জনক জায়গায় অপহরণ, ডাকাতি কিংবা অন্য যেকোনো সমস্যা নেমে আসতে পারে তাদের ওপর। তাই নানা ধরনের কৌশল নিয়ে আলোচনা আর প্র্যাকটিস করেছে দুজন। যেকোনো শক্ত পরিস্থিতিতে কাজে লাগানোর জন্য এরকম কৌশলের একটি হলো প্রতিপক্ষকে এমনভাবে দিকভ্রষ্ট করা, যেন তারা রেমিকে আমলে না নেয়।

কৃশকায়, নাজুক টাইপের সুন্দরী রেমি। আর বেশ স্মার্টও। এখন অপেক্ষা করছে অ্যাথলেটিক কম্পিটিশনে যা সবসময় করে এসেছে তা করার জন্য; নিজের রিফ্লেক্স, গতি, ভারসাম্য, নমনীয়তা আর সমরজ্ঞান নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার; যে কিনা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে রেমি কিছু একটা করতে পারে কিংবা এই মুহূর্তে সেই একমাত্র ক্ষমতাধর পরিস্থিতিতে আছে এমন দিবাস্বপ্নে জমে আছে শত্রু।

গর্ত খুঁড়ছে স্যাম। ডান হাত হওয়ায় বেলচার ফলা আঘাত করছে ডান জুতা দিয়ে। ময়লা তুলে ছুড়ে মারছে বাম পাশে দাঁড়ানো রাসেল আর রুইজের দিকে। সরাসরি রেমি কিংবা তাদের কারো দিকেই তাকাচ্ছে না স্যাম। কিন্তু এটুকু ঠিকই দেখে নিয়েছে যে ইতোমধ্যে সঠিক পাথর বাছাই করে নিয়েছে রেমি। পায়ের কাছে পড়ে থাকায় রেমি যখন-তখন ব্যবহার করতে পারবে এগুলো। তাকে দেখাচ্ছেও দুর্বল আর কাঁদো কাঁদো।

গর্ত খোঁড়ার সময় স্যামের মনে হলো আবছাভাবে হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। না, ভাবল স্যাম। এবারে একের চেয়ে বেশি। গভীর শব্দ যতই এগিয়ে আসতে লাগল স্যাম নিশ্চিত হয়ে গেল যে এগুলো সারাহ্ অ্যালারসবির নয়।

ওপরে তাকাল রুইজ। কিন্তু লম্বা গাছ ছাদের কাজ করায় কিছুই দেখতে পেল না সে। রুইজ তাই বলে উঠল, "যাক, গুলির আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাবে।"

স্যাম আর রেমি তৎক্ষণাৎ বুঝে গেল রাসেল এরপর কী করবে, করলও ঠিক তাই। রুইজের পরামর্শ ভাবতে ভাবতে তাদের দিকে তাকাল রাসেল।

আগের পঞ্চাশবারের মতো এবারেও একইভাবে বেলচা চালাল স্যাম। শুধু গতি হলো দ্রুত আর আরো উঁচু। ছুড়ে মারল কয়েক পাউন্ড বালি আর ময়লা কাদা রাসেলের ক্ষত-বিক্ষত মুখে। তারপরই অগভীর গর্তটা থেকে বের হয়ে রুইজের পা বরাবর চালিয়ে দিল বেলচা।

দুই হাত উঁচু করে এগিয়ে আসা মাটি ঠেকাতে চাইল রাসেল। ফলে বেল্টে থাকা পিস্তলে হাত গেল না। একই সময়ে চোখও বন্ধ করে ফেলল, কেননা পাথর ছুড়ে মারল রেমি।

রাসেলের মাথার এক পাশে গিয়ে পাথর লাগাতে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল সে। সামনে লাফ দিয়ে পড়ল রেমি, রাসেল টলমল করতেই হোলস্টার থেকে নিয়ে নিল পিস্তল।

নিজের কাজ শেষ করল স্যাম। সজোরে বেলচা চালাল রুইজের ডান পায়ে। আগেই ভয় পেয়ে লাফ দিয়েছিল রুইজ, ফলে মাটিতেই পড়ে গেল টাল সামলাতে না পেরে। বেল্টের পিস্তলের কাছে হাত দিতেই বেলচার ফলা দিয়ে আটকে ফেলল স্যাম। হাঁটু দিয়ে মারল রুইজের বুকে। পিস্তল কেড়ে নিয়ে পিছিয়ে এসে তাক করল রুইজের দিকে।

আহত প্রতিপক্ষের ওপর উঠে দাঁড়াল স্যাম আর রেমি। এমন সময় তীব্র হয়ে উঠল রোটরের গর্জন।

"এখন তাদের নিয়ে কী করব?" জানতে চাইল রেমি। "এটা ধরো।" স্যাম রেমিকে আরেকটা পিস্তল ধরিয়ে দিল। ফলে দুই শত্রুর ওপর দুটো পিস্তল

ধরে দাঁড়িয়ে রইল রেমি। হাঁটু গেড়ে রাসেল আর রুইজের জুতা থেকে লম্বা চামড়ার লেস খুলে দুজনকে একসাথে বাঁধল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই মুহূর্তে এটুকুই করা গেল। আমাদের সাইটে ফিরে যেতে হবে। কোডেক্স একমাত্র আমরাই দেখেছি।"

দুই জোড়া জুতা হাতে নিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় লাগাল স্যাম। আরো একবার বন্দি দুজনের দিকে তাকিয়ে পিছু নিল রেমি।
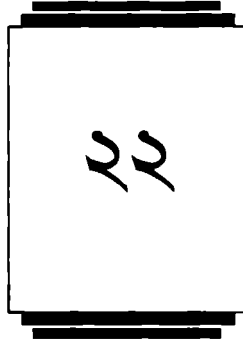
ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর

খোলা বিশাল জায়গাটার জঙ্গলের কিনারে পৌঁছে নিজেদের খানিক আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে রইল স্যাম আর রেমি। "আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও, যেন কখনো কেমিকেল পিল না খাই।"

"তুমি ভুলে যাবে—এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু তারটা একটু বেশিই ভয়ংকর।" বলে উঠল স্যাম।

"হ্যাঁ। ভাবতে ভালোই লাগছে যে, কিছু মানুষ বাড়তি সৌন্দর্যের জন্য কী করে।"

ফিকফিক করে মুচকি হাসি হাসতে লাগল স্যাম। বিশাল জায়গাটায় ফিরে এসে দেখল দুটো বড়সড় সি এইচ-৪৭ চিনুক সৈন্যবাহী হেলিকপ্টার দুই দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অংশে নিজেদের অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যরা। সূর্যের হাত থেকে বাঁচতে তৈরি চাদোয়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে একদল। কমান্ডার রুয়েডা কথা বলছেন আর অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারাহ্ অ্যালারসবি আর তার দল।

চোখ তুলে স্যাম আর রেমিকে আসতে দেখে যেন ভিরমি খাবার জোগাড় হলো সারাহ্ অ্যালারসবির। খানিকটা নোংরা আর হতভম্বও মনে হলো, ঘামছে।

"হ্যালো, সারাহ্।" আন্তরিকভাবে বলে উঠল রেমি।

"কত বড় সাহস যে আবার এখানে ফিরে এসেছেন?" কমান্ডার রুয়েডার দিকে তাকাল সারাহ্। "একটু আগেই ধ্বংসাবশেষ থেকে এই দুই অনধিকার প্রবেশকারীকে সরিয়েছি আমি। সাথে দুজন পাহারাদার।"

স্যাম বলে উঠল, "উনি বলতে চাইছেন উনার দুজন দুর্বৃত্তকারীকে এই মাত্রই আশীর্বাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন জঙ্গলের মাঝে আমাদের মেরে রেখে আসে।"

"অসম্ভব, এটা বাড়াবাড়ি। আমি? হাস্যকর একটা অভিযোগ।" যেন প্রমাণ করার জন্যই আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে হেসে ফেলল সারাহ্।

কমান্ডার বলে উঠলেন, "হেডকোয়ার্টারে গিয়ে জানানোর জন্য নিজেদের কথা জমিয়ে রাখুন সবাই।" স্কোয়াডের দায়িত্বে থাকা লেফটেন্যান্টকে কমান্ডার বলে উঠলেন, "তুমি আর তোমার লোকজন মিলে সব খুঁজে দেখ। তাঁবু, হেলিকপ্টার, প্রতিটি ব্যাগ, বাক্স আর কেস, কিছু যেন বাদ না যায়।"

"আপনার কোনো অধিকার নেই এমনটা করার।" খেঁকিয়ে উঠল সারাহ্।

"কোর্টে গিয়ে এ ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পাবেন আপনি।"

"আপনার কথা মনে থাকবে।" ঠাণ্ডা স্বর সারাহ্ অ্যালারসবির।

স্যাম বলে উঠল, "কমান্ডার আমাদের যে খুন করতে চেয়েছিল সে দুজনকে জঙ্গলে বেঁধে রেখে এসেছি। ওদের এভাবে তো রেখে যাওয়া যায় না।"

"অবশ্যই।" সহাস্যে উত্তর দিলেন কমান্ডার। আবারো তাকালেন লেফটেন্যান্টের দিকে। "ফারগোদের সাথে তিনজনকে পাঠাও জঙ্গলে গিয়ে সন্দেহভাজনকে ধরে আনার জন্য। তারপর হাজতে পাঠিয়ে দাও।"

রেমি এক পা বাড়াতেই, স্যাম ওর হাত ধরল। "তুমি একটু বিশ্রাম করো।" চোখ ইশারা করে দেখাল সারাহ্ অ্যালারসবির ক্যাম্প খুঁজতে ব্যস্ত সৈন্যদের।

একমত হয়ে মাথা নাড়ল রেমি। স্ত্রীর গালে কিস করল স্যাম। "ভালোই কাজ হয়েছে। কিছুক্ষণের মাঝেই ফিরে আসছি আবার।"

তিনজন সৈন্যের সাথে জঙ্গলের দিকে চলে গেল স্যাম।

হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেল যে রুয়েডার সৈন্যরা পিরামিডের কাছে ছাঁয়ার মাঝে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সশস্ত্র গার্ডদের। শ'খানেক ফুট দূরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে তাদের রাইফেল।

লোকগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল স্যাম। রাসেল আর রুইজ যে তাদের কতটা দূরত্বে নিয়ে এসেছিল, ভেবে অবাক লাগল। প্রথমবার স্যামের চেষ্টা ছিল যতটা সম্ভব ধীরে যেন ফেডারেল পুলিশ এসে পৌছানোর মতো

সময় পাওয়া যায়। ফিরে আসার সময় দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছিল সে আর রেমি। এইবার মনে হচ্ছে জঙ্গলের পথ আর ফুরোচ্ছেই না। কিন্তু যাক, অবশেষে ছোট্ট উপত্যকাটার কাছে পৌঁছে গেল, যেখানে তাকে নিয়ে এসেছিল রাসেল আর রুইজ।

বিধি বাম। চলে গেছে বদমাশ দুটো। মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল স্যাম। সৈন্য তিনজন তাকিয়ে রইল তার দিকে। জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠল, "এই জায়গাতে ওদের বেঁধে রেখে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে ভালোমতো করিনি কাজটা।"

সার্জেন্ট বলে উঠলেন, "আপনি নিশ্চিত এটাই সেই জায়গা?"

"আমাকে দিয়ে এই কবরটা খুঁড়িয়েছে ওরা।"

কাছাকাছি ঘুরে এলো এক সৈন্য। "আমি মনে হয় বুঝতে পারছি। তাদের একজন এখান থেকে গড়িয়ে ওদিকে গেছে, অন্যজনের কাছে।" মাটি থেকে এক টুকরা চামড়া তুলে নিয়ে খুব কাছ থেকে পরীক্ষা করে সৈন্যটা আবার জানাল, "আরেকজনে চামড়ার ফিতা কামড় দিয়ে কেটেছে।"

"এরকমটা হতে পারে আগেই ভেবে নিয়ে আমার উচিত ছিল ওদের গাছের সাথে বাঁধা।"

স্যাম বলে উঠল। "হয়তো চেষ্টা করলে পিছু নেয়া যাবে।"

ট্র্যাকার মনে হচ্ছে এমন সৈন্যটা আশপাশে বৃত্ত মতো জায়গাটায় ঘুরে এলো মাটির দিকে চোখ রেখে। এরপর চারপাশের লতাপাতাও পরীক্ষা করে দেখল। খানিক দূর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে আবার ফিরে এসে অন্য পথে এগোল। আবার ফিরে এলো। "পায়ের কোনো চিহ্নই দেখছিল না। কোনো দিকে যেতে হবে বুঝতে পারছিল না।"

"ওরা খালি পায়ে ছিল।" জানাল স্যাম। "আমরা ওদের জুতা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাই কোনো ফুট প্রিন্ট পাওয়া যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সার্জেন্ট। "খালি পায়ে বেশি দূর যেতে পারবে না। ক্যাম্পে ফিরে যেতেই হবে, নতুবা এখানে পচে মরতে হবে।"

কয়েক সেকেন্ড ধরে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল স্যাম। ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। তিনজন সৈন্য ক্যাম্পে ফেরার পথ ধরতে অগত্যা স্যামকেও নড়তে হলো। কী মনে হতেই থেমে গিয়ে খোলা জায়গাটার ঝোপ ঝাড়গুলোও চেক করে এলো, কিন্তু কিছুই পেল না। অবশেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সৈন্যদের পিছু নিল।

স্যাম আর তার সৈন্যরা প্লাজায় ফিরে আসতেই দেখা গেল যে আর্মি হেলিকপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে লোকজন ভেতরে ঢুকছে। বেসামরিক দুটো

হেলিকপ্টারে সৈন্যরা ক্যামেরার যন্ত্রপাতি, ভাঁজ করা তাঁবু আর রসদ লোড করে নিয়েছে। ক্যামেরা ক্রু, সারাহ্ অ্যালারসবির অ্যাসিসট্যান্ট আর খননকাজের সুপারভাইজারও উঠে বসল।

কিন্তু স্যামের নজর পড়ল হ্যান্ডকাফ পরা সারাহ্র দিকে। কমান্ডার রুয়েডা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুটো বড় হেলিকপ্টারের একটার দিকে।

স্যামের অপেক্ষায় মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল রেমি। দৌড়ে এলো স্বামীর কাছে, "কোথায় ওরা?"

"একজন গড়িয়ে আরেকজনের কাছ গিয়ে চামড়ার ফিতা চিবিয়ে খেয়েছে। ভেগে গেছে দুজনই।"

"আমি নিশ্চিত এটা রুইজের কাজ।" ঘোষণা করল রেমি। "ওর দাঁত সত্যিই চমৎকার।"

"সার্জেন্ট বলছেন যে খালি পায়ে কোথাও যেতে পারবে না ওরা। অন্যদিকে আমি বেশ মনে করতে পারছি যে পৃথিবীর এ অংশের অনেক লোক আছে যাদের কোনো জুতা নেই। কী হচ্ছে এখানে?"

"রুয়েডা জানিয়েছেন যে সারাহ্র সুটকেসে কোডেক্সের চার পৃষ্ঠা মানচিত্রের ফটোকপি পাওয়া গেছে, সেখানে এই সাইটও মার্ক করা আছে। ওনার কাছে আমরা যেগুলো বাছাই করেছি, সেগুলোসহ আরো কয়েকটা সাইটের এরিয়াল ফটোগ্রাফও আছে। এটা কোডেক্স না হলেও প্রমাণ পাওয়া গেল যে ছবি তোলার মতো যথেষ্ট সময় ধরে আসল কোডেক্সটা ছিল ওর কাছে।"

"অ্যারেস্ট করা হয়েছে নাকি?"

মাথা নাড়ল রেমি। "গুয়েতেমালা শহরে বিচার হবে চুরি করা সম্পদ রাখা আর এই সাইট তছনছ করার দায়ে। আমার মনে হয় রুয়েডা সর্বসাধারণের সামনে কিছু করতে চান, যেন এরকম কাজ করে এমন অন্যরাও সিধে হয়ে যায়।"

"হুম, চলো, সভ্য জগতে ফেরার আগে ব্যাকপ্যাকগুলো তুলে নিয়ে আসি।"

'তুমি সৈন্যদের সাথে চলে যাবার পর আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি।" ফিসফিস করে জানাল রেমি। "জঙ্গলের মাঝে ফেলে আসা পিস্তলগুলোও আনতে গিয়েছিলাম। পার্টে পার্টে খুলে ফেলে ব্যাগে ভরে এরই মাঝে হেলিকপ্টারে তুলে দিয়েছি।'

"ভালোই করেছ, থ্যাংকস।" চারপাশে তাকাল স্যাম। হেলিকপ্টারে উঠে গেছে সৈন্যরা। শুধু জনাছয়েক পিরামিডের কাছে ক্যাম্প করছে জায়গাটা পাহারা দেয়ার জন্য। "জায়গা শেষ হয়ে যাবার আগেই হেলিকপ্টারে উঠে বসা ভালো। চলো।"

প্রথমে উঠে গেল রেমি। পিছু নিল স্যাম। দুই পাশেই নাইলনের জালের সিট একজোড়া বেছে নিয়ে সিটবেল্ট বেঁধে বসে পড়ল দুজন। মিনিটখানেক পরেই প্রাণ ফিরে গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন। আকাশে উঠে গেল বিশাল যান্ত্রিক পাখি।

ওপরে চোখ তুলে তাকাল জেরি রুইজ। প্রথমে শেষে পরপর দুটি হেলিকপ্টার উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ভেবে দেখল দক্ষিণে গুয়েতেমালা শহরের দিকেই যাচ্ছে ওগুলো।

"এখন আর কোনো ভয় নেই। পিরামিডের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।" বলে উঠল রাসেল। বড় দুটো নির্ঘাত সৈন্যবাহী চপার হেলিকপ্টার।"

"ঠিক আছে, চলো যাই।" জানাল রুইজ। "ফারগোরা জুতাগুলো কোথায় রেখে গেছে, দেখ তো দেখা যায় কিনা।"

"কয়েক ফুট হেঁটে এগোল রাসেল। হঠাৎ করেই পা পড়ল চোখা পাথরের ওপর। লাফ দিয়ে এক ফুট সামনে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়ল পথের মাঝখানে।

"আহ্! ওহ! খোদারে!" পথের ওপর বসেই কোঁকাতে লাগল রাসেল। দুই পায়ের গোড়ালির দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে আবারো উঠে হাঁটা শুরু করল। আর ক্ষতবিক্ষত, লালরঙা মুখের অবস্থা এখন আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। স্যামের ছুড়ে দেয়া বালিকণা গিয়ে আটকে গেছে ভ্যাসলিন মাখানো কাঁচা চামড়া আর মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় মুখে এঁটে বসেছে ঘাম, ময়লা আর ছোট ছোট ডালভাঙা।

অবস্থা বিবেচনা করে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিল রুইজ। রাসেলকে মনে করিয়ে দিয়ে কোনো লাভ হবে না যে তার চেহারার কী অবস্থা, কিংবা ভয়ংকর এই পথে একটু পরে পরেই পড়বে চোখা পাথর, দু'পাশে থাকা ঝোপের মাঝে চোরাকাঁটা। গত দশ মিনিটে এমনিতেই ছয় থেকে সাত খোঁচা খেয়ে ফেলেছে।

হাঁটতে গিয়ে রুইজেরও কষ্ট হচ্ছে। হাঁটুর ঠিক ওপরেই খানিকটা কেটে গেছে বেলচার বাড়ি খেয়ে, বড়সড় জায়গা ব্যথা হয়ে গেছে সাথে সাথে। বুকের পাঁজরের একটা বা দুটো হাড়েও ব্যথা পেয়েছে। তাই নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। তারপরও গড়িয়ে রাসেলের কাছে গিয়ে চামড়ার ফিতা কামড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। ব্যাপারটা সহজ ছিল না। কিন্তু সে ভালোই বুঝেছিল যে কিছু না করতে পারলে গুয়েতেমালা শহরে গিয়ে খুনের চেষ্টার দায়ে জেলের ঘানি টানা ছাড়া উপায় নেই। আর সৈন্যরা তাদের খুঁজে না পেলেও এখানেই মরে থাকতে হতো দুজনকে।

মেক্সিকোর এক প্রত্যন্ত গ্রামে বড় হয়েছে রুইজ। ভালো করেই জানে যে জঙ্গলে রাতের বেলা চক্কর কাটা জাগুয়ারের চোখ এড়াবে না দুজন রক্তাক্ত আর অসহায় মানুষ। এও জানে যে, সবচেয়ে বড় বিপদকেও অনেক সময় ভয়ংকর বলে চেনা যায় না। ছোট্ট একটা পোকার কামড়ে হয়ে যেতে পারে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু কিংবা চাগাস রোগ। তাই নিজেদের মুক্ত করার তাগিদেই এমনটা করেছে সে। নতুবা এখনো তারা জঙ্গলেই পড়ে থাকত, পাতা দিয়ে ঢেকে শুয়ে থাকতে হতো। সৈন্যরা এসে চলেও গেছে। এখন হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে রাসেলকে নিয়ে। নীল কালি খাওয়ার পর থেকে কেমন উল্টাপাল্টা করছে সে। সারাক্ষণ রেগে তেঁতে আছে। ঘি ঢালছে চেহারার ব্যথা।

চিন্তায় পড়ে গেছে রুইজ। যেকোনো ছোট একটা ভুল সিদ্ধান্তও মরণ ডেকে আনতে পারে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তা থেকে নেমে পাঁচ ফুট লম্বা দুটো চারা গাছ খুঁজে নিয়ে এলো রুইজ। বড় একটা গাছ ভেঙে পড়ে আছে মাটিতে। সেখান থেকেই এনে পাতা ছিঁড়ে ফেলে দুজনের জন্য দুটো ওয়াকিং স্টিক বানিয়ে ফেলল। "এই যে নাও। এখন হাঁটতে সুবিধা হবে।"

ওয়াকিং স্টিক ব্যবহার করে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল দুজন। লাঠির গায়ে ভর দেয়ায় হঠাৎ করেই পাথরের ওপর পা পড়ার সম্ভাবনা কমে গেল আর কয়েকটা খারাপ স্পট পার হতে ভারসাম্য রাখাটাও সহজ হলো। ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছাতে দুজনের লেগে গেল প্রায় এক ঘণ্টা। জঙ্গলের কিনারে থাকতেই দেখতে পেল হাফ ডজন সৈন্য ছাড়া আর কেউ নেই। সৈন্যরাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে বিশাল পিরামিডের ধাপে ধাপে। ছোট্ট আগুনের কুণ্ড তৈরি করে দুজন করে থাকতে পারে এমন ছয়টা তাঁবুও খাটিয়ে ফেলেছে সৈন্যরা।

খোলা জায়গাটার দিকে পা বাড়াল রাসেল। কিন্তু আটকাল রুইজ, "দাঁড়াও, ওরা তো সৈন্য।"

"আমিও সেরকমই দেখছি।"

"কী হবে যদি ওরা এখানে আমাদের আশাতেই বসে থাকে?"

থেমে গিয়ে খানিক ভাবল রাসেল। কিন্তু মনে হলো কোনো কূলকিনারা পেল না।

রুইজ আবারো বলে উঠল, "ফারগোরা নিশ্চয় সৈন্যদের বলেছে যে আমরা ওদেরকে খুন করতে চেয়েছিলাম।"

রাসেল জানাল, "তার চেয়েও বড় সমস্যা, সভ্য জায়গা থেকে শত শত মাইল দূরে আছি আমরা, সাথে নেই কোনো খাবার, পানি, জুতা। ওদের কাছে আছে।"

“তাদের কাছে তো অস্ত্রও আছে। অ্যাসল্ট রাইফেল, পুরো অটোমেটিক।” মনে করিয়ে দিল রুইজ।

“ওরা ঘুমানো পর্যন্ত তাহলে অপেক্ষা করি। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে গলা কেটে রেখে আসব।”

“ছয়জন। প্রতিটিতে দুজন করে এমনকি দুজনে মিলে দুই তাঁবুতে চারজনকে মারলেও যদিও আমাদের কাছে ছুরিটাও নেই, একজনকে মারার সময় আরেকজন গোঙাতে থাকবে। তারপরও আরেকটা তাঁবুতে দুজন থাকবে, শুনতে পেলেই এসে গুলি করা শুরু করবে।”

“খালি পায়ে এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না। সভ্য জগৎ এখান থেকে বহু দূরে।”

“দাঁড়াও। ওদিকে দেখ। ওরা সূর্যের হাত থেকে বাঁচতে যে চাদোয়া বানিয়েছিল সেটা রেখে গেছে। ক্যানভাস দিয়ে পা মুড়ে হাঁটা যাবে।”

আহত পশুর মতো মুখভঙ্গি করল রাসেল। কিন্তু রুইজের কথা শুনে মনে হলো খানিক শান্তও হলো। “ওকে, চলো তাই করি। তুমি যেমন চাও না, তেমনি আমিও চাই না ছয়জনের সাথে লাগতে।”

স্বস্তি পেল রুইজ। “আমি ক্যানভাস নিয়ে আসব।” আর কোনো উত্তর শোনার অপেক্ষায় না থেকে খোলা জায়গার বাইরে জঙ্গলের দিকে চলে গেল রুইজ। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ছিলে গেল পা কিন্তু তারপরও চলতে থাকল। বারবার তাকিয়ে খেয়াল রাখল যেন পিরামিডের ধাপে বসে থাকা সৈন্যরা দেখে না ফেলে। অ্যালুমিনিয়াম পোলের তীক্ষ্ণ মাথা ব্যবহার করে ক্যানভাসে ফুটো করে ফেলল। তারপর টেনে ছিঁড়ে ফেলল বড় একটা টুকরা, ভাঁজ করে নিয়ে এলো নিজের সাথে।

রাসেলের কাছে ফিরে চারটা চারকোণা টুকরা কেটে নিল। প্রতিটি টুকরার মাঝখানে পা রেখে গোঁড়ালির চারপাশে জুতার ফিতা দিয়ে বেঁধে নিল ক্যানভাসের টুকরা। খোলা জায়গার ওপর পড়ন্ত বিকেলে বিল্ডিংয়ের ছায়া দেখে আন্দাজ করে নিল কম্পাস আর ওয়াকিং স্টিকে ভর রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোতে লাগল দক্ষিণের দিকে।

“পরেরবার এত পরিষ্কার কোনো কাজ করব না।” ঘোষণা করল রাসেল। “কোনো কবর খোঁড়া নয়, দূরেও নেব না। দেখার সাথে সাথে গুলি। আর কোনো কথা নেই। যদি প্রত্যক্ষদর্শী থাকেও, তাদের মেরে ফেলব।”

জঙ্গলের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনবরত বিভিন্ন অভিযোগ শুনতে হলো রুইজকে। যতবার রাসেল কথা বলা শুরু করল, ততবার সে প্রমিজ করল সময় নিয়ে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে খুন করবে স্যাম আর রেমি ফারগোকে। তারপরে

ও চুপচাপ নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল রুইজ। কেউ হয়তো কখনো বলেছিল যে কথা বললে ভুলে থাকা যাবে পা, পাঁজর আর হাতের ব্যথা। কিন্তু ব্যথার কল্যাণে মন অন্যদিকে সরে আছে। শুনতে হচ্ছে না রাসেলের একঘেয়ে অভিযোগ। এই মুহূর্তে এটুকুই যথেষ্ট। পরে কখনো যদি সে আর রাসেল এই সবুজ জেলখানায় আটকে পড়ে আর রুইজ যদি সচল হাত-পা ফিরে পায়, তাহলে আনন্দ নিয়েই খুনের প্ল্যান করা যাবে। এখন থাক।
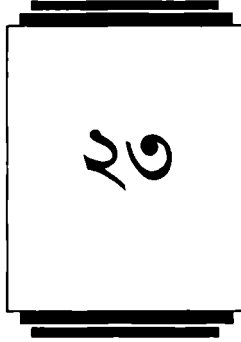
গুয়েতেমালা সিটি

গুয়েতেমালা সিটির কেন্দ্রীয় আদালত বিল্ডিংয়ে বিচারসভা বসল কয়েক দিন পর। অ্যাম্বাসি থেকে এসেছেন এমি কস্তা। উনার সাথে এসেছে স্যাম আর রেমি। বসার একটু পরেই কস্তা বলে উঠলেন, "ওহ! ধ্যাত, আমার একটুও ভালো লাগছে না এসব।"

"কী হয়েছে?" জানতে চাইল রেমি।

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যেমনটা ভেবেছিলাম তেমন কিছু না। ডিফেন্স টেবিলের পেছনের সারিতে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকান।"

কমপ্যাক্ট বের করে মেকআপ ঠিক করার ভঙ্গি করল রেমি। এই ফাঁকে আয়নাকে কাজে লাগাল পেছনের মানুষগুলোকে দেখার জন্য। দামি ছাটের স্যুট পরে বসে আছেন ছয়জন। গুয়েতেমালার অর্ধেক মানুষই হচ্ছে মায়াদের বংশধর। কিন্তু এই লোকগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে স্প্যানিশ। বিশপ লাস ক্যাসাসের কাগজ দেখার জন্য ভালাডোলিডে যাবার পর এ ধরনের মানুষদেরকেই দেখেছিল দুজন। "কারা এরা?"

"ইন্টেরিওর মিনিস্টার, কোর্টের চিফ জাস্টিস, দুজন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কর্মকর্তা, প্রেসিডেন্টের দুজন সিনিয়র রাজনৈতিক উপদেষ্টা।"

"মানে?"

"মানে হচ্ছে যেন বিয়েতে বরপক্ষ আর কনেপক্ষ। তারা এসেছে অপরাধীর পক্ষে।"

"আপনাকে বিস্মিত মনে হচ্ছে?" মন্তব্য করল রেমি।

"আসলে অবাক হওয়াটা উচিত হচ্ছে না। তাও অবাক হয়েছি আমি। ২০০৮ সালে শাস্তি হতে অব্যাহতির বিপক্ষে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন তৈরি করেছে এদেশ। উদ্দেশ্য ছিল আদালতে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা আর দেশ থেকে অর্ধেক সিকিউরিটি ফোর্স বিতাড়িত করা। আলটা ভেরাপেজে যার মুখোমুখি হয়েছিলেন আপনারা। এ মানুষগুলোর অন্তত তিনজন কমিশনের সদস্য। মনে হচ্ছে বন্ধুর বিপক্ষে এ কমিশন ব্যবহার করতে নারাজ তারা।'

মুহূর্তখানেক পরেই কোর্টরুমের এক পাশের দরজা খুলে গেল। দুজন পুলিশ অফিসার পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো সারাহ্ অ্যালারসবিকে। পেছনে অ্যালারসবির অ্যাটর্নিরা। রেমি স্যামকে গুঁতো দিয়ে বলে উঠল, "চিনতে পারছ?"

স্যাম ফিসফিস করে এমিকে জানাল, "দলের প্রথম তিনজন কোডেক্স নিয়ে প্রস্তাব দিতে আমাদের বাসায় এসেছিল।" সেসময়ে আসা মেক্সিকান, আমেরিকান আর গুয়েতেমালার অ্যাটর্নির সাথে আরো তিনজনকে নিয়ে এসেছে।

"বাকি তিনজন স্থানীয় একটি বিখ্যাত ল' ফার্মের পার্টনার।" জানালেন এমি।

সারাহ্ অ্যালারসবি, আর আইনজীবীদের দলের সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আর্দালি কোর্টরুম শান্ত করার ঘোষণা দিতেই বিচারপতি ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে নিজের বেঞ্চে বসলেন। কয়েকবার হাতুড়ির ঠুকঠুক করে অর্ডার আনলেন কোর্ট রুমে। সবাই যার যার জায়গায় বসে পড়ল।

বিচারপতির কোর্ট চেয়ার স্পর্শ করতে না করতেই বাদী-বিবাদী দু'পক্ষের উকিলরা ছুটে গেলেন তার কাছে। কয়েক মিনিট পরামর্শ করে নিলেন বিচারপতির সাথে।

স্যাম ফিসফিস করে বলে উঠল, "জিজ্ঞাসাবাদ করার তো কোনো নামগন্ধ পাচ্ছি না।"

"আমিও না।" ফিসফিসিয়ে উত্তর দিলেন এমি। "আমার মনে হয় এরই মাঝে কেস সমাধান হয়ে গেছে।"

"কীভাবে সম্ভব?" জিজ্ঞেস করে উঠল স্যাম।

"আর যদি তাই হয় তাহলে এসব উচ্চপদস্থ লোকগুলোই বা কী করছে এখানে?" জানতে চাইল রেমি।

"আমার ধারণা, বিজয়ীর দলকে সাধুবাদ জানাতে এসেছে। তার মানে বিচার যদি অন্ধও হয়, ঝামেলা সৃষ্টির মতো বোকামি করবে না কেউ।"

উকিলদের দিকে তাকিয়ে অধৈর্য হবার ভঙ্গি করলেন বিচারক। মুরগির বাচ্চার মতো কিলবিল করতে করতে টেবিলের পেছনে নিজেদের জায়গায় এসে বসে পড়লেন উকিলেরা।

"মিস অ্যালারসবির উপদেষ্টা পরিষদ আর গুয়েতেমালার নাগরিকদের পক্ষ থেকে সেটেলমেন্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেছে আদালত।"

"এভাবে কেন থেমে গেল বিচারকার্য?" বলে উঠল স্যাম। আশপাশের সকলেই অসম্মতির ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল স্যামের দিকে। নিজের নোটের দিকে তাকালেন বিচারপতি। তারপর বলে উঠলেন, "প্রমাণের অভাবে মায়া কোডেক্সের অভিযোগ ডিসমিস হয়ে গেছে। এ ধরনের কোনো বই পাওয়া যায়নি। হুমকি দিয়ে ভায়োলেন্সের অভিযোগও খারিজ হয়ে গেছে। সন্দেহভাজন দুজনকে পাওয়া যায়নি।"

"এসব পুরোপুরি ভণ্ডামি।" বলে উঠল স্যাম। "প্রমাণ দেয়া কী পুলিশের কাজ নয়?" চারপাশে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারের মতো তাকাতে লাগল লোকজন।

হাতুড়ি ঠুকঠুক করে স্যামের দিকে তাকালেন জজ। এমি কস্তা ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে কোর্টরুম খালি করে দিতে বলবেন উনি। প্লিজ শান্ত হয়ে বসুন নতুবা সবাইকে বের করে দেবেন। তাহলে হয়তো আরো কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।"

যে কাগজগুলো পড়ছিলেন সেগুলো একপাশে রেখে আরেক সেট কাগজ তুলে নিলেন জজ। আবারো স্প্যানিশ ভাষায় পড়তে শুরু করলেন। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" বলে উঠল স্যাম। "কী বলছেন উনি?" "প্রাচীন শহরটার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কারক হিসেবে নিজেকে দাবি করছেন মিস অ্যালারসবি। আলটা ভেরাপেজ অঞ্চলের প্রাণিজগতের নিরাপত্তার খাতিরে ব্যবহার করার জন্য ইন্টেরিওর মিনিস্টারকে অর্থ প্রদান করতে চান। এর বিনিময়ে নিরানব্বই বছরের জন্য লিজ নিয়ে নেবেন পুরো অঞ্চল।"

"অবিশ্বাস্য।"

এমি কস্তা ফিসফিস করে বলে উঠলেন, "মধ্যস্থতার বিষয়গুলো বর্ণনা করছেন উনি, এর মানে এই না যে সেগুলো মেনে নেবেন। আপনার কথা মতো কোনো কিছুই শর্তগুলোকে বদলাতে পারবে না।"

স্থির হয়ে বসে চুপচাপ সবকিছু দেখতে লাগল স্যাম।

এমি আবারো ফিসফিসিয়ে উঠলেন, "এখন আসবেন কমান্ডার রুয়েডা। অ্যালারসবি আগেই বলে রেখেছে যে কমান্ডার কখনোই তার বিরুদ্ধে লাগতে পারবে না।"

ছটফট করে উঠল স্যাম। নিচু হয়ে নিজের জুতার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুই বলল না।

উঁচু গলায় স্পষ্ট করে কিছু বলে উঠলেন জজ। খানিক শুনলেন এমি। তারপর অনুবাদ করে বলে উঠলেন, "শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এই কেস এখানেই নিষ্পত্তি করা হলো।" হাতুড়ি দিয়ে ঠুকঠুক করে উঠলেন জজ।

উঠে দাঁড়ালেন এমি কস্তা। আরো অনেকেও তাই করল যেন দ্বিতীয় কেস শুরু হবার আগেই রুম খালি করে দেয়া যায়। "চলুন।" ফিসফিস করে স্যাম আর রেমিকে ডেকে বললেন এমি।

কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না স্যাম। "কী? সব শেষ হয়ে গেল? কোনো প্রমাণ দেখানোর কিংবা পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া গেল না?" উঠে দাঁড়াল স্যাম।

অর্ধেক কোর্টরুম আবারো ঘুরে তাকাল স্যামের দিকে। এদের একজন সারাহ্ অ্যালারসবি। প্রায় দেখাই যায় না, বিজয়ের এমন এক হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে সেকেন্ডের জন্য। তারপরই ঘুরে আবার সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটা শুরু করল মহিলা।

"না।" বলে উঠলেন এমি। "কোর্টের বাইরে বহু আগেই এটা নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। সব জায়গাতেই ঘটে এমন।"

"এইবার তো জালিয়াতি হলো। ধনী লোকটা শুধু যে জিতে গেছে তাই না, তাকে অভিযুক্তও করা হয়নি।"

জজ নিজের হাতুড়ির বাড়ি মেরে ঠুকঠুক করে যা ঘোষণা করলেন তা বুঝতে অনুবাদকের দরকার হলো না স্যামের, "এই লোককে আদালতের বাইরে নিয়ে যাও।" উঠে দাঁড়িয়ে জজের কাছে গিয়ে স্যাম বলে উঠল, "ভাববেন না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।"

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। আদেশ দেয়া হয়ে গেছে। বিশালদেহী দুজন পুলিশ অফিসার এসে ধরে ফেলল স্যামকে। একজন ওর হাত দুটোকে পেছনে নিয়ে প্যাঁচিয়ে ধরল। আরেকজন মাথা এমনভাবে ধরল যে, নড়াচড়া করা যাচ্ছিল না। ত্রস্ত পায়ে স্যামকে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে ওরই মাথা দিয়ে ধাক্কা মেরে জোড়া দরজা খুলে হল বেয়ে নিচে নামিয়ে আনল স্যামকে। আদালতে ঢোকার বড় সদর দরজার কাছে পৌঁছে নিজেদের খালি হাত দিয়ে দরজা খুলে স্যামকে ছেড়ে দিল পুলিশরা, সাথে সিঁড়ির দিকে খানিকটা ধাক্কা।

বিল্ডিংয়ের বাইরে এসে চারপাশে মানুষ আর ট্রাফিকের ভিড় দেখে স্বস্তি পেল স্যাম। গুয়েতেমালা শহরের জেলে রাত কাটানোর মানসিক প্রস্তুতি প্রায়

নিয়েই ফেলেছিল মনে মনে। থেমে দাঁড়িয়ে রেমি আর এমি কস্তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। খানিক পরেই নেমে এলো দুজন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রেমি বলে উঠল, "আমি জানি তিনি আপনার বন্ধু। উনাকে সমস্যায় ফেলার জন্য আমরা সত্যিই দুঃখিত। সারাহ্ অ্যালারসবির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটা তো মিথ্যা ছিল না। আপনার অধিকারে যদি কিছু না থেকে থাকে তাহলে সেটার ছবি পাওয়াও সম্ভব না, তাই না?"

"চিন্তা করবেন না।" বলে উঠলেন এমি। "কমান্ডার রুয়েডা জানেন যে তিনি কী করছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। উনারও বন্ধু আছেন। সপ্তাহ খানেকের মাঝেই সবাই সবকিছু ভুলে যাবে আর উনাকে সাহায্য করবে। এভাবেই দেশ ছোটখাটো দুর্নীতি পেছনে ফেলে আস্তে আস্তে আধুনিক হয়ে ওঠে। পথ থেকে ওদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে সকলে—কমান্ডার রুয়েডা আর আপনাদের মতো সকলে।" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন স্যাম আর রেমির দিকে। বললেন, "সারাহ্‌কে ছাড়বেন না।" আমেরিকান অ্যাম্বাসির দিকে চলে গেলেন সারাহ্। আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে রইল স্যাম আর রেমি।

"চলো যাই।" অবশেষে বলল রেমি। "নিজের বিজয় উদ্‌যাপনের জন্য এগিয়ে আসছে সারাহ্—দেখার জন্য এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না আমি।"

নিজেদের হোটেলমুখে হাঁটতে শুরু করল স্যাম আর রেমি। "কী করতে চাও এখন?" আবারো কথা বলে উঠল রেমি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। "মহিলাকে তো এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না, তাই না?"

"না, কিন্তু আমরাই বা কী করতে পারি?"

"বিশপ লাস ক্যাসাসের মায়া কোডেক্স দেখে জানতে পারব এরপর সে কোথায় যাবে। সেখানেই তাকে হারিয়ে দেব, নিশ্চিত।" হেসে ফেলল স্যাম। "এরপর একের পর এক এরকমই করতে থাকব। বারবার, যতবার সম্ভব।"

আলটা ভেরাপেজ, গুয়েতেমালা

তীব্র শব্দ থেকে বাঁচতে কানে ইয়ারফোন দিয়ে বেল ২০৬ বিথ্রি জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে স্যাম আর রেমি। কর্মোর‍্যান্ট ওয়ান এয়ার চার্টারের প্রেসিডেন্ট আর চিফ পাইলট টিম কারমাইকেল মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিকপাখিটাকে। অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণে রেডিওতে ঘোষণা করলেন কারমাইকেল, “কয়েক মিনিটের মাঝেই আপনাদের পরবর্তী কো-অর্ডিনেটে পৌঁছে যাব আমরা।”

“গ্রেট।” খুশি হয়ে উঠল স্যাম। “প্রতিটা সাইটে এক দিন করে কাটাব। দিনশেষে হেলিকপ্টারে চড়ে রাতের জন্য জঙ্গল ছেড়ে যাব। পরের দিন সকালে নতুন সাইটে।”

“একজন চার্টারের জন্য এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।” বলে উঠলেন কারমাইকেল। ‘ফ্লাই ইন, খানিক বিশ্রাম নিয়ে ফ্লাই আউট।’

“প্রতিটা সাইটই বেশ প্রত্যন্ত অঞ্চলে।” বলে উঠল রেমি। “আর প্রায় প্রতিটাই ঘন জঙ্গলে ঢাকা।”

হেসে ফেললেন কারমাইকেল। “চিন্তা করবেন না। ১৯৬০ সাল থেকে এই ব্যবসায় আছি আর এ সপ্তাহে কাউকে হারাইওনি।”

“এটুকুই যথেষ্ট।” জানাল স্যাম। “এরিয়াল ছবিগুলো এরকম।” সাদা বর্ডারে কো-অর্ডিনেট লেখা বড়সড় একটা ছবি কার মাইকেলের হাতে দিল স্যাম।

একদৃষ্টে খানিক দেখে, নিজের জিপিএসে কো-অর্ডিনেট ফিরিয়ে দিল কারমাইকেল। "পাঁচ মিনিটের মাঝেই পৌঁছে যাব।"

গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে রইল সকলে। দূরে নীলরঙা নিচু পাহাড়ের সারি, ঘন নীল আকাশ আর সাদা মেঘের ভেলা। অনেক আগে কয়েকটা ছোট শহর আর কিছু রাস্তা দেখা গেলেও বহুক্ষণ ধরে মানববসতির কোনো চিহ্নই আর দেখা যায়নি। আবারো জিপিএসের দিকে তাকালেন কারমাইকেল।

"ওই তো, সেখানে।" জঙ্গলের চাদোয়ার ফাঁক গলে সাদা পাথরের মাথা দেখা যাচ্ছে, এমন এক জায়গায় ইশারা করে দেখাল রেমি। "হ্যাঁ, ওখানেই জায়গাটা।"

জায়গাটা ঘিরে চক্কর দিতে লাগলেন কারমাইকেল, একপাশে খানিক কাঁত করল জেট রেঞ্জার যেন দেখতে অসুবিধা না হয়। "চুনের মতো রঙের কিছু দেখা যাচ্ছে। গাছগুলোর ফাঁক গলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।"

"এটাই, ঠিক আছে।" জানাল স্যাম। "ল্যান্ড করার মতো তাহলে একটা জায়গা খোঁজা যাক।"

ধ্বংসাবশেষ থেকে বের হয়ে আরো বড় জায়গা নিয়ে চক্কর কাটতে লাগলেন কারমাইকেল। কয়েক মিনিট পরে ঘোষণা করলেন "পরিষ্কার কোনো জায়গা তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"না।" একমত হলো রেমি। "বেশ ঘন জঙ্গল চারপাশে।"

খালি জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত উড়ে বেড়াতে লাগল জেট রেঞ্জার। অবশেষে পাওয়া গেল। মনে হলো আগুন লেগে মাটিতে মিশে গেছে সব গাছ। "শেষমেশ এটাকেই কাজে লাগাতে হবে।"

"দেখে মনে হচ্ছে আগুন লেগেছিল।" বলে উঠল স্যাম। "সব পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।"

"ইয়াহ।" জানালেন কার মাইমাইকেল। "মনে হচ্ছে শেষ বর্ষায় বজ্রপাত হয়েছিল। ভয় লাগছে যে আপনাদের অনেক দূর হেঁটে পার হতে হবে।"

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।" বলে উঠল রেমি। "রেসকিউ গিয়ার কাজ করছে তো?" ইলেকট্রিক মেশিন আর হার্নেস লাগানো তারের দিকে ইশারা করল রেমি। "শিউর।" জানালেন কারমাইকেল। "ওড়ার সময় মেশিনটাকে চালাতে পারবেন?"

"এখানে দ্বিতীয় একজোড়া কন্ট্রোল আছে। সাইটের ওপরে আপনাদের ওঠাতে-নামাতে পারব। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, বেশ ভীতিকর একটা রাইড হবে এটা।"

"আমি জানি, আমরা কিছু মনে করব না।" জানাল রেমি।

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য স্যামের দিকে তাকালেন কারমাইকেল। স্যাম জানাল, "আমরা ঠিক থাকব, সমস্যা নেই। আপনার কী মনে হয়? আমাদেরকে ধূসর পাথরগুলোর ওপর নামাতে পারবেন? দেখে তো মনে হচ্ছে বড় একটা বিল্ডিংয়ের ছাদ।"

"আজ তেমন বাতাস নেই। যদি আপনারা রাজি থাকেন তো চেষ্টা করতে আপত্তি নেই।"

"রেমি, আমাকে আগে যেতে দেবে?" জানতে চাইল স্যাম।

"নো।" সোজাসাপ্টা উত্তর। "আমাকে দড়ি বাঁধতে সাহায্য করো।"

নিজেদের সিটবেল্ট খুলে নিল স্যাম আর রেমি। পেছনে গিয়ে রেমিকে হার্নেস বাঁধতে সাহায্য করল স্যাম। "ওকে টিম, দেখা যাক রেমিকে কোথায় নামানো যায়।" নিচু দিয়ে গাছের মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল হেলিকপ্টার। ধূসর চুনাপাথরের কাঠামোর কাছে গিয়ে কারমাইকেল জানতে চাইলেন, "রেডি?"

সাইড ডোর খুলে ফেলল স্যাম। পা বাইরে ঝুলিয়ে বসল রেমি। স্যামকে গুডবাই জানিয়ে পেছনে নেমে গেল। রোটরের তীব্রতায় বন্যভাবে দুলতে লাগল ওর মাথার পনিটেইল। "এখন" বলে উঠল স্যাম। রেমিকে নিচে নিয়ে যাচ্ছে কেবল, তাকিয়ে দেখতে লাগল স্যাম।

"আরো নিচে, আরেকটু, আরেকটু। ঠিক আছে, হোল্ড দেয়ার। টিম, শুধু ভেসে থাকুন।" ধূসর পাথরের ওপর পৌঁছে গেল রেমি। রেসকিউ গিয়ার খুলে ফেলল। "ও হার্নেস খুলে ফেলেছে। ওকে, এখন কেবল উঠিয়ে আনুন।"

খালি হার্নেস উঠে আসতেই পরে নিল স্যাম। স্ট্র্যাপের সাথে বেঁধে নিল দুজনের ডে-প্যাকে। খোলা দরজার মেঝেতে বসে টিমকে জানাল, "ওকে টিম, পাঁচটায় আমাদের জন্য ফিরে আসবেন।"

"ঠিক সময়মতো পৌঁছে যাব।"

পিছলে নেমে গেল স্যাম। দেখতে লাগল পিরামিডের মাথা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। একেবারে ওপরে ছোট্ট একটা মন্দির। ভাবল সেটার ওপরেই পা রাখতে হবে। কিন্তু প্লাটফর্ম পেয়ে গেল। কেবল খুলে টিমকে হাত নেড়ে ইশারা করল তুলে নিতে।

সোজা ওপরে উঠে গেল টিমের হেলিকপ্টার। হার্নেস তুলে নিতে নিতে পশ্চিমে চলে গেল কপ্টার। নিজেদের প্যাক খুলল স্যাম আর রেমি। "হঠাৎ করে চারপাশ বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেল, তাই না?"

রেমির কাঁধে হাত রেখে স্ত্রীকে কিস করল স্যাম। "একা হওয়া খারাপ না।" "হুম, তাই। কিন্তু ছবি তোলা শুরু না করলে কাল আবার ফিরে আসতে হবে।" হাসতে হাসতে উত্তর দিল রেমি।

"চলো, তাই করা যাক।" দুজনই নিজ নিজ প্যাক খুলে একটা করে পিস্তল নিয়ে শার্টের নিচে বেল্টে রেখে দিয়ে হাতে তুলে নিল ডিজিটাল ক্যামেরা।

পরিকল্পনামতো পিরামিডের প্রতিটা পাশ থেকে ছবি তোলা শুরু করল। শহুরে একটা কমপ্লেক্স যেটা এখন দেখাচ্ছে গাছে ঢাকা খাড়া পাহাড়, সেটার চারপাশ থেকে ছবি তুলে নিল দুজন। পিরামিডের ওপর বাড়ি সমান মন্দিরে গিয়ে ছবি তুলল এর দেয়াল, মেঝে আর ছাদের। মন্দিরের দুটো রুমে আঠালো প্লাস্টার আর তার ওপরে ম্যুরাল পেইন্টিং, যেগুলোর কাঠামো এখনো প্রায় অক্ষতই বলা চলে। কাহিনিতে ফুটে উঠেছে হাতে বোল আর প্লেট নিয়ে এগিয়ে চলা মায়াবাসী লোকদের চিত্র, এগিয়ে যাচ্ছে অচেনা কারো দিকে। নিশ্চয়ই কোনো দেবতা।

ধীরে ধীরে পিরামিড থেকে বের হয়ে এর প্রতিটি সিঁড়ি, সুউচ্চ বিল্ডিংয়ের প্রতিটি পাশ থেকে ছবি তুলে নিল দুজন। যা দেখছে তারই ছবি তুলছে। বিকেল শেষে পিরামিডের পায়ের কাছে নেমে পূর্ব দিকে বসল স্যাম আর রেমি।

পিভিসি পাইপ তুলে নিল স্যাম। নিজের প্যাক থেকে বের করে দুই পাশে ভালো করে ক্যাপ লাগিয়ে সিল করে দিল। ভেতরে ইংরেজি আর স্প্যানিশ ভাষায় লেখা স্টেটমেন্টের ভাঁজ করা কাগজ। লেখা আছে স্যাম আর রেমি ফারগো এই তারিখে এই জিপিএস পজিশনে এসে মায়া ধ্বংসাবশেষের এই অংশ আবিষ্কার করে আর ম্যাপ এঁকে নিয়েছে। আরো আছে সোসাইটি ফর আমেরিকান আর্কিওলজি, দ্য ওয়ার্ল্ড আর্কিওজিক্যাল কংগ্রেস, আর সোসাইটি ফর হিসটোরিক্যাল আর্কিওলজির সাথে যোগাযোগ করার টেলিফোন নাম্বার, ই-মেইল আর স্ট্রিট অ্যাড্রেস। এসব সংস্থা এবং গুয়েতেমালার সরকার সবাই এই আবিষ্কারকে বৈধতা দিয়েছে। ছোট্ট একটা গর্ত করে পূর্ব দিকে সিঁড়ির কাছে পাইপটাকে পুঁতে রাখল স্যাম। চিহ্নস্বরূপ রেখে দিল ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের ফ্ল্যাগ। ঠিক যেমনটা গ্যাস কোম্পানিগুলো ব্যবহার করে গ্যাসলাইন মার্ক করার জন্য।

"একটু বেশিই মনে হচ্ছে।" বলে উঠল রেমি। "আগের আমলের লোকদের মতো লাগছে নিজেকে, যারা কি-না অন্যের সম্পত্তিতে পতাকা পুঁতে দিয়ে নিজের বলে দাবি করত।'

"আমরা এখানে এসেছি আর সেটা সে ধরনের লোকেরাও জানে, যারা এ জায়গা নিয়ে আরো বিশদ পড়াশোনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।" জানাল স্যাম।

"আর এটা হলো পঞ্চম শহর।" ঘোষণা করল রেমি। "দশ দিনে চারটা বড় বড় শহর।"

"আমরাই আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে গ্রেট ট্যুরিস্ট, কী বলো?"

নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল রেমি। "বিকাল চারটা বাজে। চলো ওপরে উঠে সেলমার কম্পিউটারে ছবিগুলো পাঠিয়ে দিই।"

মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি বিশাল আকৃতিটার ওপরে উঠতে গিয়ে দুজন দেখতে পেল চারপাশের গাছ প্রায় সমান সমান লম্বা। একবারে ওপরে উঠে নিজের স্যাটেলাইট ফোন অন করল রেমি। একই সাথে ক্যামেরার সাথে ফোনকে কানেক্ট করে নিল। সান ডিয়েগোতে সেলমার কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিল ছবিগুলো।

একেবারে প্রথম সাইট থেকেই দুজন এমনটা করে আসছে। ছবি পাঠানোর পর সেলমা সবকিছু সেভ করে রাখে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেসর ডেভিড কেইনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরপর তিনি সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে জানান যে, আরো একটা মায়া শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়েছে, এর কিছু অংশের মানচিত্র তৈরি আর ছবিও তোলা হয়েছে।

নিজের ক্যামেরার ছবি পাঠানো শেষ করে স্যামের ক্যামেরা তুলে নিল রেমি। আবারো তাকাল নিজের ঘড়ির দিকে। বলে উঠল, "পাঁচটা প্রায় বাজে। টিম বলেনি, সে পাঁচটায় আসবে কি-না?"

"হ্যাঁ।" নিজের স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে টিম কারমাইকেলকে ফোন করল স্যাম। মিনিট খানেক রিং বাজার শব্দ শুনল, এরপর কেটে দিয়ে জানাল, "উত্তর দিচ্ছে না তো।"

"মনে হয় আসছেন। ইয়ারফোন থাকায় ফোনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না।"

আরো মিনিট দশেক অপেক্ষার পরও কোনো হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে না পেয়ে রেমি জানাল, "কই আসছেন না তো।"

আবারো ফোন করল স্যাম। কোনো কাজ হলো না। এরপর ফোন করল বেলিজে কর্মোর‍্যান্ট ওয়ান এয়ার চার্টারের অফিসে। স্পিকার অন করে দিল, যেন রেমিও শুনতে পায়।

"কর্মোর‍্যান্ট, আর্ট বোয়েন।"

"মিস বোয়েন, আমাদের কখনো দেখা হয়নি আসলে। আমি স্যাম ফারগো। টিম কারমাইকেল গুয়েতেমালার হাইল্যান্ডের একটা স্পটে নিয়ে এসেছেন

আমাদের। পাঁচটায় এসে তুলে নেয়ার কথা, কিন্তু তিনি আসেননি। স্যাটেলাইট ফোনও ধরছেন না। আপনি কী কষ্ট করে রেডিওতে চেক করে দেখবেন তিনি ঠিক আছেন কি-না?"

"আমি চেষ্টা করছি, হোল্ড অন।" জানালেন মি. বোয়েন।

এক মিনিটের জন্য ফোন ছেড়ে চলে গেলেন বোয়েন। আরো কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। ব্যাক গ্রাউন্ডে নিচু স্বরের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে স্যাম আর রেমি। বোয়েন হয়তো রেডিওতে কিংবা নিজের অফিসের কারো সাথে কথা বলছেন। আরো কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন। "রেডিতেও সাড়া দিচ্ছেন না টিম। আমরা আরেকটা হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি ঘটনাস্থলে। আপনাদের সঠিক অবস্থানটা জানাতে পারবেন?'

"হোল্ড অন।" রেমির হাতে ফোন দিল স্যাম। ওর প্যাকের ভেতরে আছে নোটস। রোয়েকে কো-অর্ডিনেট জানিয়ে দিল রেমি। রিপিট করে আবার জানাল। নিজের আর স্যামের স্যাটেলাইট ফোন নাম্বারও দিয়ে দিল। "আমরা এখন যেখানে আছি এর পশ্চিম দিকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আমাদের জন্য টিমের অপেক্ষা করার কথা ছিল। সমান জায়গা দেখে মনে হয়েছিল যেন মাত্র কয়েক দিন আগেই ওখানে আগুন লেগেছিল।"

"আকাশ থেকে আপনাদের দেখা যাবে তো?"

"আমরা একটা মায়া পিরামিডের মাথায় দাঁড়িয়ে আছি। রেসকিউ কেবল দিয়ে নামিয়ে দিয়ে গেছেন টিম, একইভাবে তুলে নেয়ার কথা ছিল।"

"আমি নিজে আপনাদের নিতে আসছি। কিন্তু এ ধরনের যন্ত্রপাতিসহ কোনো চপার এ মুহূর্তে নেই। কোনো জায়গা আছে, যেখানে ল্যান্ড করে আপনাদের তুলে নিতে পারব?"

"তাহলে টিম যেখানে ল্যান্ড করেছিলেন সেখানে হেঁটে যেতে হবে আমাদের। নতুবা চারপাশের বাকি অঞ্চল ঝোপঝাড়ে ভরা।"

"যদি শুধু এ উপায় হাতে থাকে, তো ঠিক আছে তাহলে। তবে মনে রাখবেন, এসব অঞ্চলে এমন সব অপরাধী ঘুরে বেড়ায় যে, পুলিশ আর সেনাবাহিনীও তাদের কোনো হদিস পায় না। সাথে আরো দুজন নিয়ে আসছি, সশস্ত্র হয়েই আসব আমরা।"

"সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করব যেন কারো সাথে দেখা না হয়। এখনই ল্যান্ডিং সাইটের দিকে রওনা হচ্ছি।"

"সম্ভবত একই সময়ে আমরাও পৌঁছে যাব। দেখা হবে তাহলে।"

পিরামিডের পাশ দিয়ে নেমে পশ্চিমে হাঁটা শুরু করল স্যাম আর রেমি, যেদিকে ল্যান্ড করার জন্য উড়ে গেছেন টিম। "আশা করছি কোনো

গাছের ডাল কিংবা অন্য কোনো কিছুর সাথে রোটর প্যাঁচিয়ে ক্র্যাশ করেননি টিম।"

"আমিও সেরকমই আশা করছি।" একই মন্তব্য করল স্যামও। "পিরামিডের ওপর থেকে কোনো ধোঁয়া তো দেখিনি। কিন্তু আগুন যে লেগেছেই সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্য যেকোনো কিছু হতে পারে।"

"এত দূরে আছি যে কী নিয়ে চিন্তা করতে হবে সেটাও তো বুঝতে পারছি না। তাই ভালো লাগছে না।" আমি তো বহুকষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি নিজেকে। দেখা যাক, ফার্স্ট এইড কিট আর পিস্তলের সেফটি তো আছেই।"

পিরামিড পর্যন্ত সাবধানে পা ফেলেছে স্যাম আর রেমি। যেন ধ্বংসাবশেষের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। তারপরই দ্রুত পা চালাতে লাগল দুজন। পরিষ্কার রাস্তায় হালকা চালে দৌড়াল আর ঘন জঙ্গলে শক্ত করে দেখেশুনে পা ফেলল। গাছের পাতায় শেষ বিকেলের আলোর আভা দেখে দেখে পথ চলতে লাগল দুজন। বহুদিন ধরেই পরীক্ষা করে দেখেছে যে গড়ে ঘণ্টায় তিন মাইল এগোতে পারে দুজন। তাই আধা ঘণ্টা পর থেমে নিজেদের জিপিএস পজিশন চেক করে নিল।

পাথরের টুকরোর ওপর বসে পানি খেয়ে খানিক জিরিয়ে নিল স্যাম আর রেমি। প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়ে এসেছে তাই ঠিক করল যে আরো পনেরো মিনিট থেমে আবারো জিপিএস পজিশন চেক করে নেবে।

এক সারিতে দৃঢ় পদক্ষেপে দৌড়াতে শুরু করল আবারো, এখনো পথ দেখাচ্ছে আলোর প্রতিফলন। দ্রুত দৌড়াতে চাইছে, কিন্তু যতই কাছে এগোচ্ছে, চেষ্টা করছে শব্দও যাতে কম হয়। ভালো করেই জানে যে, দেরি করা কিংবা যথেষ্ট ফুয়েল না ভরে নষ্ট এয়ারক্র্যাফট নিয়ে এই গহিন অরণ্যে তাদের নামিয়ে দেয়ার মতো লোক নন টিম কারমাইকেল। হেলিকপ্টারে রেডিও আর স্যাটেলাইট ফোন দুটোই আছে টিমের কাছে। তাই ল্যান্ডিং স্পটে না যাওয়া পর্যন্ত কী হয়েছে বোঝার কোনো উপায়ই নেই। কিন্তু দুজনই বুঝতে পারছে যে, গল্পটা মোটেও আনন্দকর কিছু হবে না। এটুকুই আশা যে, টিম ঠিক আছে, মারা যাননি।

নীরবে দৌড়ানো শুরু করার তৃতীয় পর্যায়ে এসে ল্যান্ডিং সাইটের একেবারে কাছে পৌঁছে গেল স্যাম আর রেমি। আকাশে কোনো হেলিকপ্টারের চিহ্ন কিংবা শব্দ নেই। তার মানে আর্ট বোয়েনও এখনো পৌঁছাননি। নীরবতা যেন ভারী হয়ে চেপে বসেছে চারপাশ থেকে। গালে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্যাম আর রেমি। যেন ফিসফিস করে একে অন্যের সাথে কথা বলতে পারে। পরিকল্পনামতো পানি খেয়ে আবারো এগোতে লাগল দুজন।

নিচু হয়ে সাবধানে হেঁটে হেঁটে আগুনে পুড়ে যাওয়া জায়গাটার কাছে পৌঁছাল স্যাম আর রেমি। যেটুকু অংশ আগুনের হাত থেকে বেঁচে গেছে সে ঘন পাতার ফাঁক গলে দেখা গেল কারমাইকেলের জেট রেঞ্জার। পরিষ্কার জমিতে ল্যান্ড করে আছে হেলিকপ্টার। রোটরের সাথে বাড়ি খাবার মতো কোনো গাছই নেই আশপাশে। সমানভাবেই দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টার। এলোমেলো কোনো ভাব কিংবা বুলেটের গর্ত কিছুই চোখে পড়ল না। আবার এটাও ঠিক যে, আশপাশে টিমেরও কোনো দেখা নেই।

ধীরে ধীরে পুরো জায়গাটা চক্কর দিল স্যাম আর রেমি। প্রায় শ'খানেক গজ এগিয়ে হঠাৎ করে থেমে কিছু শুনল কান পেতে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে মানুষের কণ্ঠ। প্রথমে মনে হলো হেলিকপ্টারের রেডিও শুনছে। স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছে পুরুষ কণ্ঠ। শব্দগুলো আসছেও তাদের পেছন থেকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে আসা শব্দগুলোর মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হলো স্যাম আর রেমি। হেলিকপ্টার আর একদল লোকের মাঝখানে পড়ে গেছে দুজন। একটু আগেই এ পথ দিয়ে কেউ গেছে বোঝা গেল ঝোপের দোমড়ানো পাতা দেখে। ভাঙাচোড়া ডালগুলোতে এখনো সবুজ পাতা লেগে আছে।

রেমি স্যামকে ইশারা করে দেখাল, সে ঘুরে ডান দিকে যাচ্ছে লোকগুলোর উদ্দেশ্যে। মাথা নেড়ে বাম পাশে এগোল স্যাম। ফলে দলটার দু'পাশে থাকতে পারবে দুজন। দলটা থেকে বেশ খানিক তফাতে থাকায় তাদের সহজে দেখা যাবে না কিংবা তাদের কথাবার্তায় চাপা পড়ে যাবে স্যাম আর রেমির যেকোনো শব্দ।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে থেমে গেল স্যাম। জানে এরই মাঝে জায়গামতো পৌঁছে গেছে রেমিও। মেয়েটার ফেন্সায়ের শরীর এই জঙ্গলে স্যামের চেয়েও দ্রুত এগোয়। নিজের ব্যাপারে জানে যে কাছ থেকে ভয় দেখানো কিংবা অ্যাটাকে সে যতটা দক্ষ, পিস্তল চ্যাম্পিয়ন রেমি খানিকটা দূরত্ব থেকেই ভালো করে। পেটের কাছ থেকে পিস্তল হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগোতে লাগল স্যাম। মনে হচ্ছে কমপক্ষে ছয়জন মানুষ গোল হয়ে বসে আছে কাছাকাছি কোথাও। হতে পারে আগুন ঘিরে বসে আছে সকলে—না আগুন না, তাহলে গন্ধ পাওয়া যেত। যাই হোক, অন্য যেকোনো কিছু ঘিরে বসে আছে লোকগুলো। কিন্তু এখানে কী করছে তারা?

আর তারপরই লোকগুলোকে দেখতে পেল স্যাম। বিশেষ কোঠায় বয়সের পাঁচজন লোক, শেভবিহীন ছেলেগুলোর পরনে জিন্স, খাকি টি-শার্টস; খানিকটা মিলিটারি ইউনিফর্মের মতো। লোকগুলোর একেবারে মাঝখানে মাটিতে পড়ে আছে মেটেরঙা প্লাস্টিকের ব্যাগ। ছড়িয়ে আছে টিম কারমাইকেলের জিনিসপত্র—

স্যাটেলাইট ফোন, তিন সেট ইয়ারফোন, হেলিকপ্টার থেকে নেয়া ম্যাপ, ওয়ালেট, চাবি, পকেটনাইফ, সানগ্লাস।

পাঁচজনের প্রত্যেকের পাশে মাটিতে পড়ে আছে বেলজিয়ান এফএন ফ্যাল ৭.৬২ এমএম মিলিটারি রাইফেল। আরেকটু কাছে এগোল স্যাম। বুঝতে চাইছে টিম কারমাইকেলের ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছে, আর তারপরই দেখা গেল টিমকে। কয়েক ফুট দূরে ঘন গাছের ধারে।

দাঁড়িয়ে আছেন কারমাইকেল। হাত পেছনে বাঁধা, গোড়ালি দুটোও বাঁধা। গলার চারপাশে প্যাঁচানো দড়ি মাথার ওপরে গাছের মোটা ডাল প্যাঁচিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাম চোখ কালো হয়ে ফুলে আছে। মুখেও কাটা-ছেঁড়ার দাগ আর কাপড়ে ঘাম। মাথার খুলির কোনো আঘাত থেকে বের হওয়া রক্তে দলা পাকিয়ে আছে চুলগুলো।

খোলা জায়গাটা থেকে দূরত্ব রেখে এগোচ্ছে স্যাম। চেষ্টা করছে সহজে ধরা না পড়তে। এরপর সরাসরি কারমাইকেলের পেছনে পৌঁছে ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে এগোতে লাগল তার দিকে। কারমাইকেলের শরীর আর গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে স্যাম। আস্তে করে টিমের কব্জি আর গোড়ালির বাঁধন কেটে দিল। তারপর দ্বিতীয় পিস্তল বের করে সেফটি অফ করে দিল টিমের ডান হাতে। এরপর হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে গাছের গুঁড়ি থেকে কেটে দিল টিমের গলার ফাঁস।

এরপর হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলো গভীর জঙ্গলে। সময় নিয়ে খুঁজে বের করল এমন একটা জায়গা, যেখান থেকে সে, রেমি আর টিম মিলে লোকগুলোর ওপর গুলি চালাতে পারবে। একটু পরপরই একজন করে ঘুরে তাকিয়ে দেখছে জায়গামতো হাত পেছনে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিম।

স্যাম হিসাব করে দেখল যে, সে, রেমি আর টিম বৃত্তটা থেকে একশ বিশ গজ করে দূরে আছে। নিজের পিস্তল তুলে আরেকটু এগিয়ে গাছের গুঁড়ির পেছনে লুকিয়ে শুধু ডান চোখ আর ডান হাতের পিস্তল বের করে স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে উঠল,

"এই যে! অস্ত্রগুলো মাটিতে ফেলে দূরে সরে যাও।"

বিস্মিত লোকগুলো ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল স্যামের কণ্ঠ লক্ষ্য করে। একজন রাইফেল তুলতে চেষ্টা করতেই স্যাম ফায়ার করল আর পেছনের দিকে পড়ে গেল লোকটা।

এবার চিৎকার করে উঠল কারমাইকেল। "ড্রপ দ্য গানস।" লোকগুলোর কয়েকজন তাকিয়ে হতবিহ্বল হয়ে দেখতে পায় মুক্ত টিমকে। আস্তে করে

নিজেদের রাইফেল নামিয়ে রাখে সবাই। একজন আবার বেশি সাহসী হয়ে আবার রাইফেল তুলে টিমকে নিশানা করার চেষ্টা করতেই দেখে যে হাওয়া হয়ে গেছে সে। ঝোপের ভেতর লুকিয়ে চলে গেছে টিম। লোকটা অস্ত্র তাক করার চেষ্টা করতেই গুলি ছুড়ল রেমি। হাতে গুলি লাগাতে রাইফেল মাটিতে ফেলে দিল লোকটা।

এই অবস্থা দেখে বাকিরা রাইফেল ফেলে হাত তুলল মাথার ওপরে। গাছের পেছন থেকে বের হয়ে এলো স্যাম। জানে রেমি আর কারমাইকেল তাকে কাভার করবে। প্রত্যেকের দিকে পিস্তল তাক করে ধরে রেখেই রাইফেলগুলো তুলে তুলে একপাশে ছুড়ে ফেলে জড়ো করল স্যাম।

এরপর নিজেকে দেখাল টিম। হাতে ধরা স্যামের দ্বিতীয় পিস্তল। "আপনি আঘাত পাননি তো?" জানতে চাইল স্যাম।

"খানিকটা। ক্লাউনগুলো অন্তত গুলি করেনি আমাকে।"

"জানেন এরা কারা?"

"কাকের দলের মতো চিল্লাচিল্লি করেছে এতক্ষণ। কিন্তু পরিচয় দেয়নি। আমার ধারণা হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছে। জানে যে এটা মূল্যবান, তাই চেষ্টা করেছে আর কী।"

"হেলিকপ্টার ঠিক আছে তো?"

"হুম। আমি ভেবেছিলাম বের হয়ে গাছের ছায়ায় খানিক জিরিয়ে নেব। জেগে উঠে দেখি, ইতোমধ্যে হেরে গেছি।"

এমন সময় দূর থেকে শোনা গেল আরেকটা হেলিকপ্টারের শব্দ। ক্রমেই বাড়তে লাগল গর্জন। বাতাসের তোড়ে সামনে-পেছনে দুলতে লাগল গাছের পাতা। এগিয়ে এসে মাথার ওপর চক্কর কাটতে লাগল হেলিকপ্টার। ওপরে তাকিয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এম-১৬ রাইফেল হাতে দরজায় দাঁড়ানো লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল স্যাম আর রেমি।

"মনে হয় আপনি ওদের দেখা দিলেই ভালো হয় টিম।" বলে উঠল স্যাম।

কারমাইকেল হেঁটে নিজের হেলিকপ্টারের কাছে গিয়ে দুই হাত তুলে মাথার ওপর নাড়তে লাগল। স্যাম আর রেমি বন্দিদের পাহারা দিচ্ছে নিজেদের অস্ত্র নিয়ে। গুঞ্জন তুলল টিমের হেলিকপ্টারের রেডিও।

"টিম, আপনি ঠিক আছেন তো?" কথা বলে উঠল আর্ট বোয়েন।

ছোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিলেন টিম। "হ্যাঁ। ফারগো দম্পতিও আমার সাথে আছে। পাঁচজন বন্দি আছে, যাদের দুজন আহত।"

“ঠিক আছে, আমরা নামছি।” ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার। হাতে এম-১৬ রাইফেল নিয়ে দৌড়ে এলো তিনজন। মধ্যবয়স্ক পাইলট এগিয়ে এলেন খানিকটা ধীরে ধীরে, কিন্তু উনার হাতেও এম-১৬ রাইফেল।

টিম কারমাইকেলের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বন্দিদের হেলিকপ্টারে তুলতে দেখল স্যাম আর রেমি। নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর্ট বোয়েন। “আমি নিশ্চিত এরপরে টিম নিশ্চয়ই কয়েক দিনের ছুটি চাইবেন।” বলে উঠল রেমি।

পাইলটের সিটে উঠে বসে এই মাত্র উদ্ধার হওয়া সানগ্লাস পরে নিলেন কারমাইকেল। “আমারও তাই মনে হচ্ছে। ওই পাঁচজনের কথা শুনে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র কারণ ছিল, আমি ছাড়া ওদের কেউই হেলিকপ্টার চালাতে জানে না।”
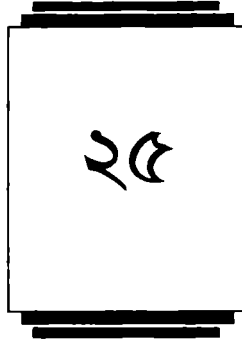
তিন সপ্তাহ্ পর
আলটা ভেরাপেজের আগুনে পোড়া জায়গা

গুয়েতেমালার গহিন অরণ্যে পার্ক করা জোড়া হেলিকপ্টার থেকে নেমে এলো সারাহ্ অ্যালারসবি। হাজার বছর আগে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ভরে আছে এই ট্রেইল। তাই অতিথিদের এই জায়গা মায়া ট্রেইল বলে বিশ্বাস করানো কঠিন। যদিও সে নিশ্চিত যে এটা মায়া ট্রেইল। মশাল সাথে নিয়ে পথ চলতে লাগল সারাহ্।

পিছু ফিরে একবার দেখে নিল অতিথিদের। পনেরোজন সাংবাদিক দলটার প্রত্যেকের কাছে জটিল সব ক্যামেরা, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, রেকর্ডার আর স্যাটেলাইট ফোন। কিন্তু ঈশ্বর জানেন কী নিয়ে নিজেদের মাঝে খোশগল্পে মেতে আছে লোকগুলো। সারাহ্ যে তাদের এই বিশেষ জায়গায় নিয়ে এসেছে, সেদিকে যেন কারো নজরই নেই।

নিচের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সারাহ্ তারপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠল, "লুক এভরিওয়ান, আমরা একটা মায়া ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। পায়ে চলা রাস্তা ছিল সেসময়।" একপাশে সরে গেল সারাহ্, যেন সাংবাদিকরা এসে ছবি তুলতে পারে। কয়েকজন মাটির দিকে তাকিয়ে অবিরাম ক্লিক করে চলল। কিন্তু বেশিরভাগেরই আগ্রহ সারাহ্কে ঘিরে। সারাহ্ এমন ভাব করল, যেন ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই।

সামনে এগোতে এগোতে আবারো ফিরে ফটোগ্রাফারদের পেছনে বেলজিয়ান রাইফেল বহনকারী সশস্ত্র গার্ডদের দীর্ঘ সারি দেখে নিল সারাহ্। প্রচুর অর্থ ব্যয়

করতে হলেও এবার যেন কোনো গড়বড় না হয় তাই এই ব্যবস্থা। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার জন্য জায়গা পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে রাসেলের পাঠানো লোক পাঁচজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে আর কোনো চান্স নিতে চায় না সে। জানে একেবারে কাছে চলে এসেছে গন্তব্য, তাই পথ পরিষ্কার করে আবারো এগিয়ে চলল। অবশেষে পা রাখল বিশাল প্লাজাতে। "এই তো", চিৎকার করে উঠল সারাহ্। "এই সেই শহর লস্ট সিটি, যেটা আমি খুঁজে পেয়েছি।"

দৃপ্ত ভঙ্গিতে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনের দিকে এগোল সারাহ্। সামনে খোলা জায়গার দু'পাশে বিশাল সব পিরামিড আর তার পাশেই আছে সবচেয়ে বড় পিরামিডটি। সাংবাদিকরা কাঠামোর কাছে আসার আগেই মাথার ওপরে মন্দিরের ভেতরে অসাধারণ ছবিগুলো দেখে নিয়েছে সারাহ্। স্থাপত্য আর চিত্র দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সে সমাজ ছিল কতটা ধনী আর রঙিন, জটিল কিন্তু জীবনীশক্তিতে ভরপুর। ইংল্যান্ডে নরম্যানরা আক্রমণের পূর্বেই এ জায়গা পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

এই আকারের একটা বিশাল জায়গায় রাজকীয় সমাধির নিচে না জানি কত শত অমূল্য শিল্পদ্রব্য লুকিয়ে আছে। অবিশ্বাস্য। ইতোমধ্যে এমন কয়েকটা খুঁজে পেয়েছে যে, বেড়ে গেছে তার বাসনা। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, এই সাংবাদিক লোকগুলোর সামনেই খানিকটা খোঁড়াখুঁড়ি করতে চায় সে। কয়েকটা ছবি আর সত্যিকার ফুটেজ যদি ইউরোপ আর ইউনাইটেড স্টেটসের টেলিভিশনে প্রচারিত হয়, তাহলেই কেল্লা ফতে। যখন আবিষ্কারগুলো প্রকাশ পাবে, বিশ্ব প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে ঝড় বয়ে যাবে তাকে নিয়ে। কেউ জানতেই পারবে না যে মায়া কোডেক্স দেখেই এগুলো খুঁজে পেয়েছে সে। তাই এই "আবিষ্কারের" পুরো কৃতিত্ব এখন থেকে তার।

নিখুঁত পোশাক পরিহিত সারাহ্র পরনে ট্যান শার্ট গোটানো হাতা, একই কাপড়ের প্যান্ট, পলিশ করা বুট জুতা। হিরোসুলভ ভঙ্গিমায় বিশাল পিরামিডটার দিকে এগিয়ে গেল সারাহ্। প্লাজার শেষ মাথায় অবস্থিত পিরামিডের দিকে এমনভাবে হাঁটতে লাগল, যেন এটা একটা পশু, যাকে সে জয় করেছে। হঠাৎ করে কথাবার্তার জোর শব্দ পাওয়া গেল পেছনে। থেমে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

বিশাল খোলা জায়গাটায় গজ ত্রিশেক এগিয়ে এসেছে সাংবাদিকরা। এর বিশালত্ব দেখে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই। জঙ্গলের ভেতর থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরটার বিল্ডিংগুলোও দেখা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এরকম যতগুলো মত, এ মায়া দালানগুলোর গায়ে তেমন গাছের শিকড় কিংবা নোংরা লেগে নেই। বেশ পরিষ্কার চারপাশ।

কিন্তু কী যেন একটা সমস্যা হয়েছে। সবার তো এতক্ষণে ওর দিকে ছুটে আসার কথা ছিল। কই, আসছে না তো। একে অন্যের সাথে গুঁতাগুঁতি করে দৌড়ে এসে ওকে অভিবাদন জানানো, প্রশ্নে প্রশ্নে ভরে তোলা, কিছুই হলো না। শক্ত হয়ে জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। চোখ নামিয়ে টেলিফোনে কিছু একটা পড়ছে কিংবা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে গিয়ে ফোনে কথা বলছে। কয়েকজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দ্রুত কথা বলছে নিজ নিজ ভাষায়। মনে হচ্ছে যেন কোনো বিস্ময়কর খবর নিয়ে আলোচনা করছে।

উত্তেজিত সাংবাদিকদের খানিক তফাতে হালকা ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফটোগ্রাফারদের দল। তাদের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের অসাধারণ সৃষ্টির ছবি তোলার প্রতি যেন কোনো আগ্রহ নেই। এদের মাঝে একজন সাংবাদিকের ওপর নজর পড়ল সারাহ্‌র। দ্য টাইমস (লন্ডন) থেকে আসা জাস্টিন ফ্রেকার, হেটনে তার ভাই টেডির ক্লাসমেট। জাস্টিন এসেছে কারণ, টেডি তাকে কিছু দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে—সারাহ্‌র ধারণা, ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে ভবিষ্যতের কোনো রিসেপশন হচ্ছে এই ফাঁদ।

অনেক আশা করেছিল যে নিজ দেশে জাস্টিন তাকে সাহায্য করবে। এখন জাস্টিনের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণ হচ্ছে কাছাকাছি একমাত্র ইংরেজিভাষী সেই-ই। তাই জাস্টিনের ঠোঁটের ভাষা পড়াটা সহজ হবে। মনে হলো জাস্টিন বলছে, "এটা একেবারে অনর্থক। মহিলা নিশ্চয়ই তামাশা করছেন। সিরিয়াস নন।"

সারাহ্ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কার কথা বলা হচ্ছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সারাহ্। মনে হলো এই তার ভাগ্য যে, নিশ্চয়ই কোনো আমেরিকান অভিনেত্রী এমন কিছু একটা করেছে, যার ফলে সারাহ্‌র দিক থেকে তাদের মনোযোগ ছুটে গেছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর কাছে এগিয়ে গেল সারাহ্। মিশেল ফরেট, প্যারিস ম্যাচ-এর লেখক আসতে রাজি হয়েছেন; কারণ ইউরোপে পার্টিতে যাওয়া নিয়ে খ্যাতি আছে সারাহ্‌র। দৌড়ে এলেন মিশেল সারাহ্‌র কাছে। ডেকে বললেন, "সারাহ্! সারাহ্!" মহিলার হাতে ছোট্ট একটা ভিডিও ক্যামেরা।

নিশ্চিন্ত হলো সারাহ্। আরো বড় এক সেলিব্রেটিতে পরিণত হতে যাচ্ছে সে, এমন সুখকর অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। অত্যন্ত ধনী, মধ্য আমেরিকায় রহস্যময় সম্পত্তি, কখনো-সখনো দক্ষিণ ফ্রান্স কিংবা ভূমধ্যসাগরের দ্বীপে পার্টিতে উদয় হওয়া, নিজের এমন ইমেজ দারুণ উপভোগ করে সে। এখন মনে হলো, 'ইন্টারেস্টিং' থেকে 'বিস্ময়কর' উপাধি পেতে যাচ্ছে এবারে। হাসল সারাহ্। জানাল, "কী হয়েছে মিশেল?"

"উনারা বলেছেন যে আপনি একজন মিথ্যাবাদী। আপনি নাকি বানোয়াট গল্প ফেঁদেছেন। এই সাইট ইতোমধ্যে সমস্ত আর্কিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশনে নথিবদ্ধ করা আছে—অন্য কেউ এটি আবিষ্কার করেছে। আপনি নন।"

মিশেলের এসব কথা সারাহ্‌র মোটেও ভালো লাগল না। তার ওপরে আবার মহিলার হাতে ধরা ভিডিও ক্যামেরার লাল লাইট জ্বলছে। কৌতুকের মতো হেসে সারাহ্ বলে উঠল, "এটা তো ঠাট্টা। এমনটা কেন করব আমি?"
"দেখুন।" বলে উঠলেন ইমিল বশ, জার্মান কলামিস্ট। বিশাল খোলা জায়গায় আধিপত্য বিরাজ করা পিরামিডের ছবি লোকটার হাতে ধরা আইপ্যাড ট্যাবলেটে। "আমেরিকান আর্কিওলজির ওয়েবসাইটের ছবি এটা, এই পুরো জায়গাটার ছবি ইতোমধ্যে তোলা হয়ে গেছে।"

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক থেকে আসা জিম হারগ্রোভ, একজন আমেরিকান বলে উঠলেন, "এটা কীভাবে ঘটল? এই ফিল্ডের কোনো সংস্থার সাথে আলোচনা করেননি আপনি?"

"অবশ্যই।" যদিও শেষ কয়েক দিনে অসম্ভব ব্যস্ত সারাহ্ এমনটা করেনি।

"বোঝা যাচ্ছে যথেষ্ট ছিল না। এই ধ্বংসাবশেষ ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে এমন সাইটের লিস্টে আছে।"

"আপনারা যে কী বলছেন আমি বুঝতেই পারছি না।" বলে উঠল সারাহ্ অ্যালারসবি। "এটা কী কোনো তামাশা হচ্ছে? পুরোপুরি অভিনব এক অভিজ্ঞতার স্বাদ নেয়ার জন্য কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকেছি আমি। আর এখন আপনারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন?" চারপাশের প্রাচীন দালানগুলো ইশারা করে দেখাল সারাহ্।

"আপনাদের বোকা বানাবার জন্য তাহলে কী এগুলো আমি বানিয়েছি? এই দালানগুলো একেকটা মাস্টারপিস। এ জায়গার শেষ লোকটাও চলে গেছে হাজার বছরেরও আগে।"

"তিন সপ্তাহ আগে ছেড়ে গেছে তারা এ জায়গা।" বলে উঠলেন জাস্টিন ফ্রেকার। "ব্রিটিশ ক্যাটালগের লিস্টেও আছে এটি।" নিজের স্যাটেলাইট ফোনের ইমেজ দেখালেন জাস্টিন। "পুরো বর্ণনাও দেয়া আছে। মানচিত্রের কো-অর্ডিনেট পুরোপুরি মিলে গেছে। সিঁড়ির নিচে লাল পতাকাসহ একটা পাইকা রেখে চিহ্নও দেয়া হয়েছে।"

"কারা এরা, যারা তিন সপ্তাহ আগে এ জায়গায় এসেছিল?" জানতে চাইল অ্যালারসবি।

"লিস্টে লেখা আছে স্যামুয়েল আর রেমি—"

"ফারাগো।" বাধা দিয়ে বলে উঠল সারাহ্। "ওরা তো অপরাধী। যোগ্যতা কিংবা অ্যাকাডেমিক ইচ্ছে কোনোটাই নেই তাদের। তারা শুধু গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। এটা একটা হলো।"

"ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়েন্ট প্রজেক্ট হিসেবে লিস্ট করা হয়েছে এ জায়গা।" বলে উঠলেন ভান মুখার্জি, নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা। "ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার যোগ্যতা এবং অ্যাকাডেমিক স্বদিচ্ছা দুটোই আছে।"

"এই লোকগুলো সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না আমি।" বলে উঠল সারাহ্। "আধা ঘণ্টার মাঝে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। তাই সবাইকে বলতে চাই যে, হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং এরিয়াতে চলে যান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্ধকার হয়ে যাবার পর কাউকে নিয়েই উড়তে পারবে না পাইলটরা।" ঘুরে দাঁড়িয়েই হাঁটা শুরু করল সারাহ্।

উজ্জ্বল সোনালিরঙা মাথা উঁচু করে চুপচাপ হেঁটে চলেছে সারাহ্। সাংবাদিকের দলও পিছু নিল। সামনে দৌড়ে যাচ্ছে ফটোগ্রাফাররা। সারাহ্র রাগত ভঙ্গি কিংবা চোখের জল, যেকোনো ছবিই কাগজের বিক্রি বাড়িয়ে দেবে।

গুয়েতেমালা সিটি।

পরের দিন দুপুরবেলা। নিজ বেডরুমে বসে কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছে সারাহ্। ইউটিউবে সারাহ্ অ্যালারসবির ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে অসাধারণ সুন্দর আর বিজয়ীর বেশে পুরোন শহরের বিশাল খোলা জায়গায় পা রাখল সারাহ্। আর তার ঠিক পরপরই বদলে গেল সবকিছু। চারপাশে জড়ো হওয়া সাংবাদিকের দল মিথ্যা, বানোয়াট করার অভিযোগ এনেছে তার ওপরে বিভিন্ন ভাষায়। যে ভিডিওটা দেখছে সে ওই সব ভাষাগুলো জানে কিনা সেটা কোনো ব্যাপার না। কেননা নিজের ভাষায় একটা বাক্য পরিষ্কারভাবে শুনতে পাবে : "অন্য কেউ এ জায়গাটা এরই মাঝে আবিষ্কার করে গেছে।" "সবাই জানে এর সম্পর্কে, "বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় এরই মাঝে নথিভুক্ত করা আছে। আপনি সবাইকে বোকা বানাতে চাইছেন।"

বারবার একই অভিযোগ করা উগ্রমূর্তি সাংবাদিকদের কাছ থেকে চুপচাপ সরে এসেছে সারাহ্। সাংবাদিকরা তার দিকে দৌড়ে এসেছে, সামনে এসে ছবি তুলেছে। একের পর এক অভিযোগের আঙুল তুলেছে তার দিকে, একই ঘটনা ঘটেই চলেছে। নিজের কম্পিউটারে বসে ভিডিওটা দেখার সময় সারাহ্র ইচ্ছে হলো অপমানিত বেচারি মেয়েটার জন্য চিৎকার করে কাঁদতে। ভিডিও শেষ হতেই টাইটেল দেখা গেল : "ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী জালিয়াতিতে মেতেছেন।"

এ পর্যন্ত এ ভিডিও দেখেছে ৩৩০,১২৯। নিথর নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল সারাহ্। তার সামনের ছবিটাও। শুধু সংখ্যাগুলো বদলে হয়ে গেল ৩৩৯,৭২৭। পর্দার কোণার ক্রসচিহ্ন চাপ দিয়ে ছবিটাকে হাওয়া করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সারাহ্। চলে গেল কম্পিউটারের কাছ থেকে।

টেলিফোন তুলে নিয়ে এমন এক নাম্বার ডায়াল করল, যেখানে হাতে গোনা কয়েকবারই মাত্র ফোন করেছিল। এবার বেশ নার্ভাস হয়ে আছে সে।

"হ্যালো?" তরুণী এক মেয়ের কণ্ঠ; যে কিনা হয়তো ডিয়েগো সান মার্টিনের বাহুলগ্না হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পার্টি আর চ্যারিটি ইভেন্টগুলোতে। তারপর এর জায়গায় আসবে অন্য কেউ, তারও পরে আরো অন্য কেউ। "হ্যালো।" শুধু ঝরে পড়ছে যেন সারাহ্র কণ্ঠে। নিশ্চিত আর অনর্গল স্প্যানিশে বলে উঠল, "দিস ইজ সারাহ্ অ্যালারসবি। সিনোর সান মার্টিনকে পাওয়া যাবে?"

"আমি দেখছি।" কারো পরোয়া করে না এমন ভঙ্গিতে কথা ক'টা বলে শক্ত কিছুর ওপর ফোনটাকে ঠাস করে ফেলে চলে গেল তরুণী।

কণ্ঠ শুনে তার চেহারা কল্পনা করতে চাইল সারাহ্। মডেল, অভিনেত্রী কিংবা মেক্সিকো অথবা দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিজয়ীদেরই নিজের সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করেন সান মার্টিন। ভাবতে অবাক লাগে যে, তাদের ক'জন এই গুয়েতেমালা সিটির মতো রাজধানী ঘুরে গেছে— অসংখ্য এই সংখ্যা। "সারাহ্।" খানিকটা ভারী কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে বলে উঠলেন সান মার্টিন।

"গুড আফটারনুন, ডিয়েগো। ভাবছি আগামীকাল একবার দেখা হলে কেমন হয়। যদি কিছু মনে না করেন আমার বাসায় এলে সত্যি উপকার হয়। আমার নামে কিছু খারাপ খবর ছড়িয়েছে। তাই জানি না পেছনে কেউ লাগবে কিনা। কিছুদিনের জন্য তাই এই অজ্ঞাতবাস।"

"অলরাইট।"

"বারোটার লাঞ্চে দেখা হচ্ছে তাহলে।"

পরের দিন সাড়ে এগারোটার মাঝে তৈরি হয়ে গেল সারাহ্। জমকালো টেবিল পাতা হলো সারাহ্ অ্যালারসবির বাগানে। পরিচারকদের দিয়ে টেবিলে বিছিয়েছে মোটা সাদা লিনেন, ক্রিস্টাল গ্লাস আর ভারী অ্যান্টিক রুপার প্লেট, বাটি। গুয়েররো হাউসের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে সবখানে। সোনালি বর্ডার দেয়া ল্যাভেন্ডার পাতার আকৃতির ক্রিম সাদা রঙের কাঠের গোজ গলিয়ে বানানো ফার্নিচার চায়না। আঠারোশ শতকের নকশা করা এই আসবাব শুনেছে মুম্বাইয়ের ওয়্যারহাউসে পারিবারিক

সম্পত্তি হিসেবে ছিল। টিন এজার বয়সে এ ধরনের জিনিস ঠিক ঠিক করে নেয়া ছিল সারাহ্‌র শখভারতের মাঝে দিয়ে আসা পুরাতন চায়না, মৃৎপাত্র, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় কিনে নেয়া ফরাসি আর ইংরেজ বাড়িগুলো থেকে পাওয়া অমূল্য সব পেইন্টিংস আর বই। এসব জিনিসের বেশিরভাগই লন্ডন জাহাজ ঘাটায় কোম্পানি ওয়্যারহাউসে রেখে দেয়া হয়েছিল। অন্যগুলো নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেছে যখন কোম্পানি বাড়িগুলোকে বিভিন্ন উদ্দেশে লিজ দিয়েছে কিংবা হোটেল বানিয়ে ফেলেছে।

টেবিল থেকে একশ ফুটও হবে না এতটুকু দূরত্ব থেকে তাজা ফুল এনে রাখা হয়েছে ফ্লাওয়ার ভাসে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতার একেবারে মানানসই জায়গা হলো পুরনো স্প্যানিশ ধাঁচে তৈরি গুয়েররো হাউস। দোতলা ইটের কাঠামো আর ঠিক মধ্যিখানে আঙিনা। চারপাশ থেকে গাছ দিয়ে পাকা বাগান পুরোপুরি নিরাপদ। কোনো রিমোট সেন্সিং ডিভাইস কিংবা টেলিফটো লেন্সই এখানে কাজ করবে না।

ঠাণ্ডা চোখে চারপাশ ভালোভাবে জরিপ করে দেখল সারাহ্‌। খাবার, সাজগোজ, টেবিলের অবস্থান, এমনকি সূর্যের গতিপথ সবকিছুই হতে হবে নিখুঁত। ডিয়েগো সান মার্টিনের মতো লোক এতটুকু ত্রুটি সহ্য করবে না।

ঠিক দুপুরবেলায়, সদরের পরিচারক ভিক্টর ফ্রেঞ্চ দরজা ঠেলে বাগানে নিয়ে এলো সান মার্টিনকে, যেখানে সারাহ্‌ অপেক্ষা করছিল। প্রায় পঞ্চান্ন বছর হয়ে গেলেও নিজের বেশভূষা নিয়ে বেশ সতর্ক ডিয়েগো। তাই শরীর এখনো বেশ শক্তপোক্ত, যোদ্ধার মতো। কালো ব্যান্ড লাগানো পানামা টুপি হাতে, পরনে লিনেনের স্যুট, ধূসর হলুদ শার্ট আর নীল টাই। বেশ সতেজ আর মিষ্টি দেখাচ্ছে মার্টিনকে। ভাবল সারাহ্‌, ঠিক যেন একটা ইন্টালিয়ান বরফ। পেছনে আসছে দুজন দেহরক্ষী।

দেহরক্ষীদের সাথে নিয়েও এমন সহজভাবে মার্টিন চলাফেরা করে যে, প্রশংসা না করে পারল না সারাহ্‌। তাদের উপস্থিতিতে কখনোই বিরক্ত হন না মার্টিন। যখনই কোনো বিল্ডিংয়ে যায় ডিয়েগো, প্রথমে পা ফেলে এক দেহরক্ষী, চারপাশ দেখে দরজা খুলে দেয়। সান মার্টিন কক্ষের মাঝে প্রবেশ করলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় একজন। অন্যজন দ্বিতীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় জানালার পাশে কিংবা সিঁড়ির কাছে। সাধারণ মানুষ থেকে দূরে। আর সান মার্টিন সবসময় এমন ভাব করেন, যেন ঠাণ্ডা মাথার এই দুই খুনির কোনো অস্তিত্বই নেই।

সারাহ্‌র হাত ধরে ঝুঁকে গালে কিস করলেন মার্টিন। "যেকোনো সময়েই একজন সুন্দরী আর অভিজাত নারীকে দেখতে পাওয়াটাই বেশ চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু উনার সাথে তারই বাড়িতে লাঞ্চ করাটা তো বিরাট পাওনা। আর এখানকার আলো যেন তোমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।"

সারাহ্ অ্যালারসবি কখনোই এটা বলবে না। কিন্তু একথা সত্যি যে, তার জন্যই হয়েছে। আজকের দিনের জন্য লম্বা টেবিল সরিয়ে গোলাকার টেবিল বসিয়েছে সারাহ্। কেননা আধিপত্য বিস্তারের কোনো সুযোগ দিতে চায় না সে। সান মার্টিনের মতো লোক চান, যেকোনো টেবিলের মাথায় বসতে। কিন্তু এখানেও তাকে এমন করতে দেয়াটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সচেতনভাবেই যেকোনো কিছু নিজের অধিকারে নিতে অভ্যস্ত তিনি। আর নিজের বাসা মার্টিনের সীমানায় পরিণত হোক চায়না সারাহ্। "প্লিজ বসুন।" চেয়ার বের করে দিল সারাহ্। এর পাশের চেয়ারে বসল নিজে। জানে এর মাধ্যমে খুশি হবেন মার্টিন।

পাশাপাশি আরাম করে বসার পর মাথা নাড়তেই এগিয়ে এলো ওয়েটার। দুজনের জন্য গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে দিল। খানিক চুমুক দিয়ে বলল সারাহ্, "এখন যাও, আমি পরে ডাকব।" রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ওয়েটার। মার্টিনের উদ্দেশে বলে উঠল, "আমি একজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি। লাইব্রেরিতে আছে। নাম মি. রাসেল। তাকে ভেতরে আসতে বলব?"

"অলরাইট।" ঘুরে নিজের দেহরক্ষীদের দিকে তাকিয়ে সান মার্টিন নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে তারাও শুনেছে কথাগুলো। দেহরক্ষীদ্বয় কিছুই বলল না। কিন্তু ঘরের ভেতরে চলে গেল। এক মিনিট পরেই রাসেলকে নিয়ে এসে আবার যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল।

সারাহ্ জানাল, "দিস ইজ মি. রাসেল। আর ইনি মি. সান মার্টিন ডিয়েগো। আমাকে আর আমার পরিবারকে মি. রাসেল অনেকবারই সাহায্য করেছে। আনুগত্য তাই প্রশ্নাতীত। আজ এখানে ডাকতামই না, যদি না নিজের জীবন দিয়ে বিশ্বাস করতাম।"

বরফ থেকে ওয়াইনের বোতল তুলে নিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে রাসেলের দিকে তাকালেন সান মার্টিন। সারাহ্ নিজেও কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রাসেলের দিকে। জানে যে সান মার্টিন কী ভাবছেন। এটা কী তার কল্পনা যে রাসেলের চেহারায় এখনো নীল একটা আভা রয়ে গেছে?

নিজের ওয়াইন গ্লাস তুলে নিয়ে সান মার্টিনের দিকে বাড়িয়ে দিল রাসেল ভরে দেয়ার জন্য। দুজন পুরুষের মুখই বেশ সিরিয়াস আর

অনুভূতিশূন্য, তাকিয়ে আছে, পরস্পরের সাথে হাত মেলায়নি। "ধন্যবাদ।" জানাল রাসেল।

"ওয়েল জেন্টলম্যান", শুরু করল সারাহ্। "একসাথে ড্রিংক করতে করতে আমার সমস্যাটা নিয়ে কথা বলা যাক। তারপর খাবার সার্ভ করতে বলব।"

"অসাধারণ বলেছ।" মন্তব্য করলেন সান মার্টিন। "ঠিক আছে, সোজা বিষয়ে ফেরা যাক।"

"কয়েক সপ্তাহ্ আগে থেকে এক আমেরিকান দম্পতি স্যাম আর রেমি ফারগো আমার ওপরে গোয়েন্দাগিরি শুরু করে। প্রথমে এসতানশিয়া গুয়েররোর চারপাশে ঘুরে বেড়িয়ে এরপর খোদ এসতানশিয়াতেই ঢুকে পড়ে। এদের দুজনকেই আপনার সিকিউরিটির লোকেরা দেখেছিল পবিত্র কুয়ার ধ্বংসাবশেষের কাছে। আমার বিশ্বাস, আপনার প্রায় ডজনখানেক কর্মীকে হত্যা কিংবা আহত করেছিল এই দুজন।"

"ইয়েস।" সায় দিলেন সান মার্টিন। "তাদের ভ্রমণের জন্য বেশ মূল্য চুকাতে হয়েছে আমাকে।"

"তারা দুজন এমনকি এসতানশিয়াতে ঢুকে আপনার মারিজুয়ানা শস্য আর কোকা গাছগুলোও দেখে এসেছে। এই বাসায় এসে আমার কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগও করে গেছে।"

"ইন্টারেস্টিং।"

"আরো কিছু ব্যাপার নিয়ে আমাকে ঝামেলায় ফেলে অ্যারেস্ট করিয়েছে। আমি নাকি তাদের কাছ থেকে মায়া কোডেক্স চুরি করেছি আর মি. রাসেলকে দিয়ে তাদের খুন করতে চেয়েছি। সমস্ত চার্জ বাতিল করেছি; কিন্তু পাবলিক কোর্টে হাজির হবার মতো অপমানও হজম করতে হয়েছে।"

নিজের ওয়াইনে চুমুক দিলেন সান মার্টিন। "এসব আসলেই অস্বস্তিকর।"

"হ্যাঁ। এখন আমার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এ দুজন। আর এভাবে তো আমি চলতে দিতে পারি না। কিন্তু তার চেয়েও বড় হুমকি আপনার জন্য। এসতানশিয়াতে আপনার কার্যক্রম সম্পর্কে ইতোমধ্যে জেনে গেছে। জানি যে আপনি মনে করেন, মানুষ যেন তার সমস্যা আপনার কাছে না এনে নিজেরাই সমাধান করে ফেলে। কিন্তু এই সমস্যাতে আসলে আমরা দুজনই জড়িয়ে গেছি।"

হেসে ফেললেন সান মার্টিন। "আমার সম্পর্কে বেশ ভালোই ধারণা করেছ তুমি। তোমার ইন্দ্রিয় বেশ প্রখর। হয়তো তোমাকে আসলেই একজন নিখুঁত নারী বলা যায়।"

হেসে ফেলল সারাহ্ও। "অবশ্যই আমি তা-ই। একজন নারী হিসেবেই আমি সবকিছু করি।"

"অলরাইট। এখন বলো তোমাকে সাহায্য করার জন্য কী করতে পারি? তারপরই লাঞ্চ করব। শেষ হতে হতে তোমাকে আমার উত্তর জানাব, প্রমিজ করলাম।"

"মি. রাসেল? ব্যাখ্যা করতে বলবে তুমি কী সাহায্য করবে?"

মহিলার ধূর্ততায় প্রশংসা না করে পারল না রাসেল। এই মেয়ে ভালো করেই জানে না অপরাধ জগৎ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা দেখে সন্তুষ্ট হবেন সান মার্টিন। নারীসুলভ কমনীয়তা বজায় রাখতেও সহজ হবে।" রাসেল এও জানে যে, তার সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই মার্টিনের, তাই যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে সারতে হবে। "মিস অ্যালারসবির কাছে কয়েকটা মায়া সাইটের লিস্ট আছে, যেসব জায়গায় তিনি যেতে চান। এরকমই এক জায়গায় পাঁচজন লোক পাঠিয়ে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার মতো পরিষ্কার করিয়েছিলাম। মিস অ্যালারসবি সাথে ক'জন সাংবাদিক নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যেন প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখানো যায়। সশস্ত্র প্রহরীও ছিল। কিন্তু মিস অ্যালারসবি যাবার আগেই তারা উধাও হয়ে যায়। আর এখন আমরা জানি যে মিস অ্যালাসবির আগেই সে জায়গা ভ্রমণ করে এসেছে ফারগোরা।"

"ধন্যবাদ।" সব শুনে মন্তব্য করলেন সান মার্টিন। এরপর তাকালেন সারাহ্র দিকে। "চলো এখন তোমার এই সুন্দর টেবিলটার সদ্ব্যবহার করে খাবারগুলোর স্বাদ নেয়া যাক। দেখি তুমি কেমন প্ল্যান করেছ।"

নিজের পাশের ছোট্ট রুপালি বেল বাজাল সারাহ্। সার্ভ করা হলো লাঞ্চ। ক্যাপার সস আর অ্যাসপারাগাস দিয়ে পৌচ করা স্যামন এলো। এর সাথে গ্লাস ভরে উঠল ১৯৯৮ ভেভ ক্লিকট লা গ্রান্তে দেশ ওয়াইন দিয়ে। সালাদ সার্ভ করার আগে রুচি বাড়াতে এলো শরবত, ফরাসি ফায়দা মতো এন্ট্রির পরে ছোট মজার পেস্ট্রি সাথে স্ট্রং এসপ্রেসো।

কফি শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন সিনর মার্টিন। পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে খানিকটা হাত নাড়তেই ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়া দরজার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই। যেখান দিয়ে যেতে হয় রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরে। এরপর সান মার্টিনের কাপে আরেকটু কফি ঢেলে দিল সারাহ্।

মার্টিন এতটাই ঠাণ্ডা আর অনুভূতিশূন্য চোখে রাসেলের দিকে তাকালেন যে, মনে হলো চোখ দুটোতে কোনো প্রাণ নেই। "তোমার পাঁচজন লোকের কী

হলো তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। জঙ্গল আসলেই ভয়ংকর জায়গা আর বন্দুক থাকলেই যে সব হবে, তা না। যদি ফারগোরাই দায়ী হয় তাহলে পাঁচজন নিশ্চয়ই কোনো জেলে বসে আছে। নিজের কলিং কার্ড রাসেলের হাতে দিলেন মার্টিন। "এটা রাখুন, মি. রাসেল। কাল সন্ধ্যায় আমার সাথে দেখা করবেন। পেশাদারদের একটা দল দিয়ে দেব, যাদের ঝামেলায় ফেলতে পারবে না আমেরিকান ট্যুরিস্টরা।"

আলটা ভেরাপেজ, গুয়েতেমালা

জিপ গাড়িতে নিজেদের ব্যাকপ্যাকগুলো তুলে নিল স্যাম আর রেমি। এবারের এই ভাড়া গাড়িটা মোটামুটি নতুন। মাত্র কয়েক বছরের পুরনো। সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা রাস্তায় জিপ চালিয়ে সান্তা মারিয়া ডি লস মন্তানাসের দিকে চলল দুজন। এই শহরেই মারিজুয়ানা ট্রাক থেকে নামার পর ফাদার আর ডাক্তারের সাহায্য পেয়েছিল ফারগো দম্পতি। চলতে চলতে রেমি জানতে চাইল, "তোমার কী মনে হয়? মহিলার কোনো প্রতিক্রিয়া হবে?"

"সারাহ্ অ্যালারসবি?" কটাক্ষ করল স্যাম। "কোনো ভুল নেই। এরই মাঝে কোডেক্সে উল্লেখ থাকা ছয়টা বড় বড় অনাবিস্কৃত সাইট ঘুরে আমরা রেজিস্টার্ড করে ফেলেছি। মহিলা তো জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবার কথা। এখন তো আর নিজেকে আবিষ্কারক হিসেবে দাবি করতে পারবে না সে।" মিনিট একের মতো গাড়ি চালিয়ে স্যাম আবার বলে উঠল, "বেলিজের পুলিশ তো বলছে যে টিমের হেলিকপ্টারে আক্রমণ করা পাঁচজন এখনো মুখ খোলেনি। কিন্তু আমি একটুও অবাক হব না, যদি ওরা বলে যে সারাহ্‌ই তাদের পাঠিয়েছিল মায়া সাইট পাহারা দেয়ার জন্য।"

"জানি সে রেগে আছে। আসলে আর কিছু না হোক, ইউরোপীয় ম্যাগাজিন গুলোতে নিজের এমন অপমানই তো যথেষ্ট। মানুষ তো ট্যাবলয়েডের ধনী, বখে যাওয়া সেলিব্রিটি মেয়েগুলোকে হিংসা করে। কিন্তু হিংসা আর প্রশংসা তো এক নয়। আরো জটিল সব ব্যাপার আছে। যখনই এ ধরনের নারীরা

অসম্মানিত হয় কিংবা আঘাত পায়, অনেকেই আছে যে খুশি হয়।" বলে উঠল রেমি।

"একটু বেশিই সংবেদনশীল। তার মতো কারো ক্ষেত্রে চারপাশে ভিড় পছন্দ করাটা অবাক কিছু নয়।"

"জানি।" মন্তব্য করল রেমি। "আমি শুধু ভাবছিলাম যে গড়বড় তো ঘটবেই। না চাইলেও প্রতিযোগিতায় লেগে গেছি তার সাথে, আর একটা সুখকর সমাপ্তি হলেই ভালো লাগত। যদিও জানি তা হবে না।"

এবারে স্যাম জানাল, "সবচেয়ে ভালো হয় যদি সে এসব আর্কিওলজিস্ট হবার নাটক বন্ধ করে মেক্সিকান সরকারকে কোডেক্স ফেরত দেয়।"

"সেটা তো বটে। কিন্তু তোমার কী আসলেই মনে হয় সে এমনটা করবে?"

"না, আসলে।"

"তার মানে আমাদের ভাবতে হবে কেমন করে আমরাই কোডেক্সটাকে চুরি করে এনে মেক্সিকান সরকারকে ফিরিয়ে দিতে পারি।"

"আমিও সেটাই ভাবছি।"

"সত্যি? কী ভেবেছ?"

"এখন তো প্রথম পর্যায়েই আটকে আছি—কোথায় রেখেছে কোডেক্সটা?"

বিকেলবেলা, একটামাত্র সম্ভাব্য রাস্তা বেয়ে উঠতে লাগল স্যাম আর রেমি। নিচের উপত্যকা থেকে যে রাস্তাটা ওপর দিকে উঠে গেছে সান্তা মারিয়ার দিকে। চুলের কাটার মতো বাঁকের কাছে এসে সামনে পেছনে দুলতে লাগল জিপ। কোনো গার্ড রেইল নেই রাস্তায়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মাথার দিকে চলে গেছে সোজা রাস্তা। সামনের ঘন ঘাসগুলোর জন্য রাস্তা দেখা কষ্টকর হয়ে পড়ে ড্রাইভারদের জন্য।

ওপরে ওঠার আগে রাস্তার শেষ অংশে আসার পর একটা জায়গা দেখিয়ে রেমি বলে উঠল, "আমার মনে হয় এই জায়গাতেই মারিজুয়ানা ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমেছিলে তুমি। দিনের আলোয় আরেকবার করবে নাকি? তাহলে স্ক্র্যাপবুকের জন্য একটা ছবি তুলতাম।" ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ভরা জায়গাটাতে আর কিছু নেই।

"ভালোই বলেছ। কিন্তু স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে না।"

"জানতাম, এমনটাই বলবে।" জানাল রেমি। "গির্জায় থেমে ফাদার গোমেজের সাথে দেখা করবে?"

"হুম। করতে হবে। ওনাকে কথা দিয়েছিলাম, সারাহ্ অ্যালারসবির সাথে মিটিং কেমন হলো জানাব।"

পাহাড়ের ওপর পৌঁছে পুরাতন গির্জার পাশে বিশাল চত্বরে গাড়ি পার্ক করল স্যাম। এরপর হেঁটে এর পেছনে ঘরটার দিকে এগোল। এটাই ফাদারের বাসা আর অফিস দুটোই।

নক করার সাথে সাথে দরজায় দেখা দিলেন ফাদার। হেসে বললেন, "সিনর আর সিনোরা ফারগো। আপনাদের আবার দেখে সত্যি বেশ ভালো লাগছে।"

"ধন্যবাদ ফাদার। আমাদের আসতেই হতো আপনার সাথে কথা বলার জন্য।" জানাল স্যাম।

"আপনাদের সিরিয়াস অভিব্যক্তি দেখে বেশ বুঝতে পারছি যে কোনো আনন্দবার্তা নিশ্চয়ই নয়। আসুন বসি। কিন্তু সময় হবে তো আমার সাথে চা খাবার জন্য?" আমন্ত্রণ দিলেন ফাদার।

"অবশ্যই। আনন্দচিত্তে।" খুশি হয়ে বলে উঠল রেমি।

"আসুন, প্লিজ ভেতরে আসুন।" গাঢ় রঙের কাঠের আসবাবে ভরা সাদামাটা অফিসে ফারগো দম্পতিকে নিয়ে ঢুকলেন ফাদার। একটা খোলা ল্যাপটপ যদি না থাকত তাহলে ষোড়শ শতক বলে নির্দ্বিধায় চালিয়ে দেয়া যেত। এরপর পথ দেখিয়ে পুরাতন আমলের একটা ডাইনিংরুমে স্যাম আর রেমিকে নিয়ে গেলেন ফাদার। এখানেই একই গাঢ় রঙের ভারী কাঠের টেবিল। বাদামিরঙা মায়া আকৃতির একজন বয়স্ক মহিলা এলেন রুমে। ধূসর চুলগুলো টাইট করে খোঁপা বাঁধা।

ফাদার জানালেন, "সিনোরা ভেলাসকোয়েজ, উনারা সিনর আর সিনেরো ফারগো। আমাদের সাথে চা খাবেন।"

সাধারণ সাদা প্লেট-বাটি-কাপ নিয়ে এলেন সিনোরা ভেলাসকোয়েজ, টেবিলে সাজিয়ে রাখল ফারগো দম্পতি আর ফাদার। চা আর কুকিজ এনে দিয়ে আবারো রান্নাঘরে ফিরে গেলেন ভেলাসকোয়েজ।

"উনি আমাদের সাথে বসবেন না?" জানতে চাইল রেমি।

"এটা আসলে উনার প্রথা নয়।" উত্তরে জানালেন ফাদার। "ছোট্ট শহরের এই গির্জায় লোকে যখন ফাদারের সাথে দেখা করে, একান্তেই আলাপ করতে চায়। সিনোরা ফারগো, আপনি আমাদের চা ঢেলে দেবেন, প্লিজ?"

"অবশ্যই, সানন্দে।" চায়ের কাপে চা ঢেলে পিরিচে করে এগিয়ে দিল রেমি।

"এখন, আমাকে বলবেন মিস অ্যালারসবির সাথে আপনাদের সাক্ষাৎ কেমন হলো?" জানতে চাইলেন ফাদার।

পুরো কাহিনি ফাদারকে শোনাল স্যাম আর রেমি। শুরু করল তাদের বাসায় মায়া কোডেক্স কেনার প্রস্তাব নিয়ে সারাহ্‌র আসা থেকে, শেষ করল

আগুনে পোড়া জায়গায় হেলিকপ্টার আক্রমণের মাধ্যমে। সারাহ্ অ্যালারসবি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। মায়া কোডেক্সের মানচিত্র ব্যবহার করে এসব পুরনো ধ্বংসাবশেষ আর প্রাচীন শহর আবিষ্কার করার কৃতিত্ব নিয়ে নিজের নামডাক বাড়ানোই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু ফাদার লাস ক্যাসাসের বই থেকে একই তথ্য নিয়ে সাইটগুলোতে প্রথমেই যাই আমরা। তাই সারাহ্ পৌঁছানোর আগেই আমাদের ছবি আর জিপিএস ডাটা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে নথিবদ্ধ করে ফেলেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সান ডিয়েগোর একজন অধ্যাপক।"

বেশ ক্ষিপ্ত মনে হলো ফাদার গোমেজকে, "উনি এতটা স্বার্থপর আর বখে যাওয়া শুনতে খারাপই লাগছে। আপনাদের কী মনে হয়? কর্তৃপক্ষ উনাকে থামাতে পারবে, যেন উনার জমিতে মাদক চাষ বন্ধ করা হয়?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল স্যাম। "গুয়েতেমালা শহরের দায়িত্বশীল লোকেরা আমাকে জানিয়েছে যে সময়মতো সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঠের পাশে মায়া ধ্বংসাবশেষের কথা এখন সবাই জানে। আর জাতীয় পুলিশেরও নজর পড়েছে। কিন্তু উন্নতির গতি অসম্ভব ধীর আর মিস অ্যালারসবির এমন শক্তিশালী কয়েকজন বন্ধু আছেন, যারা একে আরো ধীর গতির করে দেবেন।"

"ভালো লাগছে যে আপনারা এত দূর কষ্ট করে এসেছেন আমাকে এসব জানানোর জন্য।" জানালেন ফাদার।

দুই হাত একসাথে করে স্যাম বলে উঠল, "না, প্লিজ। আমরা শুধু এই কারণে এখানে আসিনি।"

রেমি জানাল, "আমরা যেমনটা জানিয়েছি যে খুব দ্রুত মায়া সাইটগুলো ঘুরে ছবি তুলতে হচ্ছে। সে কারণেই এখানে এসেছি।"

"এখানে?" স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ফাদার। "সান্তা মারিয়া ডি লাস মন্তানাতে?"

"শহরে নয়।" আশ্বস্ত করল স্যাম। "আমাদের ধারণা, শহরেরও ওপরে। মালভূমির ওপরে। মানচিত্র অনুযায়ী কোনো একটা টাওয়ার কিংবা দুর্গের আকৃতির হবে এটা।'

"বেশ মজা তো।" মুখে বললেও অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন ফাদার।

"আপনাদের জন্য গাইড ঠিক করে দেব? এসব পাহাড়ে হারিয়ে গেছেন এমনটা ভাবতে চাইছিলাম।"

"না, ধন্যবাদ ফাদার। আমাদের কাছে জিপিএস লোকেশন আর এরিয়াল ফটোগ্রাফ আছে।" জানাল রেমি। "এসব জায়গা খুঁজে বের করতে বলা যায় ওস্তাদ হয়ে গেছি। ভালো হয়, যদি এটুকু জানান যে, গাড়িটাকে নিরাপদে কোথায় রাখা যায়?"

"হ্যাঁ, কেন নয়।" তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন ফাদার। "এখানে পেপে রুবিওর গ্যারেজ আছে। এ শহরের মেকানিক হওয়ায় প্রায়ই সারা রাতের জন্য গাড়ি রেখে দেয়।"

"সাউন্ডস পারফেক্ট। এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতেই পারে না।" বলে উঠল স্যাম। "একই সাথে তেলও বদলে দিতে পারবেন আমাদের।"

রেমি উঠে দাঁড়িয়ে ডাইনিং টেবিল থেকে প্লেট সরিয়ে নিতে লাগল। ফাদারের সাথে কথা বলতে লাগল স্যাম। রেমি রান্নাঘরে ঢুকতেই সিনোরা ভেলাসকোয়েজাকে এমনভাবে সরে যেতে দেখল, যেন আড়ি পেতে কিছু শুনছিলেন মহিলা। কিন্তু হেসে তার হাতে প্লেট তুলে দিল রেমি। হাসি ফেরত দিলেন না ভেলাসকোয়েজ।

ফাদারের ঘর থেকে বের হয়ে স্যামকে রেমি জানাল, সিনোরা ভেলাসকোয়েজের কথা, "আমি নিশ্চিত সব শুনেছে।"

"কোনো ক্ষতি তো নেই তাতে। উনি এসে বসলে বরং ভালোই হতো।"

"জানি। কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আশপাশের অনেকেই বিস্মিত হয়ে যাবে যে কেমন করে তাদের গোপন কথাগুলো বের হয়ে পড়ছে।"

একটু পরেই পেয়ে গেল পেপে রুবিওর গ্যারেজ। বুঝতে পারল জায়গাটা আসলেই ভালো হয়েছে। পুরো ব্লকজুড়ে, এমনকি ঘরের সামনেও গাড়ি পার্ক করে রাখা। এক জোড়া টায়ার সেট করতে দেখা গেল পেপেকে। নিজেদের গাড়ি সার্ভিস করাতে আর এটির নিরাপত্তা দেয়ার জন্য পেপেকে হায়ার করল স্যাম।

কাছাকাছি থাকা পেরেজ পরিবারের কথা জানাল পেপে, যেখানে রাতে থাকার মতো গেস্টহাউস পাবে স্যাম আর রেমি। প্রথমবার এসে ডা. হুর্য়েতা আর ফাদার গোমেজের সাথে যেখানে ব্রেকফাস্ট করেছিল সেই ছোট্ট রেস্টুরেন্টে ডিনার সেরে নিল দুজন।

পরের দিন সকালবেলা, সূর্য উঠতেই হেঁটে মায়া কোডেক্সের মানচিত্রে দেখা কাঠামোর উদ্দেশে রওনা হলো স্যাম আর রেমি। বেশ মনোরম একটা দিন। দুজন মিলে পার হয়ে এলো ক্ষেতের পর ক্ষেত। পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে ভুট্টা আর সিম বোনার জন্য। এরপর ঢুকল জঙ্গলে। খানিক খোঁজাখুঁজির পর একটা পথ পেল। যেটা শহর ফেলে মালভূমির পাশ দিয়ে তাদের ওপরে নিয়ে যাবে।

পথ ধরে একশ ফুট ওঠার পর থেমে গেল রেমি। বলে উঠল, "এদিকে দেখ।" এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে, যেখান থেকে পথটা ওপর দিকে উঠে বাম দিকে বেঁকে গেছে। খাড়া অংশটুকু দিয়ে দেখা যাচ্ছে পাথরের স্ল্যাব দিগন্তজুড়ে ফেলে রাখা হয়েছে বিশাল সব সিঁড়ির মতো করে।

"আমার ধারণা, এর মানে সঠিক ট্রেইলটাই পেয়ে গেছি আমরা।" বলে উঠল স্যাম। সামনের বাঁক ঘুরতে এগিয়ে এলো স্ত্রীর কাছে।

"সেটা তো ঠিক আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা যেখানেই গেছি, দেখেছি পাথরের চারপাশে জঙ্গল। এখানে তো খোলা পড়ে আছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।" মন্তব্য করল রেমি।

দৃঢ় পদক্ষেপে রাস্তা ধরে উঠে চলল দুজন। "এই জায়গাটার কাছাকাছি মনুষ্য বসতি আছে। আগেরগুলোতে যা ছিল না। নতুন রাস্তার খোঁজ করার চেয়ে এটা তো ভালোই হলো।" বলে উঠল স্যাম।

আরো খানিকক্ষণ উঠে চলল দুজন। কিন্তু ঘন কাঁটা গাছ কিংবা ঝোপঝাড় কিছুই দেখা গেল না। প্রশ্নগুলো খচখচ করছে রেমির মনে। আবার তাই শুরু করল। "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কেন এত পরিষ্কার?"

"আমি জানি। হয়তো ওপরে কিছু আছে ভালো একটা ক্ষেত অথবা অন্য কিছু।" উত্তরে জানাল স্যাম।

'এই পথ দিয়ে শস্য নিয়ে হাঁটাচলা করতে অন্তত আমার তো মন চাইত না।' বলে উঠল রেমি।

"তাহলে তোমার কী মনে হয়? কী কারণ আছে?"

"আশা করছি এই শর্টকাট রাস্তা দিয়ে পাশের কোনো গ্রামে যাওয়া যাবে, যেখানে এয়ারকন্ডিশনড স্পা আর রেস্টুরেন্ট আছে।"

"ভালোই বলেছ।" হেসে ফেলল স্যাম। "এর চেয়ে ভালো কোনো আইডিয়া না পাওয়া পর্যন্ত তোমারটাই মেনে নিচ্ছি। এভাবেই আমরা বিজ্ঞানীরা ভাবি।"

দশ মিনিটের মাথায় পথটার চূড়ায় পৌঁছে গেল দুজন। মালভূমির সমতল চূড়ায় পৌঁছে তাকাল চারপাশে। বিশাল সব মাটির ঢিবি দেখা যাচ্ছে, হয়তো বিল্ডিং। কিন্তু এ পর্যন্ত যেসব প্রাচীন শহর দেখেছে সেগুলোর আকৃতির নয়, তেমন উঁচু স্থাপনা ধারণা করার মতো বিশালও নয় মালভূমিটা। খুব বেশি হলে তিনশ ফুট হবে পাশাপাশি।

কিন্তু দুজনেরই চোখ গেল ভিন্ন এক জিনিসে। বোলের কিনারার মতো করে মালভূমির চারপাশ ঘিরে নিচু দেয়াল। এর পাশ দিয়ে ঘুরে ছবি তুলল স্যাম আর রেমি। এরপর স্যাম থেমে গেল এমন এক জায়গায়, যেখানে পথটা নিচে নেমে গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে পাথর আর মাটির ছড়াছড়ি।

"এটা তো একটা দেয়ালের মতো, তাই না? ইউরোপে যেরকম পুরনো রোমান দুর্গ দেখা যায়—শত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ছোট ছোট পাথর স্তূপ করে দেয়াল বানানো হতো। যুদ্ধের জন্যই তৈরি হয়েছিল।"

"কিন্তু আমরা অন্য যেগুলোতে গিয়েছি সেরকম নয়।" আবারো সন্দেহ এলো রেমির মনে। "কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে—খালি না।"

আবারো চারপাশ ঘুরতে লাগল দুজন। সমান্তরাল জায়গাটার মাঝখানে ছোট ছোট আরো কিছু মাটি আর পাথরের ঢিবি। সবকটির ওপরে জন্মে আছে ছোট ছোট গাছ, শব্দ বলতে শুধু শোনা যাচ্ছে হালকা বাতাসে পাতাদের নাচন আর পাখির গুঞ্জন। মাঝে মাঝে তো এতটাই নীরব হয়ে যায় যে, স্যাম আর রেমির পায়ের আওয়াজই কানে লাগছে।

রেমি শুরু করল খানিক চুপচাপ থাকার পর। "এই জায়গাতে কখনোই মানুষ থাকবে না। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরের কুয়ার কথা মনে আসছে। চারপাশের দেয়াল দেখেও মনে হচ্ছে শেষবারের মতোই বানানো হয়েছিল।"

"বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ। এই জায়গা আর কুয়াটা নিশ্চয়ই শহরগুলোর মধ্যকার যুদ্ধের চিহ্ন।"

মাত্র তিন ফুট গভীর আর একজন মানুষ দাঁড়ানোর মতো চওড়া একটা ট্রেঞ্চ খুঁজে পেল স্যাম আর রেমি। মালভূমির কিনারের দেয়াল থেকে একশ ফুট দূরে একটা ঢিবির দিকে সরাসরি চলে গেছে। "ওহ্ ওহ্" মন্তব্য করল রেমি।

"তুমি জানো এটা কী?"

"আমার মনে হয় সমাধি চোরেরা আর গুপ্তধন ডাকাতদের দল আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে যাবার জন্য এমন ট্রেঞ্চ খোঁড়ে।"

নিজের স্যাটেলাইট ফোন তুলে কয়েকটা ছবি সেলমার কাছে পাঠিয়ে দিল স্যাম। ট্রেঞ্চ ধরে হাঁটা শুরু করল দুজন। "যদি ব্যাপারটা তাই হতো, বড় কোনো গর্ত থাকত, যেখানে তারা কিছু একটা খুঁজে পাবার জন্য গর্ত করত।"

মাটির ঢিবির নিচে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ট্রেঞ্চ। এ জায়গায় পৌছে রেমি বলে উঠল, "মনে হচ্ছে এখানেই শেষ নয়। ঢিবির পাশে জড়ো করে রাখা পাথরগুলো একটু আলাদা। আমার ধারণা, কেউ ঢিবির মাঝে গর্ত করেছিল; তারপর কাজ সেরে আবার ভরাট করে দিয়েছে।"

"বেশ ধাঁধার মতো ব্যাপার।" বলে উঠল স্যাম।

"শব্দটা ধাঁধা নয়, রোমাঞ্চকর।" শুধরে দিল রেমি।

"ঠিক আছে, রোমাঞ্চকর।" একমত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পাথর সরাতে শুরু করে দিল স্যাম। ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগল এক পাশে।

"তুমি এটা খুঁড়বে? এ কারণে তো আমরা আসিনি। আমরা তো শুধু খুঁজে বের করে, ছবি তুলে, বর্ণনা নিতে এসেছি। যেন প্রোফেসর ডেভিড কেইন রেজিস্টার করতে পারেন।"

"এখানে কী আছে না জানা পর্যন্ত বর্ণনাই বা কীভাবে করব বলো?" জানাল স্যাম। "যেকোনো কিছুই থাকতে পারে।"

"এটা তো একটা সমাধিও হতে পারে। ট্রেঞ্চ দেখে মনে হচ্ছে আমাদের আগে যেই এসে থাকুক না কেন, একথাই ভেবেছে।"

"অথবা নিচে আক্রমণকারীদের দিকে ছুড়ে মারার জন্য সঠিক আকারের পাথরের স্তূপ কিংবা বড়সড় একটা ভাঙা মাটির পাত্রের স্তূপ। বেশিরভাগ আর্কিওলজিক্যাল সাইটে যেটা কমন দৃশ্য।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে স্যামের পাশে বসে পড়ল রেমি। পাথর তুলে তুলে ফেলতে লাগল একপাশে। একটু পরেই পাওয়া গেল সোজা একটা প্রবেশপথ। "একটা দরজা" উৎসাহিত হয়ে উঠল রেমি। "ভাঙা মাটির টুকরা কিংবা পাথরের স্তূপ কোনো থিওরি-ই সত্যি হলো না।"

"এখনো খারাপ লাগছে?"

"আরো বেশি। দাঁড়াও এখনই ঢুকে তোমাকে দেখাচ্ছি আমার কত সাহস।"

"আমরা এরই মাঝে ভেতরে চলে এসেছি।" উত্তরে জানাল স্যাম।

একটু সরে দাঁড়িয়ে শেষ পাথর কয়টা সরানোর জন্য স্যামকে জায়গা দিল রেমি। স্যাম ঘোষণা করল, "ঠিক আছে, এবার আমরা ঢুকে পড়ছি।" উঠে দাঁড়িয়ে প্যাক থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল।"

চুপচাপ হয়ে গেল চারপাশ। মিনিট খানেক চুপচাপ বসে থাকার পর আর পারল না রেমি। কৌতূহলের জয় হলো। নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটু পরেই বুঝতে পারল বেশ বিশাল আর শূন্য অভ্যন্তর। ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাচতে লাগল পুরনো মায়াদের ম্যুরালে। অসংখ্য ছবি সংবলিত অক্ষর আর এগুলোর মাঝে ডজন ডজন পালকের পাগড়িঅলা আর পরনে চিতা বাঘের চামড়া, এমন সব পুরুষের ছবি। কারো হাতে খাটো বর্শা, গোলাকার শিল্ড, তীক্ষ্ণ ফলা লাগানো মুগুর। সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে।

মেঝের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়তেই চমকে উঠে চিৎকার করে উঠল রেমি। চেম্বারের অন্য পাশে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ। মৃতদেহটা ঠিক যে অবস্থায় পড়ে আছে যেরকম আরেকটা আরেকটা মমি ওরা দুজনে পেয়েছিল মেক্সিকোর তাকানা আগ্নেয়গিরিতে। হাড়সর্বস্ব মৃতদেহের চামড়া বাদামি। দ্বিতীয় আরেকটা দরজার কাছে পড়ে আছে, কয়েক প্রস্থ কাপড়, রংচটা বেল্ট আর বুট জুতাও আছে শরীরে। পাশে পড়ে আছে চওড়া কানাঅলা টুপি।

দ্বিতীয় দরজায় উদয় হলো স্যাম। "সরি, তোমাকে সাবধান করা উচিত ছিল।"

"সব দিনই আসলে হ্যালোউইন ডে।" বলে উঠল রেমি। মৃতদেহের পাশে বসে পড়ে দেখতে লাগল কাছ থেকে। 'কী হয়েছিল লোকটার তোমার কী মনে হয়? চিতা? কাপড়-চোপড় ছেঁড়া আর ক্ষতও বেশ বড়।"

"রিভলবারের দিকে তাকাও।" ডান হাতে ধরা পুরনো আমলের লম্বা ব্যারেলের রিভলবার দেখল রেমি। নিচু হয়ে সিলিন্ডারের দিকে তাকিয়ে ঘোরাতে লাগল। "ছয়টা গুলি করেছে।"

"ঠিক। আর কোনো জাগুয়ারের হাড়ও তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"অস্ত্রটাকে চিনতে পেরেছ তুমি?"

"দেখে মনে হচ্ছে কোল্ট সিংগল অ্যাকশন আর্মি, তার মানে তারিখ হলো—একই সাথে মানুষটার ১৮৭৩ কিংবা তার পরের।"

রেমি জানাল, "বাম পাশ থেকে থেঁতলে ফেলা হয়েছে মাথার খুলি।"

"দিনের আলোয় বের হয়ে এই বর্ণনাই করব আমি।"

"তার মানে, লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে।" স্যামের সাথে ঢুকল ভেতরের চেম্বারে। ভেতরে পাথর কেটে তৈরি নিচু একটা শব বহনের খাট। এর ওপর শুয়ে আছে স্বর্ণের দেহবর্ম পরিহিত কঙ্কাল, মাথায় জেড পাথর লাগানো স্বর্ণ আর কানে জেড পাথরের দুল। বাঁকানো ছুরি, মুগুর আর অসংখ্য জেড পাথর আর স্বর্ণের তৈরি জিনিস ছড়িয়ে আছে পাশে।

"সমাধিটা একেবারে অক্ষত।" অস্ফুট স্বরে বলে উঠল রেমি। "কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? বাইরের লোকটাকে যে-ই মারুক না কেন, তার তো জানার কথা যে ভেতরে স্বর্ণ আছে।" হঠাৎ করে স্যাম আর রেমির কানে এলো মানুষের শব্দ। দরজার কাছে গেল দুজনই। বাইরের চেম্বারে জড়ো হয়েছে কাছের শহরের আধ ডজন লোক—সিনোরা ভেলাসকোয়েজ, পেপে, সিনোর আলভারেজ, তার ছেলে, আরো দুজন, যাদের চেনে না ফারগো দম্পতি। তিনজনের হাতে অস্ত্র, অন্যদের হাতে ছুরি। সবাইকেই দেখাচ্ছে অত্যন্ত ভয়ংকর।

স্যাম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যালো লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান।"

সিনেরা ভেলাসকোয়েজ উত্তরে জানালেন, "ধীরে আর খুব সাবধানে বের হয়ে আসুন ওখান থেকে।"

"আমরা কোনো ক্ষতি করিনি।" এবারে বলে উঠল রেমি। "আমরা শুধু দেখছিলাম—"

"একদম চুপ, নয়তো মৃতদেহের মতোই হয়ে যাবেন।"

সশস্ত্র লোকগুলোর পাশ কাটিয়ে সূর্যের আলোর নিচে চলে এলো স্যাম আর রেমি। চারপাশে ভিড় করে অপেক্ষা করছে সান্তা মারিয়ার আরো জনা

পঞ্চাশেক অধিবাসী। কারো হাতে মশাল, কারো হাতে কুঠার। কয়েক জোড়া বেসবল ব্যাটও দেখা গেল। কয়েকজনের হাতে হান্টিং রাইফেল, শটগান, আর কয়েকটা পিস্তল তো সমাধিতে পড়ে থাকা লোকটার মতোই প্রাচীন।

সবাই একসাথে গুঞ্জন শুরু করে দিল। রেমি আর স্যামের দিকে তাক করে আছে রাইফেল আর শটগান। দুজনের হাতে দড়ি। অস্ত্রের চেয়েও বেশি অশুভ মনে হচ্ছে এগুলোকে।

আগে কখনো দেখেনি এমন একজন বেরিয়ে এলো ভিড় ঠেলে রৌদ্রে পোড়া চেহারা আর কৃষকের মতো শিরা ওঠা হাত লোকটার। বাঁকানো ছুরির মতো শক্ত চোখে তাকাল স্যাম আর রেমির দিকে। "কবর খুঁড়তে আমি রাজি। এখান থেকে এ দুজনকে ছুড়ে ফেলে যেখানে পড়বে সেখানেই পুঁতে ফেলব। কে হাত লাগাবে আমার সাথে?"

সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্

"আমি কবর খুঁড়তে সাহায্য করব।" এগিয়ে এলো দ্বিতীয় জন। এরপর আরো কয়েক জোড়া হাত নড়ে উঠে এসে যোগ দিল এদের সাথে।

মেকানিক পেপে বৃত্তের কাছে গিয়ে বলে উঠল, "মনে রেখো, এদের কষ্ট দেয়ার কোনো কারণ নেই। কেউ একজন হান্টিং রাইফেল দিয়ে মাথায় গুলি করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।"

এবারে গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল স্যাম, "আমরা তো জানতে চাই আমাদের মারবেনই বা কেন?" ফিসিফিস করে রেমিকে বলল, "এই ভাষায় কথা বলে আমাকে সাহায্য করো।"

রেমি উত্তরে চিৎকার করে জানাল, "আমরা এর আগেও আপনাদের শহরে এসেছিলাম। দুইবারই জানিয়েছি কেন এসেছি। গতকাল ফাদার গোমেজকে জানিয়েছি আমাদের উদ্দেশ্য। অসৎ কোনো কাজে এখানে আসিনি আমরা।"

সিনোর আলভারেজ, রেস্টুরেন্টের মালিক বলে উঠলেন, "আমি দুঃখিত; কিন্তু আপনাদের মরতেই হবে। এখানে কেউ আপনাদের ঘৃণা করে না। কিন্তু এই জায়গাটা পেয়ে গেছেন। আমাদের কাছে যা অসম্ভব পবিত্র। আমরা তো ধনী নই। কিন্তু আমাদের অতীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রায় দুই হাজার বছর আগের এই কমপ্লেক্সের অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল আমাদের শহর। এই জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল বিশ মাইল দূরের পূর্বদিকের গ্রামের লোক, যখন তারা যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। আলটা ভেরাপেজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান এটি।

রাজা আর কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকই এসেছিলেন এখানে, ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছেন। এরপর শত শত বছর পরে যুদ্ধ আবারো এলো। তারপর আবার। প্রতিবারই, যখন কোনো রাজা পরাজিত হয়েছেন, সমর্থকদের নিয়ে এসে এখানে উঠেছেন। ওপরে আছে পাঁচজন মহান রাজার দেহাবশেষ। প্রথমবার স্প্যানিশ সৈন্যরা যখন এলো, শেষবারের মতো প্রস্তুতি নিয়েছিলেন রাজা। কিন্তু স্প্যানিশদের বারবার পরাজিত করার কারণে এখানে আসার আর প্রয়োজন পড়েনি। এর পরিবর্তে যাজকদের সাথে সমঝোতা করা হলো। পাহাড়ের ওপরের ওয়াচ টাওয়ার ভেঙে ফেলা হলো। বানানো হলো গির্জা। শহরের কেউ কখনোই এই গোপনীয়তা নষ্ট করেনি। এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।”

সব শুনে স্যাম বলে উঠল, “এই জায়গা তো আসলে সবসময় গোপন থাকতে পারবে না। মেক্সিকোর এক আগ্নেয়গিরিতে পাওয়া মায়া কোডেক্সের মানচিত্রে এ জায়গা দেখেছি আমরা। স্যাটেলাইট ছবি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও জানানো হয়েছে।”

“কিন্তু আপনারা এসে আমাদের পূর্বপুরুষদের খুঁড়ে তুলবেন, তাদের জিনিস নিয়ে যাবেন, এটা তো হতে দিতে পারি না।” জানাল সিনোর ভেলাসকোয়েজ। “আপনারা ঠিক কলম্বাস আর স্প্যানিশদের মতো। আপনাদের ধারণা, কারো সম্পর্কে জানলেই তা আপনার হয়ে গেল।”

আশ্বস্ত করার জন্য রেমি বলে উঠল, “আপনাদের বিশেষ কোনো জায়গা নিয়ে আমাদের গবেষণা করতে না দিলেও ক্ষতি নেই। যদি না-ই চান, তাহলে ফাদার গোমেজের সাথে থাকাকালীন জানাতে পারতেন। আমরা তো ভেবেছি এমন কোনো জায়গা খুঁজছি, যার কথা কেউ আগে জানত না।”

যেন অসম্ভব মজার কোনো কৌতুক শুনছে, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসিতে ফেটে পড়ল গ্রামের লোকজন। কিন্তু রেগে উঠল পুরুষদের একজন। “স্যাটেলাইট ছবিতে সমাধি দেখেই ভেবেছেন এতে খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে? কখনো আপনাদের মনে হয়নি যে, যেখানে সবসময় থেকে আছি সে জায়গা সম্পর্কে সবকিছুই আমরা জানি। আমাদের পূর্বপুরুষরাই বানিয়েছে এ সমাধি। সেই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে থাকা অবস্থা থেকেই এখানে আসি। আপনার কী মনে হয়, এসব ঢিবি দেখিনি? পূর্বপুরুষদের সমাধি খুঁড়ে গুপ্তধন বিক্রি না করাতে আমরা অজ্ঞ হয়ে গেলাম?” হঠাৎ করে স্যাম আর রেমির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজনের কাছ থেকে রাইফেল নিয়ে নিল লোকটা। এক রাউন্ড লোড করার জন্য ঘোরাতে লাগল বোল্ট।

"থামুন!" শোনা গেল শক্তিশালী কিন্তু কাঁপা কাঁপা একটা কণ্ঠস্বর। সকলেই মুখ ঘোরাল কে এসেছে দেখতে। মালভূমির কিনারে দেখা গেল ফাদার গোমেজের চেহারা। শেষ ধাপে পা রেখে ওপরে উঠে এলেন ফাদার। এতটা লম্বা আর খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হাঁফাতে হাঁফাতে কাঁপছেন ফাদার। হাত তুলে বলে উঠলেন, "থামুন। এরকম করবেন না। আর্তুরো রাইফেল নামিয়ে রাখুন। আপনারা যা করতে চলেছেন তা হত্যা ছাড়া কিছু না। এর কোনো অর্থ নেই।"

ক্রুদ্ধ লোকটা পায়ের দিকে তাকিয়ে রাইফেলের বোল্ট খুলে ফিরিয়ে দিল মালিকের কাছে।

স্বস্তি বোধ করলেন ফাদার। কিন্তু অভিব্যক্তিই বলে দিল যে তিনি ভালোই বুঝতে পেরেছেন যে এখনো সব শেষ হয়নি।

মেকানিক পেপে বলে উঠল, "আপনি তো এই শহরের নন, ফাদার। আমাদের একজনও নন। আপনি জানেন না।"

দেখে মনে হচ্ছে সিনোরা ভেলাসকোয়েজের আত্মীয়, এমন একজন বলে উঠল, "সেই রাজাদের আমল থেকে এ জায়গা ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের। দেয়ালের কাছে মারা গেছেন সাহসী আর যোদ্ধা নারী-পুরুষের দল, আর একেকটা ঢিবির নিচে শুয়ে আছেন মহান সব নেতা। কাউকেই এই স্থানের অমর্যাদা কিংবা মাটির নিচে থাকা জিনিস নিতে দেয়া হবে না। দ্বিতীয় রাজা, নিজের লোকদের নিয়ে এখানে এলেও প্রথম মানুষগুলোর দেহাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল, এ প্রথাই চলে এসেছে এরপর থেকে।"

একটু বিরতি দিয়ে স্যাম আর রেমি যে ঢিবি উন্মুক্ত করে ফেলেছিল তা দেখাল লোকটা। "আগে শুধু একবারই এক আগন্তুক এতটা পথ এসেছিল। এখনো এখানেই শুয়ে আছে। যদিও এটা প্রায় শত বছর আগেকার ঘটনা, আর এখানে জীবিত কেউ তাকে এর আগে দেখেওনি, মারা গেছে লোকটা। গোপন সব কিছু আবারো সুরক্ষিত হয়ে গেল।"

"না! না! না!" চিৎকার করে উঠলেন ফাদার গোমেজ। "আমি হয়তো সান্তা মারিয়াতে জন্মগ্রহণ করিনি, কিন্তু অন্য অনেকের চেয়ে বেশি দিন ধরেই আছি এখানে আর আপনার কী ধারণা, যারা এ হত্যা করেছিল তারা নরকের শাস্তি ভোগ করেনি?"

কয়েকজন তাকাল মাটির দিকে, অন্যরা বুকে ক্রসের চিহ্ন আঁকল। কয়েকজন থুথু ফেলল।

পেপে বলে উঠল, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মাদ্রিদ আর গুয়েতেমালা সিটির লোকদের দয়ার ওপর বেঁচে থাকতে হচ্ছে আমাদের। পেপারসমূহে

সাইন করে অন্যদের সুযোগ দিচ্ছি আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে, আমাদের সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে, যেসব মানুষ হয়তো কখনো আমাদের দেখেওনি। এটাও তো সেরকমই বসে থাকা প্রভুর হাত থেকে নিরাপদে রাখতে চাইছি পূর্বপুরুষদের মৃতদেহ।"

কথা বলার জন্য নিঃশ্বাস ফেলে প্রস্তুত হলেন ফাদার, কিন্তু স্যাম বলে উঠল, "দাঁড়ান ফাদার।" এরপর শহরের লোকদের বৃত্তটার দিকে ঘুরে বলে উঠল, "আমার কিংবা আমার স্ত্রীর কারোরই এখান থেকে কিছু নিয়ে যাবার কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যাদের সাথে আমরা কাজ করছি, উনারা মায়াদের সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব জানতে চান। আর কিছু না। এ কারণেই এখানে এসেছি আমরা। কিন্তু এই জায়গার মানচিত্র আরো অনেকের কাছেই আছে। এমনই একজন সারাহ্ অ্যালারসবি। এসতানশিয়া গুয়েররোর মালিক। আপনারা যদি আমাদের মেরেও ফেলেন, নিজের লোকজন নিয়ে এ জায়গা খুঁজে বের করবেন সারাহ্! খুঁড়ে বের করবেন যা আছে সব, রেখে যাবেন এই দশা।' খোলা ট্রেঞ্চের দিকে ইশারা দিয়ে দেখাল স্যাম।

কী করবে বুঝতে পারছেন না ভিড়ের জনতা। বিড়বিড় করে নিজেদের মাঝে আলোচনা শুরু করে দিল। অনেকে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। চারপাশে শুরু হয়ে গেল তর্ক-বিতর্ক।

এসময় মালভূমিতে শোনা গেল নতুন এক কণ্ঠ। "ঠিক কথাই বলছেন সিনর ফারগো। তার কথা মেনে নিল।"

ট্রেইলের মাথা থেকে ঢিবির কাছে এগিয়ে আসছেন ডা. হুর্য়েতা। সবাই মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ডাক্তারের দিকে।

"আপনি এখানে কী করছেন?" জানতে চাইল দোকানদার সিনর লোপেজ।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার। "লোকদেরকে এদিকে আসতে দেখে কয়েকজন বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেছি। আর এত বছর পর এটুকু নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, একদল লোক ধারালো অস্ত্র নিয়ে বের হলে ডাক্তারের কাজের কমতি থাকে না সেখানে।"

"এই লোকগুলো কী হয়—আপনার বন্ধু?" আবারো জানতে চাইল সিনর লোপেজ।

"দ্বিতীয়বারের মতো এবার দেখা হলো উনাদের সাথে', উত্তরে জানালেন ডা. হুর্য়েতা। "কিন্তু যত দেখছি উনাদের, ততই ভালো লাগছে। এখনই দেখাচ্ছি কেন?"

স্যাম আর রেমির কাছে এগিয়ে এসে স্যামের শার্ট তুলে ধরলেন ডাক্তার। লুকানো জায়গা থেকে সেমির অটোমেটিক পিস্তল বের করে সবাইকে দেখালেন।

আবারো গুঞ্জন তুলল ভিড়ের লোকেরা। ম্যাগাজিন খুলে দেখে নিয়ে, ভেতরে ঢুকিয়ে আবারো রেখে দিলেন স্যামের শার্টের নিচে। রেমির শার্টও হালকাভাবে তুলে সবাইকে দেখালেন তার অস্ত্র। "একজন ডাক্তার হিসেবে এত বছর পার করার পর ভালোভাবেই জানি যে, এটা মানব শরীরের অংশ নয়।" শহরের লোকদের উদ্দেশ্যে বলে চললেন, "আপনাদের কেউ কেউ তাদের খুন করার জন্য আগ্রহী হয়ে আছেন। কিন্তু উনারা যদি চাইতেন এতক্ষণে আপনারা বেশিরভাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন। উনাদের তেমন কোনো ইচ্ছাই নেই। বন্ধুত্বের হাত বাড়াতেই এখানে এসেছেন দুজনে আর আপনাদের হুমকির কারণে এটা নষ্ট করবেন না।"

স্যাম আর রেমির কাঁধে হাত রেখে ডাক্তার ট্রেইল বেয়ে শহরের উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

"থামুন।" থেমে গিয়ে আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন তিনজনে। আবারো কথা বলে উঠল সিনর লোপেজ। উনাদেরকেও মুক্তি দেয়া হবে; কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একটু সময় দরকার।"

শহরের লোকজন সকলে মিলে চিৎকার করে সম্মতি জানাল। কেউ কেউ স্বস্তি পেল এই ভেবে যে, এত বড় একটা সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে না। ডা. হুর্য়েতা আর স্যাম। রেমিকে মাঝখানে রেখে চারপাশ ঘিরে একসাথে সকলে নামতে লাগল ট্রেইল ধরে।

মেইন স্ট্রিটে পৌঁছে রেমি আর স্যামকে নিয়ে আসা হলো একটা পুরাতন দালানে। বাইরের দিকের একটা রুমে দেখা গেল টেবিল-চেয়ার আছে কাঠের দরজাটা বিশাল আর ভারী। দরজার ওপাশে তিনটা রুমের সারি। মোটা লোহার গরাদ আর তালা লাগানো। একটা রুমের ভেতরে স্যাম আর রেমিকে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল লোকজন। কেউ একজন তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে নিল। তারপর সকলে মিলে বাইরে হল্লা করতে লাগল।

মিনিটখানেক পরে ফাদার গোমেজ এলেন ভেতরে। "স্যাম, রেমি। আমি আসলে খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছি ব্যাপারটা নিয়ে। ওদের হয়ে ক্ষমা চাইছি। সহজ-সরল আর ভালো এই লোকগুলো নিশ্চয়ই দ্রুত বুঝতে পারবে সবকিছু।"
"আমিও তাই আশা করছি। কিন্তু আপনি একটু দেখবেন যেন আমাদের ব্যাকপ্যাকগুলো হাওয়া না হয়ে যায়?" জানাল স্যাম। "বাইরের অফিসে ইতোমধ্যে এনে রাখা হয়েছে ওগুলো। যদি আপনাদের কিছু প্রয়োজন হয় সিনোরা ভেলাসকোয়েজ নিয়ে আসবে।'

"ধন্যবাদ।" এবারে জানাল রেমি। "আর আরেকটা কথা", দুই হাত বের করে গরাদের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন ফাদার গোমেজ।

নিজেদের অস্ত্র বের করে ফাদারের হাতে তুলে দিল স্যাম আর রেমি। নিজের কোটের পকেটে রেখে দিলেন ফাদার। যেতে যেতে বলে গেলেন, "ধন্যবাদ। গির্জাতে নিরাপদে রেখে দেব আপনাদের জন্য।"

এর মিনিটখানেক পর বিশাল কাঠের দরজা খুলে ঢুকলেন সিনোরা ভেলাসকোয়েজ। হাতে সফট ড্রিংক আর গ্লাসের ট্রে। গরাদের নিচের ছোট্ট জায়গা দিয়ে ট্রে'টা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

"ধন্যবাদ, সিনোরা।" খুশি হলো রেমি।

"এক ঘন্টা পর ডিনার নিয়ে আসব। আর সারা রাত বাইরেই থাকব। কিছু প্রয়োজন হলে চিৎকার করে জানাবেন।" জানালেন সিনোরা।

"অসুবিধা নেই, আপনাকে থাকতে হবে না।" বলে উঠল স্যাম।

"হ্যাঁ, থাকতে হবে।" নিজের অ্যাপ্রনে হাত ঢুকিয়ে ভালোভাবে তেল মাখানো লম্বা ব্যারেলঅলা পয়েন্ট আটত্রিশ রিভলবার বের করে আনলেন সিনোরা। এটা নির্ঘাত ১৯৩০ সালের। "যদি পালিয়ে যেতে চান তাহলে তো গুলি করার জন্য কাউকে থাকতে হবে।" আবারো অ্যাপ্রনের ভেতরে রিভলবার রেখে ট্রে নিয়ে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মহিলা। সেকেন্ডখানেক পরে বন্ধ হয়ে গেল ভারী দরজাটা।
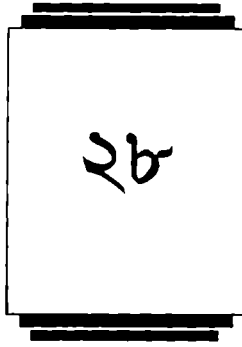
সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্

ভোরবেলা ভেন্টিলেশন শ্যাপট বেয়ে সূর্যের আলো চুইয়ে এলো জেলের ভেতর। বাধা পেল শুধু স্থির ক্যানের ব্লেডের গায়ে লেগে। রাতের বেলা কোনো এক সময় বাঙ্কের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল স্যাম আর রেমি। দিনের বেলায় এগুলো দরজার মতো করে দেয়ালের সাথে ভাঁজ করে রাখা যায় আর রাতের বেলা এক জোড়া চেইন দিয়ে সমান করে রাখা হয়।

স্যাম জেগে উঠে দেখে নিজের বাঙ্কে বসে বসে পা দোলাচ্ছে রেমি। "গুড মর্নিং।" স্ত্রীকে জানাল স্যাম। "এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?"

"বাঙ্কে শুয়ে থাকা অবস্থায় তোমাকে অনেক কিউট লাগছিল জানু। ধুর, ফোন কাছে নেই, নতুবা ছবি তুলে নিতাম। মহিলাদের জেলখানায় সেলমেট অব দ্য মানথ হবার খেতাব পেয়ে যেতে।"

উঠে বসে শার্ট ঠিক করে নিল স্যাম। বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, "ভালোই লাগল শুনে, যাই হোক।"

"ভালোভাবে দেখে তবেই বলছি। আর কিছু তো দেখার নেই এখানে। মনে হয় এই জেল তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না। শেষবার রং করার পরে কোনো গ্রাফিতি কিংবা কান্নার দাগ নেই।"

"কাউকে দেখনি এখনো?"

"না। কিন্তু কয়েকবার সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনেছি। তার মানে পাহারা এখনো বলবৎ আছে।"

খানিক পরেই জোরে নক হবার শব্দ শোনা গেল ভারী দরজায়। হেসে রেমি জানাল, "ভেতরে আসুন।"

ভেতরে এলেন সিনেরা ভেলাসকোয়েজ। ঢেকে রাখা দুটো প্লেটের ট্রে হাতে। আরো আছে অরেঞ্জ জুসের গ্লাস আর আরো কয়েকটা জিনিস।

"আপনাকে দেখে ভালো লাগছে।" জানাল রেমি। "নক করেছেন সুন্দরভাবে।"

"কেউ তো বলেনি যে প্রাইভেসি পাবেন না। শুধু এখন যেতে পারবেন না কোথাও।"

"এখনো না?"

"ফাদার গোমেজ আর ডা. হুর্য়েতা আপনাদের সম্পর্কে কী বলছেন তা শুনছে সকলে। আমার মনে হয় বিকেলে আবার সবাই একসাথে হবে আর তারপর আপনাদের গতি হবে।"

"স্বস্তি পেলাম শুনে। কিন্তু ভালোই হলো যে ব্রেকফার্স্টের আগে ছাড়েনি। সত্যিই এত সুগন্ধি বের হচ্ছে খাবারের।" জানাল স্যাম।

"সত্যিই তাই। আপনি আমাদের জন্য অনেক করছেন।" একমত হলো রেমি।

গরাদের নিচ দিয়ে ট্রে ঠেলে দিলেন সিনোরা। টেনে দিয়ে বাঙ্কে বসে গেল স্যাম। "চেয়ার-টেবিল থাকলে ভালোই হতো। কিন্তু এখানে প্রত্যাশাও করিনি।" বলে উঠলেন ভেলাসকোয়েজ।

"যা করেছেন, ততটুকুর জন্যই ধন্যবাদ।"

সিনোরা দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতেই হুড়কো লাগাবার নির্ভুল শব্দ এলো কানে।

নাশতা করা শেষ হতে না হতেই ছোট্ট শহরের সকালের নিস্তব্ধতা খানখান করে শোনা গেল লম্বা পাহাড় বেয়ে প্রধান রাস্তায় বহুকণ্ঠে উঠে আসা ট্রাকের শব্দ। পরিষ্কার শোনা গেল শেষ শ'খানেক গজ উঠে আসার জন্য ইঞ্জিনের গর্জন, টায়ারের ঘষা খাবার শব্দ। এরপর গির্জার সামনে প্রধান রাস্তায় এসে থেমে গেল ইঞ্জিন। মুহূর্তখানেক পরে একজনের চিৎকার কানে এলো। এরপরই ফুটপাতে লাফিয়ে নামল আরো লোক, দৌড়ানোর শব্দ পাওয়া গেল।

একে অন্যের দিকে তাকাল স্যাম আর রেমি। দেয়ালের অনেক উঁচুতে থাকা ছোট্ট জানালাটার নিচে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল স্যাম। দুই হাতের আঙুল একসাথে করে সিঁড়ি বানাল রেমির জন্য। স্যামের হাতে পা রেখে দাঁড়াল রেমি। ছোট্ট জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তাকাল বাইরে।

বিভিন্ন ধরনের ক্যামোফ্লেজ পোশাক, টি-শার্টস, খাকি আর নীল জিন্স পরিহিত পুরুষেরা ট্রাক থেকে দৌড়ে নেমে প্রধান রাস্তার বিল্ডিংগুলোতে ঢুকছে। "ওরা তো শহরের লোকদের জড়ো করছে।" দেখে জানাল রেমি।

নারী-পুরুষ আর শিশুর দল বাইরে বেরিয়ে এলো। চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে সবাইকে। পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে ক্রমেই বাড়াতে লাগল ভিড়। সশস্ত্র একদল লোক রাস্তার পাশ থেকে ফিরে এলো আরো লোকদের নিয়ে। "পুরো শহরকে জড়ো করছে একসাথে।"

ট্রাকের ক্যাব খুলে গিয়ে নেমে এলো আরো দুজন। "ওই দুজন আবার এসেছে।" ফিসফিস করে উঠল রেমি।

"কোন দুজন?"

"সারাহ্ অ্যালারসবির হয়ে যারা আমাদের মারতে চেয়েছিল। স্পেনে দেখেছি যাদের। তুমি যে নীল কালি মেখে দিয়েছিলে।"

"কেমন দেখাচ্ছে এখন?"

"মনে হচ্ছে রোদে পুড়ে গেছে; কিন্তু তারপরও নীল আভা রয়ে গেছে, মরা মানুষের মতো।"

"ওহ্। তর সইছে না দেখার জন্য।"

বাইরে রাসেল আর রুইজ ট্রাকের ওপর উঠে দাঁড়াল এটাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। মোটা একতাড়া কাগজ বের করে রুইজের হাতে দিয়ে বুলহর্ন নিয়ে কথা বলে উঠল রাসেল, "টেস্টিং।" পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল শব্দটা। রুইজের মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরল বুলহর্ন, স্প্যানিশ লেখা সার্বা পড়তে লাগল রুইজ।

"সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাসের অধিবাসীরা, আপনাদের শহর এমন এক জমির সীমানায় পড়েছে, যা কি-না একটি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। পাঁচ দিনের মধ্যে আপনাদের এখান থেকে সরিয়ে কয়েক মাইল দূরের শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। আর এই সহযোগিতার বিনিময়ে থাকার জায়গা আর কাজের সুযোগ দেয়া হবে আপনাদের।"

ভিড়ের ভেতর থেকে সামনে এগিয়ে এলেন একজন বয়স্ক লোক। পরনে ঢিলেঢালা স্পোর্টস কোট, পুরাতন এক জোড়া স্যান্ডেল ও খাকি প্যান্ট। ট্রাকের কাছে গিয়ে উঁচু স্বরে জানাতে চাইলেন, 'আমি কার্লোস প্যাডিলা। সান্তা মারিয়ার মেয়র।" নিজের লোকদের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, "এই লোকগুলো আমাদের এসতানশিয়া গুয়েররোতে নিয়ে যেতে চায়। তারা প্রস্তাব দিচ্ছে মারিজুয়ানা চাষ করার আর থাকতে হবে গ্যাংস্টারদের রেখে যাওয়া ব্যারাকে।

কাজের জন্য যত দেবে তার চেয়ে বেশি ভাড়া কেটে নেবে। ফলে সবসময় ঋণে জর্জরিত থেকে আর কোথাও যাবার উপায় থাকবে না। আর এই জমিতে গত বিশ শতক ধরেই আছি। এই জমি আমাদের। দাস হবার জন্য এ জায়গা ছেড়ে যেও না।"

রুইজ আবারো বুলহর্ন নিয়ে পড়তে লাগল, "পুনর্বাসন আর চাকরি নেয়ার জন্য রাজি হয়ে একটা পেপার সাইন করতে হবে সকলকে। এরপরে সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্ শহর আর এর আশপাশের জমিতে আর কোনো অধিকার থাকবে না আপনাদের।"

ট্রাক থেকে পেপার হাতে লাফিয়ে নামল রাসেল। এগিয়ে গেল বৃদ্ধ কার্লোস প্যাডিলার কাছে। পকেট থেকে কলম বের করে বাড়িয়ে ধরে বলল, "এই যে। আপনিই প্রথমে সাইন করুন।"

"মেয়রকে জোর করে সাইন করাতে চাইছে।" ফিসফিসিয়ে জানাল রেমি।

উত্তর এলো উচ্চ স্বরে, "সাইন করার চেয়ে বরং মরে যাব আমি।"

ট্রাকের একজন হাত নাড়তেই চারজন দৌড়ে এলো মেয়রের দিকে। দড়ির ফাঁস দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল মেয়রের হাত জোড়া। দড়ির আরেক প্রান্ত রাস্তার পাশের একটা গাছের গায়ে আটকে দিল। ফলে ওপরে উঠে ঝুলে রইল মেয়র।

"না!" ফিসফিস করে উঠল রেমি, "না!"

স্যাম তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, "কী করছে ওরা?"

যে লোকটা হাত নাড়ছিল—পিস্তল বের করে পুরো এক রাউন্ড গুলি করল মেয়রের মাথায়। রেমিসহ ভিড়ের জনতা সবাই চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে।

স্যাম জানতে চাইল, "কীসের গুলির শব্দ হলো?"

"মেয়রকে মেরে ফেলেছে ওরা।"

আবারো বুলহর্ন তুলে নিল রুইজ, "এই জায়গা থেকে কেউ মৃতদেহ সরাতে পারবে না। পাঁচ দিন পরে আমরা আবারো ফিরে আসব। যদি এই মৃতদেহ না থাকে জায়গামতো তাহলে আরো পাঁচটা ঝুলিয়ে দেব একইভাবে। যদি আপনারা সাইন করতে না চান, তাহলে দশজনকে ঝুলিয়ে আবারো জিজ্ঞেস করব।"

"বুঝতে পেরেছ এর মানে?" স্যামকে জিজ্ঞেস করল রেমি।

"বলতে ভয় হচ্ছে যে বুঝেছি।"

কাছের বিল্ডিংয়ের ভেতরে গেল রাসেল, গির্জা। সদর দরজায় রেখে দিল কাগজগুলো। এরপর সবাই ট্রাকে উঠে গেল। গির্জার সামনের জায়গাতে গাড়ি ঘুরিয়ে লম্বা রাস্তা বেয়ে নেমে যেতে লাগল এসতানশিয়ার উদ্দেশে।

শহরের নারীরা সাথে সাথে চিৎকার করে বিলাপ শুরু করে দিল। স্যাম আর রেমির জানালাতেও পৌঁছে গেল সে শব্দ। তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর লাফ দিয়ে নেমে রেমি বলে উঠল, "ওরা চলে গেছে।"

আধাঘণ্টা পরে পায়ের আওয়াজ এলো বাইরের অফিস থেকে। একসাথে ভেতর ঢুকল অসংখ্য লোক—সিনোরা ভেলাসকোয়েজ, ফাদার গোমেজ, ডা. হুর্য়েতা, মেকানিক পেপে, সিনোর আলভারেজ, কবর খুঁড়তে আগ্রহী থাকা দুজন কৃষক। ফাদার বলে উঠলেন, "আপনারা জানেন কী ঘটেছে?"

"হ্যাঁ", উত্তর দিল রেমি।

তালা খুলে দিলেন সিনোরা ভেলাসকোয়েজ। হেঁটে একসাথে সকলে এলো অফিস ঘরে; পড়ে আছে স্যাম আর রেমির ব্যাকপ্যাক। রাস্তার নিচের দিকে নিজের অফিসে গিয়ে হুইল লাগানো স্ট্রেচার নিয়ে এলেন ডাক্তার। রাখলেন মেয়রের ঝুলন্ত দেহের নিচে। তিনি আর স্যাম মিলে দড়ি টান দিয়ে ধরলেন। আরেকজন কৃষক এসে ছুরি দিয়ে কেটে দিল দড়ি। স্ট্রেচারের ওপর পা সোজা করে রেখে মেয়েরকে কম্বল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হলো ডা. হুর্য়েতার চেম্বারে। শহরের লোকদের অনেকেই গেল পিছু পিছু। অন্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

অফিসের ভেতরে রেমি বলে উঠল, "এই ঘটনা সামলানোর জন্য কোনো আঞ্চলিক সরকার আছে?"

"সেনাবাহিনীসহ কেউ নেই।" উত্তর দিলেন ফাদার গোমেজ।

"পুলিশ?"

"আপনি তো দেখলেনই।" জানালেন ডাক্তার হুর্য়েতা। "তারাই ড্রাগ স্মাগল করার দায়ে আপনাদের ধরতে চেয়েছিল। অথচ জান বাঁচাতে লড়াই করেছিলেন প্রথমবার ভ্রমণের সময়।"

"তাহলে গুয়েতেমালা সিটির ন্যাশনাল পুলিশই ভরসা।"

ডা. হুর্য়েতা জানালেন, "আমি একটু আগে ওদের সাথে কথা বলেছি স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে। বলল, পরের মাসে আমাদের স্টেটমেন্ট নেয়ার জন্য ইন্সপেক্টর পাঠাবে। বেশি হলে দুই মাস লাগবে।"

"একজন ইন্সপেক্টর?" অবাক হয়ে গেল স্যাম।

"হ্যাঁ।"

"ওহ! যাই হোক, আপনাদের জন্য এগুলো নিয়ে এসেছি।" নিজের কোটের পকেট থেকে পিস্তল আর স্পেয়ার ম্যাগাজিন বের করে স্যাম আর রেমির হাতে দিলেন ফাদার।

"ধন্যবান।" খুশি হলো দুজনই। "আপনাদের গাড়িও হয়ে গেছে।" জানাল মেকানিক পেপে। "কোনো চার্জ লাগবে না। আপনাদের সাথে যা করেছি তার জন্য দুঃখিত। হয়তো বাইরের পৃথিবীতে গিয়ে জানাতে পারবেন যে আমরা এতটা খারাপ লোক নই।"

দরজা খুলে গেল। ভিড়ের লোকজন সরে গিয়ে ক্লিনিকে ঢোকার জন্য জায়গা করে দিল ছোট্ট একটা দলকে। তাদের অনেকেই চিনতে পারল স্যাম আর রেমি। মনে হলো সবাই মিলে রেস্টুরেন্টের মালিক সিনোর আলভারেজকেই মুখপাত্র নিযুক্ত করেছে। বলে উঠলেন, "সিনোর আর সিনোরা ফারগো, যা ঘটে গেল ঠিক সেরকমটাই আপনারা জানিয়েছিলেন। এই লোকগুলো এসতানশিয়া গুয়েররো থেকেই এসেছে। শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের মতামত নেয়ার বদলে বাধ্য করল মেয়রের হত্যা দৃশ্য দেখতে। আমাদের শহর, পরিবার, ঘর, সবই নিয়ে নিতে চায়। কখনো কোনো অভিযোগও করতে পারব না। এসতানশিয়ার মাঝে আটকে রাখবে। যদি সাহায্য খোঁজার চেষ্টা করি তো সবাইকেই মেরে ফেলবে। কী ঘটেছিল বলার জন্য কেউ থাকবে না। আমরা আরো ভাবছিলামজানি এটুকু বলারও কোনো অধিকার নেই। আপনারা যদি থেকে আমাদের লড়তে সাহায্য করতেন।"

"একটু আগে যা হলো, তারপর? আমরা অবশ্যই থাকব।" বলে উঠল রেমি।

"কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি যে, আমরা সৈন্য নই, তবে হ্যাঁ, সাহায্য করার জন্য যা যা দরকার সব করব।" একমত হলো স্যাম।

ডা. হুর্য়েতা বলে উঠলেন, "আপনারা তো মারিজুয়ানা ক্ষেতের গার্ডের সাথেও লড়ে জিতেছিলেন—শুধু আপনারা দুজনে একা।"

"ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল। নিজেদের বাঁচানোর জন্য খানিক প্রতিরক্ষা গড়েছিলাম। তারপর চলে আসি। এটাকে তো জেতা বলে না।"

"ডজনখানেক লোককে মেরে ফেলেছেন আর নিজেরাও অক্ষত আছেন", আবারো বললেন ডাক্তার, "আমার কাছে এটাই বিজয়—বড়সড় এক বিজয়।"

এবারে স্যাম জানাল, "আমার মনে হয় না এদের বিরুদ্ধে আমরা তেমন কোনো সুযোগ পাব। ওরা সবাই প্রশিক্ষিত, সংগঠিত আর সাথে আছে আধুনিক অস্ত্র। আগেও নিশ্চয়ই লড়াই করেছে। আমাদের সবচেয়ে বড় উপায় হলো কৃর্তপক্ষকে জানানো, যেন রক্ষা পায় শহর।"

"আমি এ ব্যাপারে একমত।" রাজি হলেন ডাক্তার। "আশা করছি আমরা পারব, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু একই সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতিও নিতে হবে।"

"হ্যাঁ" বলে উঠলেন সিনোর আলভারেজ। "আমরা সবাই যুদ্ধ করতে রাজি আছি। কিন্তু হাতে আছে মাত্র পাঁচ দিন। তারপরই ওরা ফিরে আসবে। এখনই প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।"

"কয়েকটা ফোন কল করে শুরু করছি আমি।" রেমির কোমরে হাত দিয়ে দরজার দিকে গেল স্যাম।

"কিন্তু আপনারা থাকছেন তো?" আশ্বস্ত হতে চাইলেন ডাক্তার।

"নিশ্চিত থাকুন এ ব্যাপারে। যখনই ও এমন গম্ভীর হয়ে যায়, এর মানে গভীর কোনো ফন্দি আঁটছে।" ঘোষণা করল রেমি।

"ধন্যবাদ।" জানাল স্যাম। "শুধু খেয়াল রাখবেন আর যাতে কোনো ঝামেলা না হয়।"

"না। যথেষ্ট হয়েছে।"

ফোন রেখে গুয়েতেমালা সিটিতে ইউএস অ্যাম্বাসিতে ফোন করল স্যাম। নিজের পরিচয় দিয়ে চাইল এমি কস্তাকে।

অবিশ্বাস্য রকম কম সময়ের মাঝে শোনা গেল এমির গলা।

"স্যাম, আপনার ফোন পেয়ে ভালো লাগছে। সব খবর ভালো তো?"

"না। আমরা এখন আছি সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্ শহরে। এসতানশিয়া গুয়েররো থেকে হয়তো বেশি হলে মাইল বিশেক দূরে।" এরপর ট্রাকভর্তি করে লোক আসা, তাদের দাবি আর মেয়রকে হত্যা করার সব ঘটনা এমিকে খুলে বলল স্যাম।

"ওহ, স্যাম।" হতভম্ব হয়ে গেলেন এমি। "আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আপনি বললেন যে শহরকে একটা ডেডলাইন দিয়ে গেছে। কী বলে গেছে যে পাঁচ দিনের মাঝে এসে চুক্তিপত্র নিয়ে যাবে আর শহরের লোকদের এসতানশিয়ার ব্যারাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু শহর কেমন করে খালি হবে এ ব্যাপারে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। দুইশ জন মানুষের সামনে মেরে ফেলেছে মেয়রকে।"

"পাঁচ দিন? এটা তো বেশ কম সময়।"

"আমরা যেভাবে চাই সেভাবে কাজ করার মতো একমাত্র লোক কমান্ডার, রুয়েডা। কিন্তু উনাকে তো ত্রিশ দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।"

'আমি নিশ্চিত যে এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। জেনেবুঝেই করা হয়েছে।"

"সারাহ্ অ্যালারসবি নিজের ইচ্ছামতো ঘটনা সাজায়।" একমত হলেন এমি।

"আপনি কোনো সাহায্য করতে পারবেন আমাদের?"

“আমি চেষ্টা করব। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাই জানেন যে সারাহ্ অ্যালারসবির বিরুদ্ধে যেতে রাজি হওয়ায় কমান্ডার রুয়েডার কী হাল হয়েছে। সময় লেগে যাবে ওনাকে বের করতে।”

স্যাম জানতে চাইল, “আপনি এমন কোনো উপায় জানেন, যেন শহর প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র আনতে পারি আমরা?”

অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন এমি। “অস্ত্র? আমি আসলে দুঃখিত। কেননা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত গোলাবারুদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে অ্যাম্বাসিকেই বিতাড়িত করা হবে দেশ থেকে। আর এ কারণে হাইকমান্ডের পারমিশন পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে। আমার অনেক সুপিরিয়র ভাবেন যে, সারাহ্ অ্যালারসবির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করার নেই। স্থানীয়রাই এর মোকাবিলা করবে।”

“শুধু আশা এইটুকু যে, এ পর্যন্ত বেঁচে থাকলেই হয় শহরবাসী।”

দ্য এসতানশিয়া গুয়েররো

গুয়েররো পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন বহন করা পুরাতন কাউন্টিং হাউসে বসে আছে সারাহ্ অ্যালারসবি। পুরনো ডেস্কগুলোর সবচেয়ে বড়টার ওপারে বসে আছে সে, মাথার ঠিক ওপরে সিলিংফ্যান। লম্বা শ্যাফট দিয়ে চালানো হয়। এখন ইলেকট্রিক মোটর দিয়ে চললেও প্রথম দিকে হাত দিয়ে টানা হতো এ ফ্যান। হেলান দিয়ে বসে, চোখ বন্ধ করে বার কয়েক গভীরভাবে দম নিয়ে রিল্যাক্সড হতে চাইল সারাহ্। আধা ঘণ্টা আগে ফোন করেছিল রাসেল; তাই ধারণা করল হয়তো এখনই চলে আসবে এখানে। যেই ভাবা সেই কাজ। হাইওয়ে থেকে নেমে আসতে শোনা গেল ট্রাকের গর্জন। এসতানশিয়া এতটা নীরব, নিশ্চুপ যে সে কল্পনাই করতে পারেনি আগে শুধু কাজ চলাকালীন যা একটু শব্দ হয়—শস্য রোপণ, কাটা কিংবা লোড করা—কিন্তু শেষ হলে কয়েক সপ্তাহে তো কোনো শব্দই হয় না। উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ করে থাকা একটা জানালার কাছে গিয়ে কাচের গায়ে দেখল নিজের প্রতিবিম্ব।

সাদা, ঢোলা সিল্কের ব্লাউজ, আঁটসাঁট স্ল্যাকস আর হাঁটু পর্যন্ত উঁচু কালো রাইডিং বুট পরে আছে সারাহ্। পেছনে রশির সাথে ঝুলছে কালো সমান কোণাঅলা টুপি। কোমরের কালো চামড়ার বেল্ট ঠিক করে নিতেই ডান দিকে ঝুলে পড়ল পিস্তল। মনে হলো এখনই হয়তো যুদ্ধে যেতে হবে। কাঠের বারান্দায় বের হয়ে আসতেই চামড়ার জুতার হিল শব্দ করতে লাগল বোর্ডের ওপর।

ঠিক তার সামনেই এসে থামল ট্রাক। পেছন থেকে লাফিয়ে নামল পুরুষের দল। বেশ ভালোই লাগল দৃশ্যটা। সবার হাতে উদ্যত একে ৪৭, বেশির ভাগের কাছে ফাইনিং নাইফও আছে। ট্রাকের পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আগ্রহী হয়ে তাকিয়ে রইল সারাহ্‌র দিকে। ক্যাব থেকে বের হয়ে রাসেল আর রুইজ এগিয়ে এলো তার দিকে।

"ফোনে কথা শুনে মনে হলো সব ভালোয় ভালোয় শেষ করেছ।" জানতে চাইল সারাহ্।

"আমার তো তাই মনে হচ্ছে।" উত্তর দিল রাসেল। "সবাইকে একসাথে বাইরে জড়ো করে জানিয়ে দিয়েছি সবকিছু।"

"গুড।"

এবার একটু ধীরে রাসেল জানাল, "এক বৃদ্ধ নিজেকে মেয়র হিসেবে পরিচয় দিয়ে চেয়েছিল সাইন না করার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে। গুলি করে দিয়েছি মৃতদেহ গাছে ঝুলিয়ে। আর এও জানিয়ে এসেছি যে, পাঁচ দিন পর ফিরে গিয়ে যদি ওই মৃতদেহ না দেখতে পাই তাহলে আরো মারা যাবে।"

হাততালি দিয়ে উঠল সারাহ্। "এরকম তো কখনো আমার মাথাতেই আসত না। ব্রিলিয়ান্ট। আমি নিশ্চিত যে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে লোকগুলো, তাই না?"

"বলা কঠিন আসলে। সবারই মুখগুলো কেমন যেন পাথরের মতো।"

"যাই হোক, মেয়রের গলিত মৃতদেহ দেখে নিশ্চয়ই নরম হয়ে যাবে।" রাসেলের সাথে আসা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে স্প্যানিশে বলে উঠল, "এখন আপনারা যেতে পারেন জেন্টলম্যান। আমি মি. রাসেলের সাথে কথা বলব। আপনাদের পাওনা বুঝিয়ে দেব মি. রুইজ। ডেস্কের ওপর কালো ব্রিফকেসে টাকা আছে।"

এরপর সারাহ্‌র গাড়ির দিকে হেঁটে গেল সে আর রাসেল। খানিকটা দূরে পার্ক করা আছে কালো মে-বাক। "তুমি না থাকলে আমার প্রচেষ্টা আর বিরাট অঙ্কের এই অর্থ সবই জলে যেত। জানি যে নিজের কাজের ব্যাপারে তুমি কতটা পরিশ্রমী। সবকিছুর জন্যই খুশি করে দেব তোমাকে। আর আজ যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করলে, তা ভবিষ্যতে কাজে দেবে।"

"আশা করি এই ঝুঁকিটুকু আপনার উপকারে লাগবে।"

"সফল হওয়াটা আসলেই দরকার। এই ইন্ডিয়ান কৃষকগুলো মায়া ধ্বংসাবশেষের ওপর বসে আছে। কিন্তু খনন করার জন্য জায়গাটা খালি করা দরকার। তাই কেউ কিছু জানার আগেই সরিয়ে ফেলতে হবে ওদের। যেন কোনো ঝামেলা না তৈরি হয়।"

"আমি তো ভাবছি যে এখানে নিয়ে আসার পর কী হবে? সান মার্টিন রাখতে দেবে আপনি যা পাবেন? তার ভাড়াটে সৈন্যরা তো আমাদের চেয়েও বেশি প্রভাব আর শক্তি এনে দিয়েছে লোকটাকে।"

"আমার ওপর ভরসা রাখো।" আশ্বস্ত করল সারাহ্। "আমার তাকে যতটা না দরকার তার চেয়ে আমাকে ডিয়েগোর প্রয়োজন বেশি। আমার জমিতে থাকাতেই কেউ তাকে ঘাটায় না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে, প্রমিজ করছি, কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" থেমে গেল সারাহ্। "আমার ড্রাইভারটা নতুন। এখনো জানি না তার ওপর ভরসা করা যায় কি-না। যদি আর কিছু বলতে চাও, এখনই বলো।"

এই দুই সেকেন্ডেই অনেক কিছু চোখে পড়ে গেল রাসেলের। থেমে আছে মেয়েটা, ওর অসাধারণ সৌন্দর্য ঠিক যেমন তার গাড়ি, জমি আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আর ভালো করেই জানে যে কিছু বলার আর পরিবর্তন করার এই সুযোগ আর কখনোই পাবে না সে। কাছেই এগিয়ে আসছে প্রবেশপথ। দুই সেকেন্ডে পার হয়ে গেল। কিছুই বলতে পারল না রাসেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কালো গাড়ির দিকে হাঁটা ধরল সারাহ্। নিজেই দরজা খুলে পেছনে বসে বন্ধ করে দিল দরজা। কাচের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা আর অবয়ব। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা বেয়ে মেইন রোডে গাড়ি নিয়ে গেল ড্রাইভার।

সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্।

মেয়রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জড়ো হলো পুরো শহর। লোকটার বীরের মতো মৃত্যুও এতে ইন্ধন জুগিয়েছে। কার্লোস প্যাডিলা মেয়র হিসেবেও জনপ্রিয় ছিলেন। কেননা গুয়েতেমালা সিটিতে প্রতিবছর যে কাগজ পাঠানো হতো, তা ফিলআপ আর সাইন করা ছাড়া আর কিছু করতেন না তিনি। ব্যাপারটা এতটাই নিস্পন্দ ছিল যে, উনি এখনো অফিসে বৈধভাবে আছেন কি-না সেটাও একটা প্রশ্ন। কয়েক বছর ধরে কোনো নির্বাচনই হয়নি। আর এর একটাই সম্ভাবনা যে, কাউকে ভোট দিতে আর বিরক্ত করতে চাননি মেয়র।

খ্রিস্টযোগের সময় উনার সম্পর্কে সব ভালো কথা শোনালেন ফাদার। তারপর গ্রামবাসীকে নিয়ে গেলেন গির্জার আঙিনার দিকে। এখানেই কয়েক শতক ধরে কবর দেয়া হচ্ছে গ্রামের লোকদের। এই বছরের মৃতদের জন্য তৈরি সারিতে সমাধিস্থ করা হলো মেয়েরকে। এরপর বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ফাদার গোমেজ প্রার্থনা করলেন, যেন কার্লোসের সৎ, সাহসী আর নিঃস্বার্থ আত্মা শীঘ্রই গিয়ে আশ্রয় পায় স্বর্গে।

মেয়রের ভাই আন্দ্রিয়াজ কবরে মাটি ফেলে ভরে দিতে লাগল আর মিটিং করার জন্য গির্জায় শহরের লোকদের নিয়ে গেলেন ফাদার।

সবাই মিলে গির্জায় এসে কেউ বসল, কেউ দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। ডাক্তার হুর্য়েতাকে ডাকলেন ফাদার।

সহজ, স্বাভাবিক, আন্তরিক সুরে কথা শুরু করলেন ডাক্তার। "সরকারি কর্তৃপক্ষ আর অ্যাম্বাসি সকলের সাথে কথা বলে দেখেছি, কিন্তু ত্রিশ দিনের আগে সাহায্য পাবার আশা দেয়নি কেউ।"

"কিন্তু আমাদের হাতে আছে মাত্র পাঁচ দিন"। চিৎকার করে উঠল এক গ্রাম্য নারী। "তাহলে আমরা কী করব?"

"হয় পেপারে সাইন করে এসতানশিয়াতে চলে যাবেন, নতুবা এখানে থেকে লড়বেন। পছন্দ আপনাদের। কিন্তু সকলেই দেখেছি লোকগুলো কেমন করে মেরে ফেলেছে কার্লোসকে। তাই তাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখছি না। একবার যদি এসতানশিয়া নিয়ে যেতে পারে, যেখানে লুকোবার কিংবা লড়াই করার কোনো জায়গা নেই, আর বাঁচতে দেবে আপনাদের?" সকলেই চিৎকার করে উঠল, "আমাদের লড়তে হবে! আর কোনো পথ নেই!"

"আরেকটা তৃতীয় পথ আছে।" এবারে বললেন ফাদার। "আমরা সকলে মিলে অন্য কোনো শহরে চলে যেতে পারি। সেখানে এক-দু'মাস থেকে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে যদি সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়।"

"এর মানে পুরো দুই শহর নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" বলে উঠল পেপে, "আর আমরা যদি চলে যাই, তাহলে তো তারা সব দখল করে নেবে। সমাধি খুঁড়ে, আমাদের সব বাড়ি-ক্ষেত পুড়িয়ে দেবে। আমরা আর কখনোই ফিরে আসতে পারব না।"

মিনিট কয়েক ধরে কয়েকজন মিলে শুধু একই কথাই বলে গেল—পালিয়ে যাওয়া আরো বড় বিপদ ডেকে আনবে। কিন্তু একই সাথে সাইন করার চিন্তাও করা যায় না। তাই একমাত্র রাস্তা হলো লড়াই করা। অবশেষে ডাক্তার হুর্য়েতা বলে উঠলেন, "তাহলে স্যাম আর রেমি ফারগোর কথা শোনা যাক।"

পুরো সময়জুড়ে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল স্যাম আর রেমি। এবারে উঠে দাঁড়াল। স্যাম জানাল, "যদি আপনারা লড়াই করতে চান, সাহায্য করার জন্য যা প্রয়োজন আমরা করব। আগামীকাল সকালে গির্জার বাইরে আবারো দেখা করব সকলে। যদি আপনাদের কাছে কোনো অস্ত্র কিংবা গুলি থাকে সেগুলোও নিয়ে আসবেন সাথে করে। কোনো না কোনো রণকৌশল ঠিকই শুরু করে দেব।"

কথামতো সকাল সাতটায় গির্জার সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল স্যাম আর রেমি। প্রথমেই এলো মাথা গরমদের দল, যারা কি-না মালভূমির ওপরেও সাহায্য করেছে স্যাম আর রেমিকে ধরিয়ে দিতে। এরপর এলো নিজেদের যারা ভদ্র সম্প্রদায় হিসেবে দাবি করে—ব্যবসায়ের মালিক, স্বাধীন কৃষক আর তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দল। এরপর এলো শ্রমজীবীরা অথবা শস্যের বিনিময়ে যারা খামারগুলোতে সাহায্য করে তারা।

সাড়ে সাতটার মাঝে, রাস্তা ভরে গেল শহরের লোকে। ভাড়াটে সৈন্যদের তাণ্ডবের সময়েও দেখা যায়নি এত লোক। উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলল স্যাম। "রাস্তার শেষ মাথা থেকে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন। কথা শেষ করে গির্জাতে গিয়ে অপেক্ষা করবেন।"

সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসতে লাগল একজন একজন করে। ইন্টারভিউ নেয়া শুরু করল স্যাম আর রেমি। স্প্যানিশ ভাষাই ব্যবহার করছে দুজন। 'আপনার কাছে কোনো অস্ত্র আছে? আমাকে দেখান। শিকার করতে পারেন? কোনো ধরনের শিকার? বন্দুক চালাতে পারেন?" যদি অস্ত্র না থাকে তাহলে প্রশ্ন হয়, "আপনার শরীর সুস্থ? না থেমে এক মাইল দৌড়াতে পারবেন? লড়াই করতে চান? যদি চিতা বাঘের সাথে লড়াই করতে হয় তাহলে কোন অস্ত্রটা চাইবেন?"

মহিলারা রেমির সাথেই কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। হয়তো স্থানীয়ভাবে তারা এরকমই করে অভ্যস্ত। রেমির প্রশ্নগুলোও প্রায় একই ধরনের হলো। 'আপনার বয়স কত? বিয়ে করেছেন? ছেলেমেয়ে আছে? তাদের রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে চান? শরীর কী শক্ত সমর্থ? কখনো বন্দুক চালিয়েছেন?"

একটু বেশি বয়সের ছেলেমেয়ে আর কিশোর-কিশোরীদের সাক্ষাৎকার নেয়াটা হলো সবচেয়ে কষ্টের। তবু হাল ছাড়ল না স্যাম আর রেমি। আগেকার আমলের সব সেনাবাহিনীই পনেরো থেকে বিশ বছরের ছেলেদেরকেই বেছে নিত বেশি।

দশটার মাঝে আবারো দুজনে একাকী হয়ে পড়ল সিঁড়ির ওপর। শহরের অস্ত্র বলতে জোগাড় হয়েছে সাতটা রাইফেল। প্রতিটাতে প্রায় একশ রাউন্ড, আটটা শটগান প্রতিটার সাথে পঁচিশটা শেলের বক্স, বেশিরভাগই পাখি মারার জন্য। সাতটা হ্যান্ডগানের মাঝে আছে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের চারটা ফ্রেম রিভলবার। দেখতে অনেকটা পুরনো আমলের পুলিশদের বন্দুকের মতো, সিনোরা ভেলাসকোয়েজের পুরাতন পয়েন্ট আটত্রিশ কোল্ট আর দুটো পয়েন্ট বত্রিশ ক্যালিবার পিস্তল, তৈরি হয়েছে গোপনে ব্যবহার করার জন্য।

উঠে দাঁড়াল রেমি আর স্যাম। তাকাল নির্বোধের মতো দেখতে গ্রামীবাসীদের দিকে। “ধন্যবাদ সবাইকে, এখন পরিকল্পনা করা যাক যে কোথা থেকে শুরু করতে হবে। আপনাদের পূর্বপুরুষরা কখনো আধুনিক কায়দায় প্রশিক্ষিত সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করেননি, কিংবা টেকনিক্যাল অস্ত্রের বিরুদ্ধে। একই অবস্থা আপনাদের। তাই প্রথম আক্রমণেই হয়তো মারা যাবেন স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে।”

গ্রামবাসীদের চোখে গভীর দুঃখের ছায়া নামতে দেখল রেমি। মায়েরা আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ছেলেমেয়েদের আর পুরুষরা হতাশার দৃষ্টিতে তাকাল বন্ধু আর প্রতিবেশীদের দিকে।

সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনা আঁকড়ে ধরে রাখল স্যাম। মাথা নাড়ল ডা. হুর্য়েতা আর ফাদার গোমেজের দিকে। “একটু একান্তে কথা বলা যাবে আপনাদের সাথে?”

ভেতরে ঢুকে বিশাল স্প্যানিশ স্টাইল টেবিলের চারপাশে হাতলঅলা চেয়ারে বসল সবাই। সরাসরি স্যামের সাথে কথা বললেন ফাদার।

“কোনো প্ল্যান করেছেন আপনি?” মাথা নাড়ল স্যাম। “নিশ্চিন্ত হবার মতো কিছু না।”

“আমার লোকদের সাহায্য করার জন্য, বাঁচাবার জন্য আপনার কাছে কোনো আইডিয়া নেই?” ঠাণ্ডা স্বরে জানতে চাইলেন ফাদার।

“বলবার মতো কিছু নেই।” আবারো একই উত্তর স্যামের।

“তাহলে কী চান? আমরা কী করব?” এবারে জানতে চাইলেন ডাক্তার।

“লোকদের নিয়ে পাহাড়ের ওপরের সমাধি আর দুর্গে চলে যান।”

হা করে স্যামের দিকে তাকিয়ে রইলেন ফাদার। আমার মনে হয় নিজেদের বিছানায় শুয়ে মারা যাবার মতো করেই গ্রামবাসীদের টেনে-হিঁচড়ে পাহাড় থেকে নামিয়ে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হবে এসতানশিয়াতে মারা যাবার জন্য। আর এছাড়া ছেলেমেয়েরাও আছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিণত হবে।”

এতক্ষণ সবার অলক্ষ্যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল রেমি। কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন ভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে আছে স্যামের দিকে। “তুমি জানোই না যে কী বলছ। ওই পুরনো দুর্গে গ্রামবাসীদের পাঠানোর মানে ধীর গতিতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ওয়ানওয়ে টিকিট দিয়ে পাঠানো।

“ওই সরু রাস্তা দিয়ে ট্রাক তো ওপরে উঠতেই পারবে না।” বলে উঠল স্যাম।

“কিন্তু কয়েকটা পুরনো শটগান দিয়ে তো ভয়ংকর অস্ত্র হাতে একশজন লোককেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।” তর্ক করে উঠল রেমি।

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। "আর তো কোনো পথ দেখছি না আমি।"

স্যামের কাছে এগিয়ে এসে চোখে আগুন নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল রেমি।

"কে তুমি? তোমাকে তো আমি চিনি না। ভালোও বাসিনি।"

এতটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল স্যাম, যা আগে কখনো দেখেনি রেমি।

রেমি, আবারো কিছু বলতে উঠতেই, স্ত্রীর দিকে একবারও না তাকিয়ে হেঁটে বের হয়ে গেল স্যাম।
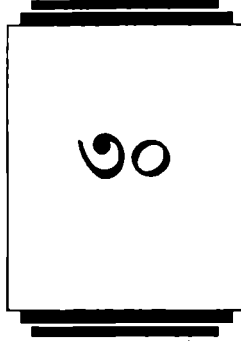
সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্

পরের দিন, ছেলেমেয়ে, নারী আর বয়স্কদের মালভূমির ওপরে দেয়ালের ধ্বংসাবশেষে নিয়ে গেল রেমি। শয়ে-শয়ে পাথর জড়ো করল সকলে মিলে, যেন সরু রাস্তাটা ধরে শত্রুরা উঠতে লাগলেই ওদের গায়ের ওপর ছুড়ে মারা যায়। এদিকে রেমি ঠিক করল ওপরে কেউ উঠলেই পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে দেবে গুলি করে।

স্যামের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রেমি তার নারী আর ছেলেমেয়ের দলবল নিয়ে মনোযোগ দিল শহরের লোকদের আদলে কাপড়, লতাপাতা আর ঝোপঝাড় দিয়ে নকল পুতুল তৈরিতে। যদি আপনাদের ছেলে রাইফেল চালাতে থাকে, তাহলে এসব সকল পুতুলের গায়ে গুলি করে শত্রুরা নিজেদের গুলি খরচ করতে পারবে। একই সাথে ব্যস্তও থাকবে।"

অন্যদের নিয়ে খালি বোতল আর গ্যাসোলিনের ক্যান আনিয়ে নিল। তারপর ন্যাকড়া দিয়ে মালভূমির ওপর বসে বানিয়ে নিল মলোটভ ককটেল। যদি লোকগুলো ওপরে উঠে আসতে থাকে, তাহলে এগুলো ওদের খানিকক্ষণের জন্য হলেও থামিয়ে দেবে। আর যদি রাত হয় তাহলে আলো দেখে অস্ত্র হাতে যে কেউ ওদের মেরে ফেলতে পারবে।"

গোধূলিবেলায় প্রাচীন দুর্গের পাশে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে গ্রামের লোকদের তৈরি দেখল স্যাম। ট্রেইল থেকে শুরু করে ওপর পর্যন্ত লাগানো হয়েছে শত শত নকল পুতুল। প্রাচীন পাথরের ব্যারিয়ার পর্যন্ত আছে ছোট

ছোট পাথর। প্রাচীন দুর্গটার দেয়ালের ভেতর জড়ো করা হয়েছে পুরো শহরের লোকদের জন্য কয়েক সপ্তাহ চলার মতো খাবার আর পানি। ছেলেমেয়েদের জন্যও আশ্রয় তৈরি হয়েছে। পুরো চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে আছে নকল-পুতুল আর পাথর আর মলোটভ ককটেলের সাপ্লাই হয়েছে দেখার মতো।

হঠাৎ করে স্যাম টের পেল যে পাশেই দাঁড়িয়ে রেমি।

"আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।" মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠল রেমি। "প্লিজ, গ্রামে থেকে একা একা মারা যেও না।"

মাথা নেড়ে নিচের দিকে তাকাল স্যাম। "আমি কখনোই তোমাকে বলিনি যে অন্ধের মতো আমার কথা মেনে চলো। এবার বলছি, বিশ্বাস রাখো আমার ওপর।"

স্যামের দিকে তাকিয়ে চোখের মাঝে কী যেন দেখল রেমি।

"এর আগে আমাদের মাঝে তো গোপন কিছু ছিল না।"

"আমি দুঃখিত রেমি। কিন্তু বহু বছর আগে করা শপথ এখন রাখতে হবে আমাকে। এভাবেই ব্যাপারটাকে দেখছি।"

"জানি তোমার হাতে কোনো উপায় আছে। কিন্তু কাজ করবে তো?"

রেমি মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিল স্যাম। "এটাই তুরুপের তাস আর এটাও বলতে পারছি না যে, কী ঘটবে বলে আশা করছি।"

সূর্যের শেষ রশ্মি মাখানো পর্বতের চূড়ার দিকে তাকাল স্যাম। "এখন আমাকে যেতে হবে।"

হাত দিয়ে প্রিয়তম স্ত্রীকে ধরে পর্বতের নিচের দিকে যাবার ট্রেইল পর্যন্ত গেল স্যাম।

স্বামীর কাঁধে মুখ ডুবিয়ে দিল রেমি।

"এমনটা করো না। যদি আর তোমাকে না দেখি।"

নরম স্বরে ফিসফিস করে স্যাম জানাল, "শহরে আমাদের পছন্দের রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের রিজার্ভেশন দিয়ে রেখেছি আমি।" কিস করল স্ত্রীকে।

বিশ ফুট এগিয়ে থেমে শেষবারের মতো স্বামীকে দেখার জন্য ঘুরে তাকাল রেমি। কিন্তু স্যামকে দেখা গেল না। মনে হলো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সান্তা মারিয়া।

ভোরবেলা, রাস্তা দিয়ে গির্জার দিকে হেঁটে গিয়ে মই বেয়ে বেল টাওয়ারের ওপর উঠল স্যাম। সময় এখন অর্থের মতোই দামি।

একজোড়া জার্মান স্টেইনার ২০ × ৮০ মিলিটারি বাইনোকুলার বের করে লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল পাঁচ মাইল দূরের রাস্তায় ধুলার মেঘ।

প্রায় আয়েশ করার ভঙ্গিতেই দেয়ালের খাজে বসে সূর্যোদয় দেখল স্যাম ফারগো। এরপর তাকিয়ে রইল এগিয়ে আসা মিলিটারি কনভয়ের দিকে।

যুদ্ধ করার দায়িত্ব নয় স্যামের। ওর কাজ হচ্ছে নজরে রাখা। ডাক্তার হুর্য়েতার কাছ থেকে ধার করে আনা ছোট্ট পুরনো আমলের হাতে ধরা রেডিও নিয়ে, ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্ট করে কল বাটনে চাপ দিল।

"ভাইপার ওয়ান। দিস ইজ কোবরা ওয়ান। ওভার।"

প্রায় সাথে সাথে শোনা গেল পরিষ্কার তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ। "কোবরা ওয়ান। দিস ইজ ভাইপার ওয়ান। অনেকক্ষণ ধরে তোমার গলা শুনিনি। ওভার।"

"ছয় বছর আর সাত মাস। ঠিকভাবে বললে। আমরা সবাই তোমাকে মিস করেছি। কোবরা ওয়ান।"

"ভাইপার টু আছে?"

"তোমার দুইশ মিটার বাম দিকে জঙ্গলের খোলা জায়গায়।"

"অনেক দিন ধরেই তুমি বাইরে।" হেসে ফেলল ভাইপার টু। "আগের দিনগুলোতে ব্লকে নতুন বাচ্চা হিসেবে তোমার কথা মনে পড়ছে।"

"তোমার তো জানা থাকার কথা।" বলে উঠল ভাইপার ওয়ান, "সময়মতো এই ছোট্ট টি-পার্টিতে আসার জন্য ফার্মকে বহু কষ্ট করতে হয়েছে।"

"আমি এটা ভালো করেই জানি।" উত্তরে জানাল স্যাম। "আর আরেকটা ব্যাপার, এ পাশে আমিই আছি, যে কিনা সংখ্যাটা জানে।"

"ওকে।" বলল ভাইপার ওয়ান।

"তাহলে আমাদের সংখ্যাটা জানাও। ওভার।"

"রজার।" বলে উঠল—স্যাম। "একটা ছোট্ট সেনাবাহিনী, যারা স্থানীয় এক ড্রাগ লর্ডের হয়ে কাজ করে এখানে আসার প্ল্যান করছে শহর আর লোকদের দখল করার জন্য। তারপর পাঠিয়ে দেবে বিশ মাইল দূরের একটা গ্রামে কাজ করতে।"

"তার মানে দাসত্ব?"

"হ্যাঁ। ঠিক তাই।" বলে উঠল স্যাম।

"আরো আছে নির্যাতন, চুরি, কিডন্যাপিং আর মার্ডার। একবার এই লোকগুলোকে মারিজুয়ানা ক্ষেতে ঢোকাতে পারলে কেউ আর তাদের সম্পর্কে জানতেও পারবে না, কিছু শুনতেও পারবে না। ওভার।"

“ভালো লাগছে যে আমরা লোক ভালো।” কেটে দিল ভাইপার টু। “দাঁড়াও, সাতটা গাড়ি রাস্তার কাছে এগিয়ে আসছে।”

নিজের বেল টাওয়ার থেকে কী দেখছে জানাল স্যাম।

“প্রতিটি ক্যানভাস ঢাকা ট্রাকে পঁচিশজন করে লোক। হাতে একে ৪৭। পাহারা দিয়ে আনছে দুটো আর্মারডকার। একটা সারির মাথায় আরেকটা মাঝখানে।”

“আরো দেখা যাচ্ছে কনভয়টাকে পাহারা দিচ্ছে দুটো মি-৮ রাশানদের তৈরি গানশিপ।”

“আমার দিক থেকে যা দেখা যাচ্ছে সেগুলো তুমি কীভাবে দেখছ জঙ্গলে ঢাকা পর্বতের পেছন থেকে?”

“তুমি গ্যাংয়ে থাকাকালীন যা ছিল তার চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে আমাদের সেন্সর।”

গ্রামে ওঠার জন্য শেষ বাঁকটার ওপর বাইনোকুলার তাক করল স্যাম।

“ভাইপার ওয়ান। ওরা শহরের কিনারে পৌঁছে থেমে গেছে।”

“অবাক হবার মতো কিছু না। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। জীবিত কিংবা মৃত। হতবাক হয়ে গেছে নিশ্চয়।”

“আমি আর আমার স্ত্রী সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর প্রাচীন দুর্গে রেখে এসেছি।”

অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের ভেতর পাইলট আর গানাররা ডান চোখের ওপর মনোকল লাগিয়ে হেলমেট ঠিক করে নিল। দেখার জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে জিনিসটা। অস্ত্রের চেইন নিজের হেলমেটের সাথে লাগাতে পারে পাইলট অথবা গানার। মাথা ঘোরানো থেকে ট্র্যাক করে নেয় চেইন। যেখানে সে তাকাবে, সেই টার্গেটেই গুলি লাগাবে।

“ভাইপার টু। দিস ইজ ভাইপার ওয়ান। এনগেজ করার জন্য প্রস্তুত।”

“চলো তাহলে বাবাজিকে নাশতা করানো যাক।”

তীক্ষ্ণ মোড় নিয়ে অ্যাপাচি ঘোরাল ভাইপার ওয়ান। গ্রামের প্রধান চত্বরে ঢুকে পাথরের বিশ মিটার ওপরে উঠে চক্কর কাটতে লাগল।
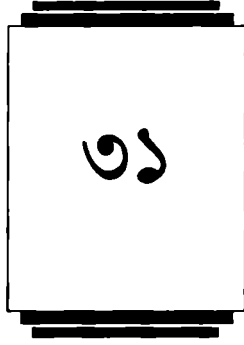
সান্তা মারিয়া ডি লস্ মন্তানাস্

আমান্ডো জারভেইস আর তার কো-পাইলট ও গানার রিকেবা সাবাস, পাশাপাশি বসে আছে মি-৮ হিপ গানশিপের প্রশস্ত ককপিটে। সান মার্টিনের পাঁচটা হেলিকপ্টার বহরের একটা।

মি-৮ রাশান নির্মিত পুরনো হেলিকপ্টার হলেও বেশ কাজের। একান্ন বছর ধরে এখনো তৈরি হয়েই চলেছে। যদিও প্রথমটা আকাশেই বিধ্বস্ত হয়েছিল। পুরো পৃথিবীর অর্ধেক সেনাবাহিনীই ব্যবহার করেছে এই হেলিকপ্টার। তাই বিশ্বব্যাপী মি-৮-কে সবচেয়ে সফল ডিজাইন অনায়াসে বলা যায়।

হালকাভাবে কানেকটিভ কন্ট্রোল স্টিকের ওপর চাপ দিল জারভেইস। মাটি থেকে পাঁচ মিটার ওপরে উঠল মি-৮। একই সময়ে সাইক্লিক স্টিক সামনের দিকে ঠেলে দেয়াতে আস্তে আস্তে মি-৮ ওপরে উঠে গ্রামের চত্বর আর গির্জার চারপাশে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ করেই আতঙ্কে জমে গেল জারভেইস আর সাবাস। পাখির গায়ে গুলি করার মতো শটগান হাতে চিৎকাররত গ্রামবাসীদের পরিবর্তে দেখা গেল জারভেইস আর সাবাস তাকিয়ে আছে রকেট লঞ্চারদের সারির দিকে। ঝুলে আছে ইউনাইটেড স্টেটস অস্ত্রাগারের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আর ভয়ংকর আক্রমণকারী হেলিকপ্টারের গায়ে।

বেল টাওয়ারের ওপর স্যাম ফারগো এতটা আতঙ্কজনক আর কিছু দেখেনি কখনো। ভূতের মতো মনে হচ্ছে এএইচ-৬৪-ই অ্যাপাচি লংবো হেলিকপ্টার।

বিশেষ করে ঝুলে থাকা অবস্থায়। মনে হচ্ছে দৈত্যের মতো একটা পোকা, যেটা কখনো উড়তে পারবে না।

"সান্তা মারিয়া", বিড়বিড় করে উঠল সাবাস। "এটা কোত্থেকে এলো?"

"কালো রঙে কোনো মার্কিং নেই।"

"এত আস্তে যে প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।" বলে উঠল জারভেইস।

"এটা এখানেই বা কী করছে?" উত্তরটা আর জানা হলো না।

বিমূঢ় হয়ে সাদা ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল দুজন। চোখের পলক ফেলার আগেই অ্যাপাচির নিচে দেখেছিল আলোর ঝলকানি। মুহূর্তে নেই হয়ে গেল সবকিছু।

"টার্গেট শেষ। ভাইপার টু।"

"আমিও তাই শুনলাম। হোল্ড অন। আমার টার্গেট লক করা হয়ে গেছে। আমি গুলি ছুড়ছি।"

কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ের নিচে; আরেকটা বিস্ফোরণের আলো জ্বলে উঠল। বাতাসে দেখা গেল ধোঁয়ার মেঘ।

"ভাইপার ওয়ান, দ্বিতীয় এরিয়াল টার্গেট হয়ে গেছে।"

"ওদের বিমান বাহিনীর জন্য একটু বেশিই হয়ে গেছে। এবার পদাতিক বাহিনীর দিকে নজর দেয়া যাক।"

"কোবরা ওয়ান বলছি", বলে উঠল স্যাম ফারগো। "ট্রাক আর আর্মারড কার গ্রামের দিকে চলতে শুরু করেছে।"

"এয়ার কাভার এখনো আছে ভাবছে কেমন করে?"

"তোমাদের ধ্বংসাত্মক মূর্তি এখনো দেখেনি তারা। গ্রামের জন্য তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। আর গাছের আড়ালে আছে ভাইপার টু।"

"ধন্যবাদ, কোবরা।" বলে উঠল—ভাইপার ওয়ানের পাইলট। "আমাদের খুঁজে পাবার মতোই সক্রিয় হয়ে কাজ করো।"

"তাই বন্ধু।" বলে উঠল স্যাম। "খোয়াড়ে ফিরে ভালোই লাগছে।"

"ওকে ভাইপার টু। আর্মারড কারসহ বিপরীত দিক থেকে শুরু করে ট্রাকের মাঝ বরাবর পর্যন্ত আসব।"

"সংবিত ফিরে পাবার আগেই এনগেজ করতে হবে। তাদের নিয়ে কী করতে চাও?"

"হাইড্রো মিসাইল দিয়ে শুরু করছি। আর্মারড কার শেষ হয়ে যাক। এরপর এম ২৩০ কামান। ভাইপার টু, তুমি সামনের আর্মারড কার দেখো। আর্মি ট্রাক আর পদাতিক বাহিনীর জন্য চার্লির লেজ খসাচ্ছি।"

"শুধু নিজেদের কেউ যেন গুলি না করে বসি সেদিকে খেয়াল রেখো।"

"রজার, ভাইপার টু। চা খাবার সময় লেডিস যেরকম সাবধান থাকে, তেমনই থাকব আমরাও।"

"রজার দ্যাট, ভাইপার ওয়ান।"

বোতামে আঙুল স্পর্শ করেই গ্রামের চত্বর পেরিয়ে আর্মারড পাঠিয়ে দিল সে। বিশাল আগুনের গোলায় উধাও হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ গাড়িগুলো। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল চারপাশ।

আপন মনেই হাসল, স্যাম। "তোমরা যখনই একটা করে ট্রাক ভাঙবে, আমি গির্জার ঘণ্টা বাজাব।"

"তোমার সেন্স অব হিউমারের কথা এখনো ভুলিনি আমি।"

"কিছুই বদলায়নি।" উত্তর দিল স্যাম।

"কুমড়টাকে কুচিকুচি করতে তৈরি ভাইপার ওয়ান?"

"এসো ড্রাগন দেখাচ্ছি।" শোনা গেল উত্তরে।

নিজেদের স্বমূর্তি দেখাল অ্যাপাচি। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াতে জায়গা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূর দিয়ে পার হয়ে গেল।

"আমাদের মি-৮ কপ্টারগুলো কোথায় গেল?" জানতে চাইল রাসেল। আর্মারড কারের ভেতরে ঢুকে গেল আবার। আমার কেমন যেন ভালো লাগছে না। ওদের কোনো পাত্তা নেই। উপরন্তু দুটো কালো ধোঁয়ার লেজ।"

"একটা আরেকটার সাথে বাড়ি খায়নি তো?"

মাথা নাড়ল রাসেল। "বিপরীত দিক থেকে গ্রামে আসার কথা। ধোঁয়াগুলো নিশ্চয়ই গ্রামের টার্গেট ধ্বংস করার চিহ্ন।"

"তাহলে যোগাযোগ করছে না কেন আমাদের সাথে?"

"এ ব্যাপারটাই আমি বুঝছি না"—রাসেল শেষ করার আগেই মাথার ওপর দেখা গেল ভয়ংকর এএইচ-৬৪ই লং বো হেলিকপ্টার। মাত্র ত্রিশ ফুট ওপরে পাইলট হাত নেড়ে হাসছে। হঠাৎ করেই সামনের দিকে গড়িয়ে ফায়ারিং পজিশন নিল লংবো। দেখাচ্ছে মৃত্যুদূতের মতো।

"বের হও।" চিৎকার করে উঠল রাসেল। "লাফ দাও।"

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না রুইজকে। আর্মারড কারের ভেতর থেকে ছিটকে বের হয়ে গেল দুজন। ক্রুরা রয়ে গেল ভেতরে। মাটিতে রাস্তার পাশের খাদে গড়িয়ে গেল।

তিন সেকেন্ডেরও কম সময়ে রাসেলের হিসহিস চিৎকার, আর্মারড কারের ওপর পড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিল টার্গেট। কালো কিলিং মেশিনটার ভেতরে গানার ঘোরাতে লাগল এম ২৩০ অটোমেটিক কামানের মাজল। ফিউজিলাজের কাছে রাখা কামানের মুখ ঘুরে গেল কনভয়ের প্রথম ট্রাকটার দিকে। প্রথম আর

দ্বিতীয় ট্রাকের ক্যানভাস ঢাকা বেঞ্চ উড়িয়ে নিয়ে গেল গোলা। সান মার্টিনের কাছ থেকে আনা পঁচিশজন সশস্ত্র ঘাতক মুহূর্তেই ভয়ংকর অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হলো।

সাবধান করার কোনো সময়ই পাওয়া গেল না। রাস্তা থেকে সরে গেল তৃতীয় ট্রাকটা। খাদে পড়তে পড়তে ছিটকে ফেলল আরোহীদের। চতুর্থ ট্রাকের একজন ক্যানভাসের কাভার সরিয়ে অ্যাপাচিকে গুলি করা শুরু করল।

"আমাকে গুলি করছে ভাইপার টু। তাকে বের করতে সাহায্য করব নাকি?"

"তাকে আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি স্বপ্নপুরীতে। শুধু নিজের পাশের কনভয়ে নজর রাখো।"

রোটর ব্লেডস আর ফিউজিলাজে গুলিবৃষ্টির আওয়াজ শুনল ভাইপার ওয়ান। তবে নিরাপত্তার জন্য আছে ছাব্বিশ পাউন্ডের শিল্ড।

ভাইপার ওয়ানের নিচে চলে এলো ভাইপার টু। এমন গুলিবর্ষণ করল যে, ট্রাকের ওপরে লোকটা নিজের মেশিনগান সমেত পরিণত হলো জঞ্জালের স্তূপে।

"তোমার প্রতি অনুগত হলাম, ভাইপার টু।"

"তুমি এখনো এক নাম্বারেই টিকে আছো?"

"রজার। আমার গোল লাইনে পাঁচ নম্বর ট্রাকে ঢোকাচ্ছি।"

"চলো, খেলাটা শেষ করা যাক।"

একটা ট্রাকের ধোঁয়া আর অন্যটার বিস্ফোরণের শব্দ তখনো মোছেনি বাতাস থেকে, এমন সময় শেষ ট্রাকটা চেষ্টা করল মাঠের মাঝ দিয়ে পালাতে। খুব দ্রুত নিথর হয়ে গেল নিজের জায়গায়। যারা বেঁচে গেছে মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। কিন্তু বাঁচার উপায় নেই। দমকল কর্মীর পানির মতো করে ওপর থেকে গোলা ফেলছে অ্যাপাচি।

দুটো অ্যাপাচিই কনভয় নিশ্চিহ্ন করে চক্কর দিতে লাগল পুরো জায়গা জুড়ে। খুঁজে দেখছে এমন কেউ আছে কিনা, যে নিজের অস্ত্র ফেলে এখনো হাত মাথার ওপর তুলে সারেন্ডার করেনি।

রাস্তার পাশের খাদের ভেতর থেকে সবকিছুই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রাসেল আর রুইজ। কিন্তু আর্মারড কারের ধোঁয়া আর গরমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শুয়ে শুয়েই বিস্ময় নিয়ে দেখল ফ্যান্টমের ভয়ংকর মূর্তি। নেই হয়ে গেল পুরো কনভয়।

"এর কোনো মানেই হয় না।" বিড়বিড় করে উঠল রাসেল। "কে আর কোথা থেকেই বা এলো, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

"এরা তো গুয়েতেমালার সেনাবাহিনীও নয়।" বলে উঠল রুইজ।

"চলো দেরি না করে খুঁজে দেখি।" গর্ত থেকে উঠে জ্বলন্ত কার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে চলে এলো কাছাকাছি জঙ্গলের ভেতর।

"অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকার মতো একটা জায়গা বের করতে হবে।"

"ভালোই বলেছ বন্ধু", বলে উঠল রাসেল। "আমার পেছনে এসো আর মাথা নিচু করে রেখো।"

"কোথায়?"

"এসতানশিয়া গুয়েররো।" উত্তরে জানাল রাসেল। "মিস অ্যালারসবিকে গিয়ে কাহিনিটা শোনাতে হবে অন্য কেউ যাবার আগে।"

বিস্ফোরণের শব্দ আর গ্রামে ওপরের আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে ধপ করে উঠল রেমির হার্ট। চেষ্টা করছে গ্রামের মায়েদের সাথে নিয়ে নিচের গণ্ডগোল থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের মন দূরে সরিয়ে রাখতে।

এরপর যে নীরবতা নেমে এলো সেটা সহ্যের বাইরে মনে হলো। ভয় আর দুশ্চিন্তায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উন্মত্তের মতো ট্রেইল ধরে নেমে চলে এলো গ্রামের চত্বরে। সেখানে দাঁড়িয়ে হেলিকপ্টারের ভাঙা আবর্জনা দেখে মনে হলো মাথা ঘুরে উঠবে।

স্যামের কোনো চিহ্ন না দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল কান্না ঢাকতে। খারাপটাই মাথায় আসছে আগে।

কিন্তু হঠাৎ করেই মনে হলো, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। এরপর কানে এলো স্যামের কণ্ঠ। "আমাদের ভালোবাসার একটা সুন্দর সমাপ্তি ঘটাই তো উচিত, তাই না?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্যামকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল রেমি। মাথায় কিস করল স্বামীকে। স্যাম জড়িয়ে ধরতেই উবে গেল সব ভয়।

"ওহ স্যাম", স্যামের কাঁধের ওপর দিয়ে মি-৮-এর ভগ্নদশা দেখে বিড়বিড় করে উঠল রেমি।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাথার ওপর চক্কর কেটে আস্তে করে ভাইপার টুকে নিয়ে চত্বরের ওপর নেমে এলো ভাইপার ওয়ান। গুনগুন করে উঠল ইঞ্জিন। চার ব্লেডের প্রধান রোটর ধীরে ধীরে ঘুরে অবশেষে থেমে গেল। ককপিট থেকে নেমে এগিয়ে এলো চারজন। মুচকি হাসল স্যাম।

প্রথমজন এসে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল স্যামের সাথে। "তোমাকে অনেক মিস করেছি, দোস্ত।"

"আমার তো অবাকই লাগছে যে তোমার মতো একটা লোক পুরনো গির্জার দুনিয়ায় এখনো চক্কর কাটছ আর ঝামেলা বাঁধাচ্ছ।"

হেসে ফেলল ভাইপার টুর পাইলট। "তুমি না থাকলে এখানে আসতামই না আমরা।"

পাঁচজন পুরুষ একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল আর শুরু করল পুরনো দিনের যুদ্ধের সময়কার গল্প। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল রেমি। কিন্তু অবাক লাগল যে, কেউ কারো নাম ধরে ডাকছে না শুনে। তাই শেষমেশ রেমি বলে উঠল, "আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে না?"

একে অন্যের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সকলে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় রেমিকে ধরে স্যাম বলে উঠল, "এটা আসলে অদ্ভুত একটা দল। পুরো পৃথিবীতে অনকলের ওপর ঘুরে বেড়ায় অপারেশন চালাবার জন্য। যেমন এসতানশিয়া গুয়েররো। আর ইউএসএর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আর গোপন অপারেশনও বটে।"

"আর তাই আমাদের নামও আর ব্যাকগ্রাউন্ড শুধু আমরাই জানি।" বলে উঠল ভাইপার টুর পাইলট।

"আর এ বাহিনীতে যোগ দেয়ার সময় গোপনীয়তা অটুট রাখার শপথও নিয়েছি।"

ভাইপার ওয়ানের গানার তাকাল রেমির দিকে। বলে উঠল, "এই সেই সুন্দরী নারী, যার কারণে তুমি বাহিনী ছেড়ে এসেছ?"

চোখে আলো নিয়ে হাসল স্যাম। "এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।" স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "সরি, তোমাদের ওর নাম বলতে পারব না।"

অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে গ্রামে ফিরে এলো গ্রামবাসী। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল অ্যাপাচি লং বোর দিকে। হা করে দেখল মি-৮ হিপ। পুরো গ্রাম অক্ষত দেখে তো যারপরনাই বিস্মিত হয়ে গেল। একই অবস্থা ফাদার গোমেজ আর ডাক্তার হুর্য়েতার।

ক্রমেই বেড়ে চলা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ভাইপার টুর গানার বলে উঠল, "আমার ধারণা, সময় হয়েছে নিজেদের তাঁবু গুটিয়ে সূর্যাস্তের মাঝে নিঃশব্দে বিদায় নেয়ার।"

"ধন্যবাদ।" আবারো সবার সাথে হাত মিলিয়ে বলে উঠল স্যাম। "তোমরা দুইশর বেশি নারী-পুরুষ আর ছেলেমেয়ের জীবন বাঁচিয়েছ—একই সাথে বন্ধ করে দিয়েছ মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে বড় ড্রাগ অপারেশনের।"

"পরের টুর্নামেন্টের জন্য বেশি দেরি করো না।" স্যালুট দিয়ে বলে উঠল ভাইপার ওয়ান।

"তোমার ফোন নাম্বার বদল করো না।" রেমির গালে কিস করে হাত ধরে—দাঁড়িয়ে রইল স্যাম। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল রেমি। বলে উঠল, "আমাদের যখন দেখা হয়েছিল বলেছিলে যে তুমি সিআইএতে ছিলে।"

হালকা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম। "ওই সময়েই এটাই সবচেয়ে ভালো মনে হয়েছিল।"
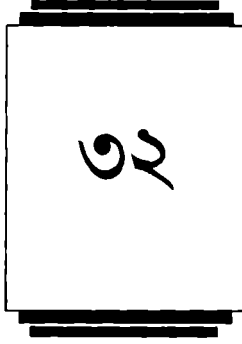
গন্তব্য এসতানশিয়া গুয়েররো

রাসেলের পাশে ট্রাকের ক্যাবে বসে আছে রুইজ। "মনে হচ্ছে যেন প্লেন থেকে পড়ে গেছি। এত জোরে পড়েছি যে কাঁধে ব্যথা হয়ে গেছে। খাদে পড়ে মনে হচ্ছে হাঁটুটাও গেছে। বিশ্বাসই হচ্ছে না এখনো।"

সামনের রাস্তার দিকেই তাকিয়ে রইল রাসেল। "শোকর করো যে তামাকচাষির কাছ থেকে এই ট্রাকটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছি। আসলেই বেশ বড় ক্ষতি হয়ে গেল। আর সান মার্টিনের নব্বইজন কর্মীও হারালাম। কিন্তু আমি তোমাকে আরেকটা কথা বলতে চাই। মনে হচ্ছে যেন মার্টিন জানার আগেই এ সমস্যা মেটাতে হবে। নচেৎ যত দ্রুত সম্ভব দেশ থেকে বের হয়ে যেতে হবে।"

হা করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রুইজ, "আমাদের দফা-রফা শেষ ভাই। ওই শহরে যাওয়া আর সুইসাইড করা একই জিনিস।"

আধা ঘণ্টা পরেই এসতানশিয়া গুয়েররোতে পৌঁছে গেল দুজন। কাউন্টি হাউসে যেতে লম্বা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তাটা পার হতেই আলোকিত জানালার পাশে সারাহ্ অ্যালারসবিকে বসে থাকতে দেখল রাসেল। ট্রাক দেখতে পেয়ে দৌড়ে আসছে মেয়েটা।

"ওরা কোথায়?" তাড়াতাড়ি জানতে চাইল সারাহ্। "হেলিকপ্টার কিংবা ট্রাকগুলো তো ফিরে আসেনি।"

নিজের ক্যাবের জানালা দিয়ে তাকাল রাসেল। "হয়েছে কী, আমরা আসলে ওখানে যেতেই পারিনি। অ্যামবুশড পাতা ছিল। বেশিরভাগ লোক মারা গেছে, যারা বেঁচে আছে তাদের বন্দি করা হয়েছে।"

"মারা গেছে? একগাদা অশিক্ষিত কৃষকের কাছে শ'খানেক লোক হারিয়েছ তুমি? কীভাবে?"

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে ট্রাক থেকে নেমে এলো রাসেল আর রুইজ। ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। রুইজ আর রাসেল দাঁড়াল সারাহ্‌র সামনে, "মিস অ্যালারসবি, আমি ক্ষমা চাইছি। আসলে আমরা হেরে গেছি। গ্রামাবাসীদের কারণে না। দুটো রহস্যময়, কালো আর মার্কবিহীন হেলিকপ্টার কোত্থেকে যেন উড়ে এসে আমাদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। আর্মারডকার, হেলিকপ্টার সব।"

সারাহ্ অ্যালারসবি বুঝতে পারল যে রেগে উঠছে রাসেল। ভয় পেয়ে গেল তাই খানিকটা। এরপরে কী ঘটবে সেটা বুঝতে পারার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান সে।

রাসেল আবারো বলে উঠল, "মনে হয় এখানে আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কয়েক মিনিটের মাঝেই চলে যাচ্ছি। ভালো থাকবেন।" অন্যদিকে ঘুরে গেল রাসেল।

"দাঁড়াও" তড়িঘড়ি বলে উঠল সারাহ্। "সরি রাসেল, আমি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করতে চাইনি। প্লিজ আপসেট হয়ো না। জানি আমি খানিকটা নির্বোধের মতো ব্যবহার করেছি। সময় আসলে খারাপ যাচ্ছে। কিন্তু এখনো চাইলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সারাহ্‌র দিকে তাকিয়ে রইল রাসেল আর রুইজ।

"সৈন্যগুলোকে দিয়েছিলেন সান মার্টিন। যদি তোমরা দুজনই চলে যাও আর এটা সব সামলাতে হয় তাহলে আমাকে মেরেই ফেলবে লোকটা। তারপর তোমাদের খুঁজে বের করেও একই হাল করবে। তুমি তো জানোই যে সে মাদকের কারবারি। ইউরোপ আর ইউনাইটেড স্টেটস জুড়ে ছড়িয়ে আছে তার কানেকশন আর বায়ার। আর কোনো পথ খোলা নেই ঝামেলা মেটানো ছাড়া। যেন ভালো খবরের পাশাপাশি দুঃসংবাদটা দেয়া যায়। এভাবে তো হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না।"

"এত বড় বিপর্যয় কীভাবে সামাল দেব?"

"তোমাদের পারিশ্রমিক ডাবল করে দেব। আর এই জায়গা থেকে পাওয়া শিল্পদ্রব্য বিক্রির অর্থ থেকে প্যার্সেন্টিজও দেব। কোডেক্স অনুযায়ী এটা একটা দুর্গ আর শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে শেষ আশ্রয়ের জন্যই গিয়েছিল এখানে

সকলে। যদি তাই হয়। তাহলে নিশ্চয় নিজেদের ধনসম্পদ শত্রুর জন্য রেখে যায়নি। তো তার মানে বিশাল কিছু পাব আমরা।"

"মিস অ্যালারসবি", রাসেল চাইল যুক্তি দেখাতে, "বহু লোক মারা গেছে আজ। যদি পুলিশ আসে তো জড়িতদের খুনের দায়ে ধরে নেবে। আর আমরা তো আবার বিদেশি।"

"এছাড়া এটাও জানি না যে, ওরা এলো কোত্থেকে।" যোগ করল রুইজ।
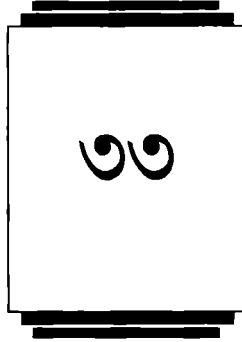
গন্তব্য গুয়েতেমালা সিটি

দুই দিন পরে, সেনাবাহিনীর একটা ট্রাকে বসে খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে গুয়েতেমালা সিটির দিকে চলেছে রাসেল আর রুইজ। ওর ডান কানে ছোট একটা স্পিকার রেখে দিয়েছে রাসেল। "ভালোই হলো যে আমাদের সোজা রাজধানীতে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো প্রদেশের জেলে বসে ছয় মাস পচতে চাই না প্রসিকিউটরের প্রস্তুতির আশায়। গুয়েতেমালা সিটিতে গেলে সারাহ্ রাত কাটাবার আগেই আমাদের ছাড়িয়ে নেবে—খুব বেশি হলে দুই রাত। আর তারপর অভিযোগগুলোও উধাও হয়ে যাবে। এখন এটুকুই বাকি আছে। যদি সে যেটার স্বপ্ন দেখেছে তার মাস্টারমাইন্ড আমাদের ধরা হয় আর বিচার শুরু হয় তাহলে দিনের আলো দেখার জন্য মিরাকল লাগবে।"

"ডিয়েগো মার্টিনও লুকিয়ে আছে। এটা ভালোই হলো একদিকে।"

"সত্যি, কিন্তু মনে হয় না সহজে ছাড়বে। আমরাই একমাত্র আমেরিকান, অন্তত আমি। তোমাকে তো স্থানীয় বলেই মনে হয়। স্প্যানিশও বলতে পারো। নিশ্চিত যে তোমাকে ওরা গুয়েতেমালান বলেই ভাববে।"

"যদি বিশাল কোনো অপরাধে ধরা পড় তাহলে বিদেশি হওয়াটাই ভালো। তাহলে সবাই ভাববে তুমি সরকারের হয়ে কাজ করছ আর ফাঁসিও দেবে না।"

"মেয়েটা নিশ্চয়ই ল'ইয়ার নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।" আশা করল রাসেল, "শপথ করেছিল এমনটা করবে।"

"এটাও তো বলেছিল যে আমাদের কখনো ধরাই হবে না। কিন্তু এখন দেখ চেইন দিয়ে আটকে রেখেছে।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে রাসেল আবার বলে উঠল, "কিছু তো আসলে করার নেই। মার্টিনের গোটা প্রাইভেট আর্মি খতম হয়ে গেল।"

"জানি। চলো ঘুমের ভান করি, যেন কীভাবে মারবে বুঝতে না পারে ওই সৈন্যরা।" বুদ্ধি বাতলে দিল রুইজ।

ট্রাকে বসে বসে রাস্তা দেখতে লাগল দুজন। আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকা কয়েকজন বেঁচে যাওয়া সান মার্টিনের লোক, তাদের নোংরা দাঁড়িঅলা চেহারা, ক্যামোফ্লেজ ব্যাটল ড্রেসের ঘর্মাক্ত দুর্গন্ধ আর চোখের রাগ আর হতাশা থেকে মনোযোগ সরাতে চাইল রাসেল।

ভাবতে চাইল সারাহ্ অ্যালারসবির কথা। মসৃণ সাদা সিল্ক ব্লাউজ, কালো স্কার্ট আর হাই-হিলের কথা। মোটা কাঠের বিম আর সিলিং ফ্যানঅলা কক্ষে দুইশ বছরের পুরনো বিল্ডিংয়ে ভারী কাঠের ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। মাথার সোনালি চুলগুলো পনিটেইল করে বাঁধা, প্রতিটা চুল জায়গামতো আটকে আছে যেন চুল নয়, অসাধারণ কোনো দৃশ্য। এক হাত দিয়ে খেলা করছে ডায়মন্ডের ইয়ার রিং নিয়ে অন্য হাতে কানে ধরে আছে ফোন। নিজের সমস্ত ক্ষমতা সম্পদ আর প্রতিপত্তি দিয়ে চেষ্টা করছে রাসেল আর রুইজকে ছোটাতে। এমন কিছু বলে দেবে যে, বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না সরকারি কর্মকর্তার। রাসেল আর রুইজ একেবারে সরল দুজন আমেরিকান কর্মচারী, যারা এসতানশিয়া গুয়েররোতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়তা দেবে যে, প্রাইভেট জেটে করে এখনই দুজনকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। আর এমনটা করতে পেরে যারপারনাই কৃতজ্ঞ হবে মেয়েটা।

গুয়েতেমালা সিটি।

ঠিক সেই মুহূর্তে, বিশাল গুয়েররো হাউসের মাস্টার বেডরুমে দেখা গেল সারাহ্ অ্যালারসবিকে। পরনে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, এক জোড়া কালো স্লাকস, আর কালো প্যাকেট। পছন্দ করে নিল এক জোড়া মুক্তার কানের দুল আর মুক্তার চোকার; কেননা ব্রিটিশ কাস্টমস পার হতে হবে। যাদের কাজই ছিল গহনার কদর করা। এরকম কেউ এক নজর দেখেই বুঝতে পারবে এর মহিমা গোলাকার, রুপালি সাদা, ষোলো মি.মি. প্রাকৃতিক মুক্তা, আর উজ্জ্বলতা তো অতুলনীয়। চতুর্দশ শতকের ডুবুরিরা পেয়েছিল, আরবীয় সাগরের নিচ থেকে। আর এই একটামাত্র জিনিস যেটা ভারতে তার পূর্বপুরুষের লুটের মাল নয়।

মুক্তাজোড়া এসেছে মায়ের পরিবার থেকে। চল্লিশ বছর আগের প্যারিসে নিয়ে এসেছে বাবা।

ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মতো এত চালবাজ আর নেই। যদি নামেও কাজ না হয় অন্তত দেখে তো বুঝতে পারবে যে ছোটখাটো নিয়ম তার বেলাতে খাটবে না।

এই ট্রিপের জন্য খুব বেশি কিছু প্যাক করেনি। কাপড়-চোপড় আর টুকিটাকি জিনিসের বেশিরভাগই এখনো পড়ে আছে ক্লোসেটে। খুব দ্রুত শুধু কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিল—চওড়া জুয়েলারি বক্সে সবচেয়ে দামি গহনাগুলো, বিভিন্ন মুদ্রার এক তাড়া নোট আর মায়া কোডেক্স। সবকিছু একটা সুটকেসেই এটে গেল। সুটকেস তালা দিয়ে হুইল খুলে, গড়িয়ে নিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

প্রহরী শব্দ শুনতে পেল, হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এসে হাত থেকে নিয়ে নিল সুটকেস। অবাক হয়ে ভাবল সারাহ্—লোকটা কী জানে? এই কেসে আছে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মূল্যবানের গহনা, শিল্পদ্রব্য আর অর্থ। সেই আদম-ইভ-এর আমল থেকে তার পূর্বপুরুষরা যা যা জড়ো করেছে তার চেয়েও বেশি এর মূল্য। আপন মনেই হাসল মিস অ্যালারসবি! ভালোই হলো যে পরিচারকরা—এমনকি বিশ্বস্তজনও এই মুহূর্তের নাজুকতা যাতে টের না পায়। নিশ্চিত যে লোকটা এখন যা বহন করছে তার খানিকটার জন্যও সে খুন হয়ে যেতে পারে।

গাড়িতে উঠে বসল সারাহ্! ট্যাংকে সুটকেস রেখে দিল প্রহরী। বন্ধ করে দিল আবার। ড্রাইভারের উদ্দেশে সারাহ্ জানাল, “এয়ারপোর্ট।”

দক্ষ হাতে গাড়ি চালাতে লাগল লোকটা। সুদর্শন ভঙ্গিতে গুয়েতেমালা সিটির রাস্তা ধরে চলতে লাগল কালো মেবাক ৬২ এস। একটুও ঝাঁকি খায় না গাড়ি। কখনো, এমনকি ব্রেকও কষে না লোকটা। মসৃণ গতিতে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। জানে এভাবেই পছন্দ করে সারাহ্। গাড়ির জানালা দিয়ে শহরের সরে যাওয়া দেখতে দেখতে বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল সারাহ্র। মায়া কোডেক্স পেয়েছে—নিঃসন্দেহে এখনো কেউ আবিষ্কার করেনি। এখন থেকে তার বিখ্যাত হওয়া ঠেকায় কে। সোনা আর মহামূল্যবান সব মৃৎপাত্রে ভরে যাবে তার ওয়্যার হাউস।

ডিয়েগো সান মার্টিনকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে লোকগুলোর মৃত্যুর জন্য সে দায়ী নয়। বুঝিয়ে বলবে যে এর জন্য দায়ী লাঞ্চের সময়কার লোকটা। রাসেল নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে কোথাও কোনো ঝামেলা হবে না। তাই সান মার্টিনের অসন্তুষ্ট হবার কোনো কারণ ছিল না। সবকিছুই রাসেলের নিয়ন্ত্রণে

ছিল। কেমন করে তার মতো একজন তরুণী অন্য কিছু ভাববে? বুঝতেই তো পারেনি রাসেল কোনো জট পাকাবে।

নিঃশব্দে রিহার্সাল করে নিয়ে খুশি হয়ে উঠল সারাহ্। অন্য সবার মতোই সান মার্টিন। অন্য যে কারো ওপর রাগ দেখাতে পারবে, সারাহ্ অ্যালারসবির ওপরে নয়। এখনো তার মিত্রতা দরকার—মার্টিনের। নিজের স্বার্থ বিবেচনা করেই কাজ করতে হবে মার্টিনকে।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে শিকলের বেড়া পার হয়ে টার্মিনালকে পাশ কাটিয়ে স্পেশাল প্রবেশপথে ঢুকে গেল প্রাইভেট জেট হ্যাঙ্গারে যাবার জন্য। তার গাড়ি দেখা মাত্র গেইট খুলে দিল গার্ড। কয়েকটা পাগল বিপ্লবী প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ডলার মূল্যের গাড়ির পেছনে ছুটতে কিংবা একটা প্লেন উড়িয়ে দিতে পারবে না। ড্রাইভার হ্যাঙ্গারে নিয়ে গেল গাড়ি। প্লেন ইতোমধ্যে নড়তে শুরু করেছে। পাইলট ফিল জেমসন ফ্লাইট ছাড়ার প্রস্তুতি চেক করে নিচ্ছে। পরের কাস্টমারের কাছে চলে গেল ফুয়েল ট্রাক। জানালায় দেখা গেল সারাহ্ অ্যালারসবির স্টুয়ার্ড মরগ্যানকে। রেফ্রিজারেটর আর বার ঠিকঠাক ভর্তি করে তুলছে।

থেমে গেল মেবাক। ড্রাইভারের উদ্দেশে সারাহ্ বলে উঠল, "অন্তত মাসখানেকের জন্য বাইরে যাচ্ছি আমি। ত্রিশ দিনের বেতন দেয়া হবে তোমাকে। এরপর প্রয়োজন হলেই আমি আবার ডাকব।"

"ইয়েস ম্যাম।" ট্যাংক খুলে সুটকেস বের করে প্লেনে তুলে দিল ড্রাইভার। মরগ্যান এগিয়ে এলো তুলে নিতে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে ক্লোসেটে রেখে দরজা আটকে দিল মরগ্যান। এরপর স্ট্যাপ লাগিয়ে দিল। যেন দরজা খুলে গেলেও নড়ে না ওঠে সুটকেস।

"আপনার কোট নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।" শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোট খুলে দিল সারাহ্। কয়েক মিনিটের মাঝে কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রানওয়ে ধরে ছুটে আকাশে উঠে গেল প্লেন।

আরো কয়েক মিনিট পরে বাতাসে ভেসে গেল জেট। জানালা দিয়ে নিচে তাকাতেই দেখা গেল দূর হয়ে যাচ্ছে ছোট্ট দেশটা। সাথে চলে গেল সব যন্ত্রণা আর অসন্তুষ্টি আর বিরক্তিকর ছোট্ট লোকগুলো, যারা তার সব সাধ ভেস্তে দিয়েছে। সাদা মেঘের স্তূপের ওপর উঠে গেল প্লেন। নিজেকে বেশ পরিষ্কার আর হালকা মনে হলো। লন্ডনে যাচ্ছে নিজের ঘরে। বাবার সাথে দেখা হবে, তার বিশাল আর শক্তিশালী উপস্থিতিতে পাওয়া যাবে নিশ্চিন্তের আশ্রয়। আর লন্ডন তো লন্ডনই। মনে হচ্ছে বেশ মজা হবে এবার।

ফ্রেইজেনস, গুয়েতেমালা।

ফেইজেনস, শহরের কিনারে বিশাল আর দুর্ভেদ্য প্যাভন জেলখানায় পৌঁছাল রাসেল আর রুইজকে বহনকারী ট্রাক। আর্মি ট্রাক থেকে নামানো দলটার সাথে নেমে রুইজ বলে উঠল, "আমি কোনো ল'ইয়ার দেখতে পাচ্ছি না।"

"নিশ্চয় আছে এখানে কোথাও। এরকম জায়গায় আমাদের পচতে দেবে না সে।" আশ্বস্ত করতে চাইল রাসেল।

মাথার ওপর কাঁটাতার বসানো উঁচু লোহার গরাদঅলা গেইটের ভেতরে সবাইকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল সৈন্যরা। রুইজ আবারো ফিসফিস করে উঠল, "আমি তো সাধারণ কোনো গার্ডও দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে হয় এখানে বন্দিরাই সবকিছু করে।"

"ভয় পেও না।" এখনো আশা যায়নি রাসেলের মন থেকে। "আমাদের ছেড়ে যাবার মতো পাগলামি করবে না সে।"

"সেটুকুই আশা। নতুবা নিজেদের পথ নিজেদেরই দেখতে হবে।" বলে উঠল রুইজ।

লন্ডন।

সারাহ্ অ্যালারসবির প্লেন লন্ডনে আসতে আসতে সকাল হয়ে গেল। এরপর নামল শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিগিন হিল, এয়ারপোর্টে।

শহরতলির এয়ারপোর্টের প্রধান রানওয়েতে মসৃণভাবে নেমে এলো প্লেন। ফ্লাইট লাইনে গিয়ে থামল। এখানেই নামবে এর একমাত্র আরোহী। গ্রাউন্ড ক্রুরা হুইল নিয়ে ইলেকট্রিকাল গ্রাউন্ডের গ্রাইন্ডিং ওয়্যারের সাথে লাগিয়ে দিল। এরপর নামানো হলো সিঁড়ি।

খোলা হ্যাচ গলে আসা ঠাণ্ডা, ভেজা ব্রিটিশ বাতাসে নিঃশ্বাস নিল সারাহ্। ব্রিটিশ কাস্টমসের লোকগুলো এলো আর তখনই মাত্র, উঠে দাঁড়াচ্ছিল সে। সারাহ্র হয়ে কাস্টমস ডিক্লারেশন ফিলআপ করে সাইন করে দিল স্টুয়ার্ড মরগ্যান। প্রতিবারের মতো এবারেও বাবার জন্য এনেছে পঞ্চাশটা কিউবান সিগার। অলৌকিকভাবে এদের দাম লেখা হলো তিনশ পাউন্ডেরও কম। আর প্লেনের পুরোপুরি ভর্তি বারের পরিমাপ লেখা হলো দুই লিটারের কম।

কিন্তু কাস্টমসের লোকগুলোর হেড এগিয়ে এলো সারাহ্র সামনে। জানতে চাইল, "এটা কী আপনার সুটকেস মিস?"

"হ্যাঁ।" সোজা উত্তর দিল সারাহ্। "আমরা কী ভেতরটা দেখতে পারি?" দ্বিধায় পড়ে গেল সারাহ্। চোখ দুটো কেঁপে উঠে ঠোঁট খুলে গেল। সাধারণত

তো এরকম করে না কাস্টমসের কর্মকর্তারা। বেশ প্রাচীন এক পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সারাহ্। সে নিশ্চয়ই কোনো বিস্ফোরক কিংবা কোকেন নিয়ে আসবে না। এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় নষ্ট করে বলে উঠল, 'আগে তো কখনো দেখতে চাননি?" আর বুঝতে পারল এই খানিক অস্বস্তিই তাকে ডুবিয়ে মারবে।

এরপর লোকটা বিল্ট ইন টেবিলের ওপর মেলে ধরল ওর সুটকেস। ঝটকা মেরে খুলে গেল গহনার বাক্স আর সবাই নিশ্চিত হয়ে গেল যে স্প্যানিশ গুপ্তধন ভর্তি জাহাজের চেয়ে বেশি রত্ন বহন করছে সারাহ্ অ্যালারসবি। নোটের তোড়া দেখেও একপাশে রেখে দিল লোকটা। এত বিত্তবান মেয়ের অর্থ থাকতেই পারে। কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এটা কী?

প্লাস্টিকের কাভার সরিয়ে প্রাচীন ফিগ গাছের ছাল পরীক্ষা করে দেখতে লাগল লোকটা। ভেতরের ছবিগুলোও দেখল। বলে উঠল, "মিস অ্যালারসবি, দেখে মনে হচ্ছে এটা সত্যিকারের কোনো মায়া শিল্পদ্রব্য, একটা কোডেক্স।"

খুব কাছ থেকে দেখে বুঝতে পারল সারাহ্ যে, ইনি একজন শিক্ষিত লোক। তাই এটা একটা কপি কিংবা ডেকোরেশন কিংবা অন্য কিছু বলে হাসির পাত্র হতে চায় না। লোকটা জানে যে এটাই সঠিক।

তিন ঘণ্টা পরে, যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নকে থামিয়ে দিতে বিখ্যাত, তার বাবার এরকম একদল ব্যারিস্টার এসে উদ্ধার করল সারাহ্কে। দেশ ছাড়ার অনুমতি দেয়া হবে না এরপর আর। মুক্তিপণের জন্য নিয়ে নেয়া হলো পাসপোর্ট। কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকর হলো কোডেক্স, তার সবচেয়ে যক্ষের ধন মায়া কোডেক্সটা বাজেয়াপ্ত করা হলো আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে ঐতিহাসিক সম্পদ সংগ্রহ করার অভিযোগে।

ল'ইয়ারের কাছেও এটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে লিমোজিনে সারাহ্র পাশে বসে থাকা অ্যান্থনি ব্রেন্ট গ্রিভস্-এর। শহরের দিকে যেতে যেতে সারাহ্ জানাল, "অ্যান্থনি, নতুন করে ঘর ঠিক করার শক্তি নেই আমার। নাইটস ব্রিজে বাবার বাসায়—নিয়ে চলুন আমাকে।"

"আমি আসলে দুঃখিত", বলে উঠল গ্রিভস। "উনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এটা এখন সম্ভব নয়। উনার একটা ডিনার পার্টি আছে। আর আরো লোকজন আছে, যারা প্রেসের নজর কাড়ে সবসময়।"

"ওহ," খানিকটা মুষড়ে পড়ল সারাহ্। 'তার মানে আমার সাথে দেখা করতে চাইছে না বাবা।'

"এভাবে বলতে চাইনি আমি।" পাশ কাটাতে চাইল গ্রিভস। "লন্ডনের জঙ্গলের পুরনো বাঘ তিনি। আপনার স্বার্থে কাজ করবেন ঠিকই; কিন্তু নিঃশব্দে।'

"বুঝতে পেরেছি।"

নিজের কাজে সফল হলো গ্রিভস। ড্রাইভারকে জানাল, "লেডি সারাহ্‌কে ব্রমটনে উনার ঘরে নিয়ে চলো।"

সান্তা মারিয়া দি লস্ মন্তানাস্

সান্তা মারিয়া দি লস্ মন্তানাস্ শহরে গুয়েতেমালা আর্মি এলো সোমবার। মঙ্গলবারে, শহর থেকে এক মাইল দূরে ভুট্টাক্ষেতে নামল একটা হেলিকপ্টার। নিচে নেমে এলেন কমান্ডার রুয়েডা।

শহরের চত্বরে কমান্ডার আর তার লেফটেন্যান্টরা পৌঁছাতেই তাদের অভিবাদন জানাতে এগিয়ে এলো সকলে। এদের মাঝে আছে স্যাম আর রেমিও। "আপনাকে দেখে ভালো লাগছে কমান্ডার। এখানে কী মনে করে?"

কাঁধ ঝাঁকালেন কমান্ডার। কিন্তু হাসি লুকাতে পারলেন না। "মনে হচ্ছে ইউনাইটেড কিংডমে মায়া কোডেক্স নিয়ে যাওয়ায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সারাহ্ অ্যালারসবিকে। তাই কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোক এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান বদলেছে। এ অঞ্চলের সরকারি বাহিনীর অ্যাক্টিং কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছি এখন আমি।"

"কংগ্রেচুলেশনস", খুশি হয়ে উঠল রেমি। "জানতে পারি আপনার পরিকল্পনা কী?"

"অবশ্যই। যা করতে চাই তা খোলামেলাভাবেই করতে চাই। এখন এসতানশিয়া গুয়েররোতে সৈন্য পাঠিয়েছি ড্রাগ খুঁজে বের করার জন্য। অন্যরা গুয়েতেমালা সিটিতে সারাহ্ অ্যালারসবির বাসা, অফিস আর অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুঁজে দেখছে আর্কিওলজিক্যাল সাইট থেকে চুরি করা কিছু পাওয়া যায় কি-না।"

"হুররে, ওয়াও!" সত্যিকারের মজা পেল রেমি।

"আশা করছি আপনাদের পরীক্ষা করে দিতে বললে কিছু মনে করবেন না।" জানতে চাইলেন কমান্ডার রুয়েডা।

"একদম না।" উত্তরে জানাল স্যাম।

"এখানে ফিরে আসার অজুহাত পাওয়া যাবে তাহলে। অনেক অনেক বন্ধু যে তৈরি হয়েছে।" কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের দিকে তাকাল স্যাম। "এদের মাঝে দুজনের কথা আপনারও জানা উচিত। ফাদার গোমেজ আর ডাক্তার হুর্য়েতা। উনি কমান্ডার রুয়েডা, আমার বন্ধু। উনি বেশ সৎ আর এ এলাকার সমস্যা সম্পর্কে সব জানেন। সৌভাগ্যক্রমে এখন থেকে এখানকার ইনচার্জ অফিসার।" রুয়েডার সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল স্যাম।

খানিকটা মিলিটারি কায়দায় মাথা নত করলেন রুয়েডা। "আমি আপনাদের দুজনের কথাই শুনেছি। এও জানি যে, মাদকের কারবার থামাবারও চেষ্টা করছেন। তাই এটুকু বলতে চাই, আপনাদের সাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি গুয়েতেমালার লোকদের পক্ষ থেকে।"

অন্য কিছু একটা নজরে এলো রেমির। লম্বা রাস্তার নিচে দেখিয়ে বলে উঠল, "দেখুন! আগুন।" বহুদূরে দিগন্তে দেখা গেল নিচু কালো মেঘের রেখা।"

একবার তাকিয়ে রুয়েডা বলে উঠলেন, "আমার লোকেরা এসতানশিয়া গুয়েররোতে আগুন দিচ্ছে মারিজুয়ানা ক্ষেতে। আপনাদের কথামতো কোকা গাছও পেয়েছে।" নিজের দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আমার মনে হয় আমাদের যাওয়া উচিত। অনেক কাজ পড়ে আছে।"

হেলিকপ্টার পর্যন্ত রুয়েডা আর তার সহকারীদের সাথে হেঁটে গেল স্যাম আর রেমি। ঠিক ওপরে উঠে যাবার আগে ওখান থেকে দুজনকে একপাশে ডেকে নিলেন রুয়েডা। "হয়তো এটা আলাদা করে বলার মতো কিছু না। কিন্তু তারপরও জানাতে চাই যে, কয়েক সপ্তাহ আগে যে আপনাদের খুন করতে চেয়েছিল, বন্দিদের মাঝে সে দুজনও আছে। একটা জেলখানায় দু'দিন থাকার পর দুজন লোককে মেরে ফেলেছে, যাদের রিলিজ হবার কথা ছিল। তারপর তাদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে। আমাদের ধারণা, দেশ ছেড়ে চলে গেছে, যদিও নিশ্চিত নই।"

"ঠিক আছে, আমরাও চোখ-কান খোলা রাখব।" জানাল স্যাম। রোটর ঘুরতে শুরু করতেই বাতাসের তোড়ে পিছিয়ে এলো দুজন। সেলফোন বের করে সেলমাকে ফোন করল স্যাম।

"স্যাম আর রেমি, তোমাদের জন্য খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার। সবকিছু মিটমাট হয়েছে?"

"হুম।" উত্তর দিল স্যাম।

' প্রোফেসর ডেভিড কেইন এখনো পৌঁছাননি?"

"ডেভিড কেইন? উনি আসছেন নাকি?"

"উনি তো আগে থেকেই আসতে চাইছিলেন। শুক্রবার শেষ হয়েছে ফাইনাল পরীক্ষা। জুন মাস চলে এসেছে স্যাম। তোমরা মায়াদের নিয়ে মেতে আছো। কারো কাছে ক্যালেন্ডার নেই?"

"ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম। আসলে মনে রাখা উচিত ছিল।"

ল্যান্ড রোভারের কনভয়-প্রধান হয়ে পৌঁছালেন ডেভিড কেইন। বেশ সহজেই পাহাড় বেয়ে উঠে এক সারিতে গির্জার সামনের রাস্তায় গিয়ে থামল পুরো কনভয়। লাফিয়ে এসে স্যাম আর রেমিকে জড়িয়ে ধরলেন প্রফেসর ডেভ। "তোমরা কী করেছ আমি শুনেছি। সত্যি তোমাদের তুলনা হয় না। অবিশ্বাস্য।"

"ধন্যবাদ, প্রফেসর।" আস্তে করে জানাল রেমি। "কিন্তু আপনি আর আপনার সহকর্মীরা এখানে যা খুঁজে পাবেন সেগুলো আরো বেশি অতুলনীয় হবে। তবে কোনো আবিষ্কারে যাবার আগে আমাদের সময় দিন সবকিছু ঠিক করে দিতে। এই ফাঁকে সকলের দিকে তাকিয়ে হাসুন। কথা বলুন শুধু আর্কিওলজি বাদে। আর ধৈর্য ধরুন। ইতোমধ্যে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একটা পাবলিক মিটিং-এর আয়োজন করে ফেলেছি।"
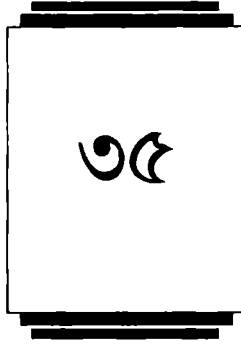
লন্ডন

লন্ডনে বসে বসে বিরক্ত হয়ে উঠল সারাহ্ অ্যালারসবি। গুয়েতেমালা সিটিতে সেই রাখত মনোযোগের কেন্দ্র। ইউরোপের একাংশ, সবকিছুতেই তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়—রোম, এথেন্স, বার্লিন, প্রাগ। এমনকি প্যারিসেও তাকেই দেখা হয় সবচেয়ে ভালো জায়গা।

কিন্তু, এখন অবিশ্বাস্য কোর্ট অর্ডারের কারণে এই বৃষ্টিভেজা, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে লন্ডন ছেড়ে আর কোথাও যাবার উপায় নেই। এর ওপরে আবার লন্ডনের সামাজিক পরিবেশও তেমন অনুকূলে নেই। গত কয়েক মাসে সংবাদপত্রে এত বাজে সব খবর বেরিয়েছে তাকে নিয়ে—মায়া সমাধিগুলো লুট করেছে, এমন সাইট আবিষ্কারের দাবি করছে, যেটা ইতোমধ্যে নথিভুক্ত আছে। একটা মায়া কোডেক্স ব্যবহার করেছে, যেটা তার কাছে থাকারই কথা না।

আরো যোগ হয়েছে, একদিন আগে থেকে রটনা ছড়িয়েছে যে, মধ্য আমেরিকার মাদক কারবারিদের লোকজন ইতোমধ্যে তাদের RSVPs, ক্যানসেল করে নিচ্ছে। তাই ওয়েলকাম হোম ডিনার পার্টি দেয়ার প্ল্যানও ভেস্তে গেছে। সবার কণ্ঠে ভয় শুনতে পাচ্ছে সারাহ্। পাগল বখে যাওয়া সারাহ্ অ্যালারসবির সাথে মিশে নিজেদের খ্যাতির বারোটা বাজাতে চায় না কেউ। মাত্র এক বছর আগেই ওর পার্টিতে আসার জন্য মুখিয়ে থাকত সকলে। এমনকি হাঁটু গেড়ে ক্রল হামাগুড়ি করে আসতে বললেও চলে আসত, এমন অবস্থাই ছিল তখন।

দরজার কাছে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেভি ব্লু কোট পরতে পরতে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল সারাহ্। বোতামগুলো সোনার আর কোটটা দেখাচ্ছে আঠারোশ শতকের নেভাল অফিসের ইউনিফর্মের মতো। খানিকটা ঘুরে আয়নায় নিজেকে দেখে খুলে ফেলল দরজা। পয়েন্ট ৩০৮ ক্যালিবারের বুলেট এসে কপাল ফুটো করে ঢুকে গেল খুলিতে। বের হয়ে গেল পেছন দিয়ে। এত দ্রুত মগজ নিস্তব্ধ হয়ে গেল যে, রাইফেলের কোনো শব্দই পেল না সে।

স্কোপ দিয়ে মেয়েটাকে পেছন দিকে পড়ে যেতে দেখল রাসেল। ভারী সদর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সারাহ্র পা এসে আটকে যাওয়ায় খানিকটা খোলাও রইল। মনে হলো, কেউ একজন এখনই বের হবে। কিছু একটা আনতে খানিকক্ষণের জন্য ভেতরে গেছে।

রাইফেল নামিয়ে রাখল রাসেল। জানালা বন্ধ করে লক করে দিল রুইজ। টেনে দিল পর্দা। তাড়াতাড়ি রাইফেল, টুকরো টুকরো সুটকেসে রেখে দিল রাসেল। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলো নিচে। তারপর রান্নাঘরে, পেছনের দরজা দিয়ে বাগানে। সকালের মধ্যভাগ হলেও মনে হলো না কেউ কিছু দেখেছে। স্বাভাবিকভাবে রাস্তায় গাড়ি, মানুষ সব চলছে।

যে বাড়িটাতে তারা ছিল এটা বিক্রির উদ্দেশে রাখা হয়েছে। সারাহ্র বাড়ি থেকে এক নাম্বার নিচে আর ঠিক বিপরীত পাশে। চার মিলিয়ন পাউন্ড চাইছিল মালিক। রাসেল আর রুইজ রাবার গ্লাভস পরে নিয়ে মাত্র ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসেছে ভেতরে।

পেছনের বাগান দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে উচ্চারণ করল—জিনিস বটে বানায় ব্রিটিশরা—সন্তুষ্টি বোধ করল বেশ। নিজের প্রতিজ্ঞা ভেঙে তাকে আর রুইজকে গুয়েতেমালা জেলে পাঠিয়েছিল সারাহ্। এখন তা শোধ হলো। রেখে যাওয়া গাড়িতে উঠে বসল রাসেল, চালাতে লাগল রুইজ, রাস্তার রং সাইড দিয়ে মনে হলো ভালোই চালাতে পারে সে। পথিমধ্যে মাঝে মাঝে থামল। ফলে কয়েকটা ট্র্যাশ ক্যানে রাইফেলের টুকরাগুলো ফেলে দিতে কোনো সমস্যাই হলো না রাসেলের।

ওয়াটারলু স্টেশনে নেমে মেনস রুমে ঢুকে কাপড় বদলে হাত ধুয়ে নিল দুজন। এরপর বড়সড় হলুদ সাদা ইউরোস্টার ট্রেনে চড়ে বসল প্যারিসের উদ্দেশে। তিন ঘণ্টা লাগবে পৌঁছাতে। কিন্তু তাদের জন্য কাটা হয়েছে প্রিমিয়াম ফার্স্ট ক্লাস টিকিট। আর যাত্রাও হবে আরামদায়ক। গুয়েতেমালার কারাগার থেকে পালিয়ে আসার চেয়ে তো ভালো!

লন্ডন আর ভেতরের শহরতলিতে খানিকটা ধীরে চলে গতি বাড়াল ট্রেন। চ্যানেলের নিচের টানেলে ঢুকে পড়ল ট্রেন। অন্ধকার হয়ে গেল জানালাগুলো।

ট্রেনের প্যাসেজওয়ে থেকে প্রিমিয়াম সিটে বসা দুই আমেরিকানকে দেখলে সান্টিয়াগো অবরেগণ। মনে হচ্ছে দুজনই ঘুমাচ্ছে। অবরেগণের অবাক লাগল এই ভেবে যে, দুজন কেমন নিশ্চিন্ত মনে ভাবল যে প্রায় একশ লোক হারিয়েও কিছু বলবেন না সান মার্টিন, তাদের নিরাপদে ইউরোপে যেতে দেবেন। যদিও সারাহ্ অ্যালারসবিকে হত্যা করায় বেশ কৃতজ্ঞ সে। নতুবা তাকেই করতে হতো কাজটা।

এমনভাবে কম্পার্টমেন্টে আমেরিকানগুলোর অন্য পাশে বসল অবরেগণ যে, দেখে মনে হচ্ছে এটা তার জায়গা। ব্রিফকেসে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল নিজের যন্ত্র। একটা সিজেও পি-০৭ ডিউটি পিস্তল। সাথে ফ্যাক্টরিতে বানানো মাজল আর বিশেষ হাই সাইটস। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমেরিকান দুটোর হার্ট থেমে গেল বুকে গুলি খেয়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম আমেরিকানটার মাথায় গুলি করল নিশ্চিত হবার জন্য যে সে মারা গেছে। এরপর দ্বিতীয়টার মাথায় ধরতেই, স্প্যানিশে লোকটা বলে উঠল, "কে তুমি? কেন মারছ?"

"তোমরা কেন খুন করো?" পাল্টা প্রশ্ন করল অবরেগণ। "অর্থের জন্য।" ট্রিগার টিপে দিল। মৃত লোকটার ডান হাতে ধরিয়ে দিল পিস্তল। এরপর নেমে গিয়ে অন্য কারে উঠে গেল। বেশি দেরি নেই। একটু পরেই তারা গেয়ার দু নর্ডে পৌঁছে যাবে।
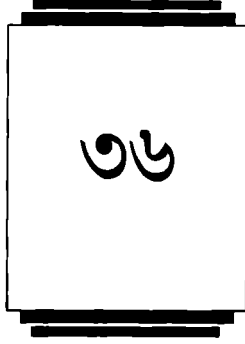
সান্তা মারিয়া দি লস্ মন্তানাস্

ফাদার গোমেজের সভাপতিত্বে গির্জায় অনুষ্ঠিত হলো মিটিং। একেবারে শেষে তিনি বললেন, "এতক্ষণ আপনারা সবাই শুনলেন যে কেন প্রত্নতত্ত্ববিদদের জায়গাটা খোঁড়ার অনুমতি দিতে হবে আর কেনই বা নয়। এখন প্রত্যেককে একটা করে কাগজ দেয়া হবে। শুধু হ্যাঁ কিংবা না লিখে কালেকশন বক্সে ফেলে দেবেন।"

লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ভোট দিল সকলে। শেষ হবার পরে গুনে দেখলেন ফাদার গোমেজ, ডাক্তার হুর্য়েতা আর নতুন মেয়র আন্দ্রিয়াজ। ড. ডেভ কেইনের দলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুমতি দিয়েছে পুরো শহর।

সকাল বেলা সাতটা বাজে জড়ো হলো পুরো অভিযানের সদস্যরা। শহরের প্রতিনিধি প্রধান করা হলো ফাদার গোমেজকে। সরু রাস্তাটা দিয়ে উঠতে শুরু করতেই ফাদার বলে উঠলেন, "ড. কেইন কিছু ব্যাপার আছে, যা আপনাকে জানানো দরকার। এইবারই প্রথম সুযোগ পেলাম আমি বলার জন্য। আপনি জানেন যে এটা স্থানীয়দের কাছে বেশ পবিত্র জায়গা। এখানে যারা শুয়ে আছে তারা আগন্তুক নয়, পূর্বপুরুষ, কিংসচেন্ট শহরের শাসকবর্গ আর জীবিতরা। যারা ৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লড়াই করেছিলেন এখান থেকে ত্রিশ মাইল পূর্ব দিকের এক শহরের বিরুদ্ধে। যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে তারা সংখ্যায় কমে গিয়ে হারতে বসেছেন, তখন বিশ্বস্ত কয়েকজন যোদ্ধা আর নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সব জিনিস জড়ো করে এখানে চলে আসেন।"

"আপনি বলতে চাইছেন এটাই ছিল ওদের শেষ লড়াই ক্ষেত্র?"

"ঠিক তাই। এখন যেখানে গির্জা সেখানে একটা দুর্গ ঘেরা ওয়াচটাওয়ার বানানো হয়েছিল। এরপর নিজেদের লোকদের মালভূমির ওপরে এনে এই শক্ত অবস্থান গড়ে তোলা হয়েছিল। শত্রুরা আসার পরেও এটা টিকে ছিল। কিন্তু এরপর একে একে সকলে মারা যাবার পর এখানেই কবর দিয়ে দেয়া হয়, সাথে দেয়া হয় তাদের মূল্যবান সামগ্রী। অস্ত্র, গয়না, এমন সবকিছু, যা তাদের কাছে মূল্যবান ছিল।"

"তো ওপরের সবকিছু তাহলে ক্ল্যাসিক আমলের জিনিস?"

"সবকিছু নয়। দুইশ বছর পরে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শহরের লোকদের আবারো আসতে হয়েছিল এখানে। ঘটনাগুলো প্রায় একই রকম ছিল। জায়গাটা এতটাই খাড়া, কঠিন আর দুর্ভেদ্য যে, হারা অসম্ভব। এরপর লোকজন আবার শহরে ফিরে যায়। পরবর্তীতে স্প্যানিশ সৈন্যরা এগিয়ে আসার পর আলটা ভেরাপেজের মানুষ লড়াই করে তাদের ঠেকিয়ে দেয়। কিন্তু পূর্ব সতর্কতাস্বরূপ নিজেদের আর সংস্কৃতির মূল্যবান সব জিনিস এখানে এনে রেখে যায়।"

"আর কেউ কখনো এখানে খুঁড়তে আসেনি?" এবারে জানতে চাইলেন ড. ডেভিড কেইন।

"না।" উত্তর দিলেন ফাদার।

"কয়েকজন চেষ্টা করেছিল। শহরের লোকেরা তাদের খুন করে ফেলে। সময় এভাবেই কেটে যায়। সকলে খ্রিস্টান হয়ে ওঠে। ওয়াচটাওয়ার ভেঙে ফেলে পাথরগুলো দিয়ে গির্জা তৈরি করা হয়। অল্প যেটুকু জানত এ জায়গা সম্পর্কে দুনিয়া, সেটুকুও ভুলে যায়। কিন্তু এখানকার লোকেরা কিছুই ভোলেনি।"

"বুঝতে পারছি তাই তারা এতটা সংবেদনশীল এ জায়গা নিয়ে।" মন্তব্য করলেন প্রফেসর ডেভ।

"সাবধানে থাকবেন। কারণ এরা আপনাদের ওপর বিশ্বাস করেছে স্যাম আর রেমি ফারগোর জন্য। দম্পতিকে সকলে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে যে, ওদের জন্য সব করতে পারবে। কখনোই যেন কারো মনে না হয় যে আপনারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছেন কিংবা তাদের রাজাদের সম্মানহানি করছেন। এক দিনও টিকতে পারবেন না তাহলে।"

মালভূমির ওপরে পৌঁছে গেল দলটা। দেখা গেল কিনারের দুর্গ আর রাজাদের সমাধির মাটির ঢিবি।

কেইনের মনোযোগ গেল একশ বছর আগে খোলা প্রবেশপথটার দিকে; যেটা কিছুদিন আগে ফারগোরাও আবার খুলে ফেলেছিল। বিশাল সব পাত্রের

সারি দেখা গেল। সবটার ঢাকনা আটকানো। একটার পাশে বসে হাঁটু গাড়লেন প্রফেসর। কিন্তু কাঁধে হাত দিলেন ফাদার। "দাঁড়ান।"

উঠে দাঁড়িয়ে খানিকটা অধৈর্য নিয়ে তাকালেন ড. ডেভিড।

ফাদার জানালেন, "আমি এখনো শেষ করিনি, এর জন্য আপনাদের প্রস্তুত করে তুলব। যতবার শহরের লোকেরা এখানে পালিয়ে এসেছিল; সাথে করে এনেছিল নিজেদের মূল্যবান সব সম্পদ। জেড আর স্বর্ণের গয়না, দামি মৃৎপাত্র, প্রাচীন অস্ত্র, সবকিছু আছে এখানে। কিন্তু তাদের কাছে সবচেয়ে দামি আর মূল্যবান ছিল বই।"

"বই?"

"পুরনো মায়া বই। যেমন একটা স্যাম, রেমি আর আপনি পেয়েছেন।"

নিজেকে ধাতস্থ করলেন প্রফেসর কেইন। যদিও স্যাম আর রেমির মনে হলো যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন ভদ্রলোক। "আপনার জানা যে, কোনোটা এখনো অক্ষত আছে কি-না?"

"সমাধিতে যে মৃতদেহ পড়ে আছে সে লোকটা কয়েকটা খুলে ফেলেছিল। ওগুলো দেখেছি আমি। ভালোই আছে। সম্ভবত উচ্চতার জন্য। কিন্তু সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে এক'শ। প্রাচীন মায়ারা বইগুলো এভাবে মুখবন্ধ পাত্রে করেই নিয়ে এসেছিলেন। শুধু এই সমাধিতেই একশ তেতাল্লিশটা পাত্র আছে। আরো কয়েকটা সমাধিতে আরো বই থাকতে পারে। প্রতিটাই ঢাকানা আটকানো পাত্রে রাখা। তাই সারাহ্ অ্যালারসবি যা নিয়ে গেছে, তা আসলে যা রয়ে গেছে তার তুলনায় কিছুই না।"

মৃতদেহ পাশ কাটিয়ে, জারগুলো থেকে সরিয়ে ড. ডেভিড কেইনকে রাজার সমাধি কক্ষে নিয়ে গেলেন ফাদার, চুনাপাথরের স্ল্যাবের ওপর জেড আর সোনায় মোড়ানো রাজা শুয়ে আছেন নিথর হয়ে। "আরেকটা জিনিস আছে যা আপনার দেখা দরকার। এই লোকটাকে আর পাথর সরাতে আমাকে সাহায্য করুন।" ড. কেইন দ্বিধা করতেই ফাদার বলে উঠলেন, "কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা আগেও করেছি এমন।"

ফাদার গোমেজ, ড. কেইন আর স্যাম ফারগো মিলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলল ভারী পাথর। দেখা গেল রাজার দেহাবশেষের নিচে আরেকটা চেম্বার। অন্ধকার জায়গাটাতে নিজের ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললেন ড. কেইন। ফিরে এলো সোনার পরিচিত চকচকে আভা—দেবতা-মানুষ আর প্রাণীর মূর্তি, পেটানো সোনার দেহবর্ম আর মাথার পাগড়ি, ব্রেসলেট, অ্যাংলেট, কানের দুল, নাকের গয়না। পুরো সোনায়ভর্তি একটা রুম। এর সাথে আছে জেড বসানো কুঠার, কানের দুল, পুঁতি, অনুষ্ঠানে ব্যবহার করার বর্শার মাথা। গাঢ় সবুজ,

নীল, সাদা বিভিন্ন রঙের চকচকে খোদাই করা কাজ দেখে বোঝা যাচ্ছে বহু আগে হাতে হওয়া শিল্পীদের দক্ষতা।

"অবিশ্বাস্য। এর আগে মায়াদের এরকম কিছু আর কোথাও আবিষ্কার হয়নি।" বিশ্বাসই করতে পারছেন না প্রসেফর।

"এরকম আরো আছে।" বলে উঠলেন ফাদার গোমেজ। "আমি জানি যে প্রতিটি ঢিবি একেকজন রাজার সমাধি আর উনার ধারণা ছিল শত্রুর হাত থেকে তাকেই রক্ষা করতে হবে শহরের সম্পদ। তাই প্রতিটি সমাধির নিচে গুপ্ত কক্ষ আছে। পাহারা দিচ্ছেন মৃত রাজা। সব দেখতে পাবেন আপনারা।"

"শহরের লোকেরা আমাদের পুরো এলাকাটা খুঁড়ে পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়েছে?"

"হ্যাঁ। এর কিছু অংশে কাজ করেছে ফারগো দম্পতির প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা। কেননা পরিবারসহ সবকিছু রক্ষা করেছে স্যাম আর রেমি। আর খানিকটা কাজ করেছে দুজনের প্রতিজ্ঞা।"

"কোন প্রতিজ্ঞা?" স্যাম আর রেমির দিকে তাকালেন প্রফেসর কেইন।

রেমি জানাল, "আমরা জানিয়েছি যে এখানে যা পাওয়া যাবে তা সংরক্ষণ আর প্রদর্শনীর জন্য একটা জাদুঘর বানাতে সাহায্য করব। এখানে সান্তা মারিয়া দি লস্ মন্তানাস্ শহরে।"

স্যাম যোগ করল, "এর মাধ্যমে সারা দুনিয়া এই জায়গা সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু রাজাদের দেহাবশেষ আর বহু মূল্যবান সামগ্রীগুলো সরাতেও হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জাদুঘরগুলো চাইলে লং টার্ম লোন হিসেবে নিতে পারবে অংশগুলো। কিন্তু সবসময় এখানেই থাকবে তাদের মাঝে। যারা এখানে এনেছিলেন তাদের উত্তরসূরিদের কাছে।"

❖